INDEX

DAY & DATE | PAGE

’4TH MARCH, 1987

WEDNESDAY, THE 25TH MARCH, 1987

THURSDAY, THE 26TH MARCH, 1987

FRIDAY, THE 27TH MARCH, 1987

ERRATA

Correction	Date of Proceedings and Page No
1. For "Thursday" read "Tuesday"	at Page 1 of the Proceedings for the 24th March, 1987.
2 For "Monday" read "Thursday"	at Page 1 of the Proceedings for the 26th March, 1987.
3. For "Tuesday" read "Friday"	at Page 1 of the Proceedings for the 27th March, 1987.
4 For "Government Bills" read "Private Members' Resolutions"	at Pages 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 67 of the Proceedings for the 26th March, 1987.
5. For "RVEES" read "RULES"	at Page 32 of the Proceedings for the 27th March, 1987.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 24th March, 1987, Thursday, at 11-A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, The Deputy Chief Minister, 9 (Nine) Minister, the Deputy Speaker and 36 Members

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার আনবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য **শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।**

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আগত কতজন শরণার্থী ত্রিপুরার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, (শিশু, নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা হিসাব)

২। উক্ত শরণার্থীদের মধ্যে ৩১, ১, ৮৭ ইং পর্য্যন্ত কতজন মারা গিয়াছে,

৩। ত্রাণ শিবিরে উক্ত শরণার্থীদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে এবং মাসিক মাথাপিছু খরচের পরিমাণ কত,

৪। উক্ত শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা সাহায্য দিয়াছেন (৩১-১-৮৭ পর্য্যন্ত প্রদত্ত অর্থের হিসাব) ?

উত্তর

১। গত ১৮-২-১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত ৪২, ৫০৬ জন শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৭, ১৮১ জন, নারীর সংখ্যা ১৬, ৪৭৫ জন, শিশুর সংখ্যা ৮, ৮৫০ জন।

২। ৩১, ১. ৮৭ ইং পর্য্যন্ত ৯৭৫ জন মারা গিয়াছে।

৩। ত্রাণ শিবিরে সরকারের নির্দ্ধারিত হারে রেশন, পরিধেয় বস্ত্র, রান্নার আসবাব-পত্র, শীতের কম্বল, শিশুদের জন্য মাথা পিছু প্রতিদিন ২০০ মিলি লিটার দুধ দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতি ক্যাম্পে চিকিৎসা, পানীয় জল, শিক্ষাও থাকার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাসিক প্রাপ্ত বয়স্ক মাথাপিছু রেশনের জন্য ব্যয় হয় ৮৬৮০ (ছিয়াশি টাকা আশি পয়সা।), অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ইহার অর্দ্ধেক।

৪। ৩১, ১, ৮৭ ইং পর্য্যন্ত ভারত সরকার উক্ত শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য সর্ব্বমোট ১, ১০, ৬১, ৪০০ টাকা সাহায্য দিয়াছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন যে, ৯৭৫ জন মারা গেছেন, কি কারনে এবং এই ক্যাম্পে তাদের থাকার প্রয়োজনে কি ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল যাতে তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং চিকিৎসার কি কোন ক্রটি হয়েছিল কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :— **মিঃ স্পীকার স্যার,** কে কে অসুখে মারা গেছেন সেটা ডাক্তার বলতে পারেন। আর অন্যান্য যে প্রশ্ন করছেন মাননীয় সদস্য সে সব তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে, এই যে, ৯৭৫ জন মারা গেছে এই সংখ্যাটা ঠিক নয়, এই মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশী এবং সেটা আমার কাছে তথ্য রয়েছে সেটা হচ্ছে ১২৮১ জন। আমরা দেখছি সমস্ত ক্যাম্পে এখন হাম, গুটি বসন্ত, আন্ত্রিক রোগ ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে। সেখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তারা বললেন যে, তারা এই রোগ নির্ণয় করতে পারছেন না। এবং তাছাড়া তারা আরো বললেন যে, তাদের মাত্র একজন নার্স দেওয়া হয়েছে। ফলে সুষ্ঠু চিকিৎসা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এই ব্যাপারে যদি অতি সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে এটা মহামারী আকারে দেখা দেবে এবং আশে পাশে যারা বসবাস করছেন তাদের মধ্যেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই এই ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে বলেছেন সমস্ত ক্যাম্পে আন্ত্রিক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে এটা ঠিক নয়। তবে কি কি রোগ সেখানে দেখা দিয়েছে সে তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আর যে একজন নার্স দেওয়া হয়েছে বলে চিকিৎসার অসুবিধা হচ্ছে— মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটাও ঠিক নয়। চিকিৎসা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট পরিমানে দেওয়া হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে কোন কম্প্লেন নেই। তবে মাননীয় সদস্যর কাছে যদি এই ধরনের তথ্য থেকে থাকে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথমে শরণার্থীদের মাথাপিছু একটি সাবান দেওয়া হতো। কিন্তু গত এক মাস ধরে সেটা দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া তাদের জ্বালানী কাঠ ক্রয় করবার জন্যে মাথাপিছু ১৫ পয়সা করে দেওয়া হচ্ছে যেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে শরণার্থীদের বাধ্য হয়ে নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে, রিজার্ভড্ ফরেস্ট থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আসছে। ফরেস্ট বিভাগ থেকেও তাদের কোন বাধা দিতে পারছে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, শরণার্থীদের দৈনিক কি কি দেওয়া হচ্ছে তার একটা হিসাব আমি দিয়ে দিচ্ছি :—

প্রতিদিন প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক শরণার্থীকে নিম্ন হারে রেশন দেওয়া হয়— ১। চাউল -৪০০ গ্রাম, ২। ডাইল -৫০ গ্রাম, ৩। রান্নার তৈল—৫ গ্রাম, ৪। লবন --১৫ গ্রাম, ৫। শুকনা মরিচ—৫ গ্রাম (পরিবার পিছু) ৬। তরি তরকারী বা শুকনা মাছ—৩০ পয়সা, ৭। জ্বালানী—২০ পয়সা।

অপ্রাপ্ত বয়স্করা ইহার অর্দ্ধেক পাইয়া থাকে। টিফিনের জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু ২৫ গ্রাম চিড়া, ও ১০ গ্রাম গুড় দেওয়া হয়। দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি শিশুকে প্রতিদিন ২০০ মিলি লিটার দুধ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া প্রতি শরণার্থীকে প্রতিদিন হাত খরচার জন্য ২০ পয়সা দেওয়া হয়।

শরণার্থীদের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী ঘর তৈরী করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৪টি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে এবং আরও একটি ক্যাম্প অতি শীঘ্রই খোলা হইবে। ক্যাম্পগুলির নাম নিম্নে বর্ণিত হইল— কাঁঠালছড়ি ক্যাম্প, শিলাছড়ি ক্যাম্প, করবুক ক্যাম্প, টাকুমবাড়ি ক্যাম্প। করবুকের নিকটবর্তী স্থান পঞ্চরাম পাড়াতে আরও একটি ক্যাম্প খোলা হইবে। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় পানীয় জল ও পয়-প্রনালীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও রোগ নিরাময়ের জন্য দুইটি অস্থায়ী হাসপাতাল একটি 'কাঁঠালছড়ি'

এবং অন্যটি করবুকে করা হইয়াছে।

কোন শরণার্থী যাহাতে চিকিৎসার অভাবে মারা না যায় তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এবং প্রতিটি ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, আয়া এবং অন্যান্য ষ্টাফ স্থায়ীভাবে দেওয়া হইয়াছে। কোন্ ক্যাম্পে কতজন ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য ষ্টাফ দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল—

১। কাঁঠালছড়ি ক্যাম্প— ডাক্তার—৪ জন, নার্স—৩ জন, জি, ডি, এ,— ৩ জন।

২। শিলাছড়ি ক্যাম্প— ডাক্তার—২ জন, নার্স—১ জন, আয়া—১ জন।

৩। করবুক ক্যাম্প— ডাক্তার—৩ জন, নার্স— ২ জন, পেরামেডিকেল ষ্টাফ— ২ জন, আয়া— ৩ জন, কন্টিনজেণ্ট ষ্টাফ— ৩ জন।

৪। ঠাকুমবাড়ী ক্যাম্প ডাক্তার-২ জন।
পেরামেডিকেল-৪ জন।
আয়া- ২ জন।

প্রতিটি ক্যাম্পে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল করা হইয়াছে এবং প্রাইমারী স্তর পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রয়োজনীয় বই, খাতা, পেন্সিল, স্লেট, ও খেলার সামগ্রী দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাথাপিছু প্রতিদিন ৭০ পয়সা মূল্যের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা আছে। প্রতি শরনার্থী পরিবারকে এক প্রস্ত করিয়া রান্নার বাসনপত্র দেওয়া হয়। একপ্রস্ত বাসনপত্রে একটি ডেক, দুইটি থালা, একটি প্লাসটিকের গ্লাস, একটি সস্‌পেন ও একটি বালতি থাকে। প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক শরনার্থী মহিলাকে ১টি শাড়ী, অথবা একটি পাছড়া, প্রতি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শরনার্থী ছেলেকে ১টি শার্ট ও ১টি প্যাণ্ট এবং প্রতি শরনার্থী অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে ১টি ফ্রক ও ১টি প্যাণ্ট দেওয়া হয়। প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক শরনার্থী পুরুষকে ১টি ধুতি অথবা ১টি লুঙ্গি দেওয়া হয়।

এতভিন্ন নিম্ন-লিখিত হারে প্রতিটি শরনার্থী পরিবারকে শীতের কম্বল দেওয়া হয়। এক হইতে ২ জনের জন্য ১টি, ৩ হইতে ৫ জনের জন্য ২টি। ৬ হইতে তদূর্ধ-৩টি। কুষ্ঠ রোগী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকেও কম্বল দেওয়া হয়। ২৫-২ ৮৭ ইং পর্য্যন্ত শরনার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ১১ পরিবারে লোক সংখ্যা হল ৪৪ হাজার ২ শত ৩৫ জন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছিলেন যে, শরনার্থীরা অনেকে নাকি কম্বল পায় নাই। এই যে হিসাব দিলাম তাতে কোন পরিবার, বাদ যায় নাই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে আমি খাদ্য তালিকা সম্পর্কে একটা বক্তব্য রাখছি। এখানে যে খাদ্য তালিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে

তাতে সব জিনিসই যে শরনার্থীরা ব্যবহার করছে তা নয়। সেজন্য আমরা পরীক্ষা করে দেখছি, ওভারঅল তাদের জন্য যে খরচ হচ্ছে তাতে কোন্ জিনিস কি পরিমাণ কমালে বা বাড়ালে তাদের সুবিধা হবে। এখানে আমরা দেখছি তাদের যে ১৫ পয়সার সিদল দেওয়া হয় তা যদি আরও বেশী করে দেওয়া হয় তাহলে পরে তাদের উপকার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কাজেই একটার পরিবর্তে আরেকটা পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কিনা আমরা দেখছি। আর এখানে অসুখের কথা যেটা বলা হয়েছে তাতে এক সময়ে আম্রিকে বেশ কিছু শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। তারজন্য এখন ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে, নার্সদের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে, প্যারা মেডিকেল স্টাফ বাড়ান হয়েছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের যে কথা বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া গেছে। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই টাকা ত্রাণের জন্য যথেষ্ট কিনা বা শরনার্থীদের ত্রাণের জন্য পুরো খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছেন, না রাজ্য সরকারও বহন করছেন?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে সব খরচই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাজেই এটা প্রশ্নের ব্যাপার না।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে ত্রাণ শিবিরে শরনার্থীদের জন্য যে সকল শুকনো মাছ দেওয়া হয় তারমধ্যে, সিঙ্গা-রিয়া নামে এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ সাপ্লাই করা হয় যেটার দাম খোলা বাজারে ১১ টাকা অথচ শরনার্থীদের জন্য সাপ্লাই করা হয় ২৩ টাকা দরে, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে মাননীয় সদস্যের একটা বিবেচনা থাকা দরকার যে কোন ক্যাম্পে কাকে সাপ্লাই দেওয়ার ভার দেওয়া হয়েছে এবং কে এসব করছে তা উল্লেখ না করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা, শ্রী নারায়ন দাস, শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্রী রসিকলাল রায়, শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রীমতি রত্না প্রভা দাস ও মহারাণী বিভু কুমারী দেবী।

শ্রীমতিলাল সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬০।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬০।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬০ ।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত, (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও জেনারেলের আলাদা আলদা হিসাব),

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত বেকারদের কর্ম বিনিয়োগের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

৩। ৩১-১-৮৭ ইং তারিখে উপরোক্ত বেকারদের মধ্যে থেকে কত জনের চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, (পুরুষ ও মহিলা আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

৪। উক্ত চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত শিক্ষিত বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৭ ইং সনের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ১, ০৭, ৫৬০ জন ?

তফসিলি জাতি—	১১, ৩১৭ জন
তফসিলি উপজাতি—	৯, ৯২৯ জন
জেনারেল—	৮৬, ৩১৪ জন।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিউ গ্রহণ ও অন্যান্য নিয়ম কানুন অনুযায়ী বিভিন্ন পদের উপযুক্ততা অনুযায়ী চাকুরী হবে।

৩। ৩১-১-৮৭ ইং তারিখ পর্য্যন্ত মোট ২, ৭৫৩ জন বেকারের চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারমধ্যে পুরুষ-১,৫৮৪ জন, মহিলা-১, ২৬৯ জন।

৪। উক্ত চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত শিক্ষিত বেকারদের ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থার কথা চিন্তা করে সরকার বিভিন্ন কর্ম প্রকল্প সমূহ রচনা করেছেন যথা :—

ক) স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্প ,

খ) ষ্টেট্ এর ইনড্রাষ্ট্রিজ রুলস এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠা ,

গ) ডিষ্ট্রিক্ট ইনড্রাষ্ট্রিজ চলানের সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা ;

ঘ) ডি, আই, সি, অনুমোদন নিয়ে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা ;

চ) ত্রিপুরা ইনড্রাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন হতে ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা ;

ছ) সমবায় সমিতি গঠন করে শিল্পদপ্তর হতে ঋণ বা অন্যান্য সাহায্য নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা ;

জ) প্যাকেজ অব ইনসেনটিভ এর সাহায্য নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা ;

ঝ) রেজিষ্ট্রেসন অব ফার্মসের সাহায্য নিয়ে কণ্ট্রাক্টরী প্রভৃতি করতে পারেন।

এছাড়াও বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের পরিকল্পনাতে বেকারদের পঞ্চায়েত স্তরে S.R E.P. ও N R.E.P. প্রকল্প সমূহে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় ও অন্যান্য স্বয়ং নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যথা:—

ইটভাটা স্থাপন, সমবায় ভিত্তিতে চা বাগান, রাবার শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Rubber Plantation, সব্জী উৎপাদকের সমিতি গঠন, সমবায় ভিত্তিতে মোটর পরিবহন সংস্থা গঠন, হস্ত ও তাঁত শিল্পীদের জন্য সহজ সর্তে ঋণ ও কাঁচা মালের বন্দোবস্ত ইত্যাদি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১, ৩৭, ৫৬০ রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার, এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা যে এর মধ্যে যাদের পরিবারে চাকরী নেই এবং এর পরেও চাকরী পায় নি?

শ্রীসমর চৌধুরী :— হ্যাঁ, এরকম আছে এবং বেকার সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে ২, ৭৫৩ জনের বয়ঃসীমা পার হয়ে গেছে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১ শে জানুয়ারী মাসে। এই যে বেড়ে গেছে তার জন্য নিশ্চয়ই তারা দায়ী নয়। সরকার তাদের চাকরী দিতে পারেননি বলেই এটা হয়েছে। এখন যে সমস্ত চাকরী দেবেন সেই সমস্ত চাকরীতে এই বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত বেকারদের যেদিন থেকে তাদের বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সেই দিনের আগের তারিখ থেকে রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট নিয়ে তাদের কর্মসংস্থান করা হবে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী :— কেন্দ্র সরকার ২৫ বছর বয়ঃসীমা করে রেখেছেন। বিশেষ বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে ২৮ বৎসর। এর উপর বয়ঃসীমা পার হয়ে গেলে পরে সরকার তাদের চাকরী দেবেন না। ত্রিপুরায় সেই ক্ষেত্রে জেলারেলদের জন্য ৩০ বৎসর বয়ঃসীমা এবং তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর করে রাখা হয়েছে অন্য কোন রাজ্যে একমাত্র পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া এই ব্যবস্থা আছে কিনা আমার জানা নেই। কাজেই বয়ঃসীমা প্রত্যেক রাজ্যেই বাড়ছে। আমরা সেই দিক থেকে লক্ষ্য রাখছি। আর এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যে দপ্তরে সেই দপ্তর সম্পর্কে আরও বেশী যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চান সেগুলি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— বয়ঃসীমা যেটা পার হয়ে গেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সকল স্কীম এ তাদের কর্মসংস্থান করতে বলেছেন, এদের মধ্যে কতজন

উল্লেখিত বিভিন্ন স্কীম নিয়ে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই। বিষয়টি এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যেন চাকরী দেওয়ার দায়িত্বটা রাজ্য সরকারের। অথচ কেন্দ্র বলছেন যে আমরা শিক্ষাকে চাকরী থেকে ডিলিঙ্ক করে দিচ্ছি। চাকরীর সংগে শিক্ষার কোন যোগ থাকবে না। শিক্ষিত হোন, অন্যান্য কাজ করুন। চাকরী চাইবেন না। আমাদের সংবিধানে একটা ধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার কাজের সংস্থান করবেন, নতুবা ফিনানসিয়াল এসিসটেন্স দেবেন। কিন্তু আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, কাজও পাই না, ফিনানসিয়াল অ্যাসিস্টেন্স ও পাই না। যারা আসামী তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে আমাদের কেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন? আমরা যেসমস্ত প্রস্তাব দিল্লীতে পাঠাচ্ছি সেই সমস্ত প্রস্তাব মানলে, রেল দিলে, শিল্প দিলে ব্যাংক ঋণের দরকার হত না। তাহলে সামান্য সংখ্যক বয়স উত্তীর্ণ বেকারের চাকরী আমরা দিতে পারি। কাজেই যাকে দায়ী করা উচিত, কেন্দ্রীয় সরকার যে একটা ভুল পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশে বেকার সৃষ্টি করছেন সেই জায়গায়টাই অতগুলি নির্দেশ করছেন না। বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কর্মসংস্থান করেছেন সম্ভবত কোন রাজ্যে এটা করতে পারেনি। যাদের বয়সসীমা পার হয়ে গেছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই সেই সমস্ত স্কীমে তাদের টপমোস্ট প্রায়রিটি দেব।

শ্রীমতিলাল সরকার :— যাদের বয়:সীমা অতিক্রান্ত হয়েগেছে ওদের পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার চাকরী দেবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী :— কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে যাদের নাম রেজিষ্ট্রি ভুক্ত আছে নিয়ম অনুযায়ী তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারা সেই নিয়মের মধ্যে পড়লে পাবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— বয়:সীমা অতিক্রান্ত বেকারদের ১৯৮১ সনের জবফর্ম থেকে চাকরী দেওয়া হয় নি, নিয়োগনীতি লঙ্ঘন করে চাকরী দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত পরিবারের বেকারেরা সেই জব ফর্ম অনুযায়ী পরিবারের একজনও চাকরী পায় নি, সেই সমস্ত শিক্ষিত বেকারদের চাকরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা নির্দিষ্ট জব ফর্ম পূরণের মাধ্যমে সমস্ত বেকারদেরই নামের লিষ্ট তৈরী করেছি এবং এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের যে নিয়ম নীতি আছে, তা মেনেই চাকুরী দেওয়া হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে এমন অনেক বেকার আছে, যাদের আগামী ২/৩/৪ অথবা ৬ মাসের মধ্যেই বয়সসীমা পার

হয়ে যাবে। কাজেই তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হবে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এই প্রশ্নটা তো মূল প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক নয়, কাজেই, আমি এটার উত্তর দিতে পারব না।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৩১,৩,৮৭ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭ হাজারের উপর, তার মধ্যে পুরুষ বেকার যাদের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৪৮৪ জন আর মহিলা হচ্ছে ১২৬৯ জন। কাজেই তাদের চাকুরী অথবা সেলফ এ্যামপ্লয়মেণ্টের যে সুযোগ রয়েছে, তার আওতায় নিয়ে আসার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, খুব সম্ভবতঃ মাননীয় সদস্য জানেন না যে কেন্দ্রীয় সরকার আত্মনির্ভর পরিকল্পনায়ও তাদের বাদ দিয়ে দিয়েছেন। যাদের বয়স হয়ে গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে বলে দিয়েছেন যাতে তাদের যেন ঋণ দেওয়া না হয়। তা, আমরা কি করব? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিটাই হচ্ছে এই রকম, সেখানেই তাদের বলার দরকার, যাদের বয়সসীমা পার হয়ে গেছে, তাদের অনেকেই ফেরত গিয়েছে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অন্য জায়গার কথা বলছেন-বেকারদের কি কেউ খবর রাখে? একমাত্র পশ্চিম বাংলা আর ত্রিপুরাই বেকারদের খবর রাখে, অন্য জায়গায় বেকারদের খবর রাখে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— **শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।**

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭,

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সদর ও বিভিন্ন মহকুমায় লিগ্যাল এইড কমিটিগুলি কিভাবে গঠিত হয়েছে?

২। ১৯৮২ সন থেকে ১৯৮৬ সন পর্য্যন্ত লিগ্যাল এইড খাতে বিভিন্ন কোর্টে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কত ছিল এবং এর মধ্যে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। "The Tripura Legal Aid And Legal Advice to the poor Rules, 1980" বিধির ৪ (২) নং ধারা অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের নিয়া সদর ও বিভিন্ন মহকুমায় Legal aid কমিটিগুলি গঠিত হইয়াছে :—

ক) বিধান সভার অধ্যক্ষের অনুমত্যানুসারে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত বিধান-সভার একজন সদস্য ·· · ···চেয়ারম্যান

খ) এস, ডি, ও (রেভিনিউ) অথবা তাঁহার মনোনীত কোন ডেপুটি কালেক্টর ········ মেম্বার সেক্রেটারী

গ) সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত মহকুমা বার এসোসিয়েশনের একজন আইনজীবি ·· ······সদস্য

ঘ) নটিফায়েড্ এরিয়া কমিটির চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য ······সদস্য

ঙ) সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত যথাক্রমে অনুন্নত জাতি ও অনুন্নত উপজাতি সম্প্রদায়ের দুইজন প্রতিনিধি··· · ···সদস্য

২। ১৯৮২ ইং সন হইতে ১৯৮৬ ইং সন পর্য্যন্ত Legal aid খাতে বিভিন্ন মহকুমায় অর্থ বরাদ্দের পরিমান এবং এর মধ্যে ব্যায়িত অর্থের পরিমান (বৎসর ভিত্তিক) নিম্নরূপ :—

	১৯৮১—৮২	১৯৮২—৮৩	১৯৮৩—৮৪	১৯৮৪—৮৫	১৯৮৫—৮৬	১৯৮৬—৮৭
বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	১,০০,০০০	৬১,৪০০	৫০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ—	১১,৮৪৬.৪০	৩৮,৩০৪.৪০	২২,২৬৩	১৭,২০০	৩২,৬৫৫	১৯৮৬ ইং এপ্রিল হইতে

জুন পর্য্যন্ত কোন খরচ হয় নাই। ১৯৮৬ ইং এর জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে অমরপুর লিগ্যাল এইড কমিটিতে আমাকে চেয়ারম্যান করে বছরে একবার নোটিশ পাঠানো হয়, ১৯৮৪ সাল থেকেই এই অবস্থা চলছে আমি একবার এস, ডি, ওকে অনুরোধ করেছিলাম, কারন তিনি সদস্য—সেক্রেটারী, একটা মিটিং করার জন্য, কিন্তু তিনি আমার চিঠির প্রাপ্তির খবর পর্যন্ত দেননি। অথচ আমরা দেখছি যে লিগ্যাল এইড কমিটির ব্যাপারে কিছু খরচ - পত্র হচ্ছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তা বড়ই দুঃখ জনক।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার:—এই যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক লিগ্যাল এইড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য স্তরে যে লিগ্যাল এইড কমিটি গুলি করা হইয়েছে,

তার জন্য কোন গাইড লাইন আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—কেন্দ্রীয় সরকার কোন গাইড লাইন দিচ্ছে না, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট টাইম টু টাইম গাইড লাইন দিয়ে থাকেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ—যেহেতু এটা এমন একটা কমিটি যেটা গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি, বার এ্যাসোসিয়েশান থেকে তাদের গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের এক জনকে সদস্য করে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সিলেক্ট করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে গরীব মানুষরা বিচার পাবার জন্য। এখানে যেহেতু একটা দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে অগনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কমিটি করা হয়েছে, তাতে গরীব লোকদের বিচার পাওয়ার চেয়ে দলীয় লোকেরাই প্রধান্য পাচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ঘটনটা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাননীয় সদস্য সম্ভবতঃ এই সম্পর্কে কিছুই জানেন না, কারণ আমরা আশা করেছিলাম যে এই লিগ্যাল এইডটা বিনা পয়সায় গরীব লোকদের দেওয়া হবে। ভাল ভাল এড্ভোকেট যারা দেশের কথা বলেন, দেশের জন্য কাজ করেন, তারা বিনা পয়সায় গরীব লোকদের সাহায্য করবেন। আমরা এজন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছিলাম, বিনা পয়সায় সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সব দলের মাননীয় এ্যাড্ভোকেটরা সমান দৃষ্টি রাখেন না। এখন আমরা যেটা করেছি, সেটা হল দুইজন এ্যাড্ভোকেটকে মাসিক কিছু ভাতা দিচ্ছি, যাতে তাদের কেইসগুলি করেন। কিন্তু যারা মামলা করছেন, তাদের মধ্যেও দেখছি একটা বাছাইর প্রশ্ন আছে, এমন কি কোন উকিল আমরা দিলেও তারা তার সাহায্য নিচ্ছেন না, বা জামিনধারীও তারা সব সময় নিতে রাজি হন না, অথচ সরকার পক্ষ থেকে এটা সব সময়ে দেওয়া উচিত। তাই মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব, কারণ তিনি বারের পক্ষে বলেছেন, ভালই, উনি এই রকম কয়েক জন মাননীয় এ্যাড্ভোকেটের নাম করুন, যারা বিনা পয়সায় গরীব লোকদের সাহায্য করতে পারেন, আমরা নিশ্চয় তাদেরকে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— **শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।**

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৬,

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে পানিসাগর বাজারে ষ্টেট ব্যংকের ব্রাঞ্চ স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেছেন কিনা ?

২। করে থাকলে, কবে পর্য্যন্ত তাহা চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না। তবে ১৯৮৫-৯০ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় ব্যাংক সম্প্রসারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী যে তালিকা প্রস্তুত করে রাজ্য সরকার সুপারিশ করেছেন, তার মধ্যে পানিসাগরের নামও চিহ্নিত করা আছে।

২। এখনই বলা সম্ভব নয়। স্যার, আমি আগেও বলেছি যে ষ্টেট ব্যাংকের শাখা না হলে আমরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারিত করতে চাই, তাই হয়তো কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখাও হতে পারে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮৬-৮৭ এই আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কোন কোন জায়গায় ষ্ট্যাট ব্যাংক এর ব্রাঞ্চ অফিস স্থাপনের রাজ্য সরকার ষ্ট্যাট্ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সুপারিশ করেছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা যদিও আসে না, তবু বলছি যে ষ্ট্যাট ব্যাংকের তরফ থেকে তারা কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তারা কোন প্রস্তাব করলে আমরা সেই অনুসারে সুপারিশ করব।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।**

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩৩২, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৩২।

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার ডম্বুরনগর ব্লক এলাকায় নূতন কোন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে কোন গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় খোলা হবে ?

উত্তর

১। এখনও কিছু ঠিক হয় নাই।

২। স্বশাসিত জেলা পরিষদ থেকে চেষ্টা নেওয়া হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বশাসিত জেলা পরিষদেরও মন্ত্রী, জানাবেন কি যে এই নূতন স্কুলগুলি করার সংগে সংগে বাইনানীমা এই স্কুলটিও চালু করা হবে কি না ? এই স্কুলটি অনেকদিন যাবত বন্ধ। এটা চালু করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার; নূতন স্কুল করা হবে।

মি: স্পীকার :— শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৯৬, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৯৬।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরার ছৈলেংটা স্কুল পরিদর্শকের অধীনে কাঁঠালছড়া জে, বি, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত এবং তন্মধ্যে কক্‌বরক শিক্ষকের সংখ্যা কত ?

২। ইহা কি সত্য উক্ত স্কুলের কোন গৃহ নেই ?

৩। যদি সত্য হয় কবে নাগাদ উপরি উক্ত স্কুলের গৃহের ব্যবস্থা করা হবে ?

উত্তর

১। ৫ জন, প্রধান শিক্ষক সহ, তন্মধ্যে ককবরক শিক্ষকের সংখ্যা ২ জন।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করলেন না যে ঠিক ঠিক স্কুল ঘর নেই। আজকে তিন বছর যাবত শুধু দেখছি যে কনস্ট্রাকশনই চলছে কাজ আর শেষ হয় না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি না ?

মি: স্পীকার :— শ্রীতরনী মোহন সিংহা।

শ্রীতরনী মোহন সিংহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৩৭, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৩৭।

প্রশ্ন

১। ৬০ বৎসর বয়স্ক কৃষি শ্রমিকদের ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে এখন পর্যান্ত চালু না হওয়ার কারণ কি এবং

৩। না থাকিলে ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে চালু করার ব্যবস্থা নেবেন কি ?

উত্তর

১। গত ২৯-১-৮৭ ইং সনে মন্ত্রীসভার বৈঠকে ৭০ বৎসর বয়স্ক ভূমিহীন বৃদ্ধ, কৃষি মজুর ও কৃষি শ্রমিকদের ১-৩-৮৭ ইং সন হইতে প্রতিমাসে মাথাপিছু ৭৫ টাকা করে পেনসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২। বয়স্ক ভূমিহীন কৃষি মজুর ও কৃষি শ্রমিকের ড্রাফট রুলস অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন পাইলেই চালু করা সম্ভব হইবে।

৩। মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১-৩-৮৭ হইতেই ইহা কার্য্যকরী হইবে।

শ্রীতরনী মোহন সিংহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৭৫ টাকা করে কৃষি শ্রমিকদেরকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে চা বাগানের শ্রমিকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, চা বাগানের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন, যে কৃষকদেরকে পেনসন দেওয়া হবে সেটা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। তাদের কোন রেজিষ্টার মেইনটেইন করা হবে কি না?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা গাঁও সভার সিলেকশনের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— **রসিকলাল রায়।**

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৪৬। ম্যান পাওয়ার অ্যানড এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৪৬। ম্যান পাওয়ার অ্যানড এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ, ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফিস খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন?

২। যদি সত্য হয় তবে রাজ্যে তদনুযায়ী স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট অফিস খোলা হয়েছে কি না?

৩। যদি খোলা হয়ে থাকে তবে কতজন ষ্টাফ নিয়ে উক্ত অফিস খোলা হয়েছে?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকার দলীয় লোকদের নিয়ে সেলফ এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্সচেঞ্জ কমিটি গঠন করেছে? ইহাও কি সত্য সেলফ

এ্যামপ্লয়মেন্টের লোনগুলি দলীয় সেন্টিমেন্টের উপর বিলি বন্টন করা হচ্ছে ? সত্য হলে তার কারণ কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— এগুলি একেবারে সত্য নয়। পশ্চিম জেলায় কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে একটি সেলফ্ এ্যামপ্লয়মেন্ট প্রমোশন সেল করা হয়েছে। এই সেলে কয়েকজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে যারা সমস্ত সেলফ এ্যামপ্লমেন্টের ব্যাপারে বেকারদের সংবাদ, মার্কেটের খবর দিয়ে থাকেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— এই এডভাইসরি কমিটিতে অফিসার আছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই কমিটিতে অ্যাক্স এম, এল, এ, আছেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, একেবারে তাহা মিথ্যা কতকগুলি প্রশ্ন এখানে করা হচ্ছে। এইখানে একজন অ্যাসিস্টেন্ট এ্যামপ্লয়মেন্ট অফিসার আছেন, একজন এল, ডি, সি, আছেন। আরো দু'জনকে আমরা নিযুক্ত করব। জুনিয়র এ্যামপ্লয়মেন্ট অফিসার এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট। এখন এই দুই জনকে নিয়েই কাজ হয়েছে। এর বাইরে আর কেহ নেই।

শ্রীরসিকলাল রায় :— ইহা কি সত্য, এই কমিটি তৈরীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম-নীতি এবং নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্যের খবর সংগ্রহের জায়গাটা ভাল নয়। সত্যের সঙ্গে কোন মিল নেই।

শ্রীরসিকলাল রায় :— আদৌ মিথ্যা নয়। এটা সত্য কথা।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং '৩৮৬।

মিঃ স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৮৬।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৮৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ডিপ্লোমা হোল্ডার শারীর শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত, এবং

২। রাজ্যে সঙ্গীতে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্সচেঞ্জের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত ডিপ্লোমা হোল্ডার শারীর শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৬০ জন, এবং

২। সঙ্গীত ডিপ্লোমাধারী শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৩৭ জন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— এই বেকারদের শিক্ষা বিভাগে নিয়োগ করার কোন চিন্তা-ধারা সরকারের আছে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, লেবার অফিস নিয়োগ করেন না। শুধু নিজের অফিসে তারা নিয়োগ করে থাকেন, অন্যান্য দপ্তরে নিয়োগ করেন না। সেই নিয়োগের খবরটা আমরা বেকারদের কাছে পৌঁছে দিই মাত্র।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭১।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭১।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭১।

প্রশ্ন

১। আই. সি. ডি. এস. ব্লক কমিটির সিদ্ধান্ত সত্বেও পানিসাগর ব্লক হেড কোয়ার্টারে সি ডি. পি ও. অফিস স্থাপন না করার কারণ কি ? এবং

প্রশ্ন

২। কবে পর্য্যন্ত পানিসাগরে উক্ত অফিস স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। পানিসাগর আই, সি, ডি এস. প্রজেক্টের তৎকালীন ব্লক লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সিদ্ধান্তে আই, সি, ডি, এসের হেড কোয়ার্টার ধর্মনগরে স্থাপন করা হয়েছে ১৯৮৩ ইং তে। বর্ত্তমান বি, এল, সি, সি. (ব্লক লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি) পুনরায় প্রজেক্ট হেড কোয়ার্টার পানিসাগরে স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। সরকার প্রস্তাব খতিয়ে দেখবেন।

২। সরকারী সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পরেই ইহা কার্য্যকরী হইবে।

এই স্তরে এটা বলা দরকার পানিসাগর আই, সি. ডি, এস, প্রজেক্টের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আই, সি, সি, এস. করেনি। আই, সি, ডি, এস, এর প্রজেক্টের ১০০টি অঙ্গনবাড়ীর মধ্যে ৭৮টি কেন্দ্র ধর্মনগরের এক থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। পাঁচটা সুপারভাইজর সেক্টরের মধ্যে চারটা সুপারভাইজর সেক্টরই ধর্মনগর থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। অঙ্গনবাড়ীর যোগাযোগ, পরিদর্শন, জন-সংযোগ সবই ধর্মনগর হইতে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব বলেই শুরুতেই আই, সি, ডি, এস, প্রজেক্টের সূচনাতেই আই, সি, ডি, এস, কো-অর্ডিনেশর কমিটি ধর্মনগরে অফিস করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ীই ধর্মনগরে অফিস করা হয়েছে। এখন ব্লকের সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য এখানে এমনভাবে পরিবেশন করলেন এটা করা হয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গী রেখেই··· ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনার সাপ্লিমেণ্টারী কি বলুন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— আমি বলছি, এই তথ্য ঠিক নয়। কারণ, পাঁচটা সুপারভাইজর কেন্দ্রের মধ্যে ২টাই পানিসাগরের সঙ্গে যুক্ত। ইচ্ছাকৃত ভাবেই আই, সি, ডি, এস, এর কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই ধর্মনগরে অফিস শুরু করা হয়েছে এবং এখনও যাতে ব্লকের হেড কোয়ার্টার পানিসাগরে না হয় তার জন্য এই ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ ব্যাপারে খবর নেয়া হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, আমি আগেই বলেছি, আই, সি, ডি, এস, প্রজেক্টের তৎকালীন ব্লক লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সিদ্ধান্তে আই, সি, ডি, এসের হেড কোয়ার্টার ধর্মনগরে স্থাপন করা হয়েছে এটা বিভ্রান্তিমূলক, আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীনকুল দাস ঃ— স্যার, এই আই, সি, ডি এস, এর কাজ কর্ম করতে গিয়ে আমরা ব্লক লেভেলে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি ব্লক থেকে রাজ্য দপ্তরে পাঠাই তার উত্তর আমরা ৬/৭ মাসেও পাই না। এতে প্রজেক্টের কাজ কর্মে প্রচণ্ড অসুবিধায় আমাদের পড়তে হচ্ছে। এই জিনিসটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— এটা খতিয়ে দেখব।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দেব ঃ— বি, ডি, ও, অফিসের সঙ্গে আই, সি, ডি, এস, অফিসের একটি সম্পর্ক আছে। এর জন্য ব্লক ভিত্তিক কাজ করতে সুবিধা হবে একই জায়গায় অফিস থাকলে। পানিসাগরে অফিস করতে অসুবিধা হলে, ধর্মনগরে ব্লক অফিস স্থানান্তরিত করার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— ব্লক অফিস স্থানান্তরিতের কাজ আই, সি, ডি, এস, করে না। কাজে কাজেই প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নং, ৩৪৪।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং, ৩৪৪।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নং, ৩৪৪।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা কমলপুর স্কুল পরিদর্শকের অধীনে সুলুমা সানাইয়া জে, বি, স্কুলে বর্ত্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

২। উক্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ও শিক্ষকদের বসার জন্য কোন ঘর আছে কি না ?

উত্তর

১। কমলপুর স্কুল পরিদর্শকের অধীনে সুলুমা সানাইয়া জে, বি, স্কুল নামে কোন স্কুল নাই। তবে কমলপুর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সানাইয়া রিয়াং পাড়া জে, বি, স্কুল বলে একটি স্কুল আছে। মাননীয় সদস্য যদি এই স্কুল মীন করে থাকেন তবে এই গুলি বর্ত্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ২ জন।

২। হ্যাঁ, আছে। তবে শীর্ণ জীর্ণ। অবিলম্বে মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— আমি দুঃখীত, কেন এ রকম হল। স্কুলটার নাম আমি জানি, জায়গার নাম জানি। এই সুলুমা সানাইয়া জে, বি, স্কুলে শিক্ষকরা যেদিন চাকুরী পেয়েছেন সেদিন থেকেই ওরা স্কুলে যাচ্ছেন না এবং স্কুল ঘর বলতে কিছুই নেই এই তথ্য আছে কিনা, এবং থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— খবর নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES— "A" & "B").

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি দাঁড়িয়ে উনার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, আমার রেফারেন্সে এর বিষয় হচ্ছে "কং (ই) কর্তৃক জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের জন্য যুব কং (ই) কে দিয়ে একটি বে-আইনী ফরম ছাপিয়ে ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও হয়রানী করা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৫শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৫শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করতে।

শ্রীমানিক সরকার :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হচ্ছে :—

"এফ, সি, আই-এর চরম গাফিলতির জন্য চাউল, গম, চিনি, রেফসীড অয়েল, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনিয়মিত সরবরাহ জনিত সংকট সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৬শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৬শে মার্চ এ সম্পর্কে হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আরো একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহো-দয়কে অনুরোধ করছি দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করতে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হচ্ছে :—

"সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কুলাই বাজার ও সালেমা বাজার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৭শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭শে মার্চ এ সম্পর্কে হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

গত ২৩/৩/৮৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো।

"ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য রায়টভিকটিম্ কমিটি নামে দাবীর তালিকা তৈরী করে বিভিন্ন উষ্কানীমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে ত্রিপুরা রায়ট ভিকটিমস্ এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন তৈরী হয়েছে। সে সংগঠনে আছেন ১) **সুখদয়াল জমাতিয়া** (সভাপতি) ২) **শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা,** খোয়াই (সম্পাদক) ৩) **শ্রী জয় চন্দ্র কলই,** অম্পি (কোষাধ্যক্ষ) ৪) **শ্রীরতিরমন দেববর্মা,** অমরপুর (অর্গানাইজিং সেক্রেটারী) ৫) **শ্রীগুরুদাস দেববর্মা** বিশ্রামগঞ্জ (জয়েন্ট সেক্রেটারী)। এই কমিটি ৪টি দাবী উপস্থিত করেছেন। দাবীগুলি হলো :— ১) ১৯৮০ সালে জুনের দাঙ্গায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং যাদের শাস্তি হয়নি তাদের প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা করে দিতে হবে, ২) জুনের দাঙ্গায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে চাকুরী দিতে হবে। ৩) '৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের চাকুরী না হওয়া পর্য্যন্ত ৩০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দিতে হবে, ৪) জুন দাঙ্গায় ধৃত লোকদের উপর অত্যাচার করার জন্য যারা দায়ী তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে।

এই এসোসিয়েশন জিরানীয়া, টাকারজলা, বিশ্রামগঞ্জ, অমরপুর কিল্লা, নতুন বাজার, অম্পি, ও তেলিয়ামুড়ার থানার সামনে ২৩শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত

বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন গত ১৩, ১৪, ১৫ই মার্চ তেলিয়ামুড়ার দার্জিলিং মুড়াতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি এবং রাজ্য-ভিত্তিক ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর যে সম্মেলন হয়ে গেল তাতে যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, তারা এই পুরানো সংগঠনকে পুনরোজ্জীবিত করছেন। এই সমিতির কাজ হবে ১৯৭৯ ও ৮০ সালের দোষী পুলিশ, জেল পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তির দাবীতে রাজ্য-ব্যাপী আন্দোলনে সামিল হওয়া।

মাননীয় স্পীকার স্যার, একথা সবাই জানেন যে ৭৯/৮০ সালের দাঙ্গায়, বাঙ্গালী ও উপজাতি উভয় অংশের মানুষ প্রায় সমান ভাবে খুন হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। লক্ষ্যনীয় যে উপজাতি যুব সমিতি, ক্ষতিগ্রস্থ বাঙ্গালীদের জন্য আন্দোলন করতে প্রস্তুত নয়। ইহাও লক্ষ্যনীয় যে রাজ্য সরকার ৭৯/৮০ সালের দাঙ্গার সম্পর্কিত প্রত্যেকটি মামলা প্রত্যাহার করেছেন, এমনকি মান্দাইর গনহত্যার মামলার আসামী-দেরও বেকসুর মুক্তি দিয়েছেন। উপজাতি যুব সমিতির নেতারা কি বলতে চান যে এই মুক্তি দানের জন্য সরকারকে পরিবার পিছু ৭০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে? আমি জানিনা. তাদের এডভোকেট কং (ই) নেতা শ্রীমনিযকর এর পরামর্শ অনুযায়ী তারা এই দাবী তুলছেন কিনা। আমি যতটুকু মনে পড়ে, ত্রিপুরার মানুষ দাঙ্গার সেই ভয়ংকর দিনগুলি যাতে ভুলে যান তার জন্যই বিধানসভার একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব, দাঙ্গার মামলাগুলো প্রত্যাহারের প্রস্তাব আনা হয়েছিল। এবং সে অনুসারে প্রতিটি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। যারা শাস্তি-প্রাপ্ত তাদেরও মুক্তি দানের কথা বিবে-চনা করা হচ্ছে। এই রায়ট ভিকটিমস্ এসোসিয়েশনের দাবীগুলো সরকারকে যদি মেনে নিতে হয় তাতে সরকারের খরচ হবে কয়েকশ কোটি টাকা। আমি জানিনা বিরোধী দলের নেতা ও কং (ই) দলের সদস্যরা এ দাবী সমর্থন করছেন কিনা।

এই আন্দোলন উস্কানী মুলক। ওরা দেখেছেন যে টি, এন, ভি, গনহত্যা আরেকবার দাঙ্গা লাগাতে পারে নাই, টি, এন, ভির সহযোগীদের সব চেষ্টা ব্যার্থ হয়েছে। কাজেই এখন তারা কি কর্মসূচী নিয়েছেন? ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর সাহায্যে থানাগুলো ঘেরাও করবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত দাবী পূরণ করার ক্ষমতা থানার দারোগার হাতে নাকি রাজ্য সরকারের হাতে? নারী বাহিনীকে পুলিশের সামনে ঠেলে দিয়ে তারা কি আরো কয়েকটা কাঞ্চনপুর সৃষ্টি করতে চান? আমাদের আশংকা যে তারা সেইখানেই থেমে থাকবেন না। অতিতের সেই বাজার বয়কটের দিনগুলি কি আমাদের ওরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন? সদরের গুলিরাই-এ '৮০ সালে ওরা যখন গণহত্যা সংগঠিত করেন, যুব সমিতির নেতাদের আমি আমার

অফিসে ডেকেছিলাম এবং সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তারা আগুন নিয়ে খেলছেন। ওরা যদি আমার কথা শুনতেন, তাহলে হয়তো এ দাঙ্গা এড়ানো যেত।

১৯৮৭ সাল ১৯৮০ সাল নয়। সারা দেশ এখন অগ্নিগর্ভ, ত্রিপুরা রাজ্যের ৭০ শতাংশ জনগণ অ-উপজাতি, অধিকাংশ বাঙ্গালী। তাদের যারা উগ্রপন্থী, আনন্দমার্গী, আর. এস, এস, "আমরা বাঙ্গালী" প্রভৃতি। সম্প্রতি তারা ঘোষণা করেছেন বাঙ্গালী মুক্তি ফৌজ গঠনের কথা। ত্রিপুরার এই প্রথম শক্তিশালী টাইম বোমা পাওয়া গেল বাসের মধ্যে। অখড়াবাড়ীর গনহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওরা মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, হয় ২০ লক্ষ টাকা দাও, নয়তো মৃত্যু বরন কর। বাঙ্গালীদের মধ্যে উগ্রপন্থী এইসব শক্তিগুলো সম্পর্কে কং (ই) নেতারা অবগত নন, তা ঠিক নয়। কন্তু কি বিধানসভার ভিতরে, কি বিধানসভার বাইরে, এই উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে তারা কি একটি কথাও বলেছেন? বলেন নি। রাজ্যের স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থ নয়, ভোটই যাদের একমাত্র স্বাথ তারা আজ উগ্রপন্থী ট্রাইবেল আর উগ্রপন্থী বাঙ্গালী উভয় অংশের সঙ্গেই সহবাস করছেন। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ বাঙ্গালী ও অন্যান্য অ-উপজাতি জনগণ তাদের এই ঘৃন্য রাজনীতি বর্জন করেছেন। জাতীয় সংহতির সমাবেশের সাফল্যই তার দৃষ্টান্ত যুবসমিতি ও কং (ই) নেতাদের অনুরোধ, তারা এই উস্কানীমূলক রায়ট ভিকটিমস্ এসোসিয়েশান অবিলম্বে ভেংগে দিন। দাঙ্গা দুর্গতদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যদি কোন সংগত দাবী থাকে বামফ্রন্ট সরকার সবসময়ই তা বিবেচনা করে দেখছেন। উস্কানীমূলক কার্যকলাপ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। কাজেই আমরা আশা করব এই উস্কানীমূলক আন্দোলনের কর্মসূচী টি,ইউ, জে, এস পরিত্যাগ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারকে সাহায্য করা হবে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯৮০ সালের সময় যারা জেলে ছিলেন, তখন পুলিশের ভূমিকা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুলিশ তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করছেন এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অনেক উপজাতি প্রায় অচল হয়ে গেছেন অর্থাৎ কর্ম-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু তাদের সংসার আছে, তাদেরও পারিবারিক বোঝা আছে এই সমস্ত কারনেই বলছি অর্থনৈতিক প্রশ্নে, তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা মোটেই সে উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয় নি, যারা খুন হন বামফ্রন্ট সরকার সব সময় তাদের সাহায্য করেন, তাদের পরিবারকে টাকা

দেওয়া হয়, চাকুরী দেওয়া হয়। এটার পেছনে কঠোর ষড়যন্ত্র আছে, এই ষড়যন্ত্রকে আমি ত্রিপুরার মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই। এটার দুটি দিক আছে, একটা হচ্ছে রায়ট ভিকটিম এসোসিয়েশান এবং আর একটা হচ্ছে বাঙ্গালী মুক্তি ফ্রন্ট। সম্ভবত: এক কেন্দ্র থেকে কাজ করছেন। আজকে তারা মেয়েদের দিয়েও আন্দোলন করাচ্ছেন, বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষকে তারা টুকরা টুকরা করতে চাইছেন এটা দিনের অলোর মতো স্পষ্ট। মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে চিন্তা করতে বলছি এই ব্যাপারে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার আগে আমরা দেখি রাজ্যের বিভিন্ন উগ্র-জাতীয়তাবাদী শক্তির পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সংস্থা সি, আই, এর মদত ছিল। বর্ত্তমানে টিন, এন, ভিকে নিয়ে রাজ্যে ৮০ সালের মতো দাঙ্গা সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে উপজাতি যুব সমিতি রায়ট ভিকটিম নামে একটা এসোসিয়েশন তৈরী এবং বাঙ্গালী মুক্তিফ্রন্ট নামে আর একটি সংস্থা এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগান উত্থাপন করছে, এই দুটি সংগঠনের পিছনে কি সি, আই, এর মদত আছে, এখানে এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কোন বিবৃতি দিয়েছেন কিনা বা মুখ্যমন্ত্রীকে কোন চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাদের দলের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছেন কিনা, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই কি ট্রাইবেলদের মধ্যে, কি বাঙ্গালীদের মধ্যে, কি উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে, কি কংগ্রেস (আই)-এর মধ্যে কেউ এই ধরনের উস্কানিমূলক কাজে সাহায্য করবেন না, এই সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না। আমি তাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা এই ধরনের দেশ প্রেমের কাজে অংশ গ্রহন করবেন না যা রাজ্যের পক্ষে অকল্যানকর. ১৯৭৯-৮০ সালের দাঙ্গার মতো আর একটি দাঙ্গা সৃষ্টি হতে উস্কানি দেবেন না. কারন তাহলে এটা রাজ্যের কাছে মঙ্গলজনক হবে না। আমি আশা রাখছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের দল এখানে কংগ্রেস (আই) যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং করে আসছে। আমাদের নেতা রাজীবগান্ধী, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার। আজকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং যেখানেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিচ্ছে সেখানেই শুধু মোকাবিলা করছে তা নয় সমস্ত দেশবাসীকে তার সঙ্গে সামিল করছেন, সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের তার সঙ্গে সামিল করছেন। স্যার, এখানে যে কথা বলা

হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ রয়েছে, মানবিকতার দিক দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা দেখবেন এই আশা রাখছি। আমাদের যে কোন গণতন্ত্র দল, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের কাজেই হোক, ভারতবর্ষের যে কোন কাজেই হোক নিশ্চয়ই কংগ্রেস (আই) এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন, সমস্ত রাজ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন চলছে সত্যিই এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং মানুষকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এই আশা আমরা রাখছি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, মানুষের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে সেখানে রাজনৈতিক ফয়সলার নামে সেখানে মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসছেননা সেটা অত্যন্ত দুঃভার্গ্যের। সেগুলিকে কঠোর হাতে দমন করা উচিত, কিন্তু দুভার্গ্যজনক সাহায্যের পরিবর্তে সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। যে কোন উগ্র জাতীয়বাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলছি এবং আমার দলের পক্ষ থেকে বলছি তার সঙ্গে আমরাও এক মত।

শ্রীমানিক সরকার ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখানে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। আমি যে বিষয়টি উল্লেখ করেছি, উপ-জাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে রায়ট ভিক্‌টিম কমিটির দাবীর প্রস্তাবের কথা এবং এখনও সেই ৮০ জুনের দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে এই ধরনের দাবীকে সামনে রেখে। সুধীরবাবু তাদের সেই সমস্ত দাবী, আন্দোলনসূচী ইত্যাদি সম্পর্কে পরিস্কার-ভাবে কিছু বলেননি। যে সমস্ত কথা তারা সবসময় বলে থাকেন এই সমস্ত কথাগুলিই বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছ থেকে আপনার মাধ্যমে পরিস্কার বক্তব্য জানতে পারি কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখনে যে কথা বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে এখানে বক্তব্য রেখেছেন এইটা মানবিক কারনে। যদি কারো কোন দাবী দাওয়া থাকে সেটার বিপক্ষে আমার বলার কিছু নাই। সেটা তার গণ-তান্ত্রিক অধিকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক ভূত দেখে থাকেন, তিনি সাম্প্রদায়িক ভূত ও দেখেন। কিন্তু আমি এতে কোন ভূত দেখতে পাচ্ছিনা। সেইজন্য আমি দুঃখিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, এই সমস্ত দাবী নিয়ে প্রথমে দাবী তুলেন শ্রীসরলপদ জমাতিয়া। তিনি ৫ টাকা করে চাঁদা তুলেন, রায়ট ভিক্‌টিম দাবীর জন্য। ৮৩ সনে ৫০ হাজার টাকার মত উঠেছিল। এইটা তিনি জমা দেননি। তারপর তিনি এসে বামফ্রন্টে যোগ দেন। খরচ করতে পারেননি। এই টাকা নিয়ে ইলেক্‌শানে খরচ করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, মানবিক কারনে আমি এখানে যেটা বলেছি আমি মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী রাখছি যারা জেলে থেকে মারা গেছেন, তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা বা চাকরী দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া আমাকে বহু চিঠি লেখেন। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কয়জনের স্বার্থের জন্য চিঠি লিখে তিনি জবাব পাননি তিনি প্রমান করতে পারেন ? ৮০ সন আজকে হয়নি। ৮০ গেল, ৮১ গেল, ৮২ গেল, ৮৩ গেল, ৮৪ গেল, ৮৫ গেল, ৮৬। কয়টা চিঠি লিখেছেন ? মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখানে মানবিকতা দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ ওরা এইটাকে নিন্দা করতে পারছেনা। টি, এন, ভি, ওদের সহায়ক শক্তি।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২০/৩/৮৭ইং বিশালগড় থানাধীন রামনগর গাঁও সভার শ্রীচিন্তামনি দেববর্মার গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি ২৭শে মার্চ বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৭শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"শিলাছড়ি বাগানটিলা শরনার্থী শিবিরে বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিশাকর চাকমাকে কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, গত ৭।৮ মার্চ ১৯৮৭ ইং রাত্রি অনুমান ১ টার সময় ১০।১২ জনের একটি দুস্কৃতিকারী দল হাতে বন্দুক, দা, লাঠি নিয়ে বাগানটিলা শরনার্থী

শিবিরের (সাব্রুম থানাধীন) ৪৯ নং ব্লক শেডের শ্রীনিশাকর চাক্মার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং ঘুমন্ত লোকজনদের উপর চড়াও হয় ও ভয় প্রদর্শন করতঃ শ্রীনিশাকর চাক্মাকে দা দ্বারা কুপাইয়া হত্যা করে। দুস্কৃতিকারীগন পালাইয়া যাইবার সময় ঐ ঘর হইতে সোনার জিনিস, টাকা পয়সা, জামাকাপড় ইত্যাদি লুট করিয়া নিয়া যায় যাহার আনুমানিক মূল্য ১২, ০০০ (বারহাজার) টাকা হইবে। দুস্কৃতকারীগন পালাইয়া যাইবার সময় ঐ শরনার্থী শিবিরের পাহারাদার ও অন্য শরনার্থীদের বন্দুক দ্বারা ভয় দেখায় যাহাতে কেহ কোন প্রকার হৈ চৈ না করে। বন্দুকের ভয়ে কেহই এই ঘটনায় বাধা দিতে পারে নাই। দুস্কৃতকারীরা চাকমা ভাষায় কথা বলছিল। ঘটনা করিতে তাদের অনুমান ১০ মিনিট সময় নিয়েছিল। নিশাকর চাকমার পরিবারের কেহই দুস্কৃতকারীদের চিনিতে পারে নাই। উক্ত ঘটনা শ্রীমতি বদজাদি চাক্মা (পতি মৃত নিশাকর চাক্মা)র অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় ৫(৩) ৮৭ নং মোকদ্দমা সাব্রুম থানায় নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনকে এই ঘটনার সংগে জড়িত সন্দেহে গত ৮ই মার্চ, ১৯৮৭ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে পাঠায় এবং বর্তমানে সকলেই জেল হাজতে আছে :—

১। শ্রীলেব্রাসাই ওরফে গুইসা ত্রিপুরা পিতা: শ্রীজগৎ চন্দ্র ত্রিপুরা সাং হেজাছড়ি, থানা সাব্রুম।

২। শ্রীমরিরা চাক্মা পিতা শ্রীপিতাইয়া চাক্মা সাং আনন্দবন্ধু পাড়া (হেজাছড়ি) থানা সাব্রুম।

৩। শ্রীবিরোদা চাক্মা। পিতা শশীমোহন চাক্মা। সাং আনন্দ বন্ধু পাড়া (হেজাছড়ি) থানা সাব্রুম।

৪। শ্রীমথাল চাক্মা পিতা সুবাইয়া চাক্মা, সাং দেওয়ান পাড়া, জেলা খাগরাছড়ি, বাংলাদেশ বর্তমানে বাগানটিলা শরনার্থী শিবিরের ৩নং শেডে থাকে।

এই ঘটনার পর সীমান্তবর্তী বি, এস, এফ, বাহনীকে জোরদার টহল দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বাংলাদেশ থেকে যারা দুর্বৃত্তরা এসেছে তারা বাংলাদেশের শান্তি বাহিনীর লোক এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে আমার জানা নেই। এইসব সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শান্তি বাহিনীর শ্রীসুধীর চাক্‌মা, মুরাত চাক্‌মা এখান থেকে মেশিন দিয়ে জলপাই রংয়ের পোষাক সেলাই করছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই সব তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে নাই, এই সম্পর্কে তথ্য চাওয়া সম্ভবত ঠিক হচ্ছে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— স্যার, এই শান্তি বাহিনী শিলাছড়ি যে শরণার্থী শিবির আছে সেই শিবিরের প্রত্যেকের কাছ থেকে দুই টাকা করে চাঁদা তুলছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

মিঃ স্পীকার :— Now the Hon'ble Chief Minister will make a statement on the allegation raised by Shri Shyama Charan Tripura, Member, on the floor of the House on 18. 3 87 against a Government advocate (P. P).

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বিধানসভায় টি ইউ জে এস গ্রুপের নেতা বিধায়ক শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা গত ১৮/৩/৮৭ ইং তারিখে এই হাউসের সামনে বলেছিলেন, গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট, তিনি পাবলিক প্রোসিকিউটারও বটে, শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনে যখন ছিলেন তখন একদিন এ ট্যাক্সি ভাড়া বাবত ১৭ শত টাকা বিল করেন এবং সেই বিল মোতাবেক রাজ্য সরকার তাকে টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ একই অধিবেশনে বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় সরকারী এডভোকেট হিসাবে শ্রীচক্রবর্ত্তী শুধু হাইকোর্টের কেইস দেখার কথা কিন্তু অন্যান্য কেইস দেখেও টাকা বিল করেন। উদয়পুর ডিষ্ট্রিক জজ কোর্টে হাজিরা দিয়েও তিনি হাজার হাজার টাকা পান। আরো অভিযোগ করা হয় যে শ্রীচক্রবর্ত্তী টি, আর, জি, ৬নং সরকারী গাড়ী ব্যবহার করছেন যদিও এডভোকেট শংকর দেবকে তা ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না।

স্যার, অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে আমি যা জানতে পেরেছি তা হলো, একদিনে ১৭০০ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দাবী করে শ্রী চক্রবর্ত্তী কোন বিল করেছেন বা রাজ্য সরকার সে বিল অনুযায়ী টাকা দিয়েছেন, এইটা সত্য নয়, এই রকম তথ্য সরকারের কাছে নাই। উল্লেখ করা যায় দৈনিক সংবাদ ১৭,০০০ টাকা বিল করেছেন বলে প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছেপেছিল। পরবর্ত্তী সময়ে তা সংশোধন করে ১৭০০ টাকা করেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী উদয়পুরে জেলা জজ-এর অফিসেও হাজিরা দিয়েছেন, এমন কোন তথ্য আমাদের অফিসে নেই এবং তা সত্য নয়। যেহেতু শ্রী চক্রবর্ত্তীকে গভর্ণমেণ্ট এডভো-কেট ও পাবলিক প্রোসিকিউটার দুটি পদের দায়িত্বই সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছে, কাজেই তাতে সরকারী নিয়ম লংঘন করেছেন বলে সরকার মনে করেন না।

মিষ্টার স্পীকার স্যার, শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা বিধানসভার একজন দায়িত্বশীল বিধা-য়ক। "দৈনিক সংবাদের" সম্পাদক যে কোন দায়িত্বহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন অপপ্রচার করতে পারেন, প্রতিদিন বিধানসভায় আমরা যে আলাপ আলোচনা করি তা সম্পূর্ণ বিকৃত করে তিনি পরিবেশন করেন কিন্তু বিধানসভার মাননীয় সদস্যরা অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে সরকারী অফিস্যার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে "দৈনিক সংবাদ" সম্পাদকের কায়দায় তাদের বিরুদ্ধে সংবাদ বিকৃত করতে থাকলে আমাদের রাজ্য সরকারের অসুবিধা হবে। আমি তাদের অনুরোধ করব তারা যখন কোন অভি-যোগ আনবেন তখন সত্যনিষ্ঠ বা তথ্য ভিত্তিক কি না সেটা পরীক্ষা না করে নিছক দৈনিক যখন লিখেছেন কাজেই সত্য বলে ধরে না নিয়ে এই সব তথ্য জানতে চাইবেন না। সরকার সব সময় সঠিক তথ্য দিতে প্রস্তুত আছেন এবং প্রস্তুত থাকবেন।

OBSERVATION BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার ঃ— Hon'ble Members, I like to put a general observation in respect of allegations made by members against an individual/official/or another member or minister on the floor of the House.

A N O B S E R V A T I O N

It is noticed that some Hon'ble members, while putting instances of corruption and misuse of accepted norms and social order bring forth allegations against some officials of different ranks and individuals by name.

Members have freedom of speech in the House and, as a necessary corollary to the privilege they are immune from procceedings in any Court, civil or criminal, for anything said on the floor of the House. The constitutional privilege of freedom of speech is, however, subject to other provisions of the constitution and to the Rules of the House.

It is followed in the Lok Sabha that a Member while speaking

is not permited to make a personal charge against another Members and reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is on substantive motion drawn in proper terms. No allegation of a defamatory or incriminatory nature can be made by a Member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.

1. Hence I like to request all the Hon'ble Members :—

i. Not to make allegations against outsiders as they are not in a Position to defend themselves.

ii. Not to make allegations against officials by name as the constitutional responsibility lies with the Minister

iii. Non to make allegations based on mere press reports unless he has satisfied him about the correctness of the matter and is prepared to take full responsibilty for them.

2. When allegations are made by a Member against another Member or a Minister and the latter denies those allegations the denial should be accepted by the Member who made the allegations unless he is sure about the correctness of the charges made and is prepared to take full responsibility for the same.

This is inaccordance with the procedure followed in Loksabha. Rule 313 (2) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly should also be gone through in this respect.

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 2 of 1987). "এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House, "That the Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 2 of 1987) be taken into Consideration.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য বিলটা কি আলোচনা করবেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন তাতে সংবিধানকে তিনি অমান্য করে সেটা এনেছেন। অসংবিধানিক এই বিলটা এই কারণে যে এই বিলটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টরী যে গ্রান্টস যেটা, যে টাকাটা খরচ হবে ১৯৮৭ সালের ৩১ শে মার্চের মধ্যে। স্যার, আজকে ২৪ তারিখ, বিলটা যদি আজকে পাশ হয় তা হলে আর ৬ দিন থাকবে, প্রশ্নটা হচ্ছে এই ৬ দিনের মধ্যে বিলটা এখানে পাশ হয়ে গভর্ণরের এসেন্ট পাবে, তার পর সেটা এপ্লিকেবল হবে। তাহলে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি এই টাকাটা খরচা হয়ে গেছে, তিনি খরচা করে সেটাকে হাউসের মতামত নিয়ে নিচ্ছেন। স্যার, এখানে সংবিধানের আরটিক্যাল ২০৫ এ (i) The Governor shall (a) If the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not conteplated in the annual financial statement for that year or

b) if any money has been spent on any service কোনটাকে এনেছেন, এইটা কি ২০৫ এর (১) এর (a) তে এনেছেন না (b) তে এনেছেন ? কারণ যদি (a) তে এনে থাকেন তাহলে আমরা বলব সেটা এই যে এপ্রোপিয়েশান বিলটা এইটা এই পিরিয়ডের মধ্যে মানে এই কয়দিনের মধ্যে একর্ডিং টু দিস এক্ট, সে টাকাটা খরচ করতে হবে। আর যদি (b) তে আনেন তাহলে সেটা হবে তিনি টাকাটা খরচা করেছেন, সেটা ডিমাণ্ড ফর্মে আসবে না, সেটা একসেস এক্সপেনডিচার হিসাবে আসবে এবং তার জন্য একটা একাউন্টস রেজিষ্টার মেইনটেইন থাকতে হবে। সুতরাং স্যার, এই বিল অসংবিধানিক, এই জন্যই এইটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যদি

স্ট্যাটমেন্ট অব অবজেক্টস্ এণ্ড রিজন্‌স পড়তেন তাহলে সম্ভবতঃ এটা বলতেন না। This bill is introduced under article 205 of the constitution to provide for the Appropriation out of the consolidated fund of the state to Tripura of the money requires to meet the expenditure of the Govt, of Tripura for the period from 1st April 1986 to 31st March, 1987 of the finanscial year 1986-87 সাপ্লিমেন্টারি বাজেটের এপ্রোপ্রিয়েশন বিল এটা নয়। সেটা আগামী বছরের জন্য তুলতে পারেন। যে টাকা ধরে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট নিয়েছি সেটা খরচ করতে পারি নাই ইত্যাদি প্রশ্নগুলি আগামী বছরে তুলবেন তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এটা হচ্ছে ফর দ্যা ইয়ার ফার্ষ্ট এপ্রিল ১৯৮৬ টু ৩১ষ্ট মার্চ ১৯৮৭।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— তাহলে এই ৩১ষ্ট মার্চ ১৯৮৬ টু ৮৭-এর মধ্যে ত টাকাটা খরচ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত বলছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা খরচ করতে পারব কি পারব না সেটা আপনারা পরের বছর দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Appropriation (No. 2) bill, 1987 (Tripura Bill No 2 of 1987)." বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল হয়)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২, ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিড্যুউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(সভা কর্তৃক উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 2 of 1987)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move before the House "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 2 of 1987). be passed.

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 2 of 1987). "পাশ করা হউক",

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল "The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No. 1 of 1987)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move before the House "The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No 1 of 1987)" be taken into consideration.

স্যার, এই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই, যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল এখানে গৃহীত হয়েছে সেটা হচ্ছে ১৯৮৬-৮৭ আর এখন যেটা আমি উপস্থিত করলাম সেটা হলে under article 205 of the Constitution to provide for the appropriation of the consolidated fund of the state of Tripura of the money requires to meet the expenditure of the Government of Tripura for the period from 1st April, 1987 to, 31st March 1988, আমি আগে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি আর এটা হচ্ছে অরিজিন্যাল ফর দ্যা নিউ ইয়ার।

মিঃ স্পীকার :— আর ত কেউ বোধ হয় আলোচনা করবেন না। এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No. 1 of 1987), বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ২নং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিড্যুউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিড্যুউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনি ভোটে অনুসূচীটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No. 1 of 1987). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation Bill, 1987 (Tripura Bill No. of 1 1987) পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- "The Tripura Appropriation (No 1) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 1 of 1987). পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :- The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 3 of 1987). সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987. বিবেচনা করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কেউ কি আলোচনা করবেন ? যদি করেন তবে আপনাদের নামের লিষ্ট পাঠান। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, আপনি বলবেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second amendment) Bill 1987.

বিলটি পেশ করেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। যে এইখানে বলা হয়েছে Article-3.-Insertion of a new section 439 A-

In the Principal Act, after section 439, the following section shall be inserted, namely :—

"439 A-Power to grant bail,-Notwithstanding anything contained in this Code, no person-

a) Who, being accused of or suspected of committing an offence under section 120B, 121, 122, 123, etc etc is arrested or appears or is brought before a Court : or

b) Who, having any reason to believe that he may be arrested on an accusation of committing an offence as specified in clause N(a) has applied to the High Court or Court of Session for a direction for his release on bail in the event of his arrest, shall be released on bail or, as the case may be, directed to be released on bail, except on one or more of the following grounds, namely :—

i) that the court including the High Court or the Court of Session, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that there are reasonable grounds for believing that such person is not guilty of any offence specified in clause (a).

এইখানে বলেছেন— দ্যা ওয়ার্ডস্ 'নাইনটি ডেজ' হোয়ারএভার দে অকার, দ্যা ওয়ার্ডস্ 'ওয়ান হানড্রেড এইটি ডেজ' সেল বি সাবষ্টিটিউটেড। অর্থাৎ যেখানে ৯০ দিনের কথা আছে সেখানে ১৮০ দিন এবং যেখানে ৬০ দিন আছে সেখানে ১২০ দিন হবে।

স্যার, এই বিলটি যখন প্রথমে এনেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখনও আমরা একই কারনে এইটার বিরোধীতা করেছিলাম। মূল যে, এক্ট, তার দ্বারা মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটাকে হরন করার জন্য এইটা আনা হয়েছে।

স্যার. আসলে কথাটা কি ? কেন এটা এনেছেন ? আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারব এই পশ্চিমবঙ্গেও ভোটের আগের দিন এমন কি ভোটের দিনও হাজার হাজার বিরোধী সদস্যদের বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বলতে পারেন যে, না বিরোধীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য এই বিল আনা

হয়নি। এবং যদিও এই আইনের দ্বারা কোন বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। কিন্তু তাই বলে এই যে বিলটা এটা কোন সৎ উদ্দেশ্যে আনা হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এরকমভাবে সেখানকার বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে জনৈক সদস্য : এই আইন তো আর পশ্চিমবঙ্গে চালু নয় যে, বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হবে।)

না হোক। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ছোট ভাই তো। বয়সে না হোক রাজ্যের দিক দিয়ে তো ছোট ভাই।

স্যার, এই জন্য এই বিলের বিরোধীতা করছি। প্রশ্নটা হলো এই সময়ের মধ্যে কেন এই ধরনের একটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হলো। উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই মহৎ নয়। আজকে দেখা যায় টি, এন, ভি, এবং ওদের দলের যারা খুনী তাদের তারা প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এই খুনীদের বিরুদ্ধে যদি এই ধরনের বিল আনা হতো তাহলে তো কোন কথা ছিল না। কিন্তু এই টি, এন, ভি, ও খুনীদের ওদের দলের নেতারা মদত দিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এই বিল আনার উদ্দেশ্যে কি ? এই পশ্চিমবাংলায় দেখেছি নির্বাচনের আগের দিন এমন কি নির্বাচনের দিনও সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিরোধীদের। আমার মনে হয় স্যার, এখানে কালকেই এই আইনে বিরোধীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পরে বলবেন। এই সভা বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকল।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, 'দি কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮৭) উপর যে—সমস্ত যুক্তিগুলি আমি দেখিয়েছি, এটার লক্ষ্য হওয়া উচিত যে দোষী, জঘন্য অপরাধী তাদের জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা রাখা উচিত। কিন্তু সেই লক্ষ্যে এটাকে প্রয়োগ করা হবে না এটা আমি বুঝেছি। সেটা রাজনৈতিক লক্ষ্যে ব্যবহার করা হবে। এই জন্য এটাকে আমি বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং.৩ অব ১৯৮৭), আমি এর বিরোধীতা করছি। তার কারণ, এটার কোন প্রয়োজন নেই।

এটা একমাত্র শাসক দলের সাংগঠনিক সংকট দূরীকরণের জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষের এটার কোন প্রয়োজন নেই। এই বিলের বিপদ্‌জনক দিকটা হচ্ছে এই যে একষ্ট্রিমিস্ট-এর নাম করে, এখন ত্রিপুরা রাজ্যে একষ্ট্রিমিস্ট অনেকেই আত্ম-সমর্পণ করেছে। কিন্তু পুলিশ, এদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে, এরা কেউ একষ্ট্রিমিস্ট নন্। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়াতে জুমিয়া শরণ জমাতিয়াকে একষ্ট্রিমিস্টের নাম করে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে বলেছে সে একষ্ট্রিমিস্ট নয়। অমরপুরের সুজন কুমার জমাতিয়ার ছেলেকে ধরা হয়েছিল এবং তাকে বেদম প্রহার করা হয় এবং পরে দেখা গেল সে একষ্ট্রিমিস্ট নয়। সে তখন শিলচরে ছিল। একটা গ্যারেজে কাজ শিখছিল। কিন্তু সে চট্টগ্রাম গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছে বলে তাকে ধরা হল।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসলে যারা খুন করে কিংবা একষ্ট্রিমিস্টদের সংগে যুক্ত কিংবা আরও বেশী মারাত্মক খুন খারাপীর সংগে যুক্ত পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে না এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে তাদের বেশ ভাব আছে। যেমন বিষ্ণু কুমার জমাতিয়া, সিদ্দি কুমার জমাতিয়াকে যারা হত্যা করেছিল তাদের নাম ধাম দিয়েছি। কিন্তু তাদের অ্যারেস্ট করে নাই। কাজেই এই বিলে যেখানে ৬০ দিনের জায়গায় ১২০ দিন কিংবা ৯০ দিনের জায়গায় ১৮০ দিন করা হবে বলে যে বলা হয়েছে এটা পুরোপুরি-ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রানোদিতভাবে ব্যবহার করা হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলেরই গণতান্ত্রিক মতাদর্শ থাকবে। আজকে একটা পরিবারের কর্তা, তাকে যদি বিনা বিচারে ১৮০ দিন আটক রাখা হয় তাহলে তার সংসারের কি হবে? এমন কতগুলি লোককে ধরা হয়, যেমন ডেইলী লেবারার—সেই পরিবারের একটি লোককে যদি ১৮০ দিন আটক রেখে দিয়ে তার আয় বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সেই পরিবারের কি হবে? কাজেই দুর্বল এবং গণতান্ত্রিক অংশের মানুষের উপর এটা প্রয়োগ করা হবে এবং এই যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তাদের জীবন জীবিকা বন্ধ হয়ে পড়বে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে, তবে এমন লোকদের ছেড়ে দেওয়া যায় যারা ১৬ বছরের নীচে এবং মহিলা ও রোগী এবং অক্ষম। কিন্তু আমরা দেখছি যে অক্ষম বলতে কাদের বোঝাচ্ছে? ৮০/৯০/৯৫ বছর বয়স্ক লোক? এটা যদি উল্লেখ থাকতো তাহলে স্পেসিফাই হয়ে যেত। তেতুই—এখানে ১৪ জনের নামে একটা কেস আছে—১৫৭/১৯৮০। সেখানে দ্বিজ কুমার জমাতিয়া তার বয়স ৯৫, গোবিন্দহরি জমাতিয়া বয়স ৯০, হৃদয়পদ জমাতিয়া ৮৫, ভৃগুপদ জমাতিয়া ৮০, দর্পহরি জমাতিয়া ৬৫। এই ধরণের হচ্ছে। বামফ্রন্টের নামে যখনই অপরাধ করা হয়, তখনি

তাদের ধরা হয়। তাদের অপরাধ হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতিকে তারা সমর্থন করে। কিন্তু ক্ষান্তরাই জমাতিয়া এবং বিষ্ণুহরি জমাতিয়া এবং বুদ্ধি রাজা জমাতিয়া, যে বিষ্ণু কুমার জমাতিয়াকে হত্যা করার জন্য ফায়ার আর্মস্ ব্যবহার করেছিল তাদের তো গ্রেপ্তার করা হয়নি। কাজেই যদি ঠিক ঠিকভাবে গ্রেপ্তার করা হত তাহলে বলতাম এই আইনে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা উন্নতিতে সহায়তা হবে। কিন্তু তা তো নয়।

আজকে জেনারেল ইলেকশান আসছে। কাজেই এর মুখে যারা বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে কাজ-কর্ম করবে, অনেক টাকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে বিরোধী দল থেকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। কাজেই শেষ অস্ত্র হিসাবে এটাকে আনা হয়েছে। কাজেই ইলেকশানের সময়ে কি হবে তার একটা ইংগিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এই আইনে রাষ্ট্রপতির সম্মতির দরকার আছে। সেজন্য আমরা রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাব তিনি যাতে এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে যে বিল আনা হয়েছে তাতে সম্মতি না দিয়ে এটার বিরোধীতা করেন এবং আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন এটা তিনি পুনর্বিবেচনা করবেন এবং এটাকে তুলে নিয়ে ত্রিপুরার মানুষের উপব এটাকে প্রয়োগ না করে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা এবং আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। এই আহ্বান জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর বিল এখানে এনেছেন, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, উনিতো গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে, একটা স্বৈরতন্ত্রের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্যার, ইন্দিরা গান্ধী যখন মেণ্টেইনান্স অব ইণ্টারন্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট করেছিলেন, তখন উনি এবং উনার দল চীৎকার করে বলেছিলেন— "ওর কালো হাত ভেঙ্গে দাও"। তাই এটা কোন হাতে উনি এখানে পেশ করলেন, এই রাজ্যের জনগণের উপর, আমি তাঁর কাছ থেকে এটা জানতে চাই। স্যার, একটা লোক বিনা বিচারে ছয় মাস জেলে থাকবে, জামীন পাবে না, এটা কোন ধরণের গণতন্ত্র? তাই আমি আপনার মাধ্যমে আরও জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় উনারা যখন কারাগারে ছিলেন, আমাদের প্রাক্তন লেবার এবং রিভিনিয়ু মিনিষ্টার যদি থাকতেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, এই ৬ মাসের আইনে তাকে জেলের গেইটে নিয়ে গিয়ে, আর একটা কাগজ ধরিয়ে দিত, আবার ফের তার ৬ মাসের জেইল, এভাবে যাতে তাকে অন্তকাল জেলে থাকতে হত। স্যার, আজকে যদি সেই সাম্রাজ্যবাদ থাকতো, সেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, তারাও আজ মাথা নীচু করত। স্যার, এখানে ৪৩৯ (এ)তে দেখছি যে কোর্টের উপর পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে

চাওয়া হয়েছে, যে আটক আছে, সে যাতে জামিন না পান সেখানেও রেস্ট্রিক্শান ইম্পোজড করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'it was also considered necessary to impose certain restrictions on the powers of the Court to grant bail. কাজেই প্রচলিত যে বিচার ব্যবস্থা, যার উপর আমাদের গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে, ঐ স্বৈরতন্ত্রীর হাত সেখানেও প্রবেশ করতে চাইছে। ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত ছিল, সেজন্য শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন হাতে উনি এটা এখানে পেশ করেছেন, আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, এখানে যদি একটা কথা অন্ততঃ লাগানো থাকতো, যেখানে ৪৩৯(এ) ধারাতে হাইকোর্ট এবং সেসান কোর্টের বিচারকদের উপর রেস্ট্রিক্শান ইম্পোজড্ করা হয়েছে তার ২ নং ধারাতে বলা হয়েছে— (ii) that such person is under the age of sixteen years or any woman or any sick or infirm." এই যদি থাকতো, তাহলে তিনি বিচার করতে পারতেন এবং তার সংগে যদি বলতেন or any member, or member of any political party, তাহলেও একটা কথা হত যে, মানুষ চিন্তা করত যে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আনা হয় নি। তার সংগে অবজেক্টিভের মধ্যে যে লেখাটা রয়েছে দ্যাট সার্টেইন রেস্টিক্শান ইম্পোজড করার উদ্দেশ্যে, তাহলে আমি বলব যে ভারতের বিচার ব্যবস্থাই যদি চলে যায়, সেখানে স্বৈরতন্ত্রের পতাকাটা ছাড়া আর কি থাকবে? সুতরাং এই ধরনের মানসিকতা আমি অন্ততঃ বাম চিন্তাধারার লোকদের কাছ থেকে আশা করিনি, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এসমা, নাসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে চিৎকার করে আসছেন, আজকে তারাই আবার অলক্ষ্যে সেই আইনকে স্বাগত জানাচ্ছেন, এটাকে ধিক্কার জানাবার মত ভাষা আমার নাই। সুতরাং এই আইন যে জনস্বার্থ বিরোধী, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক বলে, আমি এই আইনকে নিন্দা না করে পারছি না। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমাকে বলতে হচ্ছে—দেয়ার ইজ নো আডিশেল্স ইন দি প্রিন্সিপ্যল অব লেফট্ গভর্ণমেন্ট। কারণ, এই আইনটা ১৯৭৩ সালে পাশ হয়েছিল এবং বামেরা সবাই মিলে এটাকে বিরোধীতা করেছিলেন তীব্রভাবে। আজকে সেই আইনটাকে মেনে নিয়ে তারা সেটাকে আরও ব্রড করে এ্যামেণ্ডমেন্ট চেয়েছেন যে না, আমাদের ৬০ দিনে হবে না, আমাদের ১২০ দিন করতে হবে। আগের আইনটাতে ৯০ দিন রাখাছিল, সেটাকে এখন ১৮০ দিন করতে চাওয়া হয়েছে। তাই আমি বিলটাকে সমর্থন করতে পারছি না, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইনে যদি কাউকে গ্রেপ্তার করতে হয়, তবে প্রথমে

গ্রেপ্তার করতে হবে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদেরই। যে মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন যে; রড আর লাঠি নিয়ে কংগ্রেসীদের হঠাও, উনাকেই এই কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরে প্রথমেই এরেষ্ট করা উচিত নয় কি ? যদি বামফ্রন্ট সরকার এই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা না এনে থাকেন, তাহলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। স্যার, আর একটা কথা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে আর একজন মন্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করতে হয় এই কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরের মধ্যে, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি যদি ট্রাইবেল হতাম, তাহলে আমি উগ্রপন্থি হতাম, এবার দেখছি তিনি নিজেই সেই উগ্রপন্থীদের বিরোধীতায় নেমেছেন। স্যার, এটা কি হাস্যকর ব্যাপার নয় ? আপনারা মানুষকে কি এতই গর্দভ পেয়েছেন যে যেমন খুসী তেমন বুঝিয়ে, আপনারা বামফ্রন্ট সরকারী গদীতে চিরদিন বসে থাকবেন ? আপনারা কি একবারও ভাবতে পারেন না যে আমরা আজকে গদীতে আছি, কালকে নাও থাকতে পারি ? কিন্তু এসব না ভেবে, ভাবছেন যে চিরদিন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ফাঁকি দিয়ে কৌশল করে এভাবে চালিয়ে যাবেন, আপনাদের এই ভাবনা বোধ হয় ঠিক হবে না। মিঃ ডিপুটি স্পীকার, স্যার, উনারা বলছেন কংগ্রেস সরকার নাসা, মিসা যে-সব আইন করেছেন, সেগুলি অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু এখন দেখছি কংগ্রেস সরকার ১৯৭৩ সালে যে আইন করেছেন, সেটাকে আপনারাও মেনে নিচ্ছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। কারণ আপনারাও এখন সেই আইনকে স্বাগত জানাচ্ছেন, যা আগে করেন নি, এত বছর পরে গিয়ে আপনারা সেটা বুঝতে পারছেন যে ইন্দিরা গান্ধী তখন যা করে গিয়েছেন, সেটাই সঠিক পদক্ষেপ ছিল। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা যদি সময় মত সেটা বুঝতেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আজকে এমন দুর্যোগে পড়তে হত না। কাজেই আমি আশা করব কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ না করে নিজেরা যে হৃদরোগে ভুগছেন, নিজেরা যে অন্তর জ্বালায় ভুগছেন, টি, এন, ভিকে এই বাজেটের থেকে যদি তার টাকা দান না করতে পারেন, তাহলে রাত্রির বেলায় এসে যে তারাই আপনাদের গায়েব করে দেবে, সেই ভয়েই আপনারা আজ আতঙ্কিক হচ্ছেন। আপনারা মনে করবেন না, আপনাদের সংগে যে টি. এন, ভি আছে, আমরা সেটা বুঝতে পারি নি। আমরা খুব ভাল করেই বুঝেছি যে টি, এন, ভিরা আপনাদের সংগেই আছেন। কাজেই কংগ্রেস আর টি, ইউ, জে, এসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে হয়রানি করবার জন্য টি, এন, ভি বা উগ্রপন্থিদের গ্রেপ্তার করার নাম দিয়ে এই যে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর বিল এনেছেন, এটাকে বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ— মি: ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিলটার সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারেননি, যার জন্য তারা এলো-পাথারী কথা বলেছেন। এখানে এই বিলের মধ্যে যে ধারাগুলি দেওয়া হয়েছে যেমন ১২০ (বি), ১২১, ১২১ এবি, ১২২, ১২৩ এই সবগুলিই হল সিকিউরিটির সম্পর্কে, অর্থাৎ হাকিম স্যাটিস্ফাই হলে কি ভাবে বেইল দিতে পারবেন অথবা দিতে পারবেন না। আর ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩২৬ এবং ৩৩৩ এগুলি হচ্ছে কিভাবে বিচার-টা হবে। তার-পর ২০৩ যে ধারা, সেটা হচ্ছে পার্মিশান ফর প্রসিকিউশান, ম্যাজিস্ট্রেট কি অবস্থার মধ্যে এটা দেবেন, আর ৩০৩ এবং ৩০৪ হচ্ছে রাইট অব ডিফেণ্ড, মানে একজন যখন কোর্টে যাবেন, তখন তিনি তার ইচ্ছামত উকিল নিয়োগ করতে পারবেন অথবা তিনি যদি উকিল নিয়োগ করতে অসমর্থ হন, তাহলে সরকারী অর্থে তাকে তার নিজের মনের মতো উকিল নিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হবে। তারপরে আছে কপি অব জাজমেন্ট-হাইকোর্টে যদি কারো বিচার হয়, তবে তাকে তার জাজমেন্টের কপি দিতে হবে এবং সেটা দিতে হবে ফ্রি অব কস্ট। আর যদি কারো সেন্টেন্স অব ডেথ হয়, তাহলে সে নিজে না চাইলেও তাকে সংগে সংগে জাজমেন্টের কপি দিতে হবে, কারণ তার এ্যাপি-লিয়েট কোর্টে যাওয়ার রাইট আছে।

সেটা কোর্ট অব ডি, এম, এ বিচার করা হবে। আসলে এই যে প্রোভিশনগুলি করা হয়েছে সেটা ইনডিয়ান প্যানেল কোর্ট, সি, আর, পি, সি, অনুযায়ী করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা জানেন যে সি, আর, পি, সি, কারা তৈরী করছেন। তারা বিরোধীতা করছেন। এটাতো স্ববিরোধী। এটা তারা অজ্ঞতারই প্রমাণ দিচ্ছেন। এখানে যে জিনিসটা করা হয়েছে, এই যে ধারাগুলি ৯০ দিন আগে ছিল, এখন করা হয়েছে ১৮০ দিন। কারণ ইনভেসটিগেশন ইত্যাদি করতে হবে। সেই জন্য এটা করা হয়েছে। সেখানে ১১০ দিন করা হয়েছে। কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ম্যাজিসট্রেট কোন কারণ না দেখিয়েই ছেড়ে দেন। এই আইনের ফলে তাকে এখন বলতে হবে যে, এই গ্রাউণ্ডে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। এটা লিখিত ভাবে বলতে হবে। এটা না করলে ম্যাজিসট্রেট উনার খেয়াল খুশীমত যে-কোন আসামীকে ছেড়ে দেবে। আইনের চোখে সবাই সমান। একজন ম্যাজিস্ট্রেট আইনের বলে ছেড়ে দেবে। কাজেই তাকেও আইনের মধ্যে বেঁধে রাখা দরকার। জোলাইবাড়ীতে একটা বাসে কিছু সমাজ-বিরোধী একটা মেয়েকে রেপ করল। থানা থেকে কেস দিয়ে দেওয়া হল কিছু লোককে এরেষ্ট করে। কিন্তু কোর্ট থেকে তাদেরকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। সেখানে অন্যান্য মেয়েছেলে যারা ছিল তারাও লানছিত হল। অথচ

ওরা এদিকে ছাড়া পেয়ে গেল। একটা মার্ডার কেস হল, দেখা গেল ম্যাজিসট্রেটের সংগে আসামীর একটা বোঝাপড়া বাড়ীতেই হয়ে গেল এবং বলে দিল যে, তুমি কোর্টে হাজির হও তোমাকে ছেড়ে দেব। এই হল অবস্থা। ম্যাজিসট্রেটরা আমরা জানি ধর্মাবতার। এই ধর্মাবতারের নামে কিছু কিছু লোক বিচার ব্যবস্থাকে কালুষিত করছে। এখানে ৬০ দিনের জায়গায় ১২০ দিন করা হয়েছে এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল আইন শৃঙ্খলার। আজকে এসমা, নাসা, পুলিশ মিলিটারী দিয়ে দেশটাকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। তার কারণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংকট বাড়ছে। দেশের ঐক্য বিপন্ন। আমরা চাইছি মানুষ নির্ভয়ে গণতন্ত্র ভোগ করুক। আজকে একটা লোককে কিভাবে প্রমাণ করবেন যে সে টি, এন, ভি। পুলিশের কাছে কিছু এভিডেন্স থাকে, তাদের হাতে বিভিন্ন সোর্স থাকে, তারাই এটা করতে পারে। এবং এটা করার জন্য সময়ের দরকার। আর্মস অ্যাকট করা হয়েছে। আজকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় অস্ত্রের কারখানা আছে। একটা লোককে সন্দেহ করা হল। কিন্তু সেটা করতে সময় লাগে। এই সমস্ত কারণেই ৯০ দিন ও ১৮০ দিন করা হয়েছে। বিনা বিচারে কাউকে আটক করা হবে না। সে ট্রায়লে থাকবে। সেই ট্রায়েলের জন্য প্লীডার থাকবে। তারপরে এপীলেট কোর্টে যেতে পারবে। সেই সুযোগ আছে। তার জন্য উকিল থাকবে। গভর্ণমেণ্ট উকিল থাকবে। সেই সমস্ত ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই আইনের বিরোধীতার অর্থ আছে বলে আমি মনে করি না। তবে আজকে কারা আতংকিত ? আতঙ্কিত আজকে টি, ইউ, জে এস, আতংকিত কংগ্রেস, আতংকিত আজকে টি, এন, ভি.। এরা আতংকিত কারণ, টি, এন, ভি, কে ওরা সাহায্য করছেন, দেশের ঐক্য তাঁরা চান না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে দেশের ঐক্য তুলে দিতে কারা আজকে এইখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন ? এইখানে আজকে আলোচনার মাধ্যমে তা প্রকাশ পাচ্ছে, কাজেই তাঁরা চান না, দেশের আইন শৃঙ্খলা থাকুক, রাজ্যের ঐক্য থাকুক। এই জন্যই তাঁদের বিরোধীতা। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তাঁদের এই বিরোধীতা করাকে বিরোধীতা করে এই বিলটিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ— অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে যখন সারা রাজ্যে ক্রাইম বাড়ছে, এবং এন্টি-স্যোসাল অ্যাকটিভিটিস ক্রমবর্ধমান সেইখানে সারা রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের প্রসিডিউর এপ্লাই করা উচিত, এবং এইগুলি দমনের জন্য আইনের প্রসিডিউর থাকা উচিত। কিন্তু আজকে এখানে যে

ভাবে অ্যামেণ্ডমেন্টেধ অবতারনা করা হয়েছে এটা সেই লক্ষ্যে সাপোর্ট করবে না, এবং সেই লক্ষ্যে ব্যবহৃতও হবে না এটা আমরা ভালভাবেই জানি। কারণ, আমরা বিগত দিনগুলিতে দেখেছি, আমাদের সরকার যেভাবে বিরোধীদলগুলিকে কোনঠাসা করার অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সাহায্য নিয়ে গত ৯ বছর ধরে এগিয়ে এসেছেন তা আমরা দেখেছি। এই আইনটা এখানে আনা হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য নয়, রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিরোধী দলগুলিকে কোনঠাসা করার জন্য, এবং গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করার জন্য। এইখানে মাননীয় সদস্য নকুল বাবু বলেছেন, বিলের বিরোধীতা করা মানেই আমাদের সংবিধানের বিরোধীতা করা। সংবিধানে এই বিল থাকলে নূতন করে আনার প্রশ্ন উঠে না। তদুপরি এইখানে ৯০ দিনের জায়গায় ১৮০ দিন বাড়ান হয়েছে। তাহলে আমাকে বলতে হবে, পুলিশের দক্ষতা কমে গেছে। আমাদের পুলিশ মন্ত্রী যখন বৃদ্ধ তখন তার দপ্তরের মধ্যে বার্ধক্য জনিত কারণে হয়ত, পুলিশের দক্ষতা কমে গেছে। তার জন্যই এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই আনা হয়েছে, আমরা তা বুঝতে পারি। এইখানে তিনটি ক্লজ দেখান হয়েছে, বেইল পাওয়ার লক্ষ্যে। এটা পলিটিক্যাল স্বার্থে আনা হয়েছে। যারা ক্রাইম করবে, যারা এন্টিসোস্যাল তারা কংগ্রেসই হউক টি, ইউ, জে, এস, ই হউক, সি, পি, এম, ই হউক পুলিশ নির্বিবাদে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু যারা সি, পি, এম, যারা লেফট ফ্রন্টের সমর্থক পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু কংগ্রেস কিংবা টি, ইউ, জে, এস, এর ক্ষেত্রে তা হবে না, এটা আমরা ভালভাবেই জানি। কাজেই এই বিল সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে, সারা রাজ্যে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে না। সেটা ব্যবহৃত হবে, পলিটিক্যাল স্বার্থে। আজকে ভাবতে অবাক লাগে, যাদের মুখে প্রচণ্ড ভাবে বিরোধীতা করতে শুনেছি, এসমা, নাসা ও মিসার, শুধু তাই নয়, এই বিলের যখন অবতারনা করা হয়েছিল কংগ্রেস আমলে তখন আমাদের মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী প্রচণ্ডভাবে বিরোধীতা করেছিলেন। কাজেই আমরা যদি তাঁদের আগের বক্তব্য-গুলি লক্ষ্য করি, কিংবা স্মরণ করি, তাহলে আমি অনুরোধ করব, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিল আপনারা প্রত্যাহার করুন এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে তা উইথড্র করুন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই হাউসে

'দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৭ পেশ করেছেন, এই বিলটির আমি বিরোধীতা করি। শুধু বিরোধীতা নয় উত্তরোত্তর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার, স্যার এই বিল কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ? আমি আগে তা জিজ্ঞেস করতে চাই। মিঃ স্পীকার, স্যার আজকে এটা নূতন নয়। ১৯৮০ সালে তরিঘড়ি করে বিরোধীদের জেলে পুড়ে তরিঘড়ি করে মন্ত্রী সভার মিটিং করে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছিল। আজকে এখানে যে ক্লজগুলি দেওয়া হয়েছে, অ্যামেণ্ডমেণ্ট অব সেকশন ১৬৭, অ্যাকট ২ অফ ১৯৭৪, (এ) অ্যাণ্ড (বি) তাতে বলা হয়েছে, ৯০ দিন হবে ১৮০ দিন, এবং ৬০ দিন হবে ১২০ দিন। স্যার, এটাও আজকে নূতন নয়। ১৯৮০ সালে বামফ্রন্ট সরকার করেছিলেন। মিঃ স্পীকার, স্যার আমিও একজন সেই ১৯৮০ সালে ৯০ ডেইস্ থেকে ১৮০ ডেইস্-এ পড়েছিলাম। আমরা জানি, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় জানি, বামফ্রণ্ট সরকার কিসের লক্ষ্যে এবং কি করার জন্য আজকে এটা এনেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিধান সভার বক্তব্যগুলি যদি আমরা ভালভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে তার কিছু আভাষ পাওয়া যাবে। আমরা এখানে যদি একটা ইলেকট্রিসিটির দাবী করি, তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবী বলে মন্তব্য করা হয়, পানীয় জলের দাবী করলে বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবী। সব সময় তাদের বক্তব্যে আমেরিকা, বিদেশী শক্তি ইত্যাদি। আমরা প্রায়ই তাঁদের বক্তব্যে বিদেশের কথা শুনে থাকি। বিদেশ ছাড়া আর কিছুই রাখতে জানেন বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 'এইডস' রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা জানি, 'এইডস' একটি সংক্রামক রোগ। অবিলম্বে চিকিৎসার দরকার। নতুবা, অন্যদের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়বে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলছি, সেদিন যেন আর ফিরে না আসে। উনারা বলেছেন, ১৮০ দিন। কিন্তু তা নয়। ৬ মাস নয়। আমাকে ৭ মাস ১৭ দিন জেলে পচিয়ে রাখা হয়েছিল। তিলে তিলে পচিয়ে রাখা হয়েছিল। আর এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, মিঃ স্পীকার স্যার, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পর্কে হিটলারের একটি বই আমার কাছে আছে। পড়লে পর ভয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় কি ভাবে সেখানে অত্যাচার করা হয়েছিল দেখে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্ডিন্যান্স করে মানুষকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পুড়ে রাখতে চান। তবে, আইনে ফাঁক রাখা হয়েছিল। হাকিমের কাছে প্রডিউস করা যাবে। হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু, বিচার হয়েছে ? হয়নি। তরিঘড়ি করে তো বিচার করা যায় না। পুলিশও তাই বলে। হাকিম জিজ্ঞাসা করেছেন, আসামী আছে। হ্যাঁ আছে। জেলে আছে। বাস্। ঢুকিয়ে রাখ জেলে।

স্যার, আমাকে জামিন না দিয়ে ৭মাস ১৭ দিন জেলে পুরে রাখা হয়েছিল। আজকে সেই নির্মম দৃশ্যগুলি স্মরণ করলে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠে। যারা এতদিন এসমা, নাসা, মিসার বিরোধীতা করে আসছিল তারা আজকে এই ধরণের একটা বিল আজকে হাউসে উপস্থাপন করবে সেটা আমি ভাবতেই পারছি না স্যার। স্যার, আমার হাত শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল সেদিন রেনু দেববর্মা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, উনার ছোটভাই দীনেশ দেববর্মা, বি, ডি, ও, তার উপর ২০ কে, জি, পাথর চাপা দিয়ে তাকে মারতে মারতে জেলের ভিতর মেরেই ফেলল। ওরা কারা? ওরা এই বামফ্রন্ট সরকার। জেলের ভিতর রাতের পর রাত তারা অমানুষিক অত্যাচার চালায়। আজকে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে তাই আজকে মরীয়া হয়ে তারা এই বিল এনেছেন। কি মনে করেছেন নৃপেন বাবু দশরথ বাবু এই বিলের মাধ্যমে বিরোধী দলের লোকদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে আগামী ইলেকশান সম্পন্ন করবেন? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এত বোকা নয়। স্যার, আজকে এই বিলটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে উপস্থিত করেছেন সেটা জনস্বার্থ বিরোধী। এই বিল ত্রিপুরা বাসীর স্বার্থে নয়, টি, এন, ভির স্বার্থে। যদি প্রকৃতই টি, এন, ভির উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হত তাহলে তারা সারা রাজ্যের মধ্যে কোন ঘটনাই সংঘটিত করতে পারত না। সারা রাজ্যে ২০০ টি, এন, ভির মধ্যে ২ জন টি, এন, ভিও ধরা পড়ে না। টি, এন, ভিকে আড়াল করার জন্য এই কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর বিলটি হাউসে উপস্থাপন করা হয়েছে। যারা কৃষক, দিনমজুর তাদের এরেষ্ট করে টি, এন, ভিদের আড়াল করার জন্য তাদের সামনে পর্দা তৈরী করা যায় তার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। তাই বিলকে তীব্র নিন্দা এবং বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজকে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর বিলটি উপস্থাপন করেছেন আমি তীব্র ভাষায় তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার অতীতের কিছু কথা মনে পড়ে। আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম তখন সেখানে একটি ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম আয়ুব খাঁর সরকারের বিরুদ্ধে, তখন তাঁর যা ভূমিকা ছিল, আমি ভাবতে পারিনি আজকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি শাসিত একটা গণতান্ত্রিক রাজ্যে ঠিক তেমন ভূমিকা হবে। বাংলা দেশে এরশাদ সাহেব, যিনি এক সময় সামরিক বাহিনীর

হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন, তিনি আজকে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়েছেন, আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেই এরশাদ সাহেবের অনুকরণ করেছেন। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই বিল উপস্থাপনকে আমি গণতন্ত্রের হত্যার সামিল বলে মনে করছি। স্যার, বিলের মধ্যে যুক্তি দেখানো হয়েছে পুলিশ যাতে তদন্ত কার্য্য সফল করতে পারে তার জন্য ৬০ দিনের জায়গায় ১২০ দিন করা হয়েছে। যে পুলিশ ৬০ দিনের মধ্যে একটা কেইস করতে পারে না তাকে ট্রেনিং-এ পাঠানো উচিৎ বলে আমি মনে করি, সেই দপ্তরের যোগ্যতা নেই, তাকেও ট্রেনিং-এ পাঠানো উচিৎ বলে আমি মনে করি। পুলিশ প্রসাশনে উপরের দিকে ডিরেকটর জেনারেল ইত্যাদি পদ বাড়ছে, কিন্তু নীচের দিকে পুলিশ অফিসারের সংখ্যা কম। সেই জন্যই সম্ভবতঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিপোর্ট দিতে দেরী হচ্ছে। তাই আমি বলছি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন কোথায় গলদ আছে এবং সেই গলদটাকে দূর করার ব্যবস্থা করুন। স্যার যে উকিলের কথা বলা হয়েছে—সরকারী উকিল, আমি বলব এই ব্যবস্থা যদি সঠিক ভাবে কাজে লাগানো হত তাহলে মানুষের কল্যান হত, অন্তত: আসামীরা ন্যায় বিচার আশা করতে পারত। উপেন্দ্র ভৌমিক জেলের ভিতর নিহত হয়েছেন, কিন্তু তার স্ত্রী চেয়েছিলেন তার মনোনীত উকিল দিয়ে বিচার করাতে কিন্তু সরকার সেটা দিয়েছিলেন কি? আসলে সব কিছুই হচ্ছে অভিনয়। সরকারের বাছাই করা উকিল, যাকে দিয়ে কেস করালে কেস খতম হয়ে যাবে বা মেরিট থাকবে এই যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তাহলে মানুষ সুবিচার পাবে কি করে? এটাতো আশা করা যায় না। আসলে সামনে যেহেতু নির্বাচন আসছে, তাই সরকার রাজ্যের মধ্যে একটা আঘোষিত জরুরী ব্যবস্থা নিচ্ছে। যদি গণতন্ত্র ভাবে কোন ডেপুটেশন দিতে হয়, কোন দাবী নিয়ে আন্দোলন করতে হয়, তাহলে আজকে পুলিশের কাছ থেকে পারমিশান নিতে হবে, এস, ডি, ওর কাছ থেকে পারমিশান নিতে হবে। এই অঘোষিত জরুরী অবস্থাকে ঘোষিত করার জন্যই আজকে এই বিল আনা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি সরকার কত নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে এই বিলই হচ্ছে তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। বিলে বলা হয়েছে আসামীকে কোর্টে হাজির করানো যাবে, কিন্তু বিচারক তাকে কোন জামিন দিতে পারবেন না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আমি জানিনা পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন সরকার বিচার ব্যবস্থার উপর এই ভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে কিনা। আমি জানিনা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিটলার এর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছেন কিনা। সামগ্রিক ভাবে যে অজুহাত দেখানো হয়েছে—বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা, উগ্রপন্থীর কথা তাদের বিচার তো প্রচলিত আইনের মধ্যে দিয়েই করানো যায়। এই ধরনের কোন

বিল না এনে বরং কোথায় গলদ আছে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। আজকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে যে কোন অজুহাতে মামলা খাড়া করে নির্বাচনের আগে যাতে তাদের জেলে পুরে রাখা যায় এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিল আনা হয়েছে। সুতরাং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এই বিলটাকে প্রত্যাহার করে নিন। রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি এবং দাবী করছি। এই বিলের তীব্র বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর বিলটি এই হাউসে উৎথাপন করেছেন সেই বিলটি আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে ভারতবর্ষে বৃটিশের যে রাজত্ব ছিল সেই রাজত্বের কথা মনে পড়ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে, বহু আন্দোলনের বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এবং কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই আইনগুলি প্রয়োগ করেছিলেন, তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিরোধী আসনে বসে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের সামনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার জন্য জনসাধারন সাদরে তাঁকে ফুলের মালা দিয়েছিলেন, তার বিনিময়ে আজকে তিনি এই বিলটি এনেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বুঝা যাচ্ছে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনকে আর চাপা দিয়ে রাখতে পারছেন না। কারন জনসাধারনের নার্য্য যে দাবী সেই দাবী নিয়ে আন্দোলন করছেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বশীল, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আমরা উনার কাছে অনেক কিছু জানব শিখব, উনি ৩০ বছর ধরে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন কংগ্রেসের শাসনে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি গণতন্ত্র দরদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই আজকে মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন তো দেখি, এই আইনটা ঠিক কার জন্য প্রযোজ্য ? মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানি আজকে চতুর্দিকে আন্দোলন চলছে, কিসের জন্য আন্দোলন চলছে ? মানুষের বাঁচার দাবী, সেই দাবীকে সামনে রেখে এই বিলটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে রেখেছেন। আমরা জানি সময় ঘনিয়ে এসেছে যে আমাদের সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রকম একটা বিল আনতে সাহস করেছেন আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বলতে পারি, আজকে

জনসাধারন গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেন, তাদের ন্যায্য পাওনার জন্য দাবী করেন এই আইনটা কার উপর প্রয়োগ করছেন ? সেই গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেবার জন্য এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আটকে রেখে এই বৈতরনী পার হবার জন্যই এই বিলটা এনেছেন, তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখবো এবং মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাদের কাছেও অনুরোধ রাখবো এই বিলটাকে আপনারা বিরোধীতা করুন যাতে এটা হাউসে পাশ না হয়, এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ।

শ্রীবিমল সিংহা (ডেপুটি স্পীকার) :— অনারাবল স্পীকার স্যার, "দি কোড অব্ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৭ যেটা এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন এটা আমাদের খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিলটা পড়েছেন কিনা জানি না, না জেনেই কেউ বলছেন কঠোর ভাষায় নিন্দা করি, কেউ বলছেন গণতন্ত্র বিরোধী, কেউ বলছেন বৃটিশ আমল, অমুক তমুক যার যা খুশী বলছেন। কোন একটা খরগোস জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা বেল পড়ল সেই শব্দটা শুনে এই খরগোস দৌড়াতে দৌড়াতে সমস্ত বনের পশুদের বলছিল পৃথিবীটা ভেঙ্গে গেছে, তারপর যখন এক বুদ্ধিমান পশু জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পৃথিবীটা ভেঙ্গে পড়েছে দেখাও। তখন আর দেখাতে পারেনি। পরে বুঝল যে বেলটা পড়েছে। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর এখানে ভারতবর্ষের ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে যেটা আছে যে ৯০ দিন, একটা আসামীকে গ্রেপ্তার করে ৯০ দিন পর্য্যন্ত জামিন না দিয়ে রাখা যায়, সেই জায়গার মধ্যে ১৮০ দিন করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে ৯০ দিনের জায়গায় ১৮০ দিন করা হয়েছে। উনারা প্রটেষ্ট করছেন, কেন প্রটেষ্ট করছেন ? না, এটা হবে না, এটা গণতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্রের পক্ষে কোনটা আর বিপক্ষে কোনটা ? এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, গণতন্ত্র, টনতন্ত্র ঐ সবের ধারে কাছে এটা নয়, পরিষ্কার কথা এখানে কি কি কারনে, কি কি অপরাধ করলে এই আইনটা প্রয়োগ হবে, এটা পরিষ্কার লেখা আছে। ১২০ ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি যারা অপরাধ করবেন, যারা ষড়যন্ত্র করবেন কোন জাতির বিরুদ্ধে, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, তারা এই আইনের আওতার মধ্যে পড়বেন। এখন যদি আপনারা মনে করেন যে, অমুক জাতটাকে নিচিহ্ন করবেন অমুক জাতটাকে একেবারে পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দেবেন, তারা এই ধরনের কনস্পিরেসি করলে তারাও পড়বেন. পরিষ্কার কথা। তারপর ১২০, এই সমস্ত কনস্পিরেসি সেই ষড়যন্ত্রগুলিকে গোপন রাখা, গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করা নয় সেই ষড়যন্ত্রটাকে গঠন করে যেমন তৈদুতে করলেন, এই রকম হয়েছিল যে বিরাট

একটা পটভূমি ব্লু-প্রিণ্ট তৈরী হয়েছিল যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা দাঙ্গার সৃষ্টি করে, সেই ধরনের কনস্পিরেসি যদি ধরা পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা এই আইনের মধ্যে পড়বেন। আর যদি ভাল ভাবে গণতান্ত্রিক ভাবে চলেন যেই চলুন তাঁর কোন অসুবিধা হবে না। তারপর ১২০ (এ) কনস্পিরিসি (২) এটা হচ্ছে একটা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা এবং এই বৈধ একটা সরকারকে উৎখাত করার জন্য গোপনে এই রকম সরঞ্জাম যোগাড় করা, সেটা যদি কেউ করেন তাহলে হবে। তারপর ১২০, কালেকটিং আর্মস, আপনারা যদি বলেন এই ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব মানি না, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানি না, ভারতবর্ষের সংবিধান মানি না, এটাকে পুড়িয়ে ফেল, এই সরকার রিফিউজী সরকার এটাকে উচ্ছেদ কর, তার জন্য আর্ম আনতে হবে, বাংলাদেশে যাও, চিটাগাং-এ যাও হাতিয়ার আন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে পোড়াও এই সব ধ্বংস কর, সি, আর, পি, ক্যাম্প লুট করা হবে। কারন করবার কিছু নেই, উপায় নেই। এটা বামফ্রন্ট সরকার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নূতন করে এই আইনটা তৈরী করেছেন তা নয়। যেদিন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা হয়েছিল সেই দিন ঐ আইনগুলি তৈরী হয়েছে। সে দিনই বলে দিয়েছেন যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ যারা করবেন, ভারতবর্ষকে টুকরা টুকরা যারা করতে চাইবেন তারা এই আইনের মধ্যে পড়বেন, এই ১২২ ধারা কালেকটিং আর্মস তারাই পড়বেন এবং ১২৩ ধারা এটা এখানে লেখা আছে যারা যদ্ধকে সাজবেন একটা দেশের বিরুদ্ধে, একটা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যারা সাজায় এটা যদি প্রমানিত হয় তারাও এই আইনের মধ্যে পড়বেন। তারপর ১৫৫ ধারা (এ)-তে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কিছু দিন আগে রায়ট ভিকটিম অরগানাইজেশ্যান নামে একটি অরগানাইজেশ্যান হয় এখন সেই রায়ট ভিকটিম অরগানাইজেশ্যান যদি রায়ট করেন, রায়ট করার মতো যদি পটভূমি করেন তো হবে, একটা জাতির বিরুদ্ধে, বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে, পাহাড়ীর বিরুদ্ধে, বাঙ্গালী-আসামী কনট্রাডিকশ্যান যদি তৈরী করতে চান যার মধ্যে দাঙ্গা অনিবার্য, সেই দাঙ্গা রোধ করতে হবে।

সেই আপনার একজন টি, ইউ, জে, এসের মেম্বার ভালবাসেন কি ভালবাসে না বা কংগ্রেসের একজন মেম্বার ভালবাসেন কি ভালবাসেন না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন। সেই ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যদি দাঙ্গাবাজকে অ্যারেষ্ট করতে হয় তাহলে করবে। এটা আপনি রুখতে পারবেন না, কেউ রুখতে পারবে না। এখানে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থটাই বড়। তারপর ৩০২, এটা সবাই জানেন। যদি কেউ মার্ডার করে, যারা গণহত্যা

করে। ৩০৩, ৩০৪ পরিকল্পিতভাবে মারতে গেছে তাহলে এইটার মধ্যে পড়বে। এইসমস্ত আইনের মধ্যে আছে। তারপর আপনারা ইচ্ছা করে একটা বুকের হাড় ভেঙ্গে দিলেন, হাড়টাকে টুকরো টুকরো করে দিলেন, পা টুকরা করে দিলেন, চোখ একটা উপরে নিয়ে গেলেন, সেইসমস্ত গুরুতর জখম যারা করছেন তাদের কি আমরা চুম্বন দেব? তাদের জন্য আইন হয়েছে। সেই আইনটা আগে ৯০ দিন ছিল এখন ১৮০ দিন রাখা হয়েছে। নানা কারণে তা রাখা হয়েছে। এইটা আমি পরে আসছি। তারপর এই-খানে বলা হচ্ছে, যারা এইরকম উস্কানী দিচ্ছে, উস্কানী দেওয়ার নাম করে উস্কানী-দাতাকে হত্যা করতে যায়, আবার নিজে আর একটা উস্কানী দেয়, সেইরকম সেখানে বন্ধ করার প্রয়োজন আছে। নাইলে ত দেশ চলতে পারে না। শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষা হতে পারেনা। এখানে বলা আছে কিডন্যাপ, যেটা আজকাল সচরাচর ঘটনা। আমাদের কমলপুরে আমাদের গাঁও প্রধানকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। নদীর পূব দিকে সেতরাই-এ বহু কমরেডসকে কিডন্যাপ করেছে টি, এন, ভি। পুস্পরাম রিয়াংকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। সেইসমস্ত যারা কিডন্যাপ করবে, বাড়ী থেকে বন্দুক দেখিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে। ৩৬৩ ধারা ৩৬৪ ধারা কেউ হয়ত মারলনা, ধরে নিয়ে গিয়ে ৪-৫ দিন অন্ধকার গুহার মধ্যে বন্দী করে রেখে দিল, তার বিরুদ্ধে কিছু হবেনা? আমরা যদি করি তাহলে আমরাও পড়ব এই আইনের মধ্যে, আপনারা করলে আপনারাও পড়বেন। মাননীয় স্পীকার, আমি আরও বলতে চাই, যে ৩৭৬ র‍্যাপ কেইস, আপনারা টি, ইউ, জে, এস বা কংগ্রেসের নেতারা যদি নারী বলাৎকার করতে যান, তাহলে হয়ত বলতে পারেন, আমি কংগ্রেসের নেতা আমার অধিকার আছে। তাহলে আমাদের বলার কিছু নাই। সেই পশ্চিমবাংলায় কোথাকার এক এম, পি, বিহার না মধ্য প্রদেশের নারী বলাৎকার করলেন, পুলিশ তাকে ধরল। এই ৩৭৬ ধারায়। সেদিন সেই লোকটা চীৎকার করল, আমার গণতন্ত্র হরন করা হচ্ছে। কিসের গণতন্ত্র? বলাৎকার করবার অবাধ স্বাধীনতা। সেটা দেওয়া যায়না। তাকে রুখতে হবে। যদি কারো কাছ থেকে জোর করে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করা, টাকা আদায় করা, কোথাও গেলেন, সেই লাটিয়াছড়াতে গেলেন গিয়ে আক্রমন করলেন, বললেন বল এখানে কে সি, পি, এম, করে তাদের গুলি করব, কোথায় কোন নেতা থাকে বল তাকে গুলি করব, জোর করে কথা আদায় করা, এইটার জন্য এখানে আইন রয়েছে। এখানে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরে সংশোধনী আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রতিদিনই বলা হয় যে রাজ্যে আইন নাই, শৃঙ্খলা নাই, আইন নাই, শৃঙ্খলা নাই, হরেকৃষ্ণ হরে রাম, হরেকৃষ্ণ হরে রাম, এইটা বলা হয়। কিন্তু যখন আইনটা প্রয়োগ করা হয় তখন তাদের এত আতংক

কেন ? তাতে ভয়ের কি আছে ? এখানে সেদিন একজন কংগ্রেসী সদস্য বলেছিলেন যে, মহিষ ডাকাতির কথা। ১৩টা মহিষ ডাকাতি হয়েছে, তারপর যখন লোকজন বেরিয়ে আসে তখন ষ্টেনগান দিয়ে গুলি করা হয়েছে, রিভলবার দিয়ে গুলি করা হয়েছে। এখন তাকে ধরলে বলা হবে যে টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস (আই) বলছে যে গণতন্ত্র এই আইন দ্বারা রক্ষা হচ্ছেনা। কাজেই, যাও তোমরা সেখানে। তারপর এই ত সেদিন রাত্রিবেলায় কংগ্রেসের কিছু ছেলে শান্তি ভট্টাচার্য্য না কোন একজন কর্মচারী উনার স্ত্রীকে গিয়ে বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতরে আক্রমন করে। এখন তাদের যদি ধরা হয় তাহলে বলা হবে যে গণতন্ত্র রক্ষা হচ্ছেনা। এইটা কি ধরণের কথা ? এইটা ত চলতে পারেনা। দরজা ভাঙ্গবেন, শিক কাটবেন, না শিক কাটবার অধিকার আছে, এইটা হতে পারেনা। তারপর ২৬, ২৭ আরম্‌স অ্যাক্‌ট। কারো বাড়ীতে অ্যাক্‌সক্লুসিভ পাওয়া গেছে, পিস্তল পাওয়া গেছে, ষ্টেনগান পাওয়া গেছে, টি, ইউ, জে, এস, কিছু কিছু জায়গার মধ্যে অস্ত্রের কারখানা তৈরী করছে। সেই কারনে যদি পাওয়া যায় তার জন্য, এইটা হতে পারেনা। তারপর ৯০ দিনের জায়গায় ১৮০ দিন। আমরা দেখেছি যে ৭-৮ দিনের বেইল পেলে পরে জামিন পেয়ে কি করে বেরিয়ে এসে সাক্ষীকে ধরে বলে তুমি যদি সাক্ষী দাও তাহলে তোমাকেও এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি। সাক্ষীকে যাতে এই ধরণের ভয় দেখাতে না পারে, এই ধরনের ক্রাইম যাতে ঘন ঘন না হয়, এই ধরনের মার্ডার যাতে কমানো হয় সেজন্য এই আইন। তারপর পালানোর ব্যাপারটা, কৈলাশহরে যদি কেউ মার্ডার করল পালিয়ে গেল, আগরতলায় মার্ডার করে সোনামুড়ায় পালিয়ে গেল, এই ধরণের যে পালানোর প্রবনতা চলছে সেই পালানোকে বন্ধ করা। ৯০ দিন এর জায়গায় ১৮০ দিন কেন ? ১৮০ দিন দরকার এই কারণে, ইনভেষ্টিগেশান, যেভাবে আজকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী চক্র উঠে পড়ে লেগেছে তাকে বন্ধ করার জন্য। পুলিশ গেল ভক্ত নমঃশুদ্র কচুছড়াতে মার্ডার হয়েছিল তার বাড়ীতে। মড়াটাকে ইনভেষ্টিগেশান করা হচ্ছে কিভাবে মারা গেছে, আবার এদিকে পাবলিকরা বলছে যে, ইনভেষ্টিগেশান করতে হবেনা কোন দিকে উগ্রপন্থীরা গেছে সেটাকে আগে দেখুন। কাজেই একবার মৃতদেহটাকে ইনভেষ্টিগেশান করা, আবার উগ্রপন্থীরা কোথা দিয়ে পালালো সেটা দেখা, এই দুইটা কাজ ত এক সংগে হতে পারেনা। সেই কাজটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এইটা করা হয়েছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ ওভারলুটেড হয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চক্র দ্বারা, তাদের ঠিকমত ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে, একটা চার্জশীট দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সেইসমস্ত যাতে সঠিকভাবে হয় সেটা দেখা। তার

মানে ত এখানে মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছেনা। নৃপেন বাবু ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর আইন এনেছে। সবাইকে ক্রিমিন্যাল করে আটক করবে। সুতরাং সবাই দৌড়। আবোল তাবেলা দৌড়লে ত হবেনা। সুধীর বাবুরা, মিসা, ন্যাসার সংগে এইটাকে তুলনা করেছেন। কোথায় মিসা আর ন্যাসা, আর কোথায় এই প্রসিডিউর। অযথা এরা চীৎকার করেন। কিছু না বুঝে আবোল তাবোল চীৎকার করেন। বিরোধীতা করেন বুঝে ত বিরোধীতা করবেন। জনসাধারণের কাছে গিয়ে ত বলতে হবে। ধীরেন বাবুত বললেন কি ব্যাপার, ব্রিটিশ আইন। আপনি ত সেইসময়ে ব্রিটিশের কাজই করতেন। এখন কোনরকম একটা তামার পাত যোগার করেছেন। সেই তামার পাত কিসের তামার পাত? গরু চুরি করলে তামার পাত পাওয়া যায়, ব্ল্যাক করলেও তামার পাত পাওয়া যায়। যাইহোক আপনারা কি বলছেন আপনারা নিজেরাই বিচার করবেন কি বলতে চাইছেন, কি বুঝাতে চাইছেন। আপনাদের শুভ বুদ্ধির উন্মেষ হোক, এইটা কামনা করি। এই সমস্ত ক্রীমিন্যালদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য মানসিকতা তৈরী করুন, তাহলে এই বিলটাকে সমর্থন করতে পারবেন আর যদি দাঙ্গা চান, ত্রিপুরাকে টুকরো টুকরো করতে চান, ভারতবর্ষের সম্প্রীতিকে ভাঙ্গতে চান তাহলে এই বিলের বিরোধীতা করবেন। এই বিলের বিরোধীতা করলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ আপনাদের টুঁটি চেপে ধরবে, আপনাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন। কাজেই আশা করছি আপনাদের শুভ বুদ্ধির উন্মেষ হবে। আপনারা মোটামুটি চিন্তা করে কথা বলবেন এই আশা রেখে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এই বিল সমর্থন করে, মাননীয় সদস্যদের একবাক্যে এইটাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

এক্টটা বাতিল করা হয়েছে কেন, কি ছিল ? আমরা মনে করেছিলাম যে এইটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে না। যে সমস্যাটার মোকাবিলা করার জন্য এই এক্টটা করা হয়েছিল সেই সমস্যাটা কিছু সমাধানের পথে যাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এইটা প্রমান করেছে যে সমস্যা সমাধানের জন্য যে এক্টটা আগে ছিল সেই একটটা আবার নিয়ে আসা দরকার। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেভাবে বলছেন যে, নূতন কিছু আমরা একটা করছি, নূতনতো কিছু করছি না। একজন বলেছেন রাষ্ট্রপতি বাধা দিয়েছিলেন, সেই বাধা অতিক্রম করেছে, রাষ্ট্রপতিতো অনুমতি দিয়েছিলেন, সেই বিলটার একটা কমাও পরিবর্তন করা হয়নি। মাননীয় বিরোধী দলের

সদস্যরা এর মধ্যে নতুনত্ব কোথায় পেলেন? মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ডেপুটি স্পীকার যে বক্তব্য রেখেছেন, আশাকরি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তা বুঝতে পেরেছেন। এই ধারাগুলি না, আমরা এখানে যেটা বলেছি সেটা বিচারের ধারা আমরা নূতন করে সৃষ্টি করছি না। প্রশ্ন হচ্ছে একটা, জুডিশিয়াল রিভিউর সুযোগ আমরা কেড়ে নেওয়ার পক্ষে না, যেটা নাসা বা মিসা, বিনা বিচারে আটক সেটা হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর সুযোগ যারা গ্রেপ্তার হন তাদের দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্যরা বলতে পারেন যে, জুডিশিয়াল রিভিউর সুযোগ এখানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, জুডিশিয়াল রিভিউর সুযোগ এখানে চলে যায় নি। এখানে বলা হয়েছে যদি কেউ জামিন পেতে চান তাহলে তোমার প্রমান করতে হবে তুমি নির্দোষ, যিনি বিচারক তাকে কি কারণে তিনি জামিন দিচ্ছেন ইন রাইটিং তাকে দিতে হবে যে আমি সেটিসফাইড, সে যা বলেছে, তার ভিত্তিতে তাকে জামিন দিলাম। জামিন দেওয়ার সুযোগকে রেষ্ট্রিকট্ করা হয়েছে কেড়ে নেওয়া হয়নি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আইনটা বিলটা পড়লেন না, হাকিমের কি ক্ষমতা তাও বুঝলেন না, শুধু বিধানসভায় চিৎকার করলেই কি হবে?

(গণ্ডগোল) :-

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ বাধা দেবেন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একজন সদস্য বলেছেন এই ব্যবস্থা যদি থাকত যে রাজনৈতিক দলগুলির উপর প্রযোজ্য হবে না তাহলে আমি সমর্থন করতাম। আমিও তো ঠিক এই কথাই বলেছি, কিল্লাতে রাজনৈতিক দলের একজন নেতা সেখানে বলে এলেন, তোমরা খুন কর বিচার টিচার কিছু দরকার নাই, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। এই অধিকার ওনারা চান, বিনা বিচারে খুন করার অধিকার চান। স্যার, অনেকে বলেছেন কেন্দ্রে, আমি অন্যের কথায় যাচ্ছি না, কেন্দ্রে যে-সময় আইন করেছেন বিনা বিচারে আটকের আইন, বিচার ছাড়া শাস্তি দেওয়ার আইন (স্পেশাল কোর্ট), এখানেতো তার চিহ্নও নাই, মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকারে আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু স্যার, একটা চীফ মিনিষ্টার কনফারেন্সে এই প্রশ্নটা এসেছিল যে, জুডিশিয়ারীকে সেপারেট করে দেওয়া হল, ফলে যারা এক্‌জিকিউটিভ তারা ঠুটো জগন্নাথ হয়ে গেলেন। ওরাই করছিল, ওরাই বিচার করছেন, এইটাই ছিল নিয়ম, এই নিয়ম থেকে আমরা আন্দোলন করে সরে এসেছি, না বিচার বিভাগকে আলাদা করে দিন, আর এগজিকিউটিভকে আলাদা করে দিন, আমরা সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি। কংগ্রেস (আই) সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে নাই, তারাই সবচেয়ে বেশী আন্দোলন করেছেন যে, একদিনও রাখতে পারি না, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পাওয়া যায়। এখানে এই রকম

কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যাতে এগজিকিউটিভ ও জুডিশিয়ারী একই কর্তৃত্বে থাকে। ভয়টা কিসের ? ক্রিমিন্যাল ছাড়া অন্যদের ভয়ের কোন কারণ নাই, ক্রিমিন্যালদের ভয় আছে। মাননীয় সদস্যরা বার বার বলছেন টি, এন, ভি, আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি ওদের একটা লোকও খুন হয়েছে টি এন ভিদের হাতে ? আমাদের ২০০ কমরেড খুন হয়েছে। একটা লোকও আপনাদের দেখাতে পারবেন ? টি এন ভি কোলাবরেটারস, তাদের সাহস কত এই সব কথা বলার ? আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী সম্ভবত আমার মত বুড়ো নন, আমার চেয়ে কম বয়সের, সব চেয়ে অল্প বয়সের প্রধানমন্ত্রী, পাঞ্জাবে বন্ধ করতে পারছেন না কেন ? আমরা কি বলছি যে, আপনারা খালিস্থানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাঞ্জাবে খুন করছেন। ওদের সাহস আছে এই সমস্ত কথা বলার ? এগুলি বলার অধিকার আছে, যেহেতু তারা ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে চলে এবং ক্রিমিন্যাল-দের সঙ্গে সহযোগী হয়ে আইন কানুন কিছু মানে না, যেমন খুশী খুন করে মানুষকে, আর এই জন্যই তারা চিৎকার করছে যে, এই আইন আমরা তৈরী করতে দেব না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশাকরি, অন্তত বিরোধী দলের নেতা, আমি এই কথা বলতে পারি তাদের কাছে যে, এই আইনের অপপ্রয়োগ করা হবে না। যারা দাগী ১টা, ২টা, ৩টা খুন করছেন, তাদের সম্পর্কে যাতে বিচারের সুযোগ আমরা পাই, ওরা এখানে ওখানে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছে, তাদের বিরুদ্ধে বিচারের সুযোগ পাওয়ার জন্যই এই আইনটা আমরা তৈরী করতে চাই। মিঃ স্পীকার স্যার, ওদের চোখ থাকলে ওরা দেখতে পেত, কিভাবে হাসতে হাসতে ১, ২, ৩টা খুন করে কংগ্রেস (আই) র অফিসে গিয়ে বসছে, আমি নামটাও বলতে পারি, কিন্তু নাম বলব না। আমি আশা করব আপনারা তাদেরকে ধরে দিন, আমাদের দলেরও যদি থাকে তাহলেও ধরে দিন। ১, ২, ৩টা খুন ভয়ংকর রকম ক্রাইম করে যাতে ছাড়া না পায়, এইটার যদি ব্যবস্থা না করতে পারেন, শুধু ল এ্যাণ্ড অর্ডার চিৎকার করলে কিছু হবে না। ল এ্যাণ্ড অর্ডার অবস্থার উন্নতি করতে গেলেই এই সমস্ত দাগী ক্রিমিন্যালদের জেলে রাখার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের হাত শক্তিশালী করার জন্য আমি মনে করি ত্রিপুরার সুস্থ গণতন্ত্র চেতনার মানুষ আমাদের সমর্থন করবেন। একমাত্র ক্রিমিন্যাল টি এন ভির যারা সহায়ক, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহায়ক ছাড়া ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ বামফ্রন্টের হাতকে শক্তি-শালী করবে।

একমাত্র ক্রিমিন্যাল, টি, এন, ভি, ও তাদের সহযোগী, আমরা বাঙ্গালী, আর, এস, এস, এবং যারা বাঙ্গালী মুক্তি বাহিনীর কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বা তাদের সহ-যোগী, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্য্যকলাপে যারা যুক্ত তাদের ভয়। এদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী

কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্যেই এই আইন আনা হয়েছে। আমি আশা করব-গণতান্ত্রিক মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের হাতকে শক্তিশালী করবেন। আমি আবারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই আইনের কোন অপ-ব্যবহার করা হবে না। এই কথা বলে আমি আশা করব যে, সকলেই এই বিলটিকে সমর্থন করবেন।

মি: স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 3 of 1987. বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

(বিরোধী দলের সকল সদস্য ওয়ার্ক আউট করেন।)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত (১) নং হইতে (৪) নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনিভোটে বিলের ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে গণ্য হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে গণ্য করা হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :- "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 3 of 1987.) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill, No. 3 of 1987) পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987, (Tripura Bill No. 3 of 1987.) পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Trpura Bill No. 5 of 1987.)" এই

সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No, 5 of 1987.)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- "The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987). বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৯নং পর্যাস্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ধ্বনি ভোটে বিলের ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে গণ্য হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হয়)।

মি: স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীখগেন দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987). পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 5 of 1987). পাশ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৫শে মার্চ বুধবার, ১৯৮৭ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রহিল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 359

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার মামলাগুলির দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে লোক আদালত স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার মামলার দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে লোক আদালত স্থাপনের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে রাজ্যে কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন আদালত স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে ভবিষ্যতে লোক আদালত স্থাপন করার ব্যাপারে সম্ভাব্য বিভিন্ন দিকগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred Question. No. 360.

Name of M.L.A. :— Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরার বাহিরে পাঠরত প্রি-মেট্রিক ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড স্কলারশিপ দেওয়া হয় কি ?

২। যদি দেওয়া হয় তবে কি হারে ষ্টাইপেণ্ড-স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

৩। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে এই ধরণের কতজন ছাত্র-ছাত্রীকে ষ্টাইপেণ্ড স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

৪। যদি বাহিরে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রি-মেট্রিক ষ্টাইপেণ্ড-স্কলারশিপ দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে ভবিষ্যতে দেওয়ার জন্য সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

Minister in charge Answer

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বিবেচনা করা যেতে পারে।

Admitted Starred Question No : 389.

Name of Member :— Sri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

Question

১। রাজ্যে আরবান এরিয়ার বাহিরে বিভিন্ন কাজে কর্মরত স্বল্প আয়ী জন সাধারণকে আর্থিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে ;

২। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ সহজতর উপায়ে ব্যাংক হইতে ঋণ পাওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা ;

৩। যদি হয়ে থাকে, তার বিবরণ ?

Answer

১. ২ ও ৩। তথ্য সংগ্রহাধীন ॥

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. 51

Name of Member :— Sri Jawhar Saha

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত চাকমা শরনার্থীদের জন্য ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের মাধ্যমে সরকার কি পরিমাণ এবং কত টাকা মূল্যে শুকনা মাছ খরিদ করেছেন। (শরানার্থী ক্যাম্প ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৭ ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীদের জন্য সরকার ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ লিমিটেডের মাধ্যমে কি পরিমাণ এবং কত টাকা মূল্যের শুকনা মাছ খরিদ করেছেন তাহার বিবরণ নিম্নে ক্যাম্প ভিত্তিক বর্ণিত হল।

ক্রমিক নং	শিবিরের নাম	খরিদকৃত শুকনা মাছের পরিমাণ	ক্রয়মূল্য
১।	নূতন বাজার (এখন বন্ধ)	১১.৫০০ কেজি	টা: ২৩০.০০
২।	করবুক	২১,১৬৯.৭০০ ,,	,, ৪,২৩,৩৯৪.০০
৩।	টাকুমবাড়ী	৪২,৩৩৩.৫০০ ,,	,, ৭,০৪ ৭৩৭.০০
৪।	শিলাছড়ি	৬,৩৭৮.৫০০ ,,	,, ১,৬৫,৮৩০ ০০
৫।	কাঁঠালছড়ি	৯,২৮৭.৫০০ ,,	,, ২,৩৪,৯৫৮.০০
	সর্বমোট	৭৯,১৮০.৭০০ ,,	টা ১৫,২৮,৩৪৯.০০

প্রশ্ন

২। ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্তৃক শরনার্থীদের জন্যে লটিয়া, শুরী ও সিঙ্গারলিয়া শুটকী (শুকনা মাছ) কি দরে বাজার থেকে ক্রয় করা হয়েছে, এবং কি দরে সরকারের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে,
(প্রত্যেক জাতীয় শুটকী প্রতি কেজি দরের হিসাব)

উত্তর

২। ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড কোন জাতীয় শুটকী কি দরে কিনেছেন এবং কি দরে সরকারের নিকট শরনার্থীদের জন্য বিক্রয় করেছেন তাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হল।

ক্রমিক নং	শুটকীর নাম	প্রতি কেজির ক্রয় মুল্য	প্রতি কেজির বিক্রয় মূল্য
১।	লইটিয়া	টা: ২১.০০	টা: ২৩.০০
২।	শুরী	টা: ১১.০০	টা: ১৩.০০
৩।	সিঙ্গারলিয়া	টা: ২১.০০	টা: ২৩.০০

Admitted Unstarred Question No. 69

Sri Monoranjan Majumder M L A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ইং সনে জুন মাসে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের মধ্য হইতে মোট কতজনকে কোন্ কোন্ দপ্তরে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

MINISTER-IN-CHARGE OF LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT SHRI SAMAR CHOUDHURY.

উত্তর

১। ১৯৮০ইং সনের জুন মাসের দাঙ্গায় মোট— ১,০৬১ জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

Total Appointment of riot victim 1980 June/July, 1980 Disturbances :— 1061.

Name of the Department.	Class—IV	Class—III	Total.
1. Assembly Secretariat.	8	—	8
2 Director of Agriculture.	32	20	52
3. Director of Animal Husbandary	21	—	21
4. Register Co-Operative Deptt.	1	—	1
5. District Magistrates.	142	14	156
6. Director of School Education.	439	38	477
7. Director of Higher Education.	42	1	43
8. Director Social Education.	67	—	67
9. Chief Conservator of Forest.	41	2	43
10. Director of Food & Civil Supply Department.	6	—	6
11. Director of Fishery Deptt.	2	—	2
12. Director of Health Services.	68	—	68
13. Director of Industry Deptt.	20	—	20
14 Labour Directorate.	8	2	10
15. Chief Engineer Public works Department.	40	1	41
16. Director of Panchyet Raj.	3	3	6
17. Superintendent of Police.	—	1	1
18. Civil Secretariat.	14	—	14
19. Director of Tribal Welfare.	5	1	6

20.	Director of Small Saving State Lottery Deptt.	1	—	1
21.	Director of Statistic Deptt.	1	—	1
22.	Director of Employment Servises & Manpower Planning.	7	—	7
23.	Director of Publicity.	4	—	4
24.	Director of Civil Defence.	2	—	2
25.	Director of State Planning Machinery.	1	—	1
26.	Govt. Press.	3	—	3
		978	83	1061

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartata 25th March, 1987, Wednesday, at 11 A M.

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Chief Minister, 9 (Nine) Ministers, the Deputy Speaker and 39 me ..bers.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য-গণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৭৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৮।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলার দেও নদীর ভাঙ্গনের কবল থেকে পেচারথল বাজার ও পেচারথল বাগাইছড়া রোড রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকিলে উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পরিকল্পনাটি বর্ত্তমানে এষ্টিমেট তৈরীর পর্যায়ে আছে এবং এপ্রিল মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : – সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বছরের পর বছর দেও নদীর ভাঙ্গার ফলে রাস্তাটি প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় পি, ডাবলিও, ডি, মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই ভাঙ্গন রোধ করে রাস্তাটিকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। কাজেই এই কাজটি কত দিনের মধ্যে শুরু করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, জবাবের মধ্যে আছে যে এপ্রিল মাসের মধ্যে শুরু করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৬।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৬।

প্রশ্ন

১। ৩১-১-৮৭ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের কতগুলি গ্রামে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে।

২। কবে নাগাদ রাজ্যের সমস্ত গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বিগত ৪০ বৎসরের সঠিক তথ্য দেওয়া প্রায় অসম্ভব, তবে অনেক গ্রামেই শ্যালো টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল করা হয়েছে। যন্ত্রাংশ নষ্ট ও জলস্তর নীচে যাবার জন্য এগুলির খারাপ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কাজেই ডিপ টিউব-ওয়েল ও অধিকতর স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ইণ্ডিয়া মার্কটু ডিপ টিউব-ওয়েল বসানের পরিকল্পনা সারা দেশের মত ত্রিপুরাতে ও গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১-১-৮৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত রাজ্যে ৮৮৩টি গ্রামে পাইপ লাইন আর ১২১৭টি গ্রামে ডিপ টিউবওয়েল (ইণ্ডিয়া মার্কটু) থেকে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই সকল গ্রামেও আরও ইণ্ডিয়া মার্কটু ডি, টি, ডাব্লিউ করার প্রয়োজন রয়েছে।

২। ১৯৯১ইং সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে সমস্ত গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্র স্থির করা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই যে মার্ক-২ বসানোর ব্যাপারটা তাতে আমরা দেখেছি, আমার বিধানসভা এলাকার পাইখোলা ও চিত্তামারাতে সেখানে যেসব কণ্ট্রাক্টর এই কাজ নিয়েছে তারা সেখানে কোন প্রাইয়রিটি জন-বসতি এলাকায় না দিয়ে যেখানে জলের সোর্স আছে সেখানে নিয়ে বসাচ্ছে, এটার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার এ সম্পর্কে একটা কলিং এটেনশন বা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ রয়েছে। কোন ঠিকেদার মার্ক-২ করছেন এটা ঠিক নয়। মার্ক-২ করার জন্য রিগ আনার অর্ডার গেছে। কয়েকজন ঠিকেদারকে দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক না।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ২ হাজারের উপর গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, এটা কোন্ ধরণের পানীয় জলের ব্যবস্থা, এমনকোন গ্রাম আছে কি যেখানে রিং-ওয়েল বা টিউব-ওয়েল নাই ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেনযে কোন গ্রাম পানীয় জল ছাড়া থাকতে পারেনা।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলেছেন যে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন্ধ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের অমরপুর ব্লকে ৮৫-৮৬ সনে যে লক্ষ্য মাত্রা ছিল তার ২০ শতাংশও করা যায়নি উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকের অভাবে। ইহা প্রতিকারের জন্য সরকারের তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ঐ লক্ষ্য মাত্রা পুরণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্যের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৩।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৩।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা ডিসপেনসারী কে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি পরিকল্পনা না থাকে তাহা হইলে এলাকা ও স্থানীয় জনগণের উপকারের জন্য সরকার এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করে অতী সত্বর উহা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেবেন কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই।

২। আপাততঃ নয়।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— এন্টায়ার কমলপুর সাব-ডিভিশনে কমলপুরে একটা হাসপাতাল এবং বাসুদেব পাড়ার একটা হাসপাতাল আছে। বাসুদেব পাড়ায় মাত্র ৮ থেকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে। গঙ্গানগর এবং শিকারীবাড়ী থেকে আমবাসায় একটা মাত্র সেন্টার। তাতে জনগণ খুবই দুর্ভোগ ভুগছে। সেই দিক থেকে প্রায়রিটি বেসিসে সরকার একটা ৩০ শয্যা বিশিষ্ট সাস্থ্য কেন্দ্র করার পরিকল্পনা নেবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, বি, ডি সি, এর আমরা সুপারিশ পেয়েছি। বি, ডি, সি, এর কাছ থেকে বিশেষ করে গঙ্গানগর সমগ্র অঞ্চলটাই যাতে কাভার করতে পারি সেই ধরণের ব্যাপারে আগামী ফিনানসিয়াল ইয়ারে-করার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমি এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত যে, একটা বিরাট এলাকায় ছোট খাট হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে। শিকারীবাড়ীতে আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি, অন্যান্য অফিস সেখানে আসবে। সরকার পরীক্ষা করে দেখবেন সেখানে আমরা হাসপাতালটা খুলতে পারি কিনা। গঙ্গানগরে একটা দরকার, সেখানে বি, ডি, সি, যখন প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৬।

প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নাম্বার ৯-এর চন্দ্রপুর এলাকাকে প্রতি বৎসর বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। আপাততঃ এ ধরণের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে জিরানীয়া বি, ডি, সি এর সুপারিশক্রমে কতিপয় জনপ্রতিনিধি সহ আই, এফ, সি, এণ্ড পি, এইচ, ই, দপ্তর হাওড়া ও তার উপনদী সমূহের ভাঙ্গন ও বন্যা প্রবণ অঞ্চল পরিদর্শন ক্রমে বেশ কয়েকটি স্থান চিহ্নিত করেছেন। ঐ সকল স্থানের ভাঙ্গনের গুরুত্ব ও আর্থিক সংগতি অনুসারে আগামী আর্থিক বৎসর থেকে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়। তবে মাষ্টার প্ল্যান ব্যাতিরেকে বন্যা নিরোধক কোন বাঁধের প্রস্তাব এখনি হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মপুত্র বোর্ড ত্রিপুরায় ফ্লাড কণ্ট্রোলের জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী কাজে নিযুক্ত আছে। আগামী আর্থিক সালের শেষের দিকে মাষ্টার প্ল্যান হাতে পাবার সম্ভাবনা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা আমার সংগে দেখা করেছিলেন। তাঁকে আমি এই কথা বলেছিলাম যে, একটা বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে নেওয়ার জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান দরকার এবং এই অঞ্চলের জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার ব্যবস্থা চলছে। কিন্তু এখনও সাময়িকভাবে বন্যা নিরোধ নয়, একটা ব্যবস্থা করতে হবে, জলটা যাতে জমির ফসল নষ্ট না করতে পারে সেটা আমরা ব্যবস্থা করব।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— এখানে যে এলাকাটার কথা বলা হয়েছে যখন বন্যা দেখা দেয় তখন সবচেয়ে এই এলাকাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়ীঘর, ফসল, পুকুরের মাছ নষ্ট হয় এবং নদীর পারে ভাঙ্গন দেখা দেয়, বাড়ীঘর নিয়ে যায়। এই অবস্থার একটা কারণ হচ্ছে হাওড়া নদীর বিশেষ করে রাণীর বাজার থেকে বর্ডার পর্যন্ত সমস্ত এলাকায় ৩।৪টা নদীর জল এখান দিয়ে যায়। যার ফলে হাওড়ার জলটা ইনফ্লেটেড হয়ে চন্দ্রপুরের মাঠ দিয়ে ডাইভার্টেড হয়ে চলে আসে। বর্তমানে

আমরা দেখছি এখানে আসাম-আগরতলা যে রাস্তা আছে, এই রাস্তাটাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু চন্দ্রপুর এলাকার কথা আমি বলছি না, সমস্ত বলদাখাল মাঠের ফসল নষ্ট হয়। এই যে জায়গাটা রেইজ করা হচ্ছে তার ফলে জায়গাটা বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ছে বন্যার ফলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সাময়িকভাবে এই জলটা যাতে আসতে না পারে এমন কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমি বলেছি যে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। তাদের রিপোর্ট আমরা পাব বলে আশা করছি। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র বোর্ড যে কাজগুলি করছে সেগুলি কিছু বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজটা কিভাবে হবে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। তৃতীয় হচ্ছে আমরা যেটা করতে পারি সাময়িকভাবে সেটা আমরা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না—মাষ্টার প্ল্যানটা আমাদের কাছে আসে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮০।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮০।

প্রশ্ন

১। সাব্রুম শহরে ও সাতচাঁদ ব্লকে আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেন্সারী খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

২। যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে কবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ?

৩। আজ পর্য্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না করার কারণ কি ?

৪। কবে নাগাদ উক্তস্থানগুলিতে আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেন্সারী খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

সাব্রুম মহকুমার একটি আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেন্সারী খোলার প্রস্তাব অনেক দিন ধরে বিবেচনাধীন আছে। এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। স্থান নির্বাচনের চেষ্টা চল্‌ছে এবং বি, ডি, সিকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

সুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয়মন্ত্রী মহোদয়, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সাব্রুম শহরে এবং সাতচাঁদ ব্লকে একটি করে আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেন্সারী খোলার জন্য যে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছিল, তার কারণ কি জানাবেন কি ?

সমর চৌধুরী :— সেখানে কোন আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেন্সারী খোলা যায় কিনা, সে সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা ছিল, আর সেজন্যই আমরা বি, ডি, সির কাছ থেকে প্রস্তাব চেয়ে পাঠিয়েছি।

সুনীল কুমার চৌধুরী :— সাব্রুম এবং সাতচাঁদ ব্লকে কোথায় কোথায় আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারী খোলা যায়, সেই সম্পর্কে বি, ডি, সি, থেকে অনেক আগেই স্থান নির্বাচন করে জানিয়ে দেওযা হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

সমর চৌধুরী :— এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৩,

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সন থেকে এপর্যন্ত (ডিসেম্বর ১৯৮৬) কতজন ব্যবসায়ীকে অতিরিক্ত মুনাফা ও ভেজাল দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ৫০ জনকে ভেজাল দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— কি, কি জিনিসে ভেজাল দেওয়ার জন্য তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ :— স্যার, অতিরিক্ত মুনাফার জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, যে কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভেজাল দেওয়ার জন্য এবং একমাত্র কৈলাসহর বিভাগেই ভেজাল দেওয়ার জন্য এই ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, উনি শুধু কৈলাসহর মহকুমার কাক বলছেন, কিন্তু প্রশ্নটা ছিল কোন্ কোন্ মহকুমাতে কতজনকে ভেজাল দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

শ্রীরামকুমার নাথ :— শুধু কৈলাশহর মহকুমাতেই এই কয়জনকে ভেজাল দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্য কোন মহকুমাতে ভেজাল দেওয়ার জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু খাদ্যে ভেজাল দেওয়াটা একটা সিরিয়াস ক্রাইম, আপনি শুধু কৈলাসহর বিভাগের কথা বল্লেন, অন্য কোন বিভাগের কথা বল্লেন না। কাজেই যাদের খাদ্যে ভেজাল দেওয়া জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সেই তথ্য দিবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এগুলি তো কোর্টের বিচারাধীন, কাজেই উনি কি করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন ?

শ্রীতরণী মোহন সিংহা।

শ্রীতরণীমোহন সিংহা :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪০।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪০,

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি ল্যাম্পস ও প্যাক্স আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২। তার মধ্যে কয়টি ল্যাম্পস ও কয়টি প্যাক্সের পাকা গুদাম আছে ? এবং

৩। চল্‌তি আর্থিক বৎসরে আরও কয়টি গুদাম ঘর নির্মানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২১২টি প্যাক্স এবং ৫৫টি ল্যাম্পস আছে। ইহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এরূপ :—

	ল্যাম্পস	প্যাক্স
ধর্মনগর	৭	২১
কৈলাসহর	৬	২৭
কমলপুর	৩	২১
খোয়াই	৬	২১
সদর	১১	৪৮
সোনামুড়া	১	২২
উদয়পুর	২	১৯
অমরপুর	৯	—
বিলোনিয়া	৬	২৩
সাব্রুম	৪	১০
মোট :—	৫৫ টি	২১২ টি

২। তার মধ্যে ৩৭টি ল্যাম্পস এবং ৩৯টি প্যাক্সের গুদাম ঘর আছে। মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ এরূপ :—

	ল্যাম্পস	প্যাক্স
ধর্মনগর	৫	৫
কৈলাসহর	৪	৬
কমলপুর	২	—
খোয়াই	২	২
সদর	১০	৩
সোনামুড়া	১	৭
উদয়পুর	১	৪
অমরপুর	৪	—
বিলোনিয়া	৬	৭
সাব্রুম	২	৫
মোট :—	৩০	৩৯

৩। চলতি আর্থিক বৎসরে ২০টি প্যাক্সের গুদাম ঘর নির্মানের পরিকল্পনা আছে। মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ এরূপ :—

		প্যাক্সের নাম	গুদামের সংখ্যা
কৈলাসহর	১)	কাঞ্চন বাড়ী প্যাক্স	
খোয়াই	১)	কৃষ্ণপুর প্যাক্স—১	
	২)	তেলিয়ামূড়া প্যাক্স—১	
	৩)	গয়াপ্রসাদপুর প্যাক্স—১	
	৪)	পূর্ব রামচন্দ্রঘাট প্যাক্স—১	
	৫)	ঘিলাতলী প্যাক্স—১	
সদর :—			
১। মোহনপুর	১)	পশ্চিম সিমনা প্যাক্স—১	
	২)	কলকলিয়া প্যাক্স —১	
	৩)	তারানগর প্যাক্স —১	
২। বিশালগড	১)	হরিহরদোলা প্যাক্স —১	
	২)	চম্পাকাঞ্চন প্যাক্স —১	
	৩)	গৌতম প্যাক্স —১	
	৪)	রবীন্দ্রনাথ প্যাক্স —১	
	৫)	উত্তর চড়িলাম প্যাক্স —১	
সোনামূড়া	১।	কৃষক বন্ধু প্যাক্স— ১	
	২।	নবোদয় প্যাক্স— ১	
	৩।	খাস চৌমুহনি প্যাক্স— ১	
	৪।	শোভাপুর প্যাক্স— ১	
	৫।	পাহাড়পুর বাঁশপুকুর প্যাক্স— ১	
উদয়পুর	১।	বাগমা প্যাক্স— ১	১
		মোট :—	২০ টি।

শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইসব প্যাক্স ও ল্যাম্পসের গুদাম ঘর নির্মানের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তা দিয়ে সেটা তৈরী করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা দেখেছি যে, অনেকগুলি

গুদাম ঘর নির্মানের কাজ টাকার অভাবে শেষ করা যাচ্ছে না। কাজেই এই সব গুদাম ঘর নির্মানের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তার পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— স্যার, প্যাক্স এবং ল্যাম্পসের গুদাম ঘর তৈরী করার জন্য এন, সি, ডি, সি, টাকা মঞ্জুর করে থাকেন। আমরা জানি যে তারা যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করেন, তা দিয়ে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির গুদাম ঘর তৈরী করা সম্ভব।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বর্ত্তমানে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে যে পরিমাণ ল্যাম্পস অথবা প্যাক্স আছে, সেগুলির এক একটার দূরত্ব এত বেশী যে গ্রামবাসীদের পক্ষে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই এই অসুবিধা দূর করার জন্য আরও বেশী সংখ্যক ল্যাম্পস অথবা প্যাক্স বাড়ানো হবে কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— এখন পর্যন্ত সরকারের সেই রকম কোন প্রস্তাব নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে গোদাম ঘরগুলি করা হয় সেগুলি কিসের ভিত্তিতে করা হয়। কোন জায়গায় দেখা যায় পাট ভাল হয়েছে, কোন জায়গায় অন্যান্য ফসল ভিবিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তার জন্য বড এবং ছোট গোদাম ঘরের দরকার হয়। কাজেই কোন গোদামে কতটা ফসল ধরবে এবং গোদামের স্টাণ্ডার্ড কি হবে এটা কিভাবে ঠিক হয় ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সাধারণতঃ দপ্তর এবং বোর্ড অব ডিরেকটারস, নির্বাচিত কমিটি তারা লোক সংখ্যা অনুসারে কি ধরণের গোদাম ঘর হবে সেটা ঠিক করবেন।

শ্রীকালীকুমার দেববর্মা : – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স নূতন করে করার কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু বহু এলাকা আছে যেগুলি এ, ডি, সিতে পড়েছে এবং ল্যাম্পস ও প্যাক্সের এলাকা বড হওয়ায় জন সাধারণের খুব অসুবিধা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ল্যাম্পস ও প্যাক্সের এলাকাগুলি অনেক ঠিক হয়েছিল। এর মধ্যে এ ডি, সি, হয়েছে এবং তারফলে ল্যাম্পসের সেটেলইড বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। কাজেই আরও ল্যাম্পস এবং প্যাক্স করার ব্যাপারে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৭৩, রুরেল ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৪৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে এল, আই, জি স্কীমে পাকা ঘর তৈরী করার জন্য পনের হাজার টাকা এবং ই, ডবলিউ, এস স্কীমে মাটির ঘর তৈরী করার জন্যও পনের হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে ?	১। এল,আই, জি স্কীমে ১৫,৩০০ টাকা করে দেওয়া হয়। ই, ডবলিউ, এস, এই স্কীমে ১৫০০ টাকা দেওয়া হয়।
২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত এল, আই, জি, স্কীমে প্রদেয় পনের হাজার টাকা দ্বারা পাকা ঘর তৈরী করা যায় না।	২। ১৫৩০০ টাকায় পাকা ঘর হয় না।
৩। যদি সত্য হয়, তবে প্রয়োজনানুসারে এল, আই, জি স্কীমে অর্থের বরাদ্দ বাড়ানোর কথা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?	৩। যেহেতু এল, আই, জি স্কীমে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তন করিয়াছেন তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বার বার টাকা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ই, ডবলিউ, এস, স্কীমটা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারত সরকারের কাছে আমরা লিখেছি যে এল, আই, জি, স্কীমে ১৫৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা করার জন্য। কিন্তু এখনও অনুমোদন পাই নি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এল, আই, জি. স্কীমে যাদেরকে পাকা ঘর করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মাটির ঘর করে বসে আছে। কেহ পাকা ঘর টিনের ছাউনী দিয়েছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখবেন কিনা ? কারণ ১৫০০০ টাকায় পাকা ঘর হয় না।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে কেন্দ্রের কাছে লিখা হয়েছে ২০,০০০ টাকা করার জন্য। এই স্কীমটি যখন চালু হয় তখন জিনিসপত্রের দাম কম ছিল। এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। সেইজন্য পনের হাজার টাকায় এখন আর পাকা ঘর হয় না।

কৃষ্ণেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই এল, আই, জি, স্কীমে ১৯৮৬-৮৭ সালে সাব্‌প্ল্যানে যে-সমসসত ট্রাইবেলদেরকে ১৫৩০০ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এই টাকা দিয়ে তারা গরীব মানুষ পাক্কা ঘর করতে পারবেন না। তাদের বিষয়টা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক আমার বক্তব্য লক্ষ্য করতে পারছেন না। এই টাকাটাকে ২০ হাজার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকাবের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে এল, আই, জি, স্কীমে পাক্কা ঘর নির্মাণের জন্য কত টাকা ১৯৮৫—৮৬, ১৯৮৬—৮৭ দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে। এভাবে করলে এখন দেওয়া যাবে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন, পাকা ঘর করার জন্য ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই ঘরের প্ল্যান এবং এ্যাষ্টিমেট সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এটা তো প্ল্যান, এ্যাষ্টিমেট যারা করেন অর্থাৎ অভারশিয়ার, ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট, ইঞ্জিনীয়াররা করেন। কাজেই এভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৪৯।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৪৯।

সমর চৌধুরী :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৪৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর অমরপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বামপুর গ্রামের শ্রীচৈতন্য দাসের ছেলে কৃষ্ণদাস কর্তব্যরত ডাক্তারের গাফিলতির কারনে মারা গিয়েছে।

২। সত্য হলে, এ ব্যাপারে উক্ত ডাক্তারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। উক্ত মৃত কৃষ্ণদাসের পরিবারকে উক্ত কারনে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। গত ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ইং তারিখে বামপুর গ্রামের জনৈক শ্রীচৈতন্য দাসের ৪ বছর বয়স্ক ছেলে কৃষ্ণদাস অমরপুর হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যায়। চিকিৎসায় ডাক্তারদের গাফিলতির কোন কিছু দেখা যায় নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে কৃষ্ণদাস, চৈতন্যদাসের ছেলে যখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় সে সময় ডাঃ পাল কর্তব্যরত ছিলেন। হাসপাতালে ভর্তি করার পর ডাঃ পাল এই রোগীর প্রতি কি কি চিকিৎসা করা হবে, কি কি ঔষধ দেওয়া হবে তার কোন ব্যবস্থা না করেই বাড়ী চলে যান। রোগীর অবস্থা খারাপ হবার সংবাদ জানিয়ে নার্স যাবার পরেও হাসপাতালে আসেননি এ তথ্য আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এই জাতীয় কোন তথ্য আমার হোতে নেই। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সকাল ১০-৫৫ মিঃ বামপুরে জনৈক চৈতন্যদাসের ছেলে কৃষ্ণদাস জ্বর হইয়া অমরপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়। ভর্তির পূর্বে দিন দুই যাবৎ সে অসুস্থ ছিল। ভর্তির সময় সে অর্ধ সজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল এবং খিচুনী হচ্ছিল। প্রাথমিক হিসাবে রোগীকে মেনেনজাইটিস হিসাবে ভর্তি করা হয় এবং রুটিন ব্যবস্থা হিসাবে রক্ত পরীক্ষা ও কুইনাইন ইনজেকশন দেওয়া সহ আনুসঙ্গিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। রক্ত পরীক্ষায় সেবিবেল ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে এবং যথারীতি চিকিৎসা হয়। রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ১০ মিনিটে রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তারের কর্তব্য-পরায়নতার কোন ত্রুটি দেখা যায়নি। এই হাসপাতালে ৫ জন ডাক্তার আছেন। সেরিব্রেল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এই রোগীকে বাঁচানের জন্য ৫ জন ডাক্তারই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। স্যার, এইখানে যেভাবে প্রশ্ন আনা হয়েছে, গত ৯ই সেপ্টেম্বর এই ধরনের অপরাধের প্রশ্ন তুলে একজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য থানাতেও জানাননি অথবা স্বাস্থ্য দপ্তরও জানে না এই ধরনের কোন অভিযোগ থানায় এসেছে কিনা। ইটাং স্যার, এখানে এই ধরনের প্রশ্ন আনা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ব্যাপারটা হল, ৯ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণদাস নামে ছেলেটা মারা যাবার পর বামপুরের শ্রীচৈতন্য দাস এ ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন ? সরকার থেকে পরে এ ব্যাপারে তদন্তও করা হয়েছে ? আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এ রকম কোন তথ্য আছে কি, ডাঃ অশেষ পাল এর আগে অন্য জায়গায় ঠিক একই ধরনের ব্যাপার করেছেন ?

মিঃ স্পীকার :— ডাঃ অশেষ পালের ব্যাপারে ডকুমেণ্টস দিতে পারবেন ? কালকের আমার রুলিংসটা মনে রাখবেন।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা তো তদন্ত হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার:— তদন্তের রিপোর্ট আপনি দেখাতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার কাছে লিখেছে বলে এখানে যা বলা হচ্ছে তাতে আমি বলতে পারি, এটা আমার জন্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট প্রুভড। লেখা মানে প্রমাণ নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— হ্যাঁ, স্যার, প্রমাণ নয়। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

এ ব্যাপারে সমস্ত জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে তদন্ত হয়, তাতে তদন্ত যারা করেছেন তাদের কাছে অভিযোগ করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— আপনার সাপ্লিমেণ্টারী কি বলুন তো ? তদন্ত করেছে তার প্রমাণ আপনার কাছে এসে গেছে ? সুতরাং কোন অফিসারের নাম তুলে কিছু বলতে গেলে প্রমাণ চাই।

শ্রীজওহর সাহা :— আমি অভিযোগ করছি না। আমি ডাক্তারদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, অমরপুরে ৫ জন ডাক্তার থাকলেও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে ডাক্তারের অধীনে রোগী ভর্তি হয় তিনি ছাড়া অন্য কেহ সে রোগী দেখেন না, এটা অনেক দিন যাবৎ অঘোষিতভাবে চলে আসছে এটা তদন্ত করে দেখে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি বলছি ডাক্তারের কর্তব্য পরায়নতার কোন গাফিলতি দেখা যায়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১০।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার ; অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১০।

প্রশ্ন

১। বর্তমান বর্ষে উত্তর ত্রিপুরার জলাবাসা ডিসপেন্সারীর গৃহটিকে পাকা করার ও ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা.

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার জলাবাসা ডিসপেন্সারীর গৃহটিকে পাকা করার জন্য পূর্ত বিভাগ সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

২। ১ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরেই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— স্যার, গত ৫ বছর ধরে এই হাউসে শুনে আসছি পূর্ত দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিসপেন্সারীটি পাকা করার জন্য। স্যার, এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা এখানে জুরি রিজার্ভ, কাহনছড়া ইত্যাদি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়ও কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এই জলাবাসাতে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ রোগী লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, কাজেই এই ডিসপেন্সারীটির আরো সুব্যবস্থা করার জন্য, এবং ডাক্তারদের থাকার জায়গা নেই ঘর ভেঙ্গে পড়েছে তার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গৃহটিকে পাকা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি বলেছি, পাকা করার জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং, ৩৫৪।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং, ৩৫৪।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং, ৩৫৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরা কুমারঘাট রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশন-এর অ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অফিসে সিংকিং অব ইণ্ডিয়ান মার্ক ২ (টু) ডীপ টিউবওয়েল অ্যাট নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট আণ্ডার কৈলাসহর ব্লক, পানিসাগর ব্লক, ছামনু ব্লক অ্যাণ্ড সালেমা ব্লকগুলিতে কাজ করার জন্য গত ৩০, ৮, ৮৬ইং তারিখে টেণ্ডার ড্রপ করার পর জনৈক দুস্কৃতকারী উক্ত টেণ্ডার বক্সটি ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেলে এবং টেণ্ডারের কাগজগুলি হারিয়ে যায়।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে বিষয়টি সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হয়েছে কিনা, এবং

৩। যদি না করা হয় তার কারণ ?

উত্তর

১। গত ৩০, ৮, ৮৬ইং তারিখে কতিপয় দুস্কৃতকারী টেণ্ডার বক্স খোলার আগেই ইহার তালা ভেঙ্গে টেণ্ডারগুলি নিয়ে যায়।

২। বিষয়টি ঐদিনই ফটিকরায় থানার কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। এ ব্যাপারে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে বলা হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে ঘটনাটি সত্য এবং তিনি আরও বলেছেন যে স্থানীয় ফটিকরায় পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং ঘটনাটি তদন্ত পর্যায়ে আছে এবং দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— স্যার, পুলিশকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে ! মাননীয় সদস্য মহোদয়ের জানার জন্য আমি বলছি যে দুস্কৃতকারীরা এই কাজটি করার পর যখন দেখা গেল এই ঘটনার পর পাবলিক সাংঘাতিকভাবে সাফারিং করবে, সেই জন্য পরবর্তী সময়ে সরকার চিন্তা করে ২য় বার টেণ্ডার কল করার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং সে অনুসারে কাজের অর্ডারও ইস্যু করা হয়ে আগের ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত যারা দুস্কৃতকারী তাদের যে-ভাবেই হোক খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই ব্যাপারে পুনরায় টেণ্ডার কল করা হয়েছে। দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তারা পুনরায় টেণ্ডার পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— এই প্রশ্নের সাথে এটা সম্পর্কিত না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ৩৮১ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নং ৩৮১ স্যার।

প্রশ্ন

১। সাব্রুম প্রাইমারী মারকেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির অডিটের কাজ কবে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং কোন্ সন পর্য্যন্ত হিসাবের অডিট শেষ হয়েছে।

২। কবে নাগাদ উক্ত কো অপারেটিভ সোসাইটির অডিটের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১। সাব্রুম প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৯৭৮-৭৯ সমবায় বৎসরের অডিটের কাজ ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং ১৯.১২. ৮৪ তারিখে শেষ হয়েছে।

২। উক্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটির অডিটের কাজ ১৯৭৯-৮০ হইতে ১৯৮৩-৮৪ সমবায় বৎসর পর্য্যন্ত চলিতেছে এবং তাহা আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৮৪-৮৫ সমবায় বৎসর হইতে বাকী বৎসরগুলির অডিটের কাজ আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে শেষ করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অডিট-এর কাজ চলেছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি কোন অডিট সেখানে চলছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য কি করে পরিবেশন করলেন আমি জানিনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার, এই সমিতির অডিটের কাজ মেসার্স বসু ঠাকুর এ্যাণ্ড কোং নামীয় চার্টার্ড সংস্থার হাতে দেওয়া হয়েছে গত ১৯৮৬ইং সনের অক্টোবর মাস থেকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অডিট চলছে। দেওয়া হয়েছে এবং চলছের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পেসিফিকেলী বলবেন কিনা আসলে সেখানে অডিট চলছে কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার, আমার হাতে যে তথ্য আছে সে মোতাবেক আমি বলেছি যে সেখানে অডিট চলছে এবং চার্টার্ড একাউন্ট ফার্ম সেখানে অডিটিং-এর কাজ করছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে কোম্পানীকে অডিট করার কাজ দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে একটা টাইম বাউণ্ড অর্ডার দেওয়া হয়েছিল কিনা যে এত তারিখের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। যদি এই ধরনের অর্ডার দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এখন পর্যন্ত যে-কাজ শুরু করে নি তার জন্য কোম্পানীর উপর কোন রকম একশান নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার, এই প্রশ্ন এখুনি আসছে না। কারণ, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য এগ্রিমেন্ট হয়ে থাকে। কাজেই সেই সময় উত্তীর্ন না হওয়া পর্যন্ত সে ফার্মের উপর কোন এ্যাকশান নেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

মি : স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৪৩৫ স্যার।

শ্রী আরবের রহমান :— কোয়েশ্চান নং ৪৩৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮২ইং থেকে ১৯৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে বে-আইনীভাবে কাঠ কাটার জন্য মোট কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৮২ইং থেকে ১৯৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে বে-আইনীভাবে কাঠ কাটার অপরাধে মোট ৭৫৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বে-আইনী-ভাবে কাঠ কাটার জন্য মোট ৭৫৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কত পরিমাণ বে-আইনী কাঠ কাটা হয়েছে এবং মূল্য কত এবং সেই বে-আইনী কাঠ কোন স-মিলে চেরানো হচ্ছে কিনা এবং এই সব স-মিল বে-আইনী কাঠ পাচারের সঙ্গে যুক্ত কিনা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান :— স্যার, এ সম্পর্কে যদি আলাদা প্রশ্ন করা হত তাহলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হত। তবে স-মিলগুলিকে সার্চ করার জন্য কিছু দিন একটা আইন করেছি। বে-আইনে স-মিল গুলিকে ফরেষ্ট দপ্তরের অফিসার্স এবং কর্মচারীরা মিলে সার্চ করতে পারবে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বন কর্মীরা যখন বিলোনীয়া বনকর ঘাটে চোরাই কাঠ ধরতে যায়, তখন ওখানকার সমাজ বিরোধী ও কংগ্রেস (ই) ও নির্দল সমর্থকরা মিলে কতজন বনকর্মীকে মারধর করেছে সে সংখ্যাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান :— স্যার, এটা নির্দিষ্ট বিলোনীয়া রেঞ্জ। বিলোনীয়া রেঞ্জে স-মিলের কাছে একটা ঘটনা ঘটেছিল এবং এ ছাড়া কিছু দিন আগেও ২টা কলিং এটেনশান এসেছিল একটা হচ্ছে বক্সনগর এরিয়ায় আশ'বাড়ী ফরেষ্ট বীট অফিস, ওখানে ২ জন বন-কর্মীকে এসাল্টেড করা হয়েছিল। অপরটি হচ্ছে চম্পকনগর এরিয়ায়, সেখানেও ২/৩ জন বন-কর্মীকে এসালটেড করা হয়েছিল। বন কর্মীরা ত্রিপুরার বনজ সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত। আমাদের বন কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। যদি এর সংখ্যা ডাবলও করা হয় তাহলে প্রতিটি বাগানে ১ জন করেও দেওয়া যাবে না। এই জাতীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য বন-কর্মীদের সাথে যাতে মাননীয় সদস্য মহোদয়রা সহযোগিতা করেন তার জন্য আহ্বান করছি।

মি: স্পিকার :— যে-সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন-বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—'A' & 'B')।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পিকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসূচীতে ৪টি (চারটি) রেফারেন্স আছে। গত ১৮,৩,৮৭ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে টিউবওয়েল, মার্কটু টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল অকেজো হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীগণ পানীয় জলের তীব্র সংকটে সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে ১২,০৩৫টি সাধারণ নলকূপ, ১৩৪০টি মার্ক টু টিউবওয়েল ও ৭,০১৭টি রিংওয়েল আছে, ইহার মধ্যে ৪৭৮০টি সাধারণ নলকূপ, ৮১টি মার্ক টু টিউবওয়েল এবং ১৬২৯টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় ছিল।

বর্তমান বৎসরের প্রারম্ভে ৫৭০০টি অকেজো টিউবওয়েল পুর্ণখনন এবং পুনঃ স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাস অবধি যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ১১৪০টি টিউবওয়েল ইতিমধ্যে পুর্ণঃখনন, পুর্ণঃস্থাপন করা হইয়াছে।

বাকী অকেজো টিউবওয়েলগুলির কাজ চলিতেছে এবং আশা করা যায় যে মার্চ মাসের মধ্যেই অধিকাংশ অকেজো টিউবওয়েল এবং মার্ক-টু টিউবওয়েল সারানোর কাজ সম্পূর্ণ হইবে। যে-হেতু প্রয়োজন মত অর্থ জেলা মেজিষ্ট্রেট, বি, ডি, ও, এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনীয়ার (রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান)-দের হাতে দেওয়া হইয়াছে, সেই জন্য এপ্রিল মাসের মধ্যে বকেয়া কাজগুলিও সম্পূর্ণ হইবে বলে আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যথেষ্ট পরিমান জি, আই, পাইপ, ষ্ট্রেইনার

এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ ব্লকগুলিতে সরবরাহ করা হইয়াছে এবং অতিরিক্ত জি, আই, পাইপ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অকেজো টিউবওয়েলগুলির কাজ সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করা যায়। জি, আই, পাইপ, ষ্ট্রেইনার এবং যন্ত্রাংশগুলি সংগ্রহ করিবার পূর্বে এইগুলি ভারত সরকারের ডাইরেক্টরা জেনারেল অব সাপ্লাই এবং ডিসপোজেলে কর্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষা করানো হইয়া থাকে

অকেজো রিংওয়েলগুলি সারানোর কাজও ব্লকগুলিতে চলিতেছে। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট সংগ্রহ করিয়া ব্লকগুলিতে পাঠানো হইয়াছে এবং ইহা আশা করা যায় যে আগামী আর্থিক বৎসরের প্রথম দিকেই ঐ সমস্ত রিংওয়েলগুলি অধিকাংশই চালু করা সম্ভবপর হইবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যেহেতু সাধারণ নলকূপগুলি খুব তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে পড়ে, এবং পাকা কূয়াগুলিতেও বাহিরের দূষিত জল প্রবেশ করার দরুন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশক্রমে এই ধরণের উৎস তৈয়ারী থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যে-হেতু এই সমস্যা শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় সারা ভারতবর্ষেরই এই সমস্যা, তাছাড়া সাধারণ নলকূপ ও পাকা কূয়া রক্ষনাবেক্ষনও ব্যয় সাপেক্ষ ইহার ফলে সপ্তম যোজনা থেকে মার্ক টু টিউবওয়েল এবং পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম গ্রামীন জল সরবরাহের প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পাইপ ওয়াটার স্কীমটি পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করিতেছে এবং মার্ক টু টিউবওয়েলের কাজ রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং অর্গানাইজেশ্যান করিতেছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম পরিকল্পনায় ৪৭০০টি মার্ক টু টিউবওয়েল খনন করার জন্য বরাদ্দ দিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যে ১৯৮৬-৮৭ সাল অব্দি তাহার লক্ষ্য মাত্রা ২০১০ ছিল তাহার মধ্যে ১৩৪০টি মার্কটু টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে এবং বাকীগুলি ১৯৮৭-৮৮ সনের প্রাথম ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হইবে বলে আশা করা যায়। মার্কটু টিউবওয়েলগুলি সংরক্ষনের খরচও অপেক্ষাকৃত কম। এইগুলি সংরক্ষনের জন্য ইতিমধ্যে একটি মোবাইল টিম গঠনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত স্কীমে কাজ করার জন্য একটি গাড়ী ক্রয় করিবার জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

আগামী আর্থিক বৎসরে ইউনিসেফের সহায়তায় আরও ৩টি গাড়ীসহ মোবাইল টীম গঠন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে প্রাথমিক অবস্থায় এই সমস্ত মার্কটু টিউবওয়েল করার কাজে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত কাজের জন্য উপযুক্ত মিস্ত্রির অভাবই ছিল প্রধান অসুবিধা। এই অসুবিধা। দূর করার জন্য সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম ভাগে ইউনিসেফের সহায়তায় আগরতলা রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে ৩ দিনের একটি কার্য্যশালা (ওয়ার্কসপ) করা হয়েছিল যাতে ব্লক ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার এবং স্থানীয় টিউবওয়েলের মিস্ত্রিরা এই কাজ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে জুন মাসে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে ইউনিসেফের সহায়তায় আরও ১টি কার্য্যশালা (ওয়ার্কসপ) করা হবে।

এই মার্কট্‌ টিউবওয়েলের কাজগুলি আরও ত্বরান্বিত করার জন্য ইতি মধ্যেই একটি ড্রিলিং রিগ খরিদ করেছেন এবং প্রাথমিকভাবে যে-সমস্ত এলাকা মিস্ত্রীর দ্বারা কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না ড্রিলিং রিগ পাঠিয়ে ঐ সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে একটি ড্রিলিং রিগ বৎসরে মোটামুটি ভাবে ১০ টি মার্কট্‌ টিউবওয়েল খনন করার ক্ষমতা রাখে। সরকার ইতিমধ্যেই ইউনিসেফ থেকে আরও ২টি ড্রিলিং রিগ পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রিপুরা সরকার মার্কট্‌ টিউবওয়েলের কাজ আরও ত্বরান্বিত করার জন্য ইতিমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় আরও ১টি রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান সৃষ্টি করেছেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে অনেক টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে এবং আগামী আর্থিক বছরে সেগুলির মেরামতের কাজ চলবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে গ্রামের যে অবস্থা পানীয় জলের যে সংকট তার জন্য গ্রামে আন্ত্রিক রোগের সৃষ্টি হয়, কারণ গ্রামে ভাল জলের ব্যবস্থা নেই, তাই সেখানকার লোক পুকুরের জল এবং কাঁচা কুয়ার জল ব্যবহার করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ষ্টেটমেণ্ট করবেন না, আপনার কি ক্ল্যারিফাই আছে সেটা বলুন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সেই কারণে বর্ত্তমানে যে খরা চলছে সেই খরা পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে সেগুলি করে দেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখনও সেই খরা পরিস্থিতি দেখা দেয় নি। কারণ কিছু দিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। তবে এই ব্যাপারে বামফ্রণ্ট সরকার সম্পূর্ণ সচেতন আছেন, এই ব্যাপারে সরকার জনগণের কোথায় কোথায় কি কি অবস্থা এইগুলি জানার জন্য প্রত্যেক মাসে একবার করে বি, ডি সি, মিটিং-এ বলেন, সেই বি, ডি, সি-গুলির মধ্যে কোথায় কোথায় জলের এই ধরনের ব্যবস্থা আছে সেটা দেখা হয়। খাউকা একটা কথা যদি বলেন যে মোহনপুর ব্লকের মধ্যে জলের অভাবে আন্ত্রিক রোগ হয়েছে, কোন গ্রামে জল নেই। কোন গ্রামে জলের বিভিন্ন উৎস হ্যাঁ, ঘাটতি থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ একটা বুলি আওড়াইয়া দিলেন যে আন্ত্রিক রোগ হয়। কোন্ গ্রামে হয়েছে সেটা যদি সঠিকভাবে বলেন তাহলে আমি দপ্তরকে বলতে পারি যে, আপনারা ঐ ঐ গ্রামে প্রায়রিটি ভিত্তিতে কাজগুলি করার চেষ্টা করুন। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকার সম্পূর্ণ এই ব্যাপারে সচেতন শুধু পানীয় জলের ব্যাপারে নয়, বিভিন্ন ভাবে বামফ্রণ্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। সব জায়গায় আমরা করতে পারছি না, এইটা ঠিক। যদি মাননীয় সদস্যরা সুনির্দিষ্ট কোন গ্রামকে আইডেনটিফাই করে দেন, নির্দিষ্ট করে দেন কোন গ্রামে এই ধরনের রোগ হয়েছে তাহলে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলতে পারি, সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই এই সম্পর্কে পরিষ্কার আমি বলেছি সরকারী তরফ থেকে কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে গত ২১ তারিখে এই মার্চে বি, ডি, সিতে আলোচনা হয়েছে অমরপুরে। সেখানে বি, ডি. ও. নিজেই বলেছে যে, ৮৪-৮৫-৮৬ এই তিনটা বৎসরে এ, ডি সি, এবং স্টেইটে মার্ক-২ টিউবওয়েল অ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল ১০০ টার উপরে ফর অমরপুর এম. পি, ব্লক। এর মধ্যে ৩০টার মত হয়েছে। উনারা বলেছেন যে, আমাদের হাতে যত রকম অবস্থা আমরা আমাদের পক্ষে এগুলি করে উঠা সম্ভব না। নতুন করে যদি নেওয়া হয় তাও করতে পারবনা। এর জন্য একটি রিগ, মেশিন ওয়েষ্ট ত্রিপুরাতে আছে। বি, ডি. সি, থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সমস্ত এলাকার প্রধানরাও বলেছেন যে, পানীয় জলের সংকট।

দ্বিতীয়ত :— এইযে ডিপ টিউবওয়েলগুলি যেগুলি ড্রিংকিং ওয়াটারের জন্য তিনঘড়িয়া, সোনাছড়িতে সেটা চালু হয়নি। অনেকগুলি ডিপ-টিউবওয়েলে পাইপ লাইন বসানো হয়নি। এগুলি থাকলে ড্রিংকিং ওয়াটারের ক্রাইসিস কিছুটা মিটাতে পারত।

মি : ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানটা ব্রিফ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কাজেই এই যে তৈদু থেকে এইখানে এই যে রিপ্লেইসমেন্ট রিপেয়ারিং এইটা অনেক সময় লাগবে, এক মাসের মধ্যে হবেনা। কাজেই এইটাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা করার ব্যবস্থা নেবেন কিনা? আর একটা যেটা মার্ক-২ অন্ততঃ এই বৎসরের মধ্যে যাতে যে পেণ্ডিং ওয়ার্ক আছে। এইগুলি করার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা, রিগ মেশিন দেওয়া যাবে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ত বলেছি এইযে রিগ মেশিন তার জন্য বি, ডি, সিতে তার প্রস্তাব করে পাঠাতে পারেন। কিন্তু রিগ মেশিন ত আমরা আর তার হাতে বা কোন কন্ট্রাকটারের হাতে তুলে দিতে পারিনা। যে রিগ্‌টা ব্যবহার করতে পারেন, তাকে সব ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করার কথা বলেছি। কালকেই এইটা আমি শেষ করে ফেলতে পারব সেইটা আমি বলছিনা।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিলোনীয়া মাইছড়া তহশীলাধীন গাছবাড়ীর একটা অংশ উত্তর কলাবাড়ী দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস আমল থেকে এইট পড়ে আছে। এখানে মাটির নীচে জলের লেয়ার পাওয়া যায়নি, যার থেকে জল সংগ্রহ করা যায়। এইটা অনেকদিনের সমস্যা। যেভাবে ছিল সেভাবেই রয়েছে। সেটার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই সেই অঞ্চলের লোকের কথা চিন্তা করে সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার অনুরোধ রেখে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটু সজাগ থেকে এইটা করবেন কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, অনেক ডিপটিউব ওয়েল ইত্যাদি করা হয়েছে জল পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে অনুসন্ধান করে দেখব, এইটার জন্য

ওয়াটার সার্ভে দপ্তরকে বলব কোথায় আণ্ডারগ্রাউণ্ডে লেয়ার আছে কি নাই জেনে যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— এইখানে যে তথ্য দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী, আমি এই কথা বলতে পারি তেলিয়ামুড়া ব্লকে অনেক টিউব-ওয়েল হয়েছে, রিং-ওয়েল হয়েছে, তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হয়েছে। যেভাবে রিং-ওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে সেই হিসাবে ব্লকে ম্যাকানিক্সের যে সংখ্যা অর্থাৎ মেরামত করার যে লোক সংখ্যায় অনেক কম। যার ফলে একটা গাঁওসভা ঘুরে আর একটা গাঁওসভায় ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। সেই ম্যাকানিক্সের সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এইটা ঠিক। ম্যাকানিক্সের সংখ্যা বাড়াবার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যথেষ্ট ইচ্ছা আছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা ঠিকমত টাকা না পাওয়ার ফলে আমাদের সদিচ্ছা থাকলেও আমাদের কিছু করার থাকছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার আমরা এইকথা বলেছি যে, এই ম্যাকানিক্স দিয়ে আমাদের হচ্ছেনা। আমাদের মেইনটেনেন্সের সুবিধার জন্য আমাদের আরো লোকের দরকার। তবে আমরা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন ধারনা আমাদের দেওয়া হয়নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমি অনেকবার বলেছি যে প্রত্যেকটা টিউব-ওয়েল মেরামত করার ম্যাকানিক্স দেওয়া যাবেনা এবং ম্যাকানিক্স তৈরী করার জন্য আমরা ট্রেনিংও দিয়েছি। গাঁওসভাকে বলা হয়েছে তোমরা বাছাই করে দাও। সেই ম্যাকানিক্স কোন রিপেয়ার করলে পরে তার পার্টস প্রধানের কাছে পাবেন। ম্যাকানিক্সদের আমরা বলেছি বি, ডি, ও, অফিস থেকে পার্টস নিয়ে যাবে। ম্যাকানিক্সদের চার্জ সেটাও ঠিকঠাক করে দিতে বি, ডি, ওকে বলেছি। একটা টিউব-ওয়েল মেরামত করতে তার চার্জ কত হবে। তারপর সেগুলি করতে হবে। টিউব-ওয়েল একটা যন্ত্র, যেখানে শত শত টিউব-ওয়েল গাঁওসভাতে আছে এগুলি রক্ষার জন্য একটা গাঁওসভাতে ঠিক করতে গিয়ে আর একটাতে নষ্ট হয়ে যায়। সবসময় আমরা বলে এসেছি যদি ৩০ পারসেন্ট টিউব-ওয়েল গিয়ে দেখ নষ্ট হচ্ছে তাহলে নরমেল, আর যদি ৭০ পারসেণ্ট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অ্যাবনরমেল। সেখানে নিশ্চয়ই প্রায়রিটির ভিত্তিতে তোমাদের মেরামত করতে হবে। যেখানে এত ব্যাপকভাবে টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার, সেখানে বি, ডি, ও, অফিসের ম্যাকানিক্স দিয়ে টিউব-ওয়েল মেরামত করতে পারব এইটা না। মাননীয় সদস্যদের বলব পঞ্চায়েত প্রধানকে অনুরোধ করবে আরো ট্রেনিং যদি দিতে হয় আমরা ট্রেনিং দেব যাতে তারা এলাকার মধ্যে ম্যাকানিক্স সংগ্রহ করে তাকে চার্জ দিয়ে তাকে মেরামতের খরচ দিয়ে এবং বি, ডি, ও ও, অফিস থেকে পার্টস নিয়ে টিউব-ওয়েলগুলি অন্ততঃ চালু রাখবার চেষ্টা করা হয়। এইটা শুধু আগেকার টিউব-ওয়েলগুলির কথা বলা হয়েছে। মার্ক-২ অনেক কম। আমার অভিজ্ঞতা

হয়েছে মার্ক-২ টিউব-ওয়েল চট করে সেখানে বিকল হয়ে যায় না। সেখানে যদি বি, ডি, ওর দরকার হয় বি, ডি. ও, সাহায্য করবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় গত ২৯শে জানুয়ারী মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী "নতুন ত্রিপুরা" পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন যে, এই ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে জলের সমস্যার জন্য ৮ হাজার মার্ক-২ টিউব-ওয়েল বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। আজকে মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রী এখানে বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৪ হাজার-এর মত মার্ক-২ টিউবওয়েল দিয়েছেন। কোন্‌টা সত্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এইটা ত এই কোয়েশ্চানের আনসার নয়।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় রেফারেন্সটি গত ১৮,৩,৮৭ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

'সম্প্রতি ছাওমনু টি ডি ব্লক অন্তর্গত কাঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীব্রজচাঁদ সিংহ এবং ছৈলেংটা নিবাসী তথা কংগ্রেস কর্মী শ্রীযদু মোহন ত্রিপুরা কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি লোককে টাকার বিনিময়ে গ্রামবাসী হিসাবে ফটোসহ পরিচয়-পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) বিতরন সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ছাওমনু থানাধীন মানিকপুর বাজারে প্রদেশ কংগ্রেস (আই) সভাপতি শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের এক সভায় ঐ এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এলাকার লোককে প্রাথমিক সদস্য করায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নূতন সদস্যদের আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রত্যেককে ফটো-সহ পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা, একজন এম এল এ, সভাপতিত্বে ছাওমনু ব্লক কংগ্রেস (আই) কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রায় ৭৫০টি (সাতশত পঞ্চাশ) পরিচয়পত্র ছাওমনু থানাধীন রাজধর গাঁওসভা, মালিধর গাঁওসভা, মানিকপুর গাঁওসভা এবং মনু থানাধীন লবনছড়া গাঁওসভায় বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে বিতরন করা হয়। আরও বেশ কিছু সংখ্যক পরিচয়পত্র বিতরন করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পরিচয়-পত্রগুলি ছাপানো ফর্মে এবং ইহাতে যে-ব্যক্তির নামে ইস্যু করা হইয়াছে তাহার ফটো আটা আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, পরিচয়-পত্রের ছবি স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে পরিচয়পত্রতে ঐ ব্যক্তির নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা আছে। ইহার পেছনের পৃষ্ঠায় কংগ্রেস (আই)-এর প্রতীক চিহ্নের রাবার ষ্টাম্প-পত্র সীল দেয়া আছে।

অধিকাংশ পরিচয়-পত্রে ছাওমনু ব্লক কংগ্রেস (আই) সম্পাদক শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার স্বাক্ষরযুক্ত বলে জানা যায়। তদন্তে আরও প্রকাশ ছৈলেংটা নিবাসী শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা নূতন সদস্য গ্রহণের

বিশেষ তৎপরতা চালান এবং তিনি প্রায় ১০০টি পরিচয়পত্র বিতরন করেন পরিচয়-পত্রের জন্য তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে নং ১৩ টাকা করে সংগ্রহ করেন। ফর্ম-এর মধ্যে ১ টাকা ভর্তির ফি, ২ টাকা ফর্ম ছাপানো খরচ বাবদ এবং ১০ টাকা ফটো তোলার খরচ বাবদ বলে জানা যায়। ফটোগুলি ছৈলেংটা এবং মনুবাজারে অবস্থিত ষ্টুডিও হইতে তুলা হয় পরিচয়-পত্রের জন্য যে টাকা নেওয়া হয় তাহার কোন রসিদ দেওয়া হয় নাই, জানা যায় ছামনু ব্লক কংগ্রেস (আই) অফিসে পরিচয়-পত্র প্রদানের একটি রেজিষ্টার আছে। তাহাতে প্রত্যেকের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা আছে এবং যাদের পরিচয়-পত্র প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের একটি ফটোও ঐ অফিসে রাখা আছে।

প্রকাশ যে মনু ছৈলেংটা এ ডি সি কনষ্টিটুয়েনসি থেকে নির্বাচিত এ, ডি, সি, সদস্য শ্রীরমনী সরকার কিছু সংখ্যক পরিচয়-পত্র বিতরন করেছেন।

তদন্তে জানা যায় উপজাতি লোকদের এই বলে প্রলোভন দেখানো হইয়াছে যে পরিচয়-পত্র গ্রহণ করলে তাহারা সুদবিহীন ব্যাংক ঋন পাবেন এবং নিরাপত্তা বাহিনী তাহাদের কোন প্রকার হয়রানি করবে না। এই সম্পর্কে অবশ্য কেহই পুলিশের নিকট কোন প্রকার অভিযোগ করেন নাই যে. তাদের হয়রানি করা হয়েছে। এমন কি নিরাপত্তা বাহিনী উপজাতি লোকদের হয়রানি করছে এমন অভিযোগও পুলিশের কাছে নাই। মালিধর গাঁওসভার উপ-প্রধান শ্রীধনঞ্জয় রিয়াং পরিচয়পত্র বিতরনের ব্যাপারটি ছৈলেংটার বি, ডি, ও, মহোদয়ের গোচরে আনেন।

এইরূপ একটি পরিচয়পত্র মনু থানাধীন লালকুমা গ্রামের শ্রী সত্যরায় রিয়াং-এরপুত্র শ্রীবিধান চন্দ্র রিয়াংকে ছাওমনু ব্লক কংগ্রেস (আই)-এর সাধারন সম্পাদকের পক্ষে স্বাক্ষর করে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীবিধান চন্দ্র রিয়াং পূর্বে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির কর্মী ছিলেন এবং বর্তমানে কংগ্রেস (আই)-এর সদস্য হয়েছেন। তদন্তে প্রকাশ যে তিনি টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আশ্রয়দাতা। এই ছাওমনু ব্লক ছাড়া ত্রিপুরার অন্য কোন ব্লকে কংগ্রেস (আই) এই ধরনের কোন পরিচয়-পত্র দিচ্ছে বলে আমার জানা নাই।

কাঁঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী ব্রজচাঁদ সিং পরিচয়পত্র বিতরন করেছেন বলে পুলিশের নিকট কোন প্রমাণ নাই। এই ব্যাপারে কোন অভিযোগও কেহ পুলিশের নিকট করেন নাই।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারীফিকেশান স্যার, এই আইডেনটিটি কার্ড সম্পর্কে যদুমোহন ত্রিপুরা কংগ্রেস—এর সদস্য হিসাবে এই কার্ড দিয়েছেন কিনা আমার জানা নাই। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এখানে উপদ্রুত অঞ্চল হবে এবং হচ্ছে। তাই সেখানে আইডেনটিটি কার্ড না নিলে নিরাপত্তা থাকবে না, সেখানকার সিপাহীরা, আর্মিরা অত্যাচার করবে, যার জন্য এই কার্ড নিতে হবে, এইভাবে বাইফোর্সে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা এবং কাঠালছড়ি গাঁওসভার প্রধান ব্রজচাঁদ সিংহ বাইফোর্সে এইভাবে পরিচয়পত্র ও ফটো দিয়ে থাকেন। তিনি আমার বাড়ীর কাছে আমারই গাঁওসভার প্রধান এবং

সি, পি, (এম) দলের প্রধান, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কিনা যে প্রতি পরিবারের প্রতি জনের জন্য ফটো দিয়ে থাকেন, আমার ত প্রমান আছে, আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি লে করতে চাই, দুইটা আইডেনটিটি কার্ড আমার কাছে আছে, তাতে মাননীয় প্রধান ব্রজচাঁদ সিং-এর সাইডে সিগনেচার আছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এইটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই আইডেনটিটি কার্ড আমি একটু দেখতে চাই। (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কার্ডগুলি দেওয়া হয়।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল :— মিঃ স্পিকার স্যার, এইটা তদন্ত করে যদি আমাদের রাজ্যে বে-আইনী হয়, আমি স্বীকার করি প্রধান হিসাবে পরিচয়-পত্র দিতে পারে, কিন্তু প্রতিটি পরিবারের প্রতি জনকে ফটো নিয়ে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া এইটা আমাদের রাজ্যে আদৌ সরকারের সার্কুলার আছে কি না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রমহোদয় বলবেন কিনা এবং এইটা বে-আইনী হলে এইটার বিহিত ব্যবস্থা করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে আইডেনটিটি কার্ড এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এইটা মনে হয় জেনুইন, কাঠালছড়া গাঁওসভার প্রধান এইটা দিয়েছেন, কিন্তু এইটা বে-আইনী বলার কোন কারন নাই। আইডেনটিটি কার্ডের মধ্যে কি উদ্দেশ্যে কিভাবে দিয়েছেন এইটা এখানে কিছু বলা নাই। এই কথা আমি বলতে পারি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে কেউ কোন পঞ্চায়েত প্রধানকে এই ধরনের আইডেনটিটি কার্ড ইস্যু করার কোন নির্দেশ দেননি, কোন এলাকা থেকে যদি তিনি করে থাকেন তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সেটা করেছেন।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ব্লক কংগ্রেস সম্পাদকরা লোকজনকে আডেন্টিফিকেশান কার্ড দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, এই কার্ড থাকলে অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে এবং টি, এন. ভি, আক্রমণ করবেনা। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, তা হতে পারে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, যে-কোন পার্টি বা প্রধান এ সমস্ত কার্ড ইস্যু করতে পারেন কি ? ছামনু এলাকার যদু মোহন ত্রিপুরা আইডেন্টিটি কার্ড নেওয়ার জন্য মানুষকে বাধ্য করছে এবং বলছে যে আইডেন্টিটি কার্ড না নিলে পরে আমিরা ধরবে। এ সমস্ত প্রচার কেউ করতে পারে কিনা ? যদি কেউ করে থাকে তাহলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য কংগ্রেস-(ই) সভাপতি কি করে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে ভাল হয়। তারা ত তাদের সাথী, কাজেই তারা ভাল বলতে পারবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আসছেনা। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যখন সেখানে যান তখন সেখানে দেওয়া হয়নি। এই যদু মোহন ত্রিপুরা নিজের ব্যাক্তিগত স্বার্থে করছেন। কাজেই রাজ্যের কোন লোকের এটা করার কোন অধিকার আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে কেউ যদি করে থাকে তাহলে আইন অনুসারে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মি: স্পীকার স্যার, আমি যে বিবৃতি দিয়েছি তাতে সব আছে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজে সঙ্গে থেকে এসব করছেন। এসব এলাকা কোন ডিষ্টার্বড এলাকা না তবু কেন ডিস্টার্বড এরিয়া বলে মানুষকে ভয় ভীতি দেখান হচ্ছে জানিনা। কাজেই আমাদের এখান থেকে কোন শাস্তি না দিয়ে কংগ্রেস (ই) থেকে শাস্তি দেওয়া উচিত।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, অনেকগুলি হয়ে গেছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সরকারের তরফ থেকে শাস্তি না দিয়ে দলের তরফ থেকে দিলে ভাল হয়। উক্ত প্রধান সকলকে ভয় দেখিয়ে কার্ড দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, এই কার্ড না থাকিলে অসুবিধা হবে। কমলপুরের এস, ডি, ও সাহেবের সঙ্গে আমি নিজে দেখা করেছি এবং জেনেছি যে, সেখানে এমন কোন সুপারিশ বি, এস, এর-তরফ থেকেও নাই। ভাণ্ডারিমা যখন উপদ্রুত ছিল তখনও আইডেন্টিটি কার্ড ছিলনা। আজ সেখানে কোন আর্মি ডেপ্লয়মেণ্ট নাই। অথচ আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে। কাজেই যে-কোন দলের হউক না কেন এই উদ্যোগ উচিত কিনা ? এটা যদি বে-আইনী হয়ে থাকে তাহলে শাস্তি দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মি: স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সে-রকম কোন তথ্য পুলিশের কাছে নেই। উক্ত প্রধান চাঁদা তুলছে, ভয় দেখাচ্ছে সে-রকম কোন তথ্যও পুলিশের কাছে নাই।

মি: স্পীকার :— আর নয়, অনেকগুলি হয়েছে।

গত ২৩-৩-৮২ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত একটি বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় শিল্প মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল-'সম্প্রতি রাজ্যের চা বাগানগুলিতে উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, অত্যাধিক কৃষিকর, সেচ রপ্তানিকর, ঋণদানে ব্যাংকগুলির অসহযোগিতা হেতু বাগান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিক-করণে চা বাগানগুলির সম্মুখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে'।

আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উক্ত বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ত্রিপুরার প্রাইভেট মালিকদের চা বাগান শিল্পের অবনতি ঘটছে সেজন্য উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, অত্যাধিক

কৃষিকর, সেচ, রপ্তানি শুল্ক . ঋণদানে ব্যাংকের অসহযোগিতা, এদের বাগানকে আরও বাড়ানোর জন্য জমি দেওয়া হচ্ছেনা, আধুনিকিকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ যে খুব দেরীতে হলেও কংগ্রেসের অন্ততঃ পক্ষে একজন বন্ধু এই শিল্প শেষ হয়ে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হয়েছেন। আমি ওনার প্রশ্নগুলির একটা একটা করে উত্তর দিচ্ছি। উৎপাদন হ্রাস বলতে উনি যা বলতে চাইছেন সে অর্থে টি বোর্ড অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের চা শিল্পের জন্য যে একটা ইনষ্টিটিউশন আছে সেটা যে তথ্য দিয়েছে তাতে উৎপাদন হ্রাস হচ্ছেনা। ১৯৮৪ পর্য্যন্ত যে ডাটা আমাদের কাছে টি-বোর্ড দিয়েছে তাতে দেখ যাচ্ছে ১৯৮১-তে সারা রাজ্যে চায়ের উৎপাদন হয়েছে ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কে, জি, আর ১৯৮২ তে ৩৪ লক্ষ. ৭৯ হাজার কে, জি, ১৯৮৩-তে ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার কে, জি, ১৯৮৪-তে ৫০ লক্ষ ৫৪ হাজার কে, জি,। কাজেই ওনার ভাবায় কমেছে বললেও যে ফিগারটা এখানে দেওয়া হয়েছে তাতে কমেনি বরং বেড়েছে। কিন্তু তাতে আমরা উৎসাহী নই, কারণ আরও অনেক বেশী উৎপাদন হতে পারত। মূল্যাবনতি সম্পর্কে যেটা বলছেন তাতে দেখা যায় টি-বোর্ডের যে রিপোর্ট আছে তাতে দেখা যায় গৌহাটি এবং ক্যালকাটায় এখানকার চায়ের অকশন মার্কেট। গোটা ভারতবর্ষে চায়ের যারা মার্চেন্ট, আন্তর্জাতিক বাজার যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তারা এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত করেনা বা এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়না। তবুও অকশন মার্কেটে যে প্রাইস দেখা যাচ্ছে ১৯৮১ থেকে তাতে পাতা চা ১১ টাকা ৫৯ পয়সা, গুড়া চা ১১ টাকা ৫ পয়সা আর ১৯৮৪-তে পাতা চা হচ্ছে ২০ টাকা ৮৩ পয়সা এবং গুঁড়া চা ২১ টাকা ৬১ পয়সা। ১৯৮৫ সনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চায়ের বাজার ভীষণ পড়ে যায় তাই তখন মালিকদের বাধ্য হয়ে কমে চা বিক্রী করতে হয়েছে, আবার ১৯৮৬ থেকে সে প্রাইস রাইজ করেছে। কৃষি করের কথা সেটা বলছেন তাতে আমাদের রাজ্যকে ইণ্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স অনুসারে নিতে হয়। সেখানে যা নিয়ম আছে তাতে নেট ইনকাম যদি ১৫ হাজার টাকা হয় তাহলে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না কিন্তু তার উপরে যদি ২,৫০০ টাকা ইনকাম হয় তাহলে টাকা প্রতি ৫ পয়সা ট্যাক্স দিতে হয়। তারপরের ৫,০০০ টাকার জন্য ১০ পয়সা হারে, তারপরের ৫ হাজারের জন্য ১৫ পয়সা হারে, তারপরের ৫ হাজারের জন্য ২৫ পয়সা, তারপরের ৫ হাজারের জন্য ৩০ পয়সা, তারপরের ৫ হাজারের জন্য ৪০ পয়সা এবং তারপরের প্রতি ১১ হাজারের জন্য টাকা প্রতি ৫০ পয়সা করে দিতে হয়। এই নিয়মই আমাদের মানতে হয়। তারপরে তিনি সেচ সম্পর্কে বলেছেন। সম্ভবতঃ উনি সেটার সঠিকভাবে কোন ব্যাখ্যা পান নাই। সেচ আদায় করেন গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া। টি-বোর্ড হল তাদের ইনষ্টিটিউশন। প্রত্যেক রাজ্যে টি-বোর্ডের অফিস আছে এবং সেস সেটা আদায় হয় সেটা দ্বারা এই টি-বোর্ডের অফিসগুলি চলে।

এই রাজ্যে টি বোর্ডই এই পয়সা আদায় করছে-প্রতি কেজি চা থেকে ৮ পয়সা করে ১১,৮,৭৮ইং থেকে। এই পয়সায় টি, বোর্ডের অফিস চলে। ভারত সরকার ইদানিং তারা যে ফিসক্যাল পলিসি করেছেন তাতে দেখা গেছে যে, তারা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যে সব জিনিসপত্র-কম্পিউটার, পার্স,টি ইলেকট্রনিক্স পলিয়েস্টার এবং সুতি কাপড়ের উপর শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চায়ের উপর কোন

শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার বলছেন যে এটা নাকি তাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। চায়ের ক্ষেত্রে রপ্তানী শুল্ক লাগে না।

তারপর বলছেন-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা অসহযোগিতা করছি। অর্থাৎ জমি দেওয়া হচ্ছে না। এই সব কথা তারা তোলেছেন। কিন্তু এইখানে আমরা দেখেছি যে, যে জমিটা ব্যবহার করছেন চা বাগানের জন্য-তারা যে জমি চেয়েছিলেন চা বাগানের জন্য সে জমি পেয়েছেন কিন্তু দেখা গেছে যে, বাগানের ভেতরে অন্তত: ৫০ পারসেন্ট জমি ব্ল্যাংক রয়েছে, ভেকেন্সী রয়েছে। সেটা তারা কোন দিনই ফিল আপ করেননি। তবু এরমধ্যে যতটুকু সম্ভব তাদের জমি দেওয়া হয়েছে টি বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ১৯৮১ সালে টোট্যাল চা বাগানের জমির পরিমান ছিল-৫,১৮৬ হেক্টার, ১৯৮২ সালে সেটা দাঁড়িয়েছিল-৬,১৭০ হেক্টারে, ১৯৮৩ তে দাঁড়িয়েছিল-৬,২১২ হেক্টারে।

কাজেই সম্প্রসারণের সুযোগ ছিল। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করবেন যে, চা বাগানের ভেতরের জমি মরুভূমি হয়ে গেছে। তারপর আমরা দেখেছি যে, তাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ যা দেবার কথা ছিল সেটাও তারা দেয়নি। এক মোহনপুর টি এস্টেট-এ ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭০৫ টাকা ৩৮ পয়সা ল্যাণ্ড রেভিনিউ বাকি রয়েছে।

এইবার ব্যাঙ্কের কথা বলি। ব্যাঙ্ক সহযোগিতা করছে কি করছে না সেটা আমি জানি না। তবে যতটুকু জানি তার তথ্য দিচ্ছি। এই চা বাগানগুলির উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে তারা যে টাকা পয়সা নিয়েছেন, সেই মাননীয় শ্যামাচরন বাবু যে-সব বে-সরকারী চা বাগানের মালিকদের কথা বলছেন, আমি তাদের সম্পর্কে বলছি যে, এই মোহনপুর চা বাগান তারা ইউ, বি, আই, থেকে ৬১ হাজার টাকা নিয়েছে। লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ইউ, বি, আই, থেকে নিয়েছে। তুফানিয়া লুঙ্গা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ইউ, বি, আই, থেকে নিয়েছেন। কালাছড়া ৩২ হাজার টাকা নিয়েছে ইউ, বি, আই, থেকে। ব্রহ্মকুণ্ড-এস তিন তিন বার টাকা নিয়েছে-প্রথমবার-১ লক্ষ ১৯ হাজার, ৪৭৮ টাকা ৪১ পয়সা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া থেকে। দ্বিতীয়বার নিয়েছে-১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৪১ টাকা ৬৬ পয়সা ইউ কো ব্যাঙ্ক থেকে। তৃতীয়বার নিয়েছে-১ লক্ষ ১৮ হাজার ২৬৬.২২ টাকা ইউ, কো, ব্যাঙ্ক থেকে। এই অর্থ তারা নিয়েছে বাগানে জল সেচ করার জন্য, ভেকেন্সী ফিল আপ করার জন্য, এবং বাগানের উন্নতি করার জন্য। কিন্তু এই সব মালিকরা কি করেছেন এই টাকা নিয়ে-মাননীয় সদস্য শ্যামাচরনবাবুকে বলব যে, তিনি যেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখে তারা শ্রমিকদের কিভাবে ফাঁকি দিয়েছেন। আপনারা মালিকদের কথা বললেন কিন্তু শ্রমিকদের কথা তো বললেন না। এই বাগানগুলি শ্মশান হলে সকলেরই দুঃখ হবার কথা। কিন্তু শ্রমিকদের এই ফটিকছড়া চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জন্য টাকা কেটে নিয়েছে ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ২০৪ টাকা, কিন্তু তা জমা দেয়নি।

সেলস্ টেক্স ফাঁকি দিয়েছে-৫ লক্ষ ২৫ হাজার ১৬৯:৩ টাকা। তারপর মহেশপুর চা বাগান ঋণ

নিয়েছে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এই বাগানগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ সিক হয়ে পড়েছে, কেউ তাদের মালিক নেই। এই টাকা নিয়ে মালিকরা কলকাতায় বাড়ি করেছে, গাড়ী করেছে, এই সব মালিকদের দুই চারজনের ফাঁসির হুকুমও হয়েছে—তাদের গৃহ বধুদের উপর অত্যাচার করবার জন্যে। যাইহোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এইভাবে যারা চা বাগানের উন্নতি করবার জন্যে জমি নিল, শ্রমিক আনলো, তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এর জন্য টাকা কেটে রাখলো, ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে প্রতারনা করলো, তাদের সম্পর্কে এখানে এই কথাগুলি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তুলেছেন। আমার মনে হয় তারা হাউসকে বিভ্রান্ত করবার জন্যেই এইটা তোলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের উত্থাপিত রেফারেন্সে এর এই তথ্য হাউসের কাছে উপস্থিত করলাম।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে চা বাগানগুলির সম্পর্কে বলেছেন সেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। যেমন, খোয়াই, ব্রহ্মকুণ্ড এই-সব চা বাগানগুলি সরকার টেকিং অভার করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— তাহলে কি এই ঋণ এখন আমরা দেব ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে-সব তথ্য দিয়েছেন সেসব তথ্য তো আমরা কম জানি, সে-জন্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আসলে এই সব আমরা বুঝিও না। কিন্তু টি, বোর্ড নেশন্যালী নীড ইন টি,—এর উপরে একটি কমিটি ষ্টেট লেভেলে করার জন্য ১৯৮১ সালে রেকমেণ্ড করেছিলেন। সে কমিটি কি গঠন করা হয়েছে ? যদি না হয়ে থাকে তবে কেন সেটা করা হয়নি ? এই কমিটি গঠন করা হলে এখানে যে অসুবিধা সেটা মাঝে মাঝে আলোচনা করা যেত এবং কারা টেক্স ফাঁকি দিচ্ছে বা ঋণ নিয়ে সেটা কাজ লাগাচ্ছে না সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেত।

তারপর শ্রমিকদের এই যে, চাল, গম ইত্যাদি সাবসিডাইজ করে দেওয়া হয়, আমি কোন কোন রাজ্যে দেখেছি তারা সরাসরি এফ, সি, আই'র গুদাম থেকে সেই রেশন আনতে পারেন ফলে তাদের ট্রেন্সপোরটেশন খরচ কম পড়ে। কাজেই এই ক্ষেত্রে সরকার তারা যাতে সরাসরি এফ, সি, আই'র গুদাম থেকে রেশন আনতে পারেন তার জন্য বিবেচনা করবেন কিনা ?

তৃতীয়তঃ এই ত্রিপুরার চা এইটা মিডিয়াম কোয়ালিটি, সেটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হয়না। আর বাইরে গিয়ে এই চা দাম পায়না অথচ একটা অর্ডার অনুসারে ৭৫ পারসেন্ট প্রডিউসড চা পাঠাতে হয় অকসন-এর জন্যে, আর বাকি ২৫ পারসেন্ট লোক্যাল সেলের জন্য দেওয়া হয়। কাজেই এই কম্পালসন তোলে দিয়ে এই চা লোক্যালী সেল করলে তারা আরো একটু সুবিধা পেতেন। এইটা করা যায় কি না ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেগুলি ইনটেক্ট হয়ে গেছে। যে-সকল চা বাগানগুলি প্রাইভেটলি চলছে সেগুলিকে আরো সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়

কি না সেটা আমরা চেষ্টা করছি। তারপর রেশনের কথা বলছেন, সেটা আমাদের কোটা থেকে এফ, সি, আই, থেকে দেওয়া হয়। কাজেই এটা সম্ভব নয়। তারপর চা লোক্যাল মার্কেটে বিক্রির কথা বলছেন সেটা তো মালিকরা চেষ্টা করলে করতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে কিছু কিছু বে-সরকারী চা বাগানের মালিক সেলস্ টেক্স ফাঁকি দিয়েছেন এবং শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তোলে সেটা জমা দেন নাই, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ উৎপাদিত চায়ের ৭৫ পারসেন্ট গোয়াহাটী, শিলিগুড়ি পাঠাতে হয় অকসন সেলের জন্য. এইটা না করে, আমাদের রাজ্যে চায়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে, এখানে বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এবং মিলিটারী ফোর্স রয়েছে তারপর লোক্যাল পিপলস্ রয়েছেন কাজেই এই চা রাজ্যে বিক্রি করার উদ্যোগ রাজ্য সরকার থেকে নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— আমাদের যা আণ্ডারটেকিং আছে এবং কর্পোরেশান আছে, সেই চাহিদা আমরা মিটিয়েছি আইতরমার মাধ্যমে, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। প্রাইভেট মালিকেরা তাদের ব্যবস্থা করুক।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা আমার প্রশ্ন ছিল।

শ্রীঅনিল রসকার :— এই ব্যাপারে শ্রম দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— চতুর্থ রেফারেন্স টি গত ২৪, ৩, ৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য :

বিষয়বস্তু হলো :—

'কংগ্রেস (ই) কর্তৃক জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলোকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের জন্য যুব কং (ই)-কে দিয়ে সম্প্রিত একটি আইনী কর্ম্ম ছাপিয়ে ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত ও হয়রানি করা সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস (ই) তাদের ব্লক কমিটিগুলিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে বেকার যুবক, ছোট ব্যবসায়ী, কৃষকগণ তাদের নিকটবর্তী জাতীয় ব্যাঙ্ক. গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমূহের শাখাগুলিতে ব্যাঙ্ক ঋণের ফর্ম জমা দিন। এটা নাকি ২০ দফা কর্ম্মসূচী অনুযায়ী। স্যার, এই ফর্মগুলি মার্চ মাসের ২০ তারিখ থেকে জমা দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা ছড়া অন্যান্য জায়গায় জমা দিয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। ইতি মধ্যে ৬০,০০০ ফর্ম বিভিন্ন ব্যাঙ্কে

জমা পড়েছে। দরখাস্তের ফর্ম শ্রীবীরজিৎ, সিং প্রেসিডেন্ট অব দি কমিটি ব্লক কমিটিরগুলির কাছে পাঠিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফর্মের একটা কপি আমি আপনার এখানে উপস্থিত করছি। তাতে কোন স্পেস লাইন নাই। বে-আইনী বলা হচ্ছে সম্ভবত এই কারণে যে. স্পেস লাইন না থাকলে সেটা আইন সম্মত নয়। দ্বিতীয়ত আমি তো এটা কোন সময় দেখিনি যে এই ধরণের একটা পিটিশান করলেই লোন পাওয়া যায়। এই রাজ্যে হতে পারে। দিল্লীতে মেলা হয়েছে, কোটি কোটি টাকা বিলি বন্টন হয়েছে। এই কংগ্রেস (আই) রাজ্যে ব্যাঙ্ক মেলা সংগঠিত করেন মিঃ পূজারী। তিনি নিজে ব্যাঙ্ক লোন এইভাবে বিলি করছেন এবং প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী পশ্চিম বঙ্গকে গালা-গাল করেছেন দেশে ব্যাঙ্ক মেলা করেন নি বলে এবং সেখানেও মাননীয় শ্রীগনিখান চৌধুরী তাঁর এলাকাতে ব্যাঙ্ক মেলা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরাতে এইরকম দরখাস্ত যেখানে করলে সেটার স্থান হয়েছে ছেঁড়া কাগজ, ফেলে. সেই কাগজ ফেলার জায়গা। ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার জন্য স্কীম করতে হয়। ত্রিপুরাতে ব্যাঙ্কে স্কীম করে বেনিফিসিয়ারীজ যারা তাদের মাধ্যমে সেটা আসে। প্রপারলী প্রসেসড হয়। একটা পরীক্ষা কেন্দ্র গঠন করা হয়, যেখানে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি থাকে বা ডি, আই, সি,-এর প্রতিনিধি থাকে, ইনডাস্ট্রির তরফ থেকে ব্লকের প্রতিনিধি থাকতে পারেন। তাঁরা পরীক্ষা করে তারপর একটা ইন্টারভিউ বেনিফিসিয়ারীজদের হয়, তারপর পরীক্ষা নিরিক্ষা করে ব্যাঙ্কে পাঠান। ব্যাঙ্ক তার উপর সিদ্ধান্ত নিয়ে টাকা বিলি বন্টন করেন। এটা ঠিক ব্যাঙ্কের কিছু গাফিলতি আছে। সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে রাজী না। মোটামুটি এই পদ্ধতিতে বেনিফিসিয়ারী-জদের আইডেন্টিফাই করে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যাঙ্কের টাকা দেওয়ার পদ্ধতি, তার মধ্যে সীড মানির একটা অংশ থাকে। আই, আর, ডি, পি, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম, এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যেটা করা হচ্ছে সেটা তো করাপ্ট প্র্যাকটিস। যদি এই পদ্ধতিতে কোন জায়গায় কোন ব্যাঙ্ক ঋণ দেন তাহলে সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য দরখাস্ত করতে কোন আপত্তি নেই। শুধু মাত্র একটা আরবনস্কীম কেন্দ্র থেকে চালু করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করেন নি। ৫,০০০ টাকার সকীম তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে দরখাস্তের টাকাটা নিয়ে যাও। কাগজে দেখে আমি ইউ, বি, আই,-কে লিখলাম যে, বলুন তো এটা সত্যি কিনা যে কেন্দ্রীয় সরকার এইরকম একটা স্কীম চালু করছেন? হ্যাঁ, তা সত্যি, কিন্তু এই ব্যাপারে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই তার উপর। তারপর দেখলাম সমস্ত কাজগুলো বিশেষ কোন যুব সংগঠন বগলদাবা করে ফেলছে। সাধারণ মানুষ এসে বলছে যে, ফর্ম তো পাওয়া যায়নি। কেন পাওয়া যায়নি? এই একটা বিশেষ পার্টির অফিসে সমস্ত ফর্ম জমা পড়ে গেছে।

স্যার, আজকেও আমি জানি না সেই ফর্মে কয়জন লোক ঋণ পেয়েছেন, কারা ঋণ পেয়েছেন, এটা সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের আগোচরে রাখা হয়েছে। সেজন্য এই পদ্ধতিকে আমরা সমর্থন করতে পারি না মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে আমরা বলব, আপনাদের যুব সংগঠনকে এই ফর্মটা প্রত্যাহার করতে বলুন, বে-আইনী ফর্ম। ঋণের জন্য আরা দরখাস্ত নিশ্চয়ই করতে পারেন। ঋণ সংগ্রহ করতে হবে, যে পদ্ধতিতে অন্যান্য পাবলিক ঋণ সংগ্রহ করেন সেই পদ্ধতিতে। এই ব্যাপারে যে করাপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি, কত কোটি টাকা ওরা সংগ্রহ করেছেন আমি জানি না। একটা ফর্ম কত করে বিক্রি হয়েছে তাও আমি জানি না। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলছেন ২৫ টাকা করে একটা ফর্ম বিক্রি হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, কংগ্রেস (আই) এবং যুব কংগ্রেস (আই) প্রচার করছে যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত একটা। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচীকে রূপায়িত করার দায়িত্ব কার ? রাজ্য সরকারের, না কোন রাজনৈতিক দল, না কোন সংগঠনের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ছেড়ে দিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ২০ দফার মধ্যে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের কাজ অন্তর্ভুক্ত। আর, ডি,—এর মধ্যে আই, আর, ডি, পি, অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই কাজটা কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফার অন্তর্ভুক্ত যদি বলে থাকে ঠিকই বলেছেন। তবে এটা সরকারের দায়িত্ব নয় কোন্ পার্টির দায়িত্ব, ওটা সরকারের দায়িত্ব, পার্টি সাহায্য করবেন। ওদের পার্টি সাহায্য করতে পারেন, অন্যান্য পার্টিও সাহায্য করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন এবং মূলতঃ রাজ্য সরকার সেই টাকাটা খরচ করছেন এবং প্রকৃত যাদের দরকার, তাদের আইডেন্টিফাই করার জন্য সংগঠন আছে, বি, ডি, সি, আছে। সেইসব জায়গা থেকে নাম যায়। সেই পদ্ধতিতেই আমি আশা করব বিভিন্ন সংগঠন বা সংগঠনের বাইরে যারা আছেন তাদের সহযোগিতায় সেই ব্যাপারটাকে আমরা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :— এই বেলা সময় শেষ। আমি এর পরের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশগুলি নেব রিসেসের পরে। এই হাউস আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী থাকলো।

AFTER RECESS AT 2-00 P M.

মিঃ স্পীকার :— আজকে, আমি মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী (১) বুদ্ধ দেববর্মা, (২) গোপাল চন্দ্র দাস এবং (৩) সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়দিগের নিকট হতে তিনটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশটি হল, মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়ের, তার নোটিশের বিষয়বস্তু হল—গত ২০—৩—৮৭ইং টাকারজলা থানার অধীনে দক্ষিণ ঘোলাঘাটি নিবাসী শ্রীমনিন্দ্র সরকারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি তিনি যদি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন, তবে পরবর্ত্তী কোন সময়ে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন, তা আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৭শে মার্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৭শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দ্বিতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। দেখছি, মাননীয় সদস্য হাউসে নেই, কাজেই তাঁর নোটিশটি তোলা গেল না।

তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়। আমি মাননীয় সদস্য এর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটিরবিষয়বস্তু হল—

'গত ২৩শে মার্চ উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর ও তৎসলংগ্ন এলাকায় প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ।

মিঃ স্পীকার :— আমি, এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি যদি এখনি বিবৃতি দিতে না পারেন, তবে পরবর্তী কোন সময়ে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দেবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমি আগামী ২৬শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২২শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নে বর্ণিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। বিষয়বস্তু হল—

'—গত ১৭-২-৮৭ইং তারিখে সিধাই থানার অন্তর্গত বড় কাঁঠাল বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বেশ কিছু দোকান ভস্মিভূত হওয়া সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৭-২-৮৭ইং তারিখে সিধাই থানার অন্তর্গত বড় কাঁঠাল বাজারে প্রায় ৪০টি দোকান আগুন লাগার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ দোকানগুলির অধিকাংশই ছোট ছোট হওয়ার স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় আগুন নিবানো সম্ভব হয়। এই

প্রশ্নে আমরা একটা কেইস-ইতিমধ্যে নথীভূক্ত করেছি। আমরা জেনেছি যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ এ'সব দোকানগুলিতে আগুন লাগায়নি, একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলেই দোকানগুলিতে আগুন লেগেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদেরকে আমরা সাহায্য দেব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়া হবে। এই বাজারটি এ, ডি, সির এলাকার মধ্যে এবং অধিকাংশ দোকানই ট্রাইবেলদের। সেখানে পাহাড়ী-বাঙালী একত্রে মিলিত হয়ে এই বাজারটি পরিচালনা করছেন। কিন্তু বাজারটি পোড়া যাওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত তারা কোন সরকারী সাহায্য পাননি, ফলে নতুন করে দোকান ঘর তুলতে পারছেন না। তাই আমি আশা করব, আগামী কত দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা সরকার থেকে সাহায্য পাবেন, তার একটা আশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে দেবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ট্রাইবেল বা বাঙ্গালী এই সব বিচার করে কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় না। আগুন লাগার ফলে, সেখানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদেরই সাহায্য দেওয়া হবে এবং সাহায্য দিতে -গেলে যে একটা এ্যাসেসমেন্টের দরকার, সেটা এখনও পাওয়া যায়নি এবং পাওয়া গেলেই সেই সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে এই বাজারটিতে আগুন লাগবার ফলে আগেই কয়েক বার দোকানীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, কারণ সেই বাজারটিতে কোন শেড নেই। কাজেই বাজারটিতে একটি শেড তৈরী করে দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, কারণ তার ফলে সেখানকার অধিবাসীও দোকানীদের অনেক সুবিধা হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমাদের অধিকাংশ বাজারে এখন শেড আছে। কাজেই দরকার হলে, আমরা সেখানে একটি শেড তৈরী করার ব্যবস্থা করব। আর, ইতিমধ্যেই প্রাথমিকভাবে তাদের ৫০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যাসূচী হল—'The Tripuia Amusement Tax (Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 6 of 1987) বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Khagen Das :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Amusement Tax (Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 6 of 1987) be taken into consideration."

স্পীকার. স্যার, ১৯৭৩ সালের যে প্রমোদ কর বিল আছে, সেটা উপর আজকে কিছু সংশোধনী আনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ ১৯৭৩ সালের যে বিল, তাতে অফেন্স করলে কি ধরণের

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তার বিশেষ একটা বিধান ছিল না। দেখা যাচ্ছে যে এর জন্য কোর্টে গেলে, অনেক সময় লাগে, কাজেই কোর্টে না গিয়ে, কোর্টের বাইরে মালিকেরা যাতে একটা মিটমাটে পৌছতে পারে, তার একটা বিধান যুক্ত করে এখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এছাড়া অন্য বিশেষ কিছু নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিলের সম্পর্কে যা কিছু বলার, তা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ভাল করে বলতে পারবেন, কাজেই এর মধ্যে আমার বেশী কিছু বলার নেই, তবু আমি এই বিলকে পুরোপুরি সমর্থন করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, দি ত্রিপুরা এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স (সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৭ যেটা এই হাউসের সামনে এসেছে, তার সম্পর্কে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ব্যাখ্যাসহ তার বক্তব্য রেখেছেন, কাজেই এটার বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। এর মধ্যে যেটা চাওয়া হয়েছে, সেটা হল কোর্টের বাইরে, যারা ট্যাক্স দেবেন তাদের আইনের আওতায় না এনে কোর্টের বাইরে ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে যাতে একটা মিটমাট করা যায়, তারই একটা ব্যবস্থা। সরকারকে ট্যাক্স আদায় করতে হবে, এটা ঠিক কথা, কিন্তু এই ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে যে-সমস্ত নিয়ম কানুন আছে, সেগুলি পালন করে তাদের থেকে আদায় করাটা অনেক সময় মুস্কিল হয়ে পড়ে, কেন না, অনেক সময় দেখা যায় দলীয় লোক না হলে, অনেক হয়রাণি হতে হয়। আবার অন্যদিকে এও দেখা যায় যে এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স হিসাবে রেভিনিউ যেটা আদায় হওয়ার কথা, সেটা আদায় করা হয় না। ফলে যারা ট্যাক্স দেয়, আর যারা ট্যাক্স আদায় করে, তাদের মধ্যে প্রায় একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়, আবার ট্যাক্স আদায়ের জন্য কোর্টের আশ্রয় নিলেও তাতে অনেক সময় লেগে যায়।

এটা হল গভর্ণমেণ্টের নিয়ম। কিন্তু এমন অভিযোগ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে যে, সরকারী টিকিট যুক্ত টিকিট থেকে প্রচুর অর্থ কামাই হচ্ছে। তাতে যদি কোন পুলিশ অফিসার এসে এটা কে স্টপ করে দেয় তাহলে দলীয় লোকেরা পরের দিন এসে সেটাকে আবার চালু করছে। এই ধরণের কাজ যাতে না হয় সেইদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে এমিউজমেণ্ট টেক্স বিল উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। এটাতো ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য রসিক বাবু দেখছি, উল্টো কথাবার্তা বলছেন। এটা স্বাভাবিক। কারণ দক্ষিণ ভারত থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। দক্ষিণ ভারত ওদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই সুস্থ্য থাকার কথা নয়। এখানে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলটা আনা হয়েছে সেটা টেক্স আদায় করার ব্যাপারে। কিন্তু মাননীয় সদস্য দেখেছি সিনেমা টিকিট বিক্রী করে টাকা নিচ্ছে এই সব কথা তিনি এখানে উঠাচ্ছেন। অবশ্য এই পরিস্থিতির

এদের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। এটা বিধানসভা, এখানে একটা দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে হয়। প্রণব বাবু ঠিকই বলেছেন যে, হারাধন বাবুর দল। আমি আর বেশী কিছু বলব না। এই বিলটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মনে হয় আর কোন সদস্য আলোচনা করবেন না। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুশী মাননীয় সদস্যরা এ বিলটাকে সমর্থন করেছেন। মাননীয় সদস্য রসিক বাবু যেটা প্রথমে বলেছেন সেটা সত্যি নয়। দ্বিতীয় কথা হল যে, এই রকম কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব। আশা করি হাউস এই বিলটাকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল, "দি ত্রিপুরা অ্যামুজমেন্টস টেক্স (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৮৭) বিবেচনা করা হউক।"

(বিলটি ধ্বনি ভোটে দিলে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। 'বিলের অন্তর্গত ১নং ধারাটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।" (ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে দিলে সেগুলি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের শিরোনামাটি ভোটে দিচ্ছি। (তারপর শিরোনামাটি ভোটে দিলে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো "The Tripura Amuscment tax (Sceond amuscment Bill, 1987 Tripura Bill No—6 of 1987) পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move that the Tripura amusement tax (Second amusement) Bill, 1917 Tripura Bill No. 6 of 1987 be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কতৃক প্রস্তাবটি। এখন আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। (প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, "দি ত্রিপুরা একসাইজ বিল ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৭)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মোভ দ্যাট "দি ত্রিপুরা একসাইজ বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৭)" বি টেকেন ইনটু কনসিডারেশন।" মাননীয় স্পীকার স্যার,

ত্রিপুরার আবগারী শুল্ক আদায় করার ব্যাপারে এই বিলটা আনা হয়েছে। এটা ১৯০৯ সালের বেংগল একসাইজ অ্যাক্ট, ১৯৬২ সালে ত্রিপুরাতে একসটেণ্ড করা হয়েছিল। সেই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে গত সাত দশকে রাজ্যের কাঠামোর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। ১৯০৯ সালের বেংগল অ্যাকটের এখন পর্য্যন্ত কোন সংশোধন হয়নি। এই বিলটাকে এক্সটেণ্ড করে একটা নূতন সংশোধনী আনা হয়েছে। আগের ধারাগুলি ঠিকই আছে। এর মধ্যে দুই একটা ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে পেনাল প্রোভিশন, বে-আইনীভাবে মাদক দ্রব্য পরিবহন হেফাজতে রাখা, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি অপরাধের জন্য আগে ছিল ছয় মাসের জেল, এক হাজার টাকা জরিমানা। সেটাকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য এই পেনাল প্রোভিশনকে পরিবর্ত্তন করে দুই বছর করা হয়েছে অথবা ৫ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে অথবা দুটোই/এক সাথে হতে পারে। আগে প্রোভিশন ছিল যে ১৪ বছরের নীচে কোন কর্মী এই আবগারী দোকানে নিয়োগ করা যাবে না। আমরা সেখানে করেছি ২১ বছর।

এটা সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারেই করা হয়েছে। আরেকটা ত্রিপুরা উপজাতীরা যাতে হয়রানী না হয় তার জন্য এই বিলে প্রভিশন রাখা হয়েছে। আরেকটা প্রভিশন রাখা হয়েছে যে একসাইজ অফিসারদেরকে পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

স্যার, চোলাই মদের এত দিন আমাদের এখানে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন জায়গায় চোলাই মদ খেয়ে মারা গেছে। যদিও আমাদের এখানে তা ঘটে নি, তবু চোলাই মদ পরীক্ষার নিরীক্ষার জন্য একজন এনালিষ্ট রাখার বিধান রাখা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে চোলাই মদ তৈরী বন্ধ করা এবং মদ বিক্রী যাতে করতে না পারে এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিলটি এখানে আনা হয়েছে। আমি আশা করব, হাউস তা সমর্থন করবে

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার, স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দি ত্রিপুরা অ্যাক্সাইজ বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৭' এনেছেন যদিও' তা পুরান ব্যাঙ্গল অ্যাক্সাইজ এ্যাকট সেটাকে রিপ্লেস করা হয়েছে তবু আমি বলব, নুতন আইন তৈরী হতে যাচ্ছে। এটা যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অবজেক্টস অ্যাণ্ড রিজন্স যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তা ঠিকই বলেছেন। সুতরাং এটাকে আমরা সমর্থনই করছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের প্রশাসনিক অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে আমরা দেখছি সমাজের ক্রাইম বেড়ে গেছে, এবং এই ক্রাইমের পেছনে কাজ করছে এই মদ বা এই সমস্ত ব্যাপার। কার্য্যতঃ দেখতে পাচ্ছি, যে প্রভিশন এখনে রাখা হয়েছে এটা ঠিকই, কিছু কিছু হবে। তবে কিছু কমিউনিটি বা ক্লান রয়ে গেছে এটা তাদের ট্র্যাডিশন। তারা মনে করেন, এটা তাদের প্রথা। যেমন, উপজাতি অঞ্চলে সেখানে কেহ যদি বলে মদ খেয় না, নিশ্চয়ই সেটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার হবে। ওরা বলবে. আমাদের সামাজিক প্রথার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে'। কাজেট সেখানে ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং সে-দিক থেকে এই প্রভিশনে কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু, অন্য দিক থেকে আমরা দেখছি, মদের দোকানের সংখ্যা কমছে না। এগুলি কমিয়ে এর আওতা থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা যদিও আমি মনে করি, এই বিলের লক্ষ্য, তবুও কার্য্যতঃ

তা বাড়ছে। কাজে কাজেই আমি আশা করব, প্রশাসনিক দিক থেকে এদিকে লক্ষ্য রাখা হবে এবং মদের দোকানের সংখ্যা যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে তা কমান হবে। এই আবেদন ও দাবী আমি সরকারের কাছে রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি বলছি, বে-আইনী মদের কাজ কারবার ঢালাও ভাবে চলছে, তার বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নিতে বা প্রতিকার করতে আমরা দেখি না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই সমস্ত বে-আইনী কাজ কারবার যা চলছে তাঁর রেইট হয়ত কোন কোন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে কিন্তু তা নাম মাত্র। বিভিন্ন হোটেল বা দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে এই বে-আইনী মদের ব্যবসা চলছে। আইন রয়েছে, শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সেটা প্রয়োগে শিথিলতা রয়ে গেছে। এই শিথিলতা যাতে না থাকে তার জন্ত আমি অনুরোধ করব। স্যার, আজকে যে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক মারাত্মক সব অপরাধ ঘটছে তার পেছনে কাজ করছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই মদমত্ত অবস্থা। কাজেই আজকে প্রশাসনিক দিক থেকে এই আইন যারা ভঙ্গ করবে তাদের জন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এই আবেদন রেখে আমি বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমি কিছু বলব। মিঃ স্পিকার স্যার, এই বিলটির কিছু কিছু অবজেকটস অ্যাণ্ড রিজনের উপরে বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি। কারণ, আমাদের সমাজের এখন এমন কিছু পূজা আছে, যেখানে মদ ছাড়া হয় না। কেহ গেলে মদ দিয়েই আপ্যায়ণ করা হয়। এটা প্রথা। এই সামাজিক ব্যবস্থা হঠাৎ করে উঠাতে পারা যাবে না, সময় লাগবে। উঠাতে গেলে হয়ত, আমরা মারাই যাব, নয়ত বিদ্রোহ দেখা দিবে। মিঃ স্পীকার স্যার, একটি ধারা সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ক্ল্যারিফিকেশান চাই Number : 1 Sub Clause-2 It extends to the whole Tripura, এখানে এ রিয়া অব অপারেশনটা ভারতীয় সংবিধানে ৬ষ্ঠ তপশীলের রুল-১২-এর বয়ান এতে এটা স্পষ্টই লেখা আছে,

' No Act of the Legislature of the State Assembly prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to district council unless in District Council by public notification so directs. এটা সংবিধানে ব্যবস্থা আছে। স্যার, এখানে লিকার বলতে ক্লাসিফিকেশান করা হয়েছে। তাহলে আমাদের লাঙ্গির কি হবে ? এটা লিকারে ফেলে আমাদের সর্বনাশ করবেন কিনা ?

স্যার, চৈত্র সংক্রান্তি অত্যন্ত নিকটে। সেই চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি ঘরে ১০/২০টা করে লাঙ্গি তৈরী হয়। এটা আমাদের উপজাতিদের একটা সামাজিক প্রথা। এর উপরে যাতে সরকার থেকে কোন অত্যাচার না হয় তার জন্ত একটু দৃষ্টি দেবার জন্ত আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, লাঙ্গি সম্পর্কে যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে, তাই আমি বলছি— এটা উপজাতি পরিবারে তৈরী হয়, তার উপর সরকার কোন রকম হস্তক্ষেপ করবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে এ্যাক্সাইজ ডিউটি সম্পর্কে একটা বিল আনা হয়েছে। ঐ বিল আনার ফলে সমাজের বিভিন্ন দিকে কি ধরনের ইম্প্যাকট সৃষ্টি হবে সেদিকটাও বিবেচনা করে দেখা উচিৎ। এখানে বলা হয়েছে যেহেতু মদ দিয়ে উপজাতিরা আপ্যায়ন করে, পূজা পার্ব্বনে উৎসর্গ করে তাই এ ব্যাপারে উপজাতিদের উপর কোন বিধিনিষেধ থাকবে না। অর্থাৎ উপজাতিদের যথেচ্ছভাবে মদ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সব কিছুই প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা উচিৎ হবে না। মদ উপজাতিদের একটা প্রথা। সেই প্রথা মানতে গিয়ে তাদের উপর অর্থনৈতিকভাবে কি রিয়েকশান হচ্ছে সেটাও দেখা উচিৎ। এটা ঠিক যে পূজা পার্ব্বনে উপজাতিরা মদ উৎসর্গ করে, কিন্তু বাইরে বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে যে এ্যাকসেসিভ মদের ব্যবহার হয়, উপজাতি ছেলে-মেয়েরা যে এ্যাকসেসিভ মদ গ্রহণ করে এটা সরকারকে বিবেচনা করে দেখা উচিৎ একটা পরিবার হয়তো ১২ মাসের ধান পেয়েছে, কিন্তু তার ৫ মাসের খোরাকী চলে যায় মদ তৈরীতে। ফলতঃ বেশীর ভাগ উপজাতিই অভাবগ্রস্ত থাকে। সুতরাং মদের ব্যবহারের প্রতি যদি সরকার থেকে কোন লিমিটেশন না থাকে তাহলে আর্থিক দিক থেকে উপজাতিরা চিরদিনই দুর্বল থেকে যাবে। একজন উপজাতির হয়তো ৩/৪ কানি জমি আছে। দেখা গেছে তার বাড়ীতে বিয়ে উপলক্ষে মদের খরচ যোগাতে ৩/৪ কানি জমিই তার ছাড়া হয়ে যায়। সুতরাং মদের ব্যবহারে উপজাতিদের ক্ষেত্রে একটা লিবারেল হওয়াটা উচিৎ হবে না বলে আমি মনে করি। সামাজিক ক্ষেত্রে উপজাতিদেরকে যথেচ্ছভাবে মদ ব্যবহারের সুযোগ দামটাকে প্রগ্রেসিভ চিন্তাধারা বলে যে বামফ্রন্ট সরকার মনে করছেন, আমি সেটা মেনে নিতে পারছি না। বরং বামফ্রন্ট সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি উপজাতিদের ক্ষেত্রে এই যথেচ্ছা মদ ব্যাবহারের কিছু রেষ্ট্রিকশান ইম্পোজ করার জন্য। যদি এটা করা হয় তাহলে উপজাতিদের কল্যাণ হবে। স্যার, আমাদের একটা অর্গানাইজেশান ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী যার প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই এই বিধানসভায় হুঙ্কার দিয়ে থাকেন, সেই নারী বাহিনী উপজাতিরা যাতে যথেচ্ছভাবে মদ ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন তারজন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, জনমত সৃষ্টি করছে। এর ফলে উপজাতিরা যথেচ্ছ মদ ব্যবহার থেকে বিরত হওয়ার জন্য সচেতন হয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই মদের ব্যবহার কমে গেছে। সরকার যদি সাহায্য করতেন এ ব্যাপারে তাহলে এর ব্যবহার আরও কমে যেত। স্যার, কিল্লাতে প্রচুর মদ তৈরী হচ্ছে এবং মার্কেটে তা প্রচুরভাবে বিক্রি হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। সুতরাং সরকার যিদি এই প্রগ্রেসিভ আন্দোলনে সাহায্য না করেন তাহলে উপজাতিদের ক্ষতি হওয়া ছাড়া লাভ হবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— স্যার, আজকে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় হাউসে যে এ্যাক্সাইজ ডিউটি বিলটি উপস্থাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

নিশ্চয়ই জানেন না যে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এই মদের ব্যবহার কমানোর জন্য অনেক আগে থেকেই আন্দোলন করে আসছে, তখন বোধ হয় শ্রীজমাতিয়ার জন্মও হয়নি। আমরা যারা দেববর্মা বা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সদস্য, তারা পূজা-পার্ব্বন বা যে-কোন উৎসবে লাঙ্গি বা তৈরী মদ খুব বেশী পরিমানে ব্যবহার করেন না। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তারা ব্যবহার করেন। তবে মাননীয় সদস্য যে বলেছেন কিল্লাতে প্রচুর মদ তৈরী হয় এটা ঠিক এবং জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই মদের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। কিন্তু গণমুক্তি পরিষদের ছেলে-মেয়েরা রাস্তাঘাটে বা বাজারে মদ বিক্রি একবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যদি কেউ কোন উপজাতির বাড়ীতে যায় তাহলে লাঙ্গি দেওয়া হয়। পূজা-পার্ব্বন বা একটু আমন্দ উপলক্ষে একটু মদের ব্যবহার হয়, খুব বেশী পরিমানে নয়। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের যারা সদস্য তারা যথেচ্ছভাবে মদ ব্যবহার করেন না, মদের ব্যবহার সম্পর্কে সামাজিকভাবে একটা নিয়ম কানুন আছে। আমাদের মত জমাতিয়া সম্প্রদায় যদি একটু নিয়ম কানুন মেনে মদের ব্যবহার করেন তাহলে তাদের মধ্যেও মদের ব্যবহার কমে যাবে। আমরাও ট্রাইবেল, উনারাও ট্রাইবেল উনারা যদি উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের রাজনীতি গুলি একটু মেনে চলেন তাহলে উনাদের উপর আর্থিক দিক থেকে কোন আঘাত আসবেনা বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :— মিঃ স্পীকার স্যার, মদ সম্পর্কিত যে বিলটি এসেছে সেই সম্পর্কে আমি দুই একটি বক্তব্য রাখছি। সমাজের মধ্যে বিশেষ করে ট্রাইবেলদের মধ্যে মদের ব্যবহার বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন সত্যি কিন্তু বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি বলছি প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভাল, কারণ এটা যে-হেতু প্রথা ছিল। বিধানসভায় এই ব্যাপারে বহুবার উত্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গার কথা, বিশেষ করে খোদাছড়ার কথা, খোদাছড়া বিভিন্ন জায়গায় যেমন হাস গরু রাখতে পারছে না বা এমন কি কুকুর পর্য্যন্ত রাখতে পারছেন না, মিজোরাম থেকে এসে ধরে নিয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন, কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাই ? বাস্তবে আমরা দেখতে পাই মদের আবদার সেখানে গ্রামবাসীরা বাধা দিলেও এটা ছাড়া তাদের উপায় নেই, এই সব বলে কোন রকমে চালু রাখার ব্যবস্থা করে এই খবরও আমি শুনেছি। মদের যাদের প্রকৃত দরকার আছে, কিসের জন্য দরকার তার জন্য বিরোধীতা করলে মনে হয় ভাল হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে ব্যবসার ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টের কাছে একটা লাইসেন্স নিয়ে যে-হেতু তারা পরিবার রক্ষা করছে এবং এটার উপর নির্ভর করছে সেই সব সমস্ত এলাকায় এখন ট্রাইবেলের চেয়ে বাঙ্গালীরা আরও বেশী মদ তৈরী করে। আমার বাড়ীর পেছনের প্রতিটি ঘরে বাঙ্গালীদের মধ্যে ভাল মদ তৈরী করতে জানে, ট্রাইবেলদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। আমার বাড়ীর আশেপাশে কিনারে যারা আছেন তাদের মধ্যে অন্ততঃ ৬।৭টা পরিবার আছে তারা এই মদ তৈরী করে তার উপরে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন এই অবস্থায় এর জন্য নিষিদ্ধ করার একটা প্রয়োজন আছে এটা হলে ভাল হবে, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলটা সম্ভবতঃ কোন কোন সদস্য মনে করবেন এটা প্রহিবিশনের একটা বিল, মদ বিক্রি বন্ধ করার বিল নয়, মদ বিক্রিতে উৎসাহও করা হচ্ছে না, বন্ধ করাও হচ্ছে না, মদ বিক্রির উপরে ট্যাক্স আদায় সেই সম্পর্কিত একটা আইন রিপ্লেস করা হচ্ছে একটা রাজ্যে আইনের দ্বারা। এই সম্পর্কে আমি এক মত যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে যে, বে-আইনী মদ বিক্রি বিশেষ করে আগরতলা শহরে খুবই বাড়ছিল কিন্তু তার কারণ মূলতঃ হচ্ছে কংগ্রেস (আই)-এর সরকার যেভাবে দেশে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছেন, বেকারী সৃষ্টি করেছেন, যুবক ছাত্রদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছেন তার ফলশ্রুতি হচ্ছে এটা এবং এটা যদিও আমরা চোলাই মদ ধরবার একটা ড্রাইভ ইদানিং কালে আমরা শুরু করেছি কিন্তু ড্রাইভ দিয়ে এই মদ বিক্রি বন্ধ করা যাবে না। ইদানিং কালে দেখা গেছে যে ট্রাইবেল ছেলেদের মধ্যে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন যুব-ছাত্র তাদের মধ্যে রয়েছে এবং নন্-ট্রাইবেল বিশেষ করে বাঙ্গালীদের মধ্যে মদ খাওয়ার প্রবনতা খুবই বেড়েছে। এটা ঠিক যে মদ খাওয়ার প্রবনতা ক্রাইমস্-এর দিকে নিয়ে যায়, ক্রাইমস্ও করছে, হাসতে হাসতে ১৯ | ২০ বছরের একটা ছেলেকে খুন করে চলে আসে, ঝগড়া লাগল খুন করে চলে আসে এইসমস্ত পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে। কিন্তু এটা আইন করে বন্ধ করার চেষ্টা আগেও করা হয়েছে, মোরারজী দেশাই করেছেন। আমরা যখন জরুরী অবস্থার মধ্যে তামিলনাড়ুতে ছিলাম তখন গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের শত শত কৃষকদের ধরে নিয়ে আসা হতো, আমরা যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের অপরাধ কি ওরা বলতো টিটমেন্ট। গ্রামের কৃষকের টিটমেন্ট মানে মদ খেয়েছিলাম তার জন্য জেলে নিয়ে এসেছে। আমি ঠাট্টা করে বলতাম এই জেলখানার মধ্যে সুপারেনটেনডেন্ট যখন তার টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে তখন তাকে ধরা হয় না কেন ? তুমি মদ তৈরী করে একটু খেয়েছ তার জন্য তোমাকে তিন মাসের জেল দিয়েছে। ভর্তি করে রাখবো। এটা কংগ্রেস (আই)-এর সরকার যখন ছিলেন সম্ভবতঃ পি, এম, কে সরকার পরবর্তী সময়েতে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন, এখনও সম্ভবতঃ প্রহিবিশন সেখানে নেই, ভারতবর্ষের কোন জায়গায় প্রহিবিশন নেই, এটা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি সেদিনের ছাত্র, ত্রিপুরার কিছুই জানেন না, গণমুক্তি পরিষদ এই মদের বিরুদ্ধে অভিযান কি ধরনের চালিয়েছিলেন, আমি তো ১৯৫০ সালে এসেছি তখনও দেখেছি কোন উৎসবের দিনে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল, কোন বাজারে মদ বিক্রি করা নিষিদ্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে আন্দোলন করে কি করে মদের বিক্রি মদের ব্যবহার কমানো যায় সেদিক থেকে গণমুক্তি পরিষদ নজীর সৃষ্টি করে রেখেছেন, ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখেছেন এটা মাননীয় সদস্য যদি না জানেন দশরথ বাবু ইদানিং একটা বই লিখেছেন সেটা নিয়ে পড়ুন, দেখুন কি ধরনের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফল আপনারা এখন কিছু কিছু ভোগ করছেন। কাজেই এটা একটা আন্দোলন, ঐতিহ্যের ব্যাপার। আমি সর্বশেষে বলতে চাচ্ছি যে মদ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে অভিযান সবচেয়ে বড় অভিযান এখন চালাচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিযান গত ২৭তম পার্টিতে কংগ্রেসের যারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

সমূহ এটা প্রচণ্ডভাবে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে গেছেন। আমি যখন মস্কোতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের যিনি সেই সময়েতে মস্কোর যিনি এমবেসেডর ছিলেন তাঁর কাছে শুনেছি তিনি লক্ষ্য করেছেন যে রাস্তায় আগে সোভিয়েট সিটিজেনরা যেভাবে কিছু কিছু যুবক মদ খেতেন এখন সম্পূর্ণ রকমে বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানকার যে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা যারা আগে মদ খেতেন নিজেরা মদ বন্ধ করে দিয়েছেন। এইটা হচ্ছে পদ্ধতি। এই জায়গাতে যদি ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করা যায়, শুধু ট্রাইবেল নয়, ট্রাইবেল-বাঙ্গালী সব অংশের মানুষের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তার করা যায়। সেইদিকে মাননীয় সদস্যরা দৃষ্টি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় সদস্য নগেনবাবু যেকথা বলেছেন সেটা দিয়ে শুরু করছি। এইটা সামাজিক চেতনাবোধ নিয়ে এইটা টোট্যালি বন্ধ করা না গেলেও অনেকাংশে কমানো সম্ভব। আমি আশা করব এই হাউসের যুব সমিতির সদস্যরা, কংগ্রেসের সদস্যরা এই ব্যাপারে একটা আন্দোলন আমাদের সাথে যদি সহযোগিতা করেন নিশ্চয়ই এইটা কমাতে পারব। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যেটা বলেছেন আমরা যে ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি বিভিন্ন ভাইসেসর মধ্যে এইটা একটা। আমি উদাহরণ দিতে চাইনা কারা এইসমস্ত কোন ধরনের মানুষ যুবকরা এইটা করছে। যাই হোক আমরা এইটা বন্ধ করার জন্য আগরতলা শহরের বা পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়েছি, তার পাশাপাশি, শুধু প্রশাসনের মাধ্যমে এইটা করা সম্ভব হবেনা। আমি আশা করব, এই ত্রিপুরা রাজ্যের সচেতন জনগণ এইটার যে দোষ, সেটার বিরুদ্ধে জনমত গড় তোলার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং আমি আশা করব এই হাউস এই বিলটাকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হল। এখন সভার প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—' the Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No. 4 of 1987).' বিবেচনা করা হউক,' প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১৪ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।'

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার প্রশ্ন হলো :—' বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গন্য করা হউক।'

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—' The Tripura Excise Bill,

1987 (Tripura Bill No. 4 of 1987). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীখগেন দাস :— Mr. Speaker sir I beg to move that The Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No 4 of 1987) 'be passed.'

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : –' The Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No. 4 of 1987) (পাশ করা হউক' আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

গভর্ণমেন্ট বিসনেস (লেজিসলেশান)

সরকারী বিল বিবেচনা

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : –' The Tripura University Bill, 1987 (Tripura Bill No. 7 of 1987)'

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :— I beg to move that the Tripura University Bill 1987 (Tripura Bill No 7 of 1987 be taken into consideration

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ সমস্ত মানুষের একটা আকাঙ্কা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় হবে। আমরা এই বিল উৎথাপনের মধ্য দিয়ে এই ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয় বিল উৎথাপন করার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সেই একটা চাহিদা পূরণ হতে যাচ্ছে। শিক্ষা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তাহল মূলতঃ শিক্ষা প্রসার এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং সহজলভ্য করে সকল স্তরের জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রাজ্যের জাতি-উপজাতি সকল মানুষের কাছে তুলে দেবার জন্য আমরা সচেষ্ট। তার জন্য শিক্ষা বাজেট ও রাজ্য সরকার প্রথম থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করেছেন, তার ফল গত ৯ বৎসরের মধ্যে সকল স্তরে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ঘটেছে। তারই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হিসাবে, কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি ঘটেছে। ১৯৭৯তে খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর ৩টি কলেজ স্থাপন, আগরতলায় ফার্মাসিষ্ট ইন্সটিটিউট স্থাপন। ১৯৮২তে ৩টি বেসরকারী কলেজ বিলোনীয়া, কৈলাশহর, রামঠাকুর কলেজ অধিগ্রহণ। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কলেজের বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন নতুন বিষয় খোলা, সাম্মানিক পর্যায়ে পঠন-পাঠন বিস্তার। ইনজিনীয়ারিং, মিউজিক, আর্ট, ফিজিক্যাল এ্যাডুকেশান শিক্ষক প্রশিক্ষন ইত্যাদি বিষয়ে কলেজগুলিতে উন্নতি। ১৯৮৬তে আইন কলেজ স্থাপন। এইসমস্ত প্রচেষ্টার

মধ্য দিয়ে উচ্চ স্তরের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগামী শিক্ষা বর্ষে আরও ২টি কলেজ কমলপুর এবং সাব্রুম মহকুমায় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিমধ্যে যাতে সেই কলেজ ২টি খোলা যায় তার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গেছে। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের যে দাবী প্রথম থেকে করে আসছে তা আজ আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ত্রিপুরার সাধারণ শিক্ষার জন্য ৯টি কলেজ এবং টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে ৫টি, আরও ২টি হলে ডিগ্রী কলেজ এবং জেনারেল এ্যাডুকেশান ১১টা হয়ে যাবে। ত্রিপুরায় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন ত্রিপুরা রাজ্যের সকল মানুষের দাবী। দীর্ঘদিনের দাবী। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেও বিভিন্ন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল এবং বিভিন্ন ছাত্র ও যুবক, শিক্ষক, কর্মচারী সংগঠন, ত্রিপুরায় বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জোরালোভাবে করে আসছে। সেই দাবীর ভিত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ১৯৮৬তে আগরতলায় একটি স্নাতকোত্তর কেন্দ্র, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেণ্টার খোলা হয়। বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির ফলে এই দাবী দৃঢ়ভাবে বাস্তবতার ভিতের উপরে আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বলা আবশ্যক প্রতি বৎসর প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণদের মধ্যে কম পক্ষে ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা, কলেজীয় শিক্ষা লাভের জন্য কলেজগুলিতে ভর্তি হয় বিভিন্ন ধ্রুমে পড়ার জন্য। ত্রিপুরার কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে আমরাও সেই গৌরবের অংশীদার। সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯৮৬ সনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস্ কমিশন-এর অনুমোদনক্রমে আগরতলায় পরিচালনাধীনে একটি অটোনোমাস পোষ্ট গ্রাজুয়েট সেণ্টার খোলা হয়। বর্তমানে সেই সেণ্টার পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলি বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সেই অসুবিধা তখনই দূর করা যায় যদি আমরা এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি। সেই অসুবিধাগুলির মধ্যে ১ নং হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল পজিসন।

১ নাম্বার হচ্ছে ত্রিপুরার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতায় দরুন অসুবিধা হচ্ছে, পরীক্ষার ফর্মগুলি পাঠানো, এডমিট কার্ড সময় মত পাওয়া, প্রশ্নপত্র ঠিক সময়মত পাওয়া, প্রশ্নের উত্তরপত্র কলকাতায় পাঠানো, এই ধরনের অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে সময়মত এই সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগরতলায় এসে না পৌছানোর ফলে অনেক সময় পরীক্ষা বিলম্বিত হচ্ছে, বাতিল হয়ে যাচ্ছে, আর বাতিল হওয়ার মানে নুতন করে প্রশ্ন করা, কারণ কলকাতায় তো এই প্রশ্ন নিয়ে সেই দিন পরীক্ষা হয়ে গেছে, এইভাবে আমাদের নানাভাবে অসুবিধায় ভুগতে হচ্ছে। সেই অসুবিধা-গুলি দূর করার জন্য আমাদের এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, শিক্ষা স্তরের অন্তত কাঠামোর এই দিকটার উপর নির্ভর করেই ১৯৮৪ইং সালে বামফ্রণ্ট সরকার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ইউ জি সি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ইউ, জি, সির চেয়ারম্যান, তার সঙ্গে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন, মাধুরী সাহা-এর কাছে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নিয়মাবলী জানতে চায়। আমরা চিঠিও দিয়েছিলাম এর উত্তরে শ্রীমতি মাধুরী সাহা ইউ, জে, সির নির্ধারিত একটা প্রোফর্মা পাঠান এবং তা পূরণ করে পাঠাতে বলেন. ডিসেম্বরের ১৪, ১৯৮৪ সাল যথারীতি বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রোফর্মা পূরণ করে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর থেকে তা পাঠানো হয় আগষ্ট মাসের ২১ তারিখ ১৯৮৫ইং তে ইউ, জি, সির কাছে। এই প্রোফর্মা পূরণের সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় গড়েতে চাই, যাতে থাকবে কলা. বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চারুকলা, কারিগরী বিদ্যা, শরীর বিজ্ঞান, আইন বিজ্ঞান. প্রশিক্ষন ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন বিষয়। অন্যান্য প্রথাগত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আঞ্চলিক সম্পদ ও জাতি-গোষ্ঠির বৈচিত্রের কথা মনে রেখে আরও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের কথাও বলা হয়েছে এবং এই সব বিষয়ের মধ্যে আছে জিওলজী, এনথ্রপোলজী সোসিয়োলজী, বিজন্যাস মেনেজম্যান. সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বা জুট, পেপার ও টেকস্টাইল টেকনলজী, ডায়রী, পোলট্রী, ফিসিকালচার সেরিকালচার এবং স্পো ইত্যাদি বিশেষ করে শিক্ষনীয় বিষয় হবে, যা পরিচালনা করবে আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ইউ, জি, সির কাছে এই প্রস্তাব পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার আগামী দিনে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের কথা মনে রেখে ১৯৮৪ থেকে সূর্য্যমনী নগরে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছে, ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫৬ একর জমির ব্যবস্থা করেছেন রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়. আরো ৪৪ একর জমি দেওয়া হবে বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ব বিদ্যালয় বিলডিং তৈরীর জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইউ, জে সির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব সমূহ চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে জানানো হয় যে রাজ্য সরকারের এ প্রস্তাব ইউ, জি, সির স্টেডিং কমিটি অন্ নিউ ইউনিভারসিটি এ্যাণ্ড ইউনিভারসিটি পি, জি, সেণ্টার বিচার বিবেচনা করে দেখবে। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং সালের পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ এ ইউ, জে, সির চেয়ারম্যান শ্রীমতি মাধুরী সাহা জানান যে ইউ জে সি রাজ্য সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন.এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজ্য সরকারকে বিশ্ব বিদ্যালয় বিলের একটা খসড়া করে পাঠানোর জন্য বলেন। ইউ জি সির প্রস্তাবমত বিশ্ব বিদ্যালয় খসড়া বিল তৈরী করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেন এবং তার জন্য ১৩.৮৬ তে ৫ জনের একটা ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, শিক্ষা, অর্থ ও আইন সচিব এবং পি জি সেণ্টারের একাডেমির ডিরেক্টর। এই কমিটির প্রথম সভা হয় ৬.৩, ৮৬ইং তে দ্বিতীয় সভা হয় ২. ৪. ৮৬ তে, এই কমিটি খুব দ্রুত একটা খসড়া বিল প্রনয়ন করে এবং তা ৩,৫,৮৬ তারিখে ইউ জি সির কাছে পাঠানো হয়। প্রস্তাব খসড়া বিলে রাজ্য সরকার খসড়া বিল প্রনয়নে গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা বিশেষভাবে মনে রেখেছেন, সেই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই সিনেট এবং সেণ্ডিকেটের গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সিনেট হবে স্কুল কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদ,

শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-যুবক শ্রমিক, কৃষক, বিধানসভার সদস্য ইত্যাদি সব অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারীর একটা পরিচালনা সংস্থা—এর মধ্যে মনোনীত ও নির্বাচিত উভয়প্রকার প্রতিনিধি থাকবেন, তবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা হবে তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের প্রস্তাবিত সিনেট গঠনে মনোনীত সদস্য ছাড়া নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসার, লেকচারার, ডিগ্রি কলেজ শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, বিধানসভার সদস্য, এ ডি সি সদস্য, স্নাতোকত্তর ছাত্র, ডিগ্রি কলেজ ছাত্র, রিসার্চকলার, প্রশিক্ষকা কর্মী, বিশ্ব বিদ্যালয়ের অফিসার, বিশ্ব বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান, রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েট ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি। রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, অন্যান্য এক্স-অফিসিও সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চ্যান্সেলার ও ভাইস চেন্সেলার, বিভাগীয় প্রধান শিক্ষা সচিব, আইন সচিব অর্থ সচিব, ত্রিপুরা মাধ্যমিক বোর্ডের সভাপতি, কলেজের অধ্যক্ষগণ। আমাদের খসড়া বিলের প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরী সিনেটই সিণ্ডিকেটে গঠন করবে। ভাইস চ্যান্সেলার কে হবে তাও ঠিক করবে সিনেট, নির্বচেনের মাধ্যমে সিনেটে নাম ঠিক করে পাঠানো চ্যান্সেলার তথা রাজ্যপালের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য। সিনেটের হাতে আমরা তুলে দিয়েছিলাম সমস্ত ক্ষমতা, কেননা এইটা সব চেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তাই সিনেটের নির্দেশ মেনে কার্য্য-পরিচালনা করবেন সিণ্ডিকেইট ও ভাইস চ্যান্সেলার তাদের পক্ষে কোন রকম স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়ার কোন সুযোগ আমরা রাখিনি। আমাদের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল সিণ্ডিকেইট সিনেটর নীতি ও নির্দেশ নিয়েই কার্য্যকরী ভূমিকা নেবে। সিণ্ডিকেটের গঠন হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, প্রস্তাবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় গঠন সম্পর্কে প্রারম্ভিক ব্যবস্থায় বিশ্ব বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি কাউন্সিল নামে একটা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এই কাউন্সিল থাকবে চ্যান্সেলার, ভাইস চ্যান্সেলার, এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী, ফিনান্স সেক্রেটারী, ল সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট অফ্ দি ত্রিপুরা বোর্ড অফ্ সেক্রেটারী এডুকেশান, পি জি প্রফেসর, এছাড়া আরও ১৬ জন যাদের মনোনীত করবেন রাজ্য সরকার নিজে। এই ১৬ জনের মধ্যে থাকবেন প্রফেসার বাদে অন্যান্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র, বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী, বিধানসভার সদস্য, এ ডি সির সদস্য, কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হলে পি, জি, সেণ্টারের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা কি হবে সেই কথা মনে রেখে বিলে প্রস্তাব করা হয় যে উক্ত সেণ্টারটি বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূত হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত কর্মসূচী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্মসূচীরূপে গণ্য হবে। উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহের প্রথম খসড়া বিশ্ব বিদ্যালয় বিল ৩,৫,৮৫তে ইউ, জি, সির কাছেপাঠাবার পর আমরা মনে করেছিলাম ইউ জি সি রাজ্য সরকারের প্রস্তাবমত সব কিছু মেনে নেবেন গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে সামনে রেখে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত, আমাদের প্রস্তাবিত সমস্ত গণতান্ত্রিক পরিচালনার প্রস্তাবকে ইউ. জি, সি, কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে খসড়া বিলের ব্যাপক সংশোধনী প্রস্তাব দিলেন ৮,৯,৮৬ ইংরাজীতে। ইউ, জি, সি, যে ব্যাপক সংশোধনের সুপারিশ করেছে তা সংক্ষেপে হচ্ছে এই—

(ক) সিনেট রাখার কোন যুক্তি নেই। তাই তার হাতে কোন ক্ষমতা দেবার প্রশ্নও ওঠে না। আর যদি একান্তই তা রাখতে হয় তবে তা হবে শুধুমাত্র একটি এড্‌ভাইজার বডি। যার কোন ক্ষমতা থাকবেনা।

(খ) চ্যান্সেলরের হাতেই থাকবে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। এই চ্যান্সেলর হবেন রাজ্যপাল। সমস্ত রকম কাজে তাঁরই থাকবে কেবল চূড়ান্ত মতামত দেবার ক্ষমতা।

(গ) সিণ্ডিকেটের হাতে থাকবে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা। যা প্রযুক্ত হবে চ্যান্সেলরের নির্দেশে বা অনুমোদনক্রমে। সিণ্ডিকেটের গঠন হবে 'কম্প্যাক্ট অ্যাণ্ড হোমোজেনাস' এবং আয়তনে হবে তা খুব ছোট। ১৫ জনের বেশী সদস্য তাতে থাকবে না। এর মধ্যে প্রায় সবাই থাকবেন মনোনীত সদস্য হিসেবে। উর্দ্ধে কেবল মাত্র ২ জন সেনেটের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে পারবেন।

সিণ্ডিকেটের সদস্যরা হলেন ভাইস-চ্যান্সেলর, ডিন অব্ ফেকালটিজ, প্রিন্সিপাল—২ জন, (তারমধ্যে ১ জন হবে মহিলা), প্রফেসর—১ জন, লেকচারার—১ জন, রিডার—১ জন, নোমিনি অব্ ইউ, জি, সি, চেয়ারম্যান—১ জন, নোমিনি অব্ দ্যা ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট—১ জন, ইলেকটেড বাই সিনেট ২ জন। এদের মধ্যে প্রিন্সিপাল, প্রফেসর, রিডার ও লেকচারার—এ সমস্ত সদস্যরা সিনিওরিটির ভিত্তিতে রোটেশনাল পদ্ধতিতে মনোনীত হবেন।

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে সেনেটের কোন ভূমিকা থাকবেনা। এরজন্য ৪ জনের একটি কমিটি থাকবে যার সদস্য হবেন—চ্যান্সেলরের মনোনীত ব্যাক্তি, ইউ. জি, সি, চেয়ারম্যানের মনোনীত ব্যাক্তি, রাজ্য সরকারের একজন মনোনীত ব্যাক্তি এবং সিণ্ডিকেটের একজন প্রতিনিধি। তারা ৩ জনের নামের একটি প্যানেল চ্যান্সেলরের কাছে পাঠাবেন। তারমধ্যে কোন নামই যদি গৃহীত না হয় তবে আবার ৩ জনের নামের প্যানেল পাঠাবেন। তারমধ্যে থেকে চ্যান্সেলর যেকোন একটি নাম বেছে নেবেন। ইচ্ছে না হলে তিনি কাউকেই পছন্দ নাও করতে পারেন। এ ব্যাপারে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

আমাদের প্রস্তাবিত খসড়া বিলের পরিপ্রেক্ষিতে ইউ, জি, সি,-এর তরফে এই ব্যাপক সংশোধন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার এবং চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের এক অশুভ দৃষ্টান্ত। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি এবং তা কার্য্যকরী করার জন্যও আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যেও বামফ্রন্ট সরকার প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইউ, জি, সি, কর্তৃপক্ষ যেভাবে ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার দাবীকে অগ্রাহ্য করেছেন তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী ক্ষমতার অপব্যবহারের নামান্তর মাত্র। আমরা মনে করি যে শিক্ষা একটি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হওয়া উচিত। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরেই রাজ্য সরকার নিজেই ঠিক করবেন কি ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, কি ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানে কি ধরণের পরিচালন ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু জরুরী

অবস্থার সময় শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নিতে চাইছেন স্বৈরাচারী কায়দায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে যে নয়া শিক্ষানীতি তারা চালু করেছেন তারই রূপায়নের প্রয়োজনে এই স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের অপপ্রয়াস. গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও অতি কেন্দ্রী-করণের প্রয়াস। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন একটি ব্যয় সাধ্য ব্যাপার, সীমিত ক্ষমতা-সম্পন্ন রাজ্য সরকারগুলো বিশেষ করে ত্রিপুরার মত কোন রাজ্যের পক্ষে এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। ইউ, জি. সি র বকলমে তাই কেন্দ্রীয় সরকার বিল প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিটি পদক্ষেপে স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের সুযোগ করে নিচ্ছেন। চ্যান্সেলরের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ক্ষমতা প্রদানের পরিকল্পনা এই স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপেরই এক নগ্ন রূপ।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইউ, জি, সি, এর গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা নস্যাৎ করার এই অপচেষ্টার রাজ্য সরকার ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি মানুষ, কিন্তু রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগটুকু আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে চাই. চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীকে বাস্তবায়িত করতে। এই সুযোগটুকু তুলে দেবার জন্য উচ্চ শিক্ষার দরজা খুলে দেবার জন্য যদি ইউ, জি, সি,র নির্দেশ আমাদের একান্তই মেনে নিতে হয় তবে তা আমরা মেনে নেব রাজ্যবাসীর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই। কিন্তু তাবজন্য আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে থাকবেনা। আমরা চেষ্টা করব সকল রকম গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যকে ফিরিয়ে আনতে। এই লক্ষ্য নিয়েই ইউ, জি, সি.র নির্দেশ অনুযায়ী খসড়া বিলটির সংশোধন করা হয় এবং পুনরায় তা নভেম্বর ১৯৮৬ইং তারিখে ইউ, জি, সির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। সংশোধিত আকারে পেশ করার সময় সিণ্ডিকেটে বেশ কিছু নির্বাচিত সদস্য রাখার প্রস্তাবও করা হয় কিন্তু ইউ, জি, সি. সংশোধিত খসড়া বিলের ব্যাপারে পরিস্কারভাবে তাদের আপত্তি জানিয়েছেন যে কোন মতেই সিণ্ডিকেটে ২ জনের বেশী নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে পারেবেনা। একমাত্র সিনেটর ব্যাপারে তাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দাবী মেনে নিয়েছেন। এই কারণেই যে, সিনেট যেটা শুধুমাত্র একটা এডভাইজারি বডি যার কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকছেনা। ইউ, জি, সি, জানিয়েছেন যে আগামী ২ বছরের মধ্যে সিনেট সিণ্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, প্ল্যানিং বোর্ড ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থা গঠনের কাজ শেষ করতে হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি কাউন্সিলই তার কাজ চালিয়ে যাবে। বিলটি অ্যাকট-এ রূপান্তরিত হবার ৩ মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের সুপারিশে চ্যান্সেলর একজন ভাইস. চ্যান্সেলর নিযুক্ত করবেন, যিনি হবেন প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর। রাজ্য সরকার কমপক্ষে ৯ জন ব্যাক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেবেন যে কমিটি প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলরকে বিভিন্ন স্ট্যাটিউট, রুল ইত্যাদি তৈরী করতে সাহায্য করবেন।

এখানে যে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে তা ইউ, জি, সি,র সুপারিশ মতে প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের চাই। তাই কেন্দ্রের সব সুপারিশ মেনে নিয়েই এই বিলটি আমি হাউজের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কোন্ দল কত মিনিট করে সময় পাবেন। সি, পি, এম, ১২৩মিঃ কংগ্রেস-(ই)৭০ মিনিট টি, ইউ, জে, এস, ১৮ মিনিট নির্দল-৯ মিনিট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী এই হাউজে যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিল, ১৯৮৭, (ত্রিপুরা বিল নং ৭, ১৯৮৭,) এনেছেন সে বিল সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য ব্যক্ত করছি এবং এ সম্পর্কে দুয়েকটি বিষয়েও আলোচনা করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন ইউ, জি, সি, সম্পর্কে ও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সেখানে আমরা দেখেছি, এই খসড়া বিলে যে ইউ, জি সিব একমাত্র ১ জন প্রতিনিধ থাকবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ হয়েছে সেটা আমরা মেনে নিতে পারছিনা। স্যার, আমরা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যে একটি ইউনিভার্সিটি হউক চাই।

স্যার, আমরা নিশ্চয়ই চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক, ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটুক এবং সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরার আপামর জনসাধারন ও তাদের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ঘরে বসে লাভ করুক-বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণে তাদের এই ক্ষেত্রে অনেক বাধা হয়েছিল। স্যার, সেটা আমরা চাই এবং কংগ্রেস চিরদিনই এইটা চায়। স্যার, এইখানে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ এইটা বামফ্রন্ট সরকারে উদ্যোগ নিয়েছেন বলে বলা হয়েছে এবং এটা তাদেরই কৃতিত্ব বলে তারা দাবী করছেন-সেটা তো নিশ্চয়ই কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, সে ভিত্তিটা কি ? ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার যে উদ্যোগ, শিক্ষার-সুদূর যেদিন থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে যখন এই রাজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই দিন থেকেই এই উদ্যোগ চলেছে। আমি স্বীকার করছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত এবং আমি অকপটে বলতে পারি যে. এর ভূমিকা পূর্বতন কংগ্রেস সরকার শুরু করে গেছেন। বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন ? এই ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেইগুলির কোনটাকে হয়তো জুনিয়র বেসিক স্কুল থেকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে হাইস্কুলকে হায়ার-সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করেছেন। এবং সেটা করতে পারছেন কি জন্যে ? দুইটা কারণে সেটা করছেন-প্রথমতঃ শিক্ষা সম্প্রসারনের প্রধান ভূমিকা কংগ্রেস সরকার নিয়েছেন. দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রিয় সরকারের উদার অর্থ দান। কেন্দ্রিয় সরকার এই সরকারের হাতে শিক্ষার প্রসারের জন্য উদারভাবে অর্থ দিয়েছেন। কাজেই এককভাবে যে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব রয়েছে বলে তারা দাবী করছেন সেটা আমি মেনে নিতে পারছিনা।

স্যার, আজকে এই যে, ইউনিভারসিটির দাবী সেটা আমাদের বিরোধী হিসেবে দীর্ঘদিনের দাবী। স্যার, প্রথম সদস্য হয়ে ১৯৮৩ সালে প্রথম যে বাজেট এই সভায় পেশ করা হয়েছিল সেই বাজেটে আমার কাট মোশান ছিল-এইখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এইখানে "ল"কলেজ স্থাপ

করতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে হবে। আমার কাট মোশান ছিল এইটা কংগ্রেসের দাবী ছিল। সে সময়ে এই কাট মোশানের বিরোধীতা কে করেন? আজকে যিনি বিল এনেছেন, গর্ব করে দাবী করেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে চলছে, তিনিই তার বিরোধীতা করেছিলেন এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক সেটা আমরা চাই এবং এই শুভ উদ্যোগকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিলের যেসমস্ত ধারা এই বিশ্ববিদ্যালয় সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন, এইটা ইউ জি, সি, বাধ্য করেছেন তাদেরকে এই খসড়া গ্রহণ করতে। কিন্তু আমি তুলনা করে দেখছি যে, এই বিলটি দুই একটি জায়গা ছাড়া হুবহু ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার যে, বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট চালু করেছেন তার একটা প্রতিলিপি ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্যার, আজকে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে? সেখানে আমরা যদি বলি এই ১৯৮৭ সালে কোন সালের পরীক্ষা হচ্ছে? তাহলে আমরা দেখব সেটা হয়তো বা ৮৭ বা ৮৫ সালের কোন পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ লেটার গাড়ী ১২ টায় ছাড়া। আজকে এইটা হচ্ছে। স্যার, সময় কম না হলে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করতে পারতাম। আমি মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী করছি বিস্তৃত আলোচনার জন্য এইটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। সেখানে প্রতিটি ধারা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। তারপর এইটা সভায় আনা হোক। এই বিলে যে ত্রুটি রয়েছে, সেটা স্যার, এই অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করা সম্ভব নয়। স্যার, বিশ্ব বিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা আমরা চাই। কিন্তু আমরা চেয়েছিলম যে এখানে একটি কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় হোক। কি কারনে স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই বিলের ফাইনেনসিয়ালের মেমোরেণ্ডামে বলেছেন যে, "An estimated total amount Rs 184 lakhs appximately per annum will be required for the mwintenance of the proposed University out os which the not expenditure from consolidated fund of the State is estimated at Rs 155.7 Lakh approximately per annum. The remaining amount will be met from grant to be mabe by the University grants Commission and the Universstus of resources"

স্যার, এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিলে যে অবজেক্টসগুলি তুলে ধরেছেন সেই অবজেক্টসগুলি যদি ফুলফিল করতে হয় তাহলে আমি মনে করিনা যে এই অর্থ যথেষ্ট। এক একটা রাজ্যের পক্ষে সে সব অর্থ যোগান রাখা অত্যন্ত কঠিন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই অবজেক্টসগুলি ফুলফিল করার জন্যই এইখানে কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নেওয়া উচিত ছিল। সেই ব্যাপারে এইখানে একটি ফোরাম হয়েছিল। তাদের দাবীদাওয়াকে জানানোর জন্য মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এতটুকু সৌজন্যবোধও দেখতে চাননি। তারা চেয়েছিলেন শুধু একটু সাক্ষাৎকারে তাদের দাবীগুলি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জানাবেন। তিনি সেই সাক্ষাৎকারটুকু একটু বিবেচনা করতে পারতেন। দাবীগুলি মানতে পারা না পারা সেটা পরের কথা।

যাইহোক, আজকে এখানে উনি যে ভেনচার নিয়েছেন যে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। কিন্তু এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে বিল উত্থাপন করেছেন তাতে আমারা দেখছি যে, এটাইকে সরকারী কারাগারে সম্পূর্ণভাবে নিক্ষেপ করছেন, কারণ এই বিলের কোথায়ও গণতন্ত্রের ছিটেফোটাও নেই।

স্যার, এখানে যে সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ইউনিভারসিটি প্রশাসনে, এখানে একজন চ্যান্সেলার, গভর্নর ভাইস চেন্সেলার, কন্ট্রোলার অব একজামিনেশান, এই সমস্ত অফিসিয়ালের প্রভিশান রাখা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোন প্রো—ভাইস চেন্সেলারের প্রভিশান নাই, যেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। যেখানে প্রো-ভাইস চেন্সেলারের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে, একজন একাডেমিক সেল, আর একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেল দেখবেন, যিনি ভাইস-চ্যান্সেলারের আওয়ে বা নির্দেশে কাজ পরিচালনা করবেন। স্যার, এখানে যে রেজিস্ট্রেরের পোস্ট সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে দেওয়া হয়েছে একাডেমিক সাইড, আর একজন অফিসার ফিনান্স সাইড। অর্থাৎ রেজিস্ট্রার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইডটা দেখবেন। তার অর্থ কি? তার নিয়ন্ত্রনটা কোথায়? রেজিষ্ট্রার স্টেট গভর্ণমেন্টের অ্যাপয়েন্টেড থাকবেন। স্বভাবতই সেই রেজিষ্টার ষ্টেট গভর্ণমেন্ট যেভাবে নির্দেশ দেবেন, সেইভাবেই কাজ করবেন। সেখানে ভাইস-চ্যান্সেলারকে একদম ঠুটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। ফিনান্স অফিসার যিনি হবেন, তাকে ডেপুটেশনে আনা হবে। সেটাও ষ্টেট গভর্ণমেন্টই করবেন। তার অর্থটা কি? এই যে ইউনিভাসিটি, তার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইড, তার ফিনান্স সাইড, সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করবেন রাজ্য সরকার। সেখানে ভাইস-চ্যান্সেলার থাকবেন। তিনি একজন ঠুঁটো জগন্নাথ। এই ব্যবস্থা কেন করেছেন? একটিমাত্র কারণ, কোন কারণে যদি ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁদের মনোমত না হন, এখানে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাদের মনোমত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সমস্ত কিছুই রাজ্য সরকারের ব্যাপার। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারোপ করবেন, ইউ, জি, সি,-এর উপর দোষারোপ করছেন, একজন ইউ, জি, সি,-এর প্রতিনিধি ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই নেই।

বিস্তারিত আলোচনা করার যথেষ্ট রয়েছে। আজকে এখানে যে-সমস্ত বডি রয়েছে, সেটা হয়েছে—" 9. (1) The Vice Chncellor Shall be a whole-time salaries officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst a panel or not less than three names submitted to him in alphabetical order by a Committee consisting the following :

a) A nominee of the Chancellor

b) A nominee of the Syndicate

c) A nominee of the State Government ; and

d) A nominee of the Chairman University Grants Commission."

অর্থাৎ চার জন নমিনি থাকবেন। সেখানে আমরা দেখছি নমিনি অবদি চ্যান্সেলার। তিনি কে? গভর্ণর। তিনি কার দ্বারা গাইডে হন? অন দি অ্যাডভাইস অব দি স্টেট গভর্ণমেন্ট তার কাউন্সিল অব মিনিষ্টার্স। তিনি ষ্টেট গভর্ণমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ।

আর একটা আমরা ডিফেক্ট দেখছি স্যার, আজকে এখানে যতই সিণ্ডিকেট বলুন সিনেট বলুন, সকলের টার্মস্ অব অফিস হচ্ছে চার বছর। আমি জানিনা প্রিন্টিং মিষ্টেক কিনা। এখানে ভাইস চ্যান্সেলারের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে তিন বছর। অথবা আটিল হী এটেন দি এজ অব সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স, হুয়িচেভার ইজ আর্লিয়ার। আজকে এই যে অবস্থাটা হলো, অন্যান্য যারা থাকবেন, তারা চার বছর থাকবেন, যেমন রেজিষ্ট্রার বা ফিনান্স অফিসার অথবা ৬৫ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত, যেটা আগে হয়। যদি এক বছর পরে তার ৬৫ বছর হয়ে যায় বয়স, তাহলে বলতে পারেন নুতন আর একজন আসবেন। কিন্তু এই পলিসির মধ্যে বা প্রশাসনের মধ্যে একটা বিরাট অসুবিধা সৃষ্টি হবে। সেই কারণে আমি মনে করি সকলের একরকম টার্মস্ অব অফিস হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা করা হয়নি, স্যার।

পাওয়ার্স অবদি ভাইস-চ্যান্সেলার-সেখানে বলেছেন—' Tne Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University. He shall by virtue of his office be the ex-officio Chairman of the Senate, the Syndicate, the Academic Council, the Planning Board and the Finance Committee and also the Chairman of any other authority or body of the University or which he may be a member'.

স্যার, এখানে উনাকে বলা হয়েছে প্রিন্সীপাল এক্জিকিউটিভ। আবার এখানে-

'The Registrar shall be a whole- time officer of the University and shall be appointed by the Syndicate on the recommendation of a Committee consisting of the Vice-Chancellor as Chairman, two mominees of the Syndicate, a nominee of the Chancellor and a nominee of the State Govenment. He shall be appoimted for such period and on such terms and condtions as may be prescribed "

Again, in 15 'Tne Registrar, shall be the Principal officer of the University. প্রিন্সীপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটির এবং এক্জিকিউটিভ। হোয়াট ইজদি ডিফারেন্স? কে কার কতৃত্ব মানবে? উনি কি বাধ্য? এখানে কি একটা নৈরাজ্য দেখা দেবে না? এখানে বলা হয়েছে, সিনেট, সেণ্ডিকেট, একাডেমিক কাউনসিল। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু সিনেটের মেমবার কারা হবে?

The Senate shall consist of the following members :—

(a) Ex-Officio members.

i) The Chancellor ;

ii) The Vice-Chancellor ;

iii) The Deans of the Faculty Councils for Post-Graduate studies ;

iv) The Head of the Post-Graduate Department ;

v) The Secretary, Education Department, Government of Tripura ;

vi) The Secretary, Finance Department, Government of Tripura or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Tripura ;

vii) The Secretary, Law Department of Tripura.

viii) The President, Tripura Board of Secondary Education ;

ix) The principals of Constitutent Colleges ;

(b) Elected members ;

x) Not more than three professors of the University (other than Heads of Departments) belonging to Departments under separate Faculty councils for Post Graduate studies, elected jointly by the Professors of the University (other than Heads of Departments) ;

xi) Not more than 3 Readers and 3 Lecturers of the University, other than Heads of the Departments, elected by such teachers from amongst themselves.

xii) Three Teachers other than Principals of whom at least one shall be a woman elected by the Teachers of affiliated Colleges from amongst themselves ;

xiii) Three Principals of which at least one from professional Colleges elected by the Principals from amongst themselves ;

xiv) Two members of the Tripura Legislative Assembly elected by the members of the Tripura Legislative Assembly ;

xv) One member of the Tripura Tribal Areas Atuonomous District Council to be elected by the members of the District Council ;

xvi) Three regular post-graduate students of the University, of whom at least one shall be a lady student, elected by an electoral college of such students constituted in the manner prescribed.

xvii) Two regular undergraduate students of the affiliated Colleges elected by an electoral College of such students constituted in the manner prescribed.

এখানে কি ধরণের একটা বৈষম্য করা হয়েছে তার ? সংখ্যার কারা বেশী ? কলেজের ছাত্ররাই সংখ্যায় বেশী । কিন্তু তাদের রিপ্রেজেনটেশান হচ্ছে দুই জন। আর পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্য হচ্ছে ৩ জন।

তারপর, এখানে বলা হয়েছে one member elected by the members of the non-teaching staff of the University from amongst themselves and one member elected by the members of the non teaching staff of the colleges from amongst themseilves. Then four persons to be nominated by the State Government :—

a) one shall be from the members of the registered trade unions within the territorial jurisdiction of the University ;

b) one shall be primary school teacher within the territorial jurisdiction of the University.

c) one shall be a secondary school teacher within the teritorial jurisdication of the university ; etc.

স্বাভাবিকভাবে, এটা এখানে বলা যায় যে অন্যান্য দল-এর একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার মত যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, তার মত অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন, তাতে সে যেতে পারবে না, কারণ সেখানে নমিনেশানের প্রশ্ন, ইলেক্‌শানে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কেন তারা ইলেক্‌টেড হতে পারবে না? ডেমোক্রেসির খাতিরে তো তাদের ইলেক্‌টেড হওয়ার কথা ছিল। তারপরে আছে— two persons having special interest in the university, of whom one shall be a person representing the professions of industry or agriculture and one shall be a person having interest in the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community nominated by the Chancellor. Then five Registered Graduates of the University living within the territorial jurisdiction of the university to be elected by such Registered Graduates from amongst themselves. এটা অবশ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেও আছে যে তারা ইলেকটেড হবে। যা হউক, এ সমস্ত জিনিসগুলি বিবেচনা করে আমরা দেখছি, এই যে বিল এনেছেন এবং তাতে যে-সমস্ত প্রভিশন রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত মারাত্মক, স্যার। তার ফলে কি হবে? এখানে যেহেতু সি, পি, এম, সরকার শাসন করছেন, তাদের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে। কিন্তু এটাও তো হতে পারে, সেখানে কংগ্রেস আসতে পারে (রুলিং বেনচ—হ্যাঁ, আসবে অপেক্ষা করুন), হ্যাঁ, আমি বলছি আসতে পারে, আপনারা হয়তো স্বপ্নে দেখছেন যে আপনারা চিরদিন থাকবেন। স্যার, তখন কি হবে? কাজেই সেদিক থেকে উনারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে উনারাই চিরদিন থাকবেন, অন্যরা কোন দিন আসবেন না? আমরা মনে করি না, সেভাবে দেখা উচিত। শিক্ষা হবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম, শিক্ষা হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের একটা মাধ্যম। সেটা কি এই বিলে করা সম্ভব হয়েছে? সেই কারণে আমি আবেদন রাখছি যে এটাকে এভাবে গ্রহণ না করে, এটাকে যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান, তার জন্য একথা টাইম করেও দিতে পারেন, আমি অবশ্য মনে করছি হয়তো একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার, তবুও আমি বলছি যে একটা টাইম-লিমিট করে দিয়ে এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান, তাহলে মাননীয় সদস্যরা এটাকে আরও ভালভাবে বিবেচনা করার সুযোগ পাবেন। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে ইউনিভারসিটি বিলটা এনেছেন, আমি তাকে স্বাগত জানাই। তবে এর মধ্যে যে কতগুলি অসংলগ্ন নেই, তা নয়, আছে। মাননীয় বিরোধী দল নেতা এখানে এর সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন যেমন প্রো-ভাইস-চেন্সেলারের পদ নেই কেন? কলকাতা ইউনিভারসিটিতে এই পোষ্ট আছে এখানেও যে সেটা থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমাদের ভারতবর্ষে ১০০-এর বেশী ইউনিভারসিটি আছে, সবগুলির আইন কানুন একই রকম হতে হবে, এর কোন মানে নেই। বরং বলা যায় এক রকম নয়। যার যার রাজ্যে যে-রকম সুবিধা, সেই রকমভাবেই পোষ্ট ক্রিয়েশান হয়। সে যা হউক, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ইউনিভারসিটির মত একটা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খুবই দরকার। আর এখানে যে-সমস্ত প্রভিশন রাখা হয়েছে বিশেষ করে সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স এ্যাণ্ড সিডিউলড্ কাস্টদের জন্য, এগুলি খুবই এনকারেজিং এবং এ্যাপ্রিসিয়েবল। কিন্তু মাননীয় অপোজিশান লীডার যে কথা বলেছেন, সেটা একটা বড় প্রশ্ন যে আমরা ফাণ্ড কোথায় থেকে পাব? একটা ইউনিভারসিটি করতে গেলে, তার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন, ইউনিভাসিটির যে-সব প্রজেক্ট, সেগুলি করতে গেলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে, আর তা নাহলে এটা স্বাধীন এবং সার্বভৌমভাবে কাজ করতে পারে না। কাজেই আমি বলছি না যে, এটার পরিবর্তে আমরা সেন্ট্রাল ইউনিভাসিটি চাই, কিন্তু উচিত রাজ্য সরকারেরই সেন্ট্রাল ইউনিভাসিটির দাবী করা উচিত। কারণ, আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুরে বিদ্যাসাগর ইউনিভাসিটি মাত্র দুই বছর আগে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখন সেটা টাকার অভাবে ধুঁকছে। আবার এটাও ঠিক নয় যে সেন্ট্রাল ইউনিভাসিটি করলেই একমাত্র সমাধান। এখন শিলং-এ যেটা নর্থ-ইষ্টার্ণ ইউনিভাসিটি, যেটাকে সেন্ট্রাল ইউনিভাসিটি বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এখন সেটাকে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। এই বছরের মধ্যেই সেটা বোধ হয় মেঘালয় সরকারের হাতে চলে যাবে। কারণ দিল্লী থেকে একটা ইউনিভাসিটি পরিচালনা করা, অনেক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আর সম্ভবও হয় না। একটা সরকার কাছাকাছি থাকলে পরে যতটুকু সহজভাবে দেখাশুনা করতে পারেন, সেটা দিল্লী থেকে তত সহজে দেখাশুনা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি বলছি না যে সেন্ট্রাল ইউনিভাসিটিই একমাত্র সমাধান। তবে যেহেতু আমাদের রিসোর্সেস কম, আমাদের ইনকাম কম সেক্ষেত্রে কয়েক বছরের জন্য হলেও যদি আমরা কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে এটা আদায় করতে পারি, তাহলে এটা কম কথা নয়, তাদের উপর চাপিয়ে আমরা প্রজেক্টগুলি যদি স্টার্ট করে দিতে পারতাম, তারপর তারা যদি বলে, নিয়ে নাও, তখন আমরা নিয়ে নিতে পারতাম। আর এটা হলে কাজটা আরও বেশী সহায়ক এবং সহজ হত। আর এখানে যে-সমস্ত পোস্টের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির যে প্রয়োজন নেই, তা নয়, সেগুলির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কারণ, এখানে পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিনেট অথবা সিণ্ডিকেটের নির্বাচন করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ একটা কাউন্সিল সেটা চালাবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, একটা কাউন্সিলের উপর তো আর বছরের পর বছর একটা ইউনিভাসিটি চালাবার ভার দেওয়া যায় না। এর সম্পর্কে আমার মনে হয়, একটা টাইম-লিমিট রাখার প্রয়োজন

আছে, কারণ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা যেটা দেখছি যে, ৬ মাস পর পর সেটা বত খুশী বৃদ্ধি করা যায়। তাই আমি মনে করি, সেই রকম না করে একটা টাইম-বাউণ্ড ব্যবস্থা রাখলে সুবিধা হত। তারপর সিনেটের ব্যাপারে নমিনেশানটা কিছু অসংলগ্ন বলে আমার মনে হয়, এতে ৩ জন প্রফেসার থাকবেন, ৩ জন রীডার, ৩ জন লেক্‌চারার, ৩ জন কলেজ টিচার্স, ৩ জন প্রিন্সিপাল, ২ জন এম, এল, এ, ১ জন এম, বি এস, থাকবেন, এর মধ্যে কোন গড়মিল নেই, যেন একটা সরল অঙ্কের হিসাব। আরও থাকবেন ২ জন পি, জি, ষ্টুডেন্টস, ২ জন ইউ, জি, ষ্টুডেন্টস। কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটিতে স্টাফিং বলতে কয় জন প্রফেসার থাকেন? ১০, ২০ অথবা ২৫ জন বেশী হলে ৫০ জন, তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৩ জন রিপ্রেজেন্ট করবেন? আর কতজন লেক্‌চারার থাকবেন? ১০ থেকে ১৫ জন তাদের থেকেও ৩ জন রিপ্রেজেন্ট করবেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৮টা কলেজ আছে, তার টিচিং স্টাফ বলতে ৩০০ থেকে ৪০০-এর বেশী হবে না। তার থেকে মাত্র ৩ জন, এটা বোধ হয় একটা অসামঞ্জস্য বলে মনে হয়। ৩ জন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস, ২ জন কলেজ ষ্টুডেন্টস—৮টা কলেজে কম করে হলেও ২৫০০ ছাত্রছাত্রী থাকবে, আর ইউনিভার্সিটির ষ্টাটিং এ ২০০ থেকে ৩০০ ছাত্রছাত্রী থাকবে ওদের যে প্রতিনিধির সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, এটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আর মাত্র ২ জন এম, এল, এ, এই যদি হয় তাহলে তো আমরা বিরোধী দলের থেকে কোন সুযোগই পাব না, আপনারাই সব নিয়ে যাবেন। এখন বোর্ডে অবশ্য এই রকমই নিয়ম আছে, তাতে আমাদের দল থেকে সেখানে ৩ জন প্রতিনিধি আছে। এটা অবশ্য আপনারা দিচ্ছেন বলে আমরা পাচ্ছি, কিন্তু যদি ইলেক্‌শানের প্রশ্ন আসে, তখন আমরা পাব না। আর আপনাদের এখন যে মনোভাব আছে, পরবর্তী সময়ে অন্য সরকার আসলে যে সেই মনোভাব পোষণ করবেন, তাতো হয়না। আর একটা সরকার আসলে তারা হয়তো এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বল্‌বেন যে-নো ইলেক্‌শান। সেই ক্ষেত্রে অপোজিশানের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু সংখ্যাটা যদি আর একটু বাড়ানো যায়, তাহলে হয়তো সেইক্ষেত্রে অপোজিশানকে রুলিং পার্টির দয়ার পাত্র না হয়ে এই সুযোগটা পাওয়ার সুবিধা থাকবে। এখন অবশ্য দয়ার পাত্র হিসাবে আপনারা নমিনেশানে নিচ্ছেন বলে আমরা পাচ্ছি। তারপর যেটা করা হয়েছে, আমার মনে হয় এটা পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে করা হয়েছে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় ভাইস-চেন্সেলার, প্রো ভাইস চেন্সেলার এবং রেজিষ্টারের মধ্যে কন্‌ফ্লিক্ট হয় আর এরজন্য বোধ হয় কয়েকটা পোষ্ট এবলিষ্ট করা হয়েছে এবং তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই সম্পর্কে বিরোধী নেতা যে কথাটা বলেছেন, এটা ঠিক যে এ্যাক্সিকিউটিভ আর এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ একথা দুইটির অর্থ কি? এটাতে তো অটোমেটিক কন্‌ফ্লিক্ট লাগবে। এ বল্‌বে আমি এ্যাক্সিকিউটিব, আমি হ্যাভ্‌ষ্ট অথরিটি টু এ্যাক্সিকিউট, অন্য দিকে রেজিষ্ট্রার বল্‌বেন আমি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, আই হ্যাভ এভ্‌রি রাইট টু ইম্‌প্লিমেন্ট অল দীজ থিঙ্গস। এই হলে তো দেখছি যে আপনারা এর মধ্যে কন্‌ফ্লিক্ট ইন্‌ভাইট করছেন। তাই সুধীর বাবুর কথাই বলতে হয় যে, শতাধিক ইউনিভার্সিটি আছে, যেমন বেনারস ইউনিভার্সিটি নাম করা, এই

সবগুলিতে যে-সব আইন-কানুন আছে, সেগুলি টানি করে আমরা যদি আগামী ৩ মাসের মধ্যে এটাকে আবার বিবেচনা করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয়, ভাল হয়।

এই কথা বলে আমি যে ইউনির্ভাসিটি স্থাপনে পিছু মনোভাব নিয়েছি তা নয়। তাড়াহুড়ো করে এটা করা ঠিক নয়। ১৯৮৫ সালে তো এগ্রিকালচারেল লেবার অ্যাকট পাশ হয়েছিল কিন্তু আজও তো সেটা ইম্পলিমেণ্ট হয়নি। কাজেই আইন করাটা বড় কথা নয়। সেটা প্রোপারলি এক্সিকিউট হতে হবে। পড়ে যদি এটার উপর আবার অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে হয় সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষে ক্রেডিবিলিটি হবে না। এখানে বলতে পারি যে অ্যাকাউন্টস কমিটিতে অনেক অশিক্ষিত এম, এল, এ থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক থেকে তারা জ্ঞানী। আমরাও আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আরও চিন্তা করা উচিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপ মুখমন্ত্রী আজকে এই হাউসে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য এই বিল পেশ করেছেন। আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কাছে বামফ্রন্ট সরকারের একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে। কারণ ত্রিপুরার মানুষ, এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হউক এই আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন যাবত মনে পোষণ করতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের এই ত্রিপুরার ভৌগোলিক কারণে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, পরীক্ষাপত্র, ইত্যাদি নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হত। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতো। এ জন্য ছাত্র, অধ্যাপকদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হত। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হত। এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হলে এই সমস্ত অসুবিধা দূর হবে। আমরা অনেক সময় দেখছি ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু রেজাল্ট কবে বের হবে তার কোন ঠিক নেই। একটা অনিশ্চয়তার দিকে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হত। তাদেরকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হত। এই বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত অসুবিধা দূর করতে সহায়তা করবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য আছে। এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ত্রিপুরার ভৌগলিক পরিবেশের কথা চিন্তা করেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে, এই ইউনির্ভাসিটির বিলে নাকি গণতন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই বিলে এই ধরনের কোন আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে আমরা চেয়েছিলাম গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। এটা গড়া হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে। এখানে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কংগ্রেস রাজত্বে এটা মুখে উচ্চারণও করেনি যে, ত্রিপুরার একটা নিজস্ব বিশ্ববিদ্যাল হউক। কোনদিনও দাবী করে নাই।

কোন দিন দাবী করেছেন ? কোন দিন কোন মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন কংগ্রেসের এই ৩০ বছরে রাজত্বে ? তা আমরা দেখিনি। এমন কি, বামফ্রন্টের এই ৯ বছরের শাসনেও একদিনও আলোচনা সময়ও তাঁরা ইউনিভার্সিটি চাননি। আজকে শিক্ষা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলছেন। শিক্ষা নিয়ে য

সব কাণ্ড ঘটিয়েছেন আপনারা। ১৯৭২ সালে আমরা কংগ্রেসী রাজত্বে এম. বি, বি, কলেজ—যে কলেজ ঐতিহ্যে মহান ছিল, এই কলেজে আমরা যখন পড়তে আসি সে-সময় আমরা পড়াশুনা করতে পারতাম না, পরীক্ষা দিতে পারতাম না, সে সময়ে আমাদের কমরেডরা খুন হয়েছে। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতেও আজকে শিক্ষার নামে নৈরাজ্য কায়েম করতে চাইছেন আপনারা। আজ এখানে বলা হয়েছে, এই ইউনিভার্সিটি কংগ্রেসের দাবী, এতে বামফ্রন্টের কোনই কৃতিত্ব নেই। এটা যেন, 'ভূতের মুখে রাম নাম শুনাচ্ছে'। স্যার, এটাই বুর্জোয়া ব্যবস্থার নিয়ম। সাধারণ মানুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হউক, সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসুক, সেটা তাঁরা চান না বলেই, অহেতুক বিলম্বিত করতে চাওয়া হচ্ছে। স্যার, এটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরোধীতা। আমি অনুরোধ করব, বাস্তবকে বুঝতে আপনারা শিখুন। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালার দিকে লক্ষ্য রাখুন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে কিভাবে তারা রায় দিয়েছেন। দেখুন কাজে কাজেই এই বিলকে ঐতিহাসিক বিল বলে আমি বর্ণনা করতে চাই। এই বিল অবিলম্বে প্রযোগ করা হউক এই দাবী জানিয়ে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক এই ঐতিহাসিক যে সিদ্ধান্ত—বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রস্তাব সে সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র। আজকে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রস্তাব এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এনেছেন এই সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে একটি দিকে লক্ষ্য করতে হয়। স্যার, এটা বিদ্যালয় নয়। নামটি বিশ্ব-বিদ্যালয়। বিশ্বের চিন্তার সাথে বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত, কাজেই এটা বিচার করতে হবে, চিন্তা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন, গবেষণার উন্নতি সাধন, ভারতীয় শিক্ষার চিন্তা ধারা। আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের মান চিরদিন অম্লান থাকুক এটা আমাদের চিন্তা করা উচিত। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্যামা বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটা সত্যি কথা, ত্রিপুরার অল্প রাজস্বের উপরে সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে এত বড় চিন্তা ধারার কি যৌক্তিকতা আছে? স্যার, এটা আজকে চিন্তার সময় এসেছে। স্যার, ১টা এন্‌সকপলজি বই আর ৩১টা ছাত্র নিয়ে মেদিনীপুরে বামফ্রন্ট সরকার যে বিদ্যাসাগরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছিলেন তা আজও ধুঁকছে। কাজেই এ দিকটিও আমাদের চিন্তা করতে হবে। স্যার, এই ভবিষ্যৎ দিকটি চিন্তা করার জন্যই এখানে আমি দৃষ্টান্তটি দিয়েছি। বামফ্রন্টকে হেয় করার জন্য নয়। যেটা বাস্তব সেটাই বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে ৯টি ডিগ্রী কলেজ, একটি পলিটেকনিক কলেজ, ১টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট কলেজ, আইন কলেজ সবই আছে। এমন কি পোষ্ট গ্রেজুয়েট ক্লাসও হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে নেই তাই আপনার মাধ্যমে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি। এই সেণ্টারে কতজন শিক্ষক আছেন? যারা আছেন তাদের কিছু ডেপুটেশনে এসেছেন, কিছু পার্ট-টাইম হিসাবে কাজ করছেন। ওটাতে কয়েকটি বিষয় আছে, যথা :— বাংলা, ইকনমিকস, মেথামেটিকস্ লাইফ সাইন্স। কয়েকটি ক্লাস নিয়ে যে পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেণ্টার খোলা হয়েছে সেখানে

আমাদের নিজস্ব কোন শিক্ষকই নেই। কাজেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আমরা চালাতে পার না বলেই আমার বিশ্বাস। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দাবী উঠেছে একেবারে তার যৌক্তিকতা নেই তা নয়। আমরা দেখেছি, কিছু প্রাক্তন শিক্ষক তাঁদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে গত ৮,৭,৮৬ইং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটিশন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আমরা জানি না। স্যার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়, আদিবাসি তপশীলি জাতি-উপজাতি সমাজের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ, তাদের কথা চিন্তা করে মূল ভারতবর্ষে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।

স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে মনোভাব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বিকাশ সাধন সেটাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি পারছি না। ত্রিপুরা রাজ্যে যে রিসোর্স আছে— এগ্রিকালচার বলুন, হরটিকালচার বলুন, ফরেষ্ট বলুন এগুলি আমাদের দরকার আছে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য। মাননীয় ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার হাউসে উপস্থিত আছেন, তাঁকে আক্রমণ করার জন্য আমি বলছি না, আজকে কারখানাগুলির কি অবস্থা ? কি হচ্ছে এই কারকানাগুলিতে, কোথায় এর গলদ সেটা খুঁজে দেখা দরকার। আজকে কৃষি জমিগুলিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই, যে নদী আছে সেগুলির নাব্যতা নেই। দেখা যাচ্ছে। নদীগুলির জল শুকিয়ে কেবল পড়ে আছে, নীচের মাটি দেখা যাচ্ছে। আজকে নদীগুলি যে শুকিয়ে যাচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে রিসার্চ করার প্রয়োজন আছে। আজকে হিউম্যান রিসোর্স কোথায়, সেগুলি নিয়ে যে গবেষণা করবে সে রিসোস ত্রিপুরায় কোথায় আছে? আমাদের লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই আমাদের রিসোস কম, আমাদের নির্ভর করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। স্যার, সিণ্ডিকেটস। সিনেট সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন রিপ্রেজেন্টেটিভ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারে রিপ্রেজেন্টটিভ কে ? যিনি কৃষক সভার নেতা, যিনি টি, জি, ই, এর নেতা উনারাই হবেন রিপ্রেজেন্টটেটিভ। সেখানে একটা রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা ছাড়া আর কি হবে ? সুতরাং এটার প্রতিবাদ না জানিয়ে আমি পারছি না। সুতরাং সামগ্রিক দিক থেকে চিন্তা করে মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে সমর্থন করে বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। বিভিন্ন দিক থেকে ইউ, জি, সি, থেকে যে বাধা দেওয়া হয়েছে সেগুলি আমাদের পরীক্ষা করে দেখার দরকার আছে। সুতরাং বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠনোর জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(শ্রীকেশব মজুমদার) :— মিঃ চ্যায়ারম্যান আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী আজকে হাওসে "ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিল, ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮৭) উত্থাপন করেছেন এবং

আলোচনার জন্য এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। স্যার, আমি বিলটাকে সমর্থন করছি এই কারণে যে, এই বিলটা বিধানসভাতে উত্থাপিত হয়েছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব। এর ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানচিত্রে ত্রিপুরা রাজ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে চিহ্নিত হলো। এই বিলের মধ্যে দিয়ে এবং ত্রিপুরা বাসীর দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্খা বাস্তবে রূপায়িত হলো। স্যার, ত্রিপুরাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী ছিল এই রাজ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিগত ৯ বৎসর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্কুল-কলেজগুলিকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বিন্যাস করেছেন। আমরা দেখেছি এই সরকার আসার পর রাজ্যে ৩টা নূতন কলেজ হয়েছে এবং আরও দুটো কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেসরকারী কলেজ যা ছিল সেগুলিকে আইন করে বামফ্রন্ট সরকার অধিগ্রহন করেছেন। এখানে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে, এই সরকার আইন করে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে একটা আর্ট কলেজ আছে, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল ইনষ্টিটিউট আছে-যদিও এখান থেকে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়, বি, ফার্মা পড়ার মত কোন সুযোগ নেই, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে দিয়ে আরও সুযোগ আসবে অদুর ভবিষ্যতে। এখানে একটা বি, টি, কলেজ আছে একটা ফিজিক্যাল এডুকেশান কলেজ আছে পানিসাগরে। শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের অধিক মনোনিবেশের ফলেই আজকে এই রাজ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নেবার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দেখেছি বিগত কয়েক বছর যাবত এখানে পি, জি, সেন্টারকে বিশেষ ভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে। সেখানে পি, এইচ, ডি করার সুযোগ ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ওখানে একটা এ্যাগজামিনেশান সেল গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি দূর করা যায়। এই মনোভাব নিয়েই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, যার ফলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার মত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, এই বিলের মধ্যে বলা হয়েছে—টু অর্গানাইজ স্পেসিয়েলাইজড ডিপ্লোমা-কিসের ক্ষেত্রে? যেমন, উপজাতিদের যে ভাষা সেটাকে আরও বেশী করে কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, উন্নতি করা যায়। উপজাতিদের সংস্কৃতি, পলিসী প্ল্যানিং, ফরেষ্ট একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। সেগুলিকে কিভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংযোজিত করা যায় বিলের মধ্যে তার সংস্থান রাখা হয়েছে। এভাবে ভাষা, কালচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সুযোগগুলি কি ভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে।

এটা প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় এই সব জিনিষ বিবেচনা করতে পারে সেই অবজেকটিভের মধ্যে দেখছি তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে সিণ্ডিকেটটা গঠন করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর উপরে বিরোধী দলের নেতা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, উনি এখন এখানে নেই. এই সিণ্ডিকেটের মধ্যে আমরা দেখি, তার সিনেট সেণ্ডিকেট

ইত্যাদি গঠনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার যে নীতি সেই নীতি আমাদের রাজ্যে কার্যকরী করার চেষ্টা করেছেন ইউনিভারসিটি গ্র্যান্ট কমিশনের মধ্য দিয়ে যেহেতু সেই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরী, তার দৃষ্টি ভঙ্গী তার নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ইউনিভারসিটি গ্র্যান্ট কমিশনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যে সরকারের অনেক প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছে, খর্ব করা হয়েছে। ভারতবর্ষ একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ, এখানে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা দেশ চালাচ্ছেন, শোষক শ্রেণীর হাতে যখন দেশের শাসন ব্যবস্থা থাকে তখন কি শিক্ষা নীতি, কি অর্থ-নীতি, কি শ্রম নীতি সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে শোষক শ্রেণী এমন ভাবে তার নীতিগুলিকে এই দেশের মধ্যে চালু রাখার চেষ্টা করে যাতে সেই দেশের মধ্যে যারা শোষিত অংশের মানুষ কি কৃষক, কি শ্রমিক তার উপর তাকে তাপিয়ে দেওয়া হয় তাদের অধিকারকে বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া হয় না। কাজেই আমরা দেখলাম, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই জিনিষ চলছে কিনা এবং রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া উপ জাতি, তপশীলিজাতি বিভিন্ন অংশের মানুষের রীতি, নীতি, সংস্কৃতি এই সমস্ত কিছুকে সামনে রেখে কিভাবে শিক্ষাকে সাজাবেন সেই ধরনের পদক্ষেপ নেবার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যখন খসড়া বিল পাঠানো হলো ইউ জি, সি থেকে তার মধ্যে যথেষ্ট ভাবে কাট-ছাট করলেন কোন্ কোন্ জায়গাগুলি কাটলেন? স্যার, আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বিধায়ক অথবা সুধীর বাবু উনারা কেউ বললেন না এই কথাটা যে, রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন যে সিনেটের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকুক, কৃষকদের প্রতিনিধি থাকুক শিক্ষার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধি থাকুক, সেকেণ্ডারীর শিক্ষকরা থাকুক অর্থাৎ সর্ব স্তরের মানুষের একটা প্রতিনিধিত্ব সেখানে থাকুক যাতে শিক্ষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকল অংশের মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারেন, সকল অংশের মানুষ মতামত দিতে পারেন যে জিনিষটা বামফ্রন্ট সরকার চেয়েছিলেন। কেন, তা হল না কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বলে কি কৃষক তার মতামত দিতে পারেন না? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলে কি কারখানার শ্রমিকদের কি ধ্যান-ধারনা শিক্ষা সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন না? তাদের সেই অধিকার কেড়ে নিলেন কেন নিয়েছে ইউনিভারসিটি গ্র্যান্ট কমিশন। আমরা বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের কাছে স্পষ্ট ভাবে এই সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মধ্যে নেই, ইউ, জি, সি ঠিক করেছে ওরা স্পষ্ট ভাবে বলেননি কিন্তু পরোক্ষ ভাবে ওরা এই জিনিষটাকে সমর্থন করলেন সে দিন এটা অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে ইউ, জি. সি বললেন যে, সিনেট থাকা বা কেন? সিনেটকে রাখতে ওরা রাজী ছিলেন না। এর কারন কি? কারণ কেন্দ্রীয় সকারের যে খসড়া সেখানে তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে একটা ভাল অংশ সিণ্ডিকেটের মধ্যে, কাজেই সেখানে এই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার দায়িত্বটা অর্থাৎ তারা চান বড় লোকের স্বার্থে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে শিক্ষা কিছু বাছাই করা শুধু পণ্ডিত লোক তৈরী করে, সর্ব্ব সাধারণ যাতে না জানেন। তারা আতঙ্কিত যে যেখানে নির্বাচিত সদস্য বেশী থাকবে তার হাতে যদি ক্ষমতা বেশী থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা চলে যাবে। শিক্ষায় চেতনা বাড়ায়, চেতনায় বিপ্লব আনে আর সেই তার জন্যই যারা শোষক শ্রেণী

প্রতিনিধিত্ব করেন তারা তার মধ্যে বিপ্লবের বারুদের গন্ধ দেখতে পান এবং তার জন্য যতটা সঙ্কুচিত করে রাখা যায় যতটা সেখানে খর্ব করে রাখা যায় এই জিনিষগুলি আমরা দেখলাম। ইউনিভারসিটি গ্র্যান্ট কমিশন তাদের ক্ষমতাকে সেখানে প্রয়োগ করলেন তাদের ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, তারপর যখন কিছুটা ক্ষমতা রাখতে হয় ক্ষমতা কাটা হলো, কেটে সেখানে ১৭টি ক্ষমতা সিনেটের হাতে দেওয়া হয়েছিল, কাট ছাট করে সেখানে রাখা হয়েছে মাত্র ৪টি এবং সেখানেও বলা হয়েছে এটা কোন ডিসিশ্যান মেকিং বডি হবেনা, এটা হবে এডভাইসারি বডি। কারণ এখানে নির্বাচিত সদস্যরা থাকবেন, কাজেই এই জায়গায় কোন ক্ষমতা দিতে তারা আতঙ্কিত হবেন এবং সিণ্ডিকেটের মধ্যে কি দেখা গেল, সিণ্ডিকেটের মধ্যে দেখা যায় কোথায় ডেরিয়েশ্যান। এই যে রাজ্য সরকারের তৈরী করা বিল এবং ইউ, জি, সির অনুমোদিত বিল তার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? এই সিণ্ডিকেটের মধ্যে আর একটা পার্থক্য হচ্ছে যে, যারা ইলেকটেড মেম্বার তাদেরকে সেখান থেকে তাড়ান সমস্ত নমিনেটেড এবং এই বিলের মধ্যে সব জায়গায় যেখানে আমরা জানি ইউনিভারসিটির মধ্যে এই তো তার সমস্ত কিছু আছে কিন্তু সেখানেও প্রতি জায়গায় তার উল্লেখ করতে হয়েছে যে উনি চ্যান্সেলার এটা উল্লেখ করেছেন, তার ক্ষমতাকে এখানে আরও বড় করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে করে কোন অবস্থাতেই জন প্রতিনিধিত্ব মানুষের চিন্তা তার মধ্যে স্থান না পেতে পারে এই যে এখন ১৫ জনের সিণ্ডিকেট তার মধ্যে মাত্র ২ জন সিনেট থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আর বাকী ১৩ জন হলেন গভর্ণমেণ্ট হ্যাজ বীন প্লিজড্ অর গভর্ণর হ্যাজ বীন প্লিজড্ বলা হবে, আর চ্যান্সেলার হ্যাজ বীন প্লীজড্ বলা হবে, কাজেই এই যে জিনিষগুলি আমরা সমর্থন করছি এই কারণে যে একটা বিল হবে, আইন হবে তার মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষার একটা নূতন দরজা ত্রিপুরা রাজ্যের আগামী দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুলবে, শিক্ষার প্রসার ঘটবে। কাজেই তার জন্য যেহেতু ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার বাইরে চলবার মত ক্ষমতা রাজ্য সরকারের সীমিত, কাজেই সেইক্ষেত্রে যেভাবে সংশোধন হয়েছে আমরা তাকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যে দৃষ্টি ভঙ্গীতে ইউ, জি, সি, সেই জিনিস করছে, তাকে নিশ্চয়ই আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। শ্যামাচরনবাবু বলেছেন যে ঠিক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে পরে সেই দিল্লী থেকে দেখাশুনা করা, জানিনা এর বেশী কিছু বলেননি, যদি তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে চির ধরে। যতটুকু বলেছেন ভালই। ইউ, জি, সির হস্তক্ষেপ এইটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে এই জিনিসকে আরও বেশী করে তারা তৈরী করতে পারতেন। এখানেও তার খানিকটা পথ রেখেছেন। তারা বলেছেন যে কলেজগুলিকে বলা হবে অটোনোমাস কলেজ। রাজীব গান্ধীর নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন স্তরে। আমরা দেখেছি সেখানে নয়াদিল্লী নীতিতে বলা হয়েছে কলেজগুলি নিজেরাই পরীক্ষা নেবে, তারাই সিলেবাস করবে, তারা সার্টিফিকেট দেবে, ইউনিভারসিটি ওভার অল কনট্রোলিং বডি, এই ধরনের ব্যবস্থাপনা নয়া শিক্ষানীতিতে থাকবার সুযোগ কম। এখানেও সেই শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়ের হাতে নিয়ে যাওয়া, শিক্ষাকে অল্প সংখ্যক মানুষের

মধ্যে উচ্চ শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়া তার প্রচেষ্টা এখানেও আছে অটোনোমাস কলেজ করার মধ্য দিয়ে। ইউ, জি, সি, তারাও চাইছেন যে এখানে যারা রিসার্চ করবেন, রিসার্চের জন্য টাকা বরাদ্দ থাকবে। তাও উনাদের বাছাই করা কিছু প্রফেসার বা নিশ্চয়ই উনারা পণ্ডিত ব্যক্তি, উনারা সমাজের মধ্যে শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই উনারা ব্রতী। সেখানে তারা চাইছেন যে সরাসরি ইউ, জি, সি, তাদের কাছে টাকা মঞ্জুর করবেন করে তার উপর রিসার্চ ওয়ার্ক হবে, ইউনিভারসিটির ফাংশান যাতে ধীরে ধীরে না থাকে। নয়া শিক্ষানীতিতে এই যে রূপায়ন তা আমাদেব এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের মধ্যে না আসতে পারে তার জন্য আমরা এখন থেকেই সজাগ সতর্ক থেকে এই কথা বলতে চাই যে, এই ধরনের হস্তক্ষেপ যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়েব আঙ্গিনায় হতে দিতে রাজী নই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতদ্ পরেও এই বিলের মধ্যে একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে ভাইস-চেন্সেলারকে প্রয়োজনে রিমুভ করার সুযোগ এই বিলের মধ্যে রয়েছে। এইটা নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও এই বিলের মধ্যে এই জিনিসটা রাখা সম্ভব হচ্ছে। প্ল্যানিং বোর্ড গঠন করা এইটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই বিলের মধ্যে দেখা গেছে বিভিন্ন স্টেটিউট, অর্ডিন্যান্স, রেগুলেশান্স, রুল্স, ইত্যাদি গঠন করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ত্রিপুরা বিধানসভাতে তাহলে করা হবে, যাতে জন প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে তার সমস্ত খবর ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কাছে যেতে পারে। তার সুযোগ এই বিলের মধ্যে আছে। কাজেই এইগুলির মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে, ভারতবর্ষের জন্য কোন জায়গায় ইউনিভারসিটি বিলের মধ্যে নাই। আমরা দেখেছি পশ্চিম-বাংলার ভাইস চেন্সেলার কি করেছেন। কি করে বিশৃঙ্খলার বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে? যদিও চেন্সেলারের হাতে ক্ষমতা যে পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও সেই ভাইস চেন্সেলারকে প্রয়োজনে অপসারন করার সুযোগ তার মধ্যে আছে। এইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এইটা বলতে চাই যে, আমাদের দাবী হচ্ছে শিক্ষাকে রাজ্যের তালিকাভুক্ত করতে হবে। আর অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে কেন্দ্র তালিকাভুক্ত করার ধীরে ধীরে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। শুধু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সেকেণ্ডারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও নয়া শিক্ষানীতি চালু করার চেষ্টা করছেন। তার মধ্যে আমরা কি দেখি? কিছু বাছাই করা লোক যারা বিত্তবান, এই নিয়ে অবশ্য বাজেট আলোচনায় আরও আলোচনা হয়েছে। আমি দীর্ঘ করতে চাইনা। আমি শুধু বলতে চাই, ইউনিভারসিটি বিল পাশ করার মধ্য দিয়ে এই জিনিষটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়ে আসতে চাই যে, রাজ্যের শিক্ষার চিন্তা, শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনা। শিক্ষার সম্পর্কে উন্নয়ন এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্যের হাতে শিক্ষাকে তালিকাভুক্ত করার জন্য। যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবী, সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষের দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মনে নেন। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার এত বড় ঝুকি নিলেন কোথা থেকে? টাকা আসবে কোথা থেকে? আমরা এই কথা বলতে চাই, দিল্লীর হাতে যদি টাকা থাকে সেই টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষেরও সেই অর্থের মধ্যে সমান অধিকার রয়েছে। আমরা কখনও এই ধরনের চিন্তা করিনা রাজ্যের আয়, ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে ব্যবস্থা করে তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালাতে হবে। মাননীয়

সদস্য কি করে এই প্রশ্ন তুললেন আমি বুঝতে পারিনা। একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে, আর শিক্ষার জন্য এই রাজ্য সরকার শতকরা ১৬ টাকা বাজেটের টাকা খরচ করছেন আর সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সেই খরচ বাড়িয়ে মাত্র শতকরা ১ ভাগ তার শিক্ষার জন্য বাজেটে। তারাই ত আগে বলেছিলেন যে, বেতনা মুকুব করলে সরকার চলবে কি করে ? তারা বলেছিলেন ছাত্ররা বেতন না দিলে শিক্ষক মশাইরা বেতন পাবেন কোথা থেকে ? সবাই দেখছে। এখন বলছেন এই রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এইটার জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে ? চোখ থেকেও যারা বুজে চলবার চেষ্টা করেন তাহলে ত হুঁচট খাবেনই। আমাদের করার কিছু নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সুধীববাবু বলেছেন, এই ইউনিভারসিটি এইটা আমাদের দাবী। আসলেত মিথ্যা কথা বললে ফলটা কি হয় সেই জিনিসটা কি আর অ'ঙ্গুল দিয়ে দেখবার দরকার আছে ?

অসত্য কথা বললে পরে কি হয়, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভুরী ভুরী অসত্য কথা বলে কি ফল পেয়েছেন। এখানে আবার বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীটা আমাদের দাবী। কোথায় ? এই বিধানসভায়, আজকে যখন রেলের দাবী আনি সরাসরি দাঁড়িয়ে বিরোধীতা করছেন। যখন কলকারখানার দাবী করি, যখন কাগজ কলের দাবী করি তখন তার বিরোধীতা করছেন এবং যখন দেখা যাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছার হাত থেকে রেল লাইন এনেছেন সেই সুধীরবাবু অবশ্য যদি থাকেন তাহলে বলবেন, এইটা আমাদের দাবী ছিল, যেমনভাবে উপজাতি যুব সমিতি বলছেন জেলা পরিষদ ৬ষ্ঠ তপশীল এইটাতো আমাদের দাবী ছিল। এই রকম চমক চমক কথা বললে কোন লাভ হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়-এর দাবী ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের দাবী, এই দাবীর সামনে বামফ্রন্ট-এর নেতৃত্বে এই দাবী তা ইউ জি সির মাধ্যমেই হোক বা যেভাবেই হোক এখানে ক্ষমতাকে কতখানি মানে এই বিলের মধ্যে ক্ষমতাকে কতখানি সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করেছেন, তৎসত্বেও বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্খা বাস্তবে রূপায়িত হবে এই বিলের মধ্য দিয়ে এবং এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা দরজার উন্মোচন হবে। তাই আমরা আশা করি গণতন্ত্রকে এই বিল রচনার সময় যতখানি খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগামী দিন তাদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই সব অধিকারগুলিকে আবার পুনরুদ্ধার করবে এই আশা রেখে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহরলাল সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে দি ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি বিল ১৯৮৭, যেটা তুলেছেন, আমাদের রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এইটা একটা নূতন সংযোজন, কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের যে অর্থনৈতিক সঙ্কট—বিশেষ করে আমাদের স্থায়ী সম্পদের যেখানে অভাব সেখানে আমরা অন্তত পক্ষে এই রাজ্যের মধ্যে ইউনিভারসিটির প্রয়োজনীয়তা আছে সেটাকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না এবং আমি নিজেও যখন কলেজে

পড়েছিলাম তখন আমাদের বিভিন্ন সমস্যা ছিল। কাজেই আমি বলব এই রাজ্যে বামফ্রন্টের পক্ষে দেরীতে হলেও তাদের এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয় এবং সেটাকে বর্তমান রাজ্যের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি। স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই যে, রাজ্যের মধ্যে আজকে আমরা এই হাউসে ইউনিভার্সিটির কথা তুলতে যাচ্ছি, আলোচনা করেছি এবং এই প্রস্তাব সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পাশ করিয়ে নিতেও পারেন। কিন্তু আজকে রাজ্যের যে দশটা সাবডিভিশান আছে সেখানে শিক্ষার যে অচল অবস্থা, তাতে সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা মহকুমায় এখন পর্য্যন্ত একটা কলেজ গড়ে তোলা হয়নি। এই বিধানসভায় এই সম্পর্কে আমার একটা প্রস্তাব ছিল যে, আমি যে সাবডিভিশনের লোক অমরপুর, সেখানে একটা কলেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না এই বছরে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আমার সেই প্রশ্নের কোন জবাব আমি পাইনি। এইটাকে বাতিল করা হয়েছে কি না তাও আমি জানি না। এখানে ইউনিভারসিটির কথা যদি আমরা চিন্তা করতে পারি তাহলে এইটাও আমরা আশা করতে পারি যে, রাজ্যের সমস্ত সাবডিভিশনে অন্তত পক্ষে একটা করে কলেজ স্থাপন করার কথা, সেটা সরকারের কর্তব্য। তারপর এই বিলের মধ্যে ভাইসচেনসেলারকে কি করা হয়েছে, তাকে এখানে ঠুটো জগন্নাথ বানানো হয়েছে, ওনার দায়িত্ব এই সিণ্ডিকেট সিনেট ও কাউন্সিলগুলির মধ্যে প্রিসাইড করবেন, কিন্তু ইউনিভারসিটির যে ব্যাপক উন্নয়ন এবং সমস্যা তার যে কার্য্যকারিতা এবং সেখানে তার যে ভূমিকা তার গুরুত্ব এই বিলের মধ্যে আমরা গৌণভাবে দেখছি। এখানে কি করা হয়েছে যে, সরকারের মনোনীত যিনি রেজিষ্টার্ড তাকে এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার করা হল। এইটা কোন উদ্দেশ্যে করা হয়েছে আজকে আর বুঝাতে বাকী নাই। যেহেতু সরকার তার নিজস্ব চিন্তা ধারা এবং এইটার মধ্যে একটা দলীয় আখরা তৈরী করার জন্য এইটাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য রেজিষ্টারেরকাছে সমস্ত ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। এইটা আমার মনে হয় কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার সরকার যে বে-কায়দায় পড়েছেন ঐটাকে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে, সম্ভবত সেই আতঙ্কে এই বিলের মধ্য দিয়ে রেজিষ্ট্রারকে সেইভাবে পুক্ত করে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি যখন রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা এই সরকার দাবী করে থাকেন এবং এখানে তারা শিক্ষার বাহক বলে দাবী করে থাকেন, সেখানে আমরা দেখছি যে শিক্ষা ব্যবস্থার জলাঞ্জলী দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা দলীয় ও পার্টির অফিসে পরিনত করার জন্য তাদের এই ব্যবস্থা। সুতরাং এইটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। বরং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের নেতা যেটা তুলেছেন, মাননীয় উপজাতি যুব সমিতির পরিষদীয় দলের নেতা যে প্রস্তাব তুলেছেন যে সাময়িক কালের জন্য হলেও এইটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত কিছুকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর যাতে একটা সুস্থ চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি এবং এই ব্যাপারে আমার মনে হয় কাল বিলম্ব না করে এইটা সময় সীমা নির্ধারন করে দিয়ে এইটাকে সিলেক্ট কমিটিতে

পাঠানো হোক এবং আমি আবার রাজ্য সরকারের কাছে বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া যায় সেইদিকে নজর রেখে অন্তত পক্ষে সাময়িক কালের জন্য হলেও সেই ব্যপারে তিনি দৃষ্টি দেবেন, এই বলে তাদের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজ মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় 'দি ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি বিল ১৯৮৭' বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা সবাই একমত হব এবং এই বিল যাতে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এই আশা করব। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যা-লয়-এর দাবী ছাত্র-শিক্ষক সহ গণতান্ত্রিক অংশের মানুষের দাবী, সেই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আজ ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিলটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরী ইউ, জি, সি,। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করবেন, এটা ত স্বাভাবিক। সেটাই মাননীয় উপ-মুখমন্ত্রী বলেছেন। তবে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে এটা মেনে নিয়েছেন। এটা ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্কার। আমাদের এখানে ১০০ টা ১২ ক্লাস স্কুল আছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এখানে বিষয় শিক্ষক নাই। তাহলে এই বিষয় শিক্ষক কোথায় থেকে আসবে? এই সমস্ত বিষয় শিক্ষক হওয়ার জন্য যে উচ্চ শিক্ষা দরকার সেটা এখানকার ছাত্রছাত্রীরা নিতে পারেনা। আমাদের রাজ্যের রাবার প্লেন্টেশন, টি প্লেন্টেশনের জন্য যে-সমস্ত লোকের দরকার সে-সমস্ত লোক আমাদের এখানে পাওয়া যায়না। আমাদের এখামকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলে আমরা যে-সমস্ত জিনিষগুলি চেয়েছি কেন্দ্রীয় সরকার সে-সমস্ত দিচ্ছেন না, বাধা দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে শিক্ষা নীতি সেটাতে শিক্ষার প্রসার হবেনা বরং শিক্ষার সঙ্কোচন হবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকার তার ইউ, জি, সি, র মাধ্যমে তাদের নয়া শিক্ষা নীতি চালু করার চেষ্টা করছেন। শিক্ষা খাতে ৫৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু তারমধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা খরচ হবে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য। মডেল স্কুল করা হবে এবং তাতে আই, এ, এস আই, পি, এস, প্রভৃতি তৈরী করার জন্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা চাই শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর, শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। আমরা বলেছি ১২ ক্লাস স্কুলের জন্য যে-সংখ্যক মাষ্টারের দরকার সে-সংখ্যক মাষ্টার আমরা পাচ্ছিনা। পিউর সাইন্সের জন্য মাষ্টার পাওয়া যাচ্ছেনা। ক্যমিষ্ট্রির জন্য মাষ্টার পাওয়া যাচ্ছেনা। ফিজিক্সের জন্য মাষ্টার পাওয়া যাচ্ছেনা। এখানে বলা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় হলে অধ্যাপক কোথায় পাওয়া যাবে। আমি বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে যদি অধ্যাপক দিল্লী থেকে আসে তাহলে রাজ্য বিশ্ববিদ্যায় হলে কেন দিল্লী থেকে আসবেনা? আমরা বলতে চাই নয়া শিক্ষা নীতি শিক্ষার সঙ্কোচন করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষা নীতিতে বলা হচ্ছে যে,

এখানে ইউনিভারসিটির কোন মূল্য নাই সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নাই। সর্বত্রই স্বৈরাচারী মনোভাব। সিণ্ডিকেটে কি থাকবে না থাকবে সেটা ইউ, জি, সি বলে দিচ্ছে, সেখানে ত্রিপুরা সরকারের কোন মতামত মানা হচ্ছেনা। কারণ তারা চায় টাটা বিড়লায় ইউনিভার্সিটি করবে। সমস্ত প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাবে। সেখানে বড় লোকের ছেলেরা পড়বে। আজও বড লোকের ছেলেরা টাকা পয়সা দিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে। এখানে এমন একজন সদস্য আছেন যিনি বাবাকে বলেছেন, আমাকে ২৫ হাজার টাকা দাও, আমি প্রি-মেডিক্যাল পড়ব- মেডিক্যাল পড়ব। কাজেই বড় লোকের শিক্ষা আর গণ-শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে হবে। আমাদের রাজ্য সরকার আজকে বহু স্কুল করছেন। যে-সমস্ত স্কুল পাহাড়ে আছে সেগুলিকে ক্রমান্বয়ে হাই-স্কুলে ও হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে উন্নীত করছেন। তারা বলছেন, তারা হাইস্কুল করেছেন আর আমরা সেটাকে হায়ার সেকেণ্ডারি করেছি কাজেই আমাদের কোন ক্রেডিট নাই। আজকে আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে এ, পি, শর্মা ইউনিভার্সিটিতে ঘুঘু চালিয়েছেন। তাঁর সময়ে তিনি সেখানে ঘুঘু চালনার কাজই করে গেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সময় শেষ।

শ্রীভানুলাল সাহা :— কাজেই এখানে যে বিল এসেছে সেটা পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই আলোচনা আগামী কালও চলবে। এই সভা আগামী ২৭শে মার্চ বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

ANNEXDRE—'A'

Admitted Starred Question No :— 134.
Name of Member ;— Subodh Chandra Das.

প্রশ্ন	উত্তর
১। পানিসাগর ব্লক এলাকায় জুরী নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে জলসেচ প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	১। ও ২। আপাততঃ নাই।
২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত জলসেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?	সেণ্ট্রাল ওয়াটার কমিশন—এর শিলচর ডিভিশনকে জরীপ, ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জুরী নদীতে কোথায় ব্যারেজ নির্মাণ করে সবচেয়ে বেশী জমিতে জল সেচ করা যায় তা ঠিক করে প্রকল্প রচনার কাজ ৮৫-৮৬ সালে দেওয়া হয়েছে। আগামী আর্থিকবৎসরের (৮৭-৮৮ইং) শেষ দিকে প্রজেক্ট রিপোর্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তখনই এ সম্বন্ধে সঠিক জবাব দেওয়া যাবে।

Admitted Starred Question No :— 188.
Name of Member :— Sri Narayan Das.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার অবগত আছেন কি চণ্ডিগর গাঁওসভার (১নং ওয়ার্ড) জগন্নাথ টিলায় আজ প্রায় নয় মাস যাবৎ পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ আছে কি,	১। হাঁ।
২। অবগত থাকিলে জল সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণ, এবং	২। জগন্নাথ টিলায় পিভিসি পাইপ লাইন স্থানে স্থানে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য গত কয়েক মাস যাবৎ জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে।
৩। কবে নাগাদ উক্ত স্থানে পানীয় জল সরবরাহ শুরু করা হবে ?	৩। প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা যাবে।

Admitted Starred Question No :— 406.
Name of Member :— Shri Bhanu lal Saha.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লকের সবচেয়ে পুরাতন ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্পটি (বিশালগড় থানা সংলগ্ন) গত তিন বছর ধরে অ-কেজো হয়ে রয়েছে,	১। হাঁ, তবে রঘুনাথপুরের ডিপ টিউবওয়েল থেকে বিশালগড়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।
২। সত্য হলে কবে নাগাদ তাহা মেরামত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়,	২। এই, ডিপ টিউবওয়েলটি '৭৩-৭৪' সালে বসানো হয়েছিল এবং বর্তমানে মেরামতের অযোগ্য। বি, ডি, সি,র সুপারিশ ক্রমে অতি শীঘ্রই এর পরিবর্তে আরেকটি নূতন টিউবওয়েল বসানো হবে।

৩। উক্ত ব্লকে মধ্য লক্ষীবিল, অফিসটিলা, পশ্চিম লক্ষীবিল, মুড়াবাড়ী, প্রমুখ ঘনবসতি পূর্ণ টিলা ভূমিগুলিতে পানীয় জলের সংকট মোচনে নূতন করে এ১টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৪। না থাকিলে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। ও ৪।

হ্যাঁ—

বি, ডি, সি'র সুপারিশ ক্রমে টিউবওয়েলটির স্থান নির্বাচনের পর ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বৎসরের গোড়ার দিকে এর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No :-- 407.
Name of Member : -- Shri Bhanu lal Saha.

প্রশ্ন

ক) ৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষে সরকার কর্তৃক রাজ্যে কয়টি স্থানে লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল,

খ) এ পর্য্যন্ত কয়টি সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে,

গ) বিশালগড়ের রঘুনাথপুর নোয়াপাড়া, তেবারিয়া, কৃষ্ণকিশোরনগর গ্রাম সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জমিতে স্থায়ী জলসেচের জন্য বিজয় নদী থেকে নোয়াপাডা গ্রামে লিফট ইরিগেশন প্রকল্প কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ক) ৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষে সরকার কর্তৃক রাজ্যে ৯০টি স্থান লিফট ইরিগেশন প্রকল্প স্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

খ) এ পর্যান্ত ৬৫টী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা করা হয়েছে।

গ) বিস্তারিত জরীপ ও এষ্টিমেট তৈরী হচ্ছে। '৮৭-৮৮' আর্থিক সালের প্রথম দিকেই কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO - 427

NAME OF M L. A. SHRI MONORANJAN MAJUMDER.

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালের মোট শয্যা সংখ্যা কত,

২। ১৯৮৬-৮৭ সনে শয্যা প্রতি বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কত,

৩। প্রতি শয্যার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কি কি বাবদে খরচ করা হয়, এবং

৪। শয্যা প্রতি বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যাপারে সর্ব ভারতীয় নর্মস সরকারের জানা আছে কি না ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OE THE MINISTER) : SARI SAMAR CHOWDHURY

১। বর্তমানে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা সংখ্যা ১৭৫০।

২। ১৯৮৬-৮৭ সালে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা (প্ল্যান ও নন প্ল্যান সমেত) তার মধ্যে ৯লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্ল্যান খাতে এবং ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নন প্ল্যান খাতে। তাতে বছরে শয্যা প্রতি বার্ষিক বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৫৮৮ টাকা।

৩। এই বরাদ্দকৃত অর্থ, ঔষধ পথ্য, শয্যা সামগ্রী এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিকের জন্য খরচ করা হয়।

৪। শয্যা প্রতি বরাদ্দের কোন সর্ব ভারতীয় norms দপ্তরের জ্ঞাত নয়।

Admitted starred Question No. 445

Name of the M.L A. Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬—৮৭ইং আর্থিক বছরে গ্রামাঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর কি কি উদ্যোগ নিয়াছেন।

২। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিশেষ করে কমলপুর ব্লকে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্যোগ কার্য্যকরী করা হয়নি।

৩। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ?

Name of the Minister :— Sri D nesh DebBarma

উত্তর

১। ১৯৮৬—৮৭ইং আর্থিক বৎসরে গ্রাম অঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর ৭০০টি মার্কটু টিউবওয়েল এবং ৪৭০০টি পুরাতন অকেজো টিউবওয়েল পুনঃ স্থাপনের। মেরামতের উদ্যোগ নিয়াছে। এ ছাড়াও ১টি Pipe water supply scheme-এর কাজ সম্পূর্ণ করার ড্রিলিং রিগ্ মেশিন দ্বারা কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

২। ইহা সত্য নহে। উত্তর ত্রিপুরা জিলায় বর্তমান বৎসরে ১২০টি মার্কটু টিউবওয়েলের অধিকাংশেরই ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং আশা করা যায় জুন মাসের মধ্যে ঐ কাজগুলি সম্পন্ন করা হইবে এবং ৯৫০টি পুরাতন টিউবওয়েলের স্থলে ৩৮৭টি ইতিমধ্যে পুনঃস্থাপন করা হইয়াছে। বাকী কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ৪০৮টি আর, সি, সি, ওয়েল নবীকরণ মেরামত করা হইয়াছে।

কমলপুর ব্লকে ১৯৮৬—৮৭ সালে ২৮টি মার্কটু টিউবওয়েলের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে পুনঃস্থাপন এবং মেরামতের জন্য ১৯৬টি টিউবওয়েলের মধ্যে ১৬১টি টিউবওয়েলের কাজ শেষ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ও অতিরিক্ত ৭টি আর, সি, সি, ওয়েল স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হইতে চলিয়াছে।

বি. ডি, সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি করিয়া কাঁচা কূয়া স্থাপনের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 448

NAME OF M. L. A. SRI JAWHAR SHAHA

Will the Honourable Minister-in-charge the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এখন পর্য্যন্ত কতজন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন,

২। ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার জন্য রাজ্যে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHERGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTER): SHRI SAMAR CHOWDHURY.

১। ৯৩৭৭ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত রোগী চিকিৎসিত হয়েছেন।

২। ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার জন্য ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ বছরে ২ বার প্রতিবার ৭৫ দিন করিয়া এবং জ্বরের রোগী হইতে রক্ত সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং প্রাথমিক স্তরে ক্লোরোকুইন বটিকা ঐ রোগীকে সেবন করানো হয় ও রক্ত পরীক্ষার পর যদি ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়ে তবে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করা হয়। মশক কুলের জন্য রোধকল্পে কেবল মাত্র আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় জমা জলে, নালা নর্দমায় রাসায়নিক স্প্রে করা হয়।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 68.

Name of the Member : Shri Manoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

QUESTION :

১। জাতীয় গ্রামীন কর্ম সংস্থান সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীন ভূমিহীনদের জন্য নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৯৮২-৮৩ ১৯৮৩-৮৪ ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৬-৮৭ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে আর্থিক বরাদ্দ কত ছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

২। তন্মধ্যে উপরোক্ত বৎসরগুলিতে কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে তার (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

৩। পুরো টাকা কোন বৎসর ব্যয়িত না হয়ে থাকলে তার কারণ।

ANSWER

Reply given by Minister-Shri Dinesh Deb Barma,
in-charge of Rural Development.
Department.

১ ও ২ নং : জাতীয় গ্রামীন কর্ম সংস্থান প্রকল্প, সুসংহত গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প ও গ্রামীন ভূমিহীনদের জন্য কর্ম সংস্থান প্রকল্পে ত্রিপুরাতে ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে বছর ভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দ ও তার ব্যয়ের হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক বৎসর	বৎসর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের পরিমান	বৎসর ভিত্তিক অর্থ ব্যয়ের হিসাব
১	২	৩	৪	৫
১।	জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প	১৯৮২—৮৩	১,২৮,০০,০০০/-	১,২৬,২৯,৮০০/-
		১৯৮৩—৮৪	১,৩২,০০,০০০/-	১,৩৮,০৩,৭০০/-
		১৯৮৪—৮৫	১,৫২,০০,০০০/-	১,২৬,৩৭,৬০০/-
		১৯৮৫—৮৬	১,৬২,০০,০০০/-	১,৫৯,০৬,০০০/-
		১৯৮৬—৮৭	১,৫২,০০,০০০/-	১,৪৭,৬৬,১০০/-
		মোট—	৭,২৬,০০,০০০/-	৬,৯৭,৪৩,২০০/-
২।	গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প	১৯৮২—৮৩ সালে ত্রিপুরাতে এই প্রকল্প চালু হয় নাই		
		১৯৮৩—৮৪	৩৩,০০,০০০/-	২০,৮৫,৫০০/-
		১৯৮৪—৮৫	১,৩১,০০,০০/-	১,৩১,২১,৫০০/-
		১৯৮৫—৮৬	১,৬১,০০,০০০ -	১,৮৩,৫৮,২০০/-
		১৯৮৬—৮৭ (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)	১,৬৮,০০,০০০/-	১,৭০,৯৮,৫০০/-
		মোট—	৪,৯৩,০০,০০০/-	৫,০৬,৬৩,৭০০/-

৩।	সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮২—৮৩	১,৩৬,০০,০০০/-	১,০০,৯৩,০০০/-
		১৯৮৩—৮৪	১,৩৬,০০,০০ /-	১,০৮,৮৩,০০০/-
		১৯৮৪—৮৫	১,৩৬,০০,০০০/-	১,৮৪,৫৩,০০০/-
		১৯৮৫—৮৬	১,৬৫,২৬,০০০/-	২,৩৬,৮৭,০০০/-
		১৯৮৬—৮৭ (ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)	১,৪৬,৭৬,০০০/-	২,৫৪,২৪,০০০/-
			৭,১০,১২,০০০/-	৪,৭৫,৪০,০০০/-

গ) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সময়মত না পাওয়ারে ফলে পুরো টাকা ব্যয় করা যায় নাই।

Admitted Un-starred Question No. 73

Name of the Member : Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

QUESTION

১। এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি ও আর, এল, ই, জি, পিতে ১৯৮৬ইং এর মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৮৭ইং এর ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ব্লক ভিত্তিক কত টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

২। উক্ত সময়ে ব্লক ভিত্তিক দেওয়া টাকার মধ্যে সমস্ত টাকা খরচ করতে ব্লক পেয়েছেন কিনা ?

৩। না করতে পারলে কত ভাগ খরচ করতে পেরেছে ?

REPLY

Minister-inCharge of the Rural Development Department

Shri Dinesh DebBarma.

১নং ২নং এবং ৩নং

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 26th March, 1987, Monday, at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, The Deputy Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker, and 39 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৪৬।

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৩৪৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তথ্য কেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত ?

২। উপতথ্য কেন্দ্রগুলির জন্য প্রতি মাসে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে ?

৩। ১৯৮৭-৮৮ সালে অমরপুর ব্লকে কয়টি উপতথ্যকেন্দ্র নতুন ভাবে স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৪। উক্ত উপতথ্য কেন্দ্রগুলি স্থাপনের ব্যাপারে স্ব-স্ব পঞ্চায়েত এবং বি, ডি, সি, র অনুমোদন গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। তথ্য কেন্দ্র ৩৫টি এবং উপতথ্য কেন্দ্র ৪২১টি।

২। মাসিক বরাদ্দের কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নাই। তবে উপতথ্য কেন্দ্রে সরবরাহ কৃত পত্রিকার মূল্য বাবদ প্রতি মাসে ৯৩ টাকা ৩০ পয়সা বরাদ্দ আছে। বর্তমানে উপতথ্যকেন্দ্রে বৎসরে ১০০ টাকা করে পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। বিষয়টি বিবেচনাধীন।

৪। অনুমোদন গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না। তবে জন প্রতিনিধিদের সুপারিশের ভিত্তিতেই উপতথ্য কেন্দ্র খোলার বিষয়ে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে বিভিন্ন তথ্যকেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে, এই সব তথ্যকেন্দ্রে পত্রিকার বিলের কথা বলা হলো, কিন্তু সেই সব তথ্যকেন্দ্রে এই পত্রিকা আর যায় না। বিশেষ করে স্ব-স্ব এলাকার যারা পরিচালন ব্যবস্থা করেন পত্রিকাগুলি তাদের বাড়িতেই এইগুলি থেকে যায়। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে বলা যায় যে, যেখানে তথ্য কেন্দ্র গড়ে উঠে তখন কথা হয় যে যারা এই তথ্যকেন্দ্র নেবেন তারা ঘর দেবেন। কাজেই এই ঘরের একটা সমস্যা রয়ে গেছে। এই জন্যই এই সব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উপ তথ্য কেন্দ্র গঠন করতে গিয়ে যে পঞ্চায়েতে এইগুলি করা হবে সেই পঞ্চায়েত থেকে কোন অনুমোদন নেওয়া হয় কিনা বা নেবার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর চিন্তা না করলেই বা তার কারণ কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, আমরা যখন কোন পঞ্চায়েতে তথ্যকেন্দ্র খুলি তখন সেখানে পঞ্চায়েতের মতামত নিশ্চয়ই থাকে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই তথ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, প্রত্যেক পঞ্চায়েতে এই উপতথ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে এইটা বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে অধিকাংশ উপতথ্য কেন্দ্র অচল অবস্থায় রয়েছে, কারণ এরজন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাদের অনেকেই অনেক সময় চাকুরী বাকুরী পেয়ে চলে যান। ফলে এই তথ্যকেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য দপ্তর থেকে কোন প্রয়োজনীয় সুপারভাইজ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, প্রত্যেক মহকুমায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অফিস রয়েছে। সেখান থেকে অফিসাররা গিয়ে সুপারভাইজ করে থাকেন।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উপতথ্যকেন্দ্রগুলি যারা পরিচালনা করেন দেখা যায় যে তাদের গাফিলতির জন্য এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে সহযোগিতা না করার কারনে কিছু কিছু লোক টাকা তোলে নিয়ে সেটা নিজেদের পকেটস্থ করছে, এই ধরনের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন অভিযোগ থাকলে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যেন দপ্তরকে জানান, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সব উপতথ্যকেন্দ্রগুলিকে টি, ভি, সেট দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৩।

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৩।

প্রশ্ন :-(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে আগরতলায় সংগঠিত শিল্পমেলা, রবীন্দ্র মেলা ও বিজ্ঞান মেলায় মোট কত. অর্থ ব্যয়িত হয়েছে ? (প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক হিসাব।)

উত্তর :— শিল্প মেলা-৬লক্ষ ২৮ হাজার ৩৮ টাকা।

বিজ্ঞানমেলা-প্রায় ২লক্ষ টাকা, রবীন্দ্র মেলা-৯৩ হাজার ৭ শত ৮৯ টাকা ৭৪ পয়সা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিংহ।

শ্রী তরনী মোহন সিংহ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৪৩৪।

শ্রীঅনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ৪৩৪।

প্রশ্ন :— ১। কৈলাসহর ও উদয়পুর বিভাগে আকাশবানীর কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রিয় সরকারের আছে কি না, রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কি না ?

উত্তর : হ্যাঁ, দুইটি কেন্দ্র- একটি উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরে, অপরটি দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে খোলার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন-২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত উক্ত দুইটি কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হবে, রাজ্য সরকারের জানা থাকলে তার বিবরন।

উত্তর :-এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কিছু জানান নাই।

প্রশ্ন-৩। ঐরূপ কোন পরিকল্পনা এখনো গ্রহন না করে থাকলে রাজ্য সরকার উপরোক্ত দুইটি বিভাগে আকাশবানীর কেন্দ্র খোলার বিষয়ে কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করবেন কি না ?

উত্তর : প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে আগরতলায় যে আকাশবানীর কেন্দ্র রয়েছে সেখানে তাদের ট্রান্সমিটারের শক্তি অত্যন্ত কম। ফলে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর, কাঞ্চনপুর এবং বিলোনিয়া থেকে এই কেন্দ্রের কোন খবর শোনা যায় না। কাজেই আগরতলা আকাশবানী কেন্দ্রে আরো বেশী শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসানোর জন্যে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের। কাজেই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪৪১।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যাব, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪৪১।

প্রশ্ন : রাজ্যের দুঃস্থ মৎস্যজীবিদেরকে ভাতা দেওয়ার কোনরূপ সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি?

উত্তর : কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে মৎস্যজীবিদের মধ্যে বার্দ্ধক্য ও সংকটকালীন (লিন-সিজন) ভাতা প্রদানের প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২। যদি না থেকে থাকে তবে ইহার কারন কি?

উত্তর : ২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত কয়েকমাস পূর্বে ৭০ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বৎসর বয়েসের মৎস্যজীবিদেরকে মাসিক একটা ভাতা দেওয়া হবে বলে মৎস্য দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রকল্পের সবটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৯৮৪-৮৫ ইং সালে কেন্দ্রীয় সরকার নেশন্যাল ওয়েলফেয়ার ফর ফিসারম্যান প্রকল্প পেশ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে চাওয়া হয়। তখন কথা ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৭০ ভাগ বহন করবেন আর রাজ্য সরকার বাকি ৩০ ভাগ বহন করবেন। এই সর্তে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার একটি প্রকল্প পাঠানো হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার থাকবে ১৩, লক্ষ ৪০০ টাকা। ১৯৮৫ ইং সালে প্রস্তাব পাঠানোর পর মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরেক দফা নির্দেশ আসে এবং সেই মত আমরা প্রকল্প তৈরী করে পাঠাই। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার পর বললেন যে, আগে যেখানে ৭০ ভাগ কেন্দ্রিয় সরকার বহন করবেন কথা ছিল সেটা হবে না, তোমাদের ৫০ ভাগ বহন করতে হবে সেই মত একটি প্রকল্প পাঠাও আমরা আবার সেই মত ৫০ ভাগ শেয়ারে ২৮ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব পাঠাই।

এই প্রস্তাব পাঠানোর পর তারা মোটামুটি বললেন যে, এই স্কীমটা বরাদ্দ করা হবে। সেই অনুসারে ৫০টি পরিবারকে গৃহ নির্মান বাবদ-৫লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ১০০টি দরিদ্র কর্মথ মৎস্যজীবিকে লিন সময়ের জন্য মাসিক ১৫০টাকা করে বৎসরে তুই মাস একটি ভাতা প্রদান বাবদ-৩ লক্ষ টাকা এবং দরিদ্র মৎস্যজীবিদের জন্য যারা ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলের পোষাক পরিচ্ছদ কিনতে পারে না, বই কিনতে পারেনা, তাদের পরিবারের খাবার নাই তাদের ১৬০০ ছেলেমেয়েদের জন্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা প্রস্তাব এবং ২৫০০ মৎস্যজীবিদের এক বছরের জন্য ৬০ টাকা হিসেবে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া বাবদ ১৮ লক্ষ টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মোট ২৮ লক্ষ টাকার প্রস্তাব আমরা পাঠাই। সেখানে গভর্ণমেন্ট শেয়ার হিসাব আমাদের কাছে যে বরাদ্দটা রাখার কথা সেই বরাদ্দ টাকাও আমরা রেখেছি। কিন্তু দেখা গেল ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রস্তাব যখন এই রকম চলছিল তখন এই বছর ২৩-২-৮৭ ইং তারিখে দিল্লীতে সমস্ত রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের একটা মিটিং ডাকা হয়। সেই মিটিং-এ সমগ্র বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা হয় এবং পর্যালোচনা হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জানান যে,, আগে যে সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে তার থেকে বার্ধক্য ভাতা বা চিকিৎসা, শিক্ষা বাবদ য সমস্ত খরচ আছে সেইগুলিকে বাদ দিতে হবে এবং এই প্রকল্পের মধ্যে শুধু গৃহনির্মাণ, পানীয় জল, সমষ্টিগতভাবে কাজ করার জন্য ওয়ার্কশেড, এইগুলি তার মধ্যে স্থান পাবে। আমরা তাতেও রাজী হই যেহেতু মৎস্যজীবিদের স্বার্থে. সেই জন্য সেই অনুসারে আমরা প্রস্তাব পাঠাই। কিন্তু এই ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই যে একটা তালবাহানা, এক এক সময় এক একটা. নীতি, গ্রহণ করার দরুণ মৎস্যজীবিদের জন্য এই ধরণের একটা প্রকল্প আমাদের ইচ্ছা থাকলেও রূপায়িত করতে পারছি না।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বললেন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার সেটা পাল্টানো, এটা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মতই। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সহায় সম্বলহীন বয়স্ক রিক্সা শ্রমিক বা কৃষি মজুরদের যে ভাতা, মঞ্জুর করেছেন তাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সমাজের পেছনে পড়া মৎস্যজীবি যারা খুব পরিশ্রম করে বিশেষ করে শীতের সময়ে পৌষ মাঘ মাসে যাদেরকে গলা জলে নেমে মাছ ধরে জীবিকা-নির্বাহ করতে হয়, এইরকম কঠিন কাজ করার ফলে তারা খুব তাড়াতাড়ি অসমর্থ হয়ে পড়ে। এই কথাটা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বিবেচনার জন্য যোগাযোগ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি তো প্রথমেই বলেছি কেন্দ্রীয়

সরকার যখনি যখনি যে ধরণের শর্ত আমাদের দেন, সেটাতেই আমরা রাজী আছি, তবু যাতে এই প্রকল্পটা এখানে চালু করা যায়। তবে নিজ থেকে আমরা বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তবে এখানে যে সমস্ত দুঃস্থ মৎস্যজীবি আছেন তাদের শতকরা নিরানব্বুই ভাগের উপরেই তপশীলি সম্প্রদায়ের মানুষ। বামফ্রন্ট সরকার তপশীলিদের ওয়েলফেয়ার স্কীমে কাজকর্ম দেখার জন্য সিডিউলড কাস্ট উয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট করেছেন। মৎস্য দপ্তর, তারাও এই ধরণের দুঃস্থ মৎস্যজীবি যারা আছে তাদের জন্য জাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং মৎস্যজীবি যারা আছে তাদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠণ করেছেন। প্রায় ১০ হাজারের উপর মেমবার হয়েছে এবং সেই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিকে শেয়ার কেপিটাল বা অন্যান্য অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য সাবসিডি, তাদের খুব কম দামে ওয়াটার এরিয়া লীজ দেওয়া, সেটা বলা যায় ভারতবর্ষের কোথায়ও নেই। প্রতি হেক্টারে যেখানে ভাল ওয়াটার এরিয়া ১২০০ টাকা এবং যেগুলো ইনএকসিসেবল এরিয়া আছে সেগুলিকে ৭৫০ টাকা করে প্রতি হেক্টারে দেওয়া এবং নূতন করে জল এলাকা তৈরী করা, সেই সমস্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলোকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ১৯৮৭-৮৮ সালেও আমরা এই ধরণের দুঃস্থ মৎস্যজীবি যারা আছে বিভিন্ন ব্লকে, প্রায় ৫,৬৮৩ জন মৎস্যজীবিকে আমরা ৭৫০ গ্রাম করে নাইলন সূতা বিতরণ করব এবং সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পেয়ে যে সমস্ত মৎস্যজীবি ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ ধরে থাকে বছরে প্রায় ৬ মাস তাদের বেকার বসে থাকতে হয়। তাদের জন্য কোন রকম পেনসনের ব্যবস্থা, যখন তারা বেকার অবস্থায় থাকে, এটা করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— ৬ মাসের পেনসন দেওয়ার পরিকল্পনা কোথায় আছে আমি জানিনা ভারতবর্ষে। এই সমস্ত অলীক কোন পরিকল্পনা আমাদের দপ্তরে নেই। তবে যখন কাজ থাকে না তার জন্য আমরা খোরাকীর জন্য একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা অনুমোদন করেননি। আমরা সেটা কার্যকরী করতে পারছিনা।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই বছরে ৬ মাস যে মৎস্যজীবি বেকার হয়ে থাকে, ডম্বুর জলাশয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত হয়ে আছে, এই ৬ মাস তাদের অনেক সময়ই অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে হয়। সুতরাং এই ৬ মাসের জন্য তারা তাদের পরিবার নিয়ে যাতে বাঁচতে পারে তার জন্য কোনরকম বিকল্প পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আপাতত আমাদের এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজকে মৌখিক উত্তরের জন্য মাত্র ৪টি প্রশ্ন ছিল। আর প্রশ্ন নেই।

কলে লিখিত উত্তরের জন্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলি আছে তার উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা যেন লক্ষ্য করেন। (ANNEXURE "A")

শ্রী মতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, গত মঙ্গলবার দিন বিশালগড় বকস্‌নগর রোডে একটা কালো বাজারী মাল বোঝাই জীপ গাড়ী একজন বৃদ্ধ মহিলাকে চাপা দিয়ে নিহত করেছে। সেই ব্যাপারে সেখানে এখন পর্যন্ত গাড়ী ঘোড়া বন্ধ হয়ে আছে। সেই তথ্য মাননীয় চীফ মিনিস্টারের কাছে আছে কিনা ? যদি থাকে তাহলে তিনি এই ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— যদিও ব্যাপারটা জরুরী। কিন্তু একটা নোটিশ তো দিতে পারতেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— ঘটনাটা সত্যি। এর উপর আমি আগামী কাল একটা বিবৃতি দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ৬/৭টা কোয়েশ্চান ছিল। এডুকেশান এবং ইণ্ডাস্ট্রির উপর। এগুলো আসেনি। কেন এগুলো এখন পর্যন্ত এলো না, হয়ত এই সেশানে আর আসবেও না।

মিঃ সপীকার ঠিক আছে। আমি দেখব।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমারও কিছু প্রশ্ন ছিল, সেগুলি আসেনি। আমরা বিরোধী বলে আমাদের প্রশ্নগুলি কি আসবেনা ?

মিঃ স্পীকার :—বিরোধী বলে আসছেনা, এই কথা ঠিক নয়। শাসক দলের কোন কোন সদস্যের প্রশ্নও আসেনি, তাঁরা একই রকম অভিযোগ করেন। আমার চেম্বারে যাবেন।

শ্রী জওহর সাহা :—আমরা আগে দিলেও দেখা যায় সিরিয়াল একদম শেষে থাকে। আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনি দেখুন স্যার, কেন এই রকম হচ্ছে।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমরা যেটা স্টার্ড করে দিই সেগুলি আনষ্টার্ড হয়ে যায়, আর আনষ্টার্ড করে দিলে স্টার্ড হয়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিরাট বিরাট প্রশ্ন স্টার্ড হয়ে আসে, আর ছোটগুলি আনষ্টার্ড হয়ে যায়। এটার কারণ কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ব্যাপার হলো স্টার্ডকে আনষ্টার্ড করা যায়। আর অনেক সময় স্টার্ড কোয়েশ্চান হিসাবে যে সমস্ত রিপ্লাই আসে সেগুলি আনষ্টার্ড হলে ভাল হত আমিও বুঝি। কিন্তু আমাদের সেক্রেটারীয়েটে যারা কাজ করেন, তাদের পক্ষে কোন প্রশ্নটার কম বা বেশী উত্তর হবে, সেটা আগে থেকে অনুমাণ করা মুস্কিল, কারণ উত্তরগুলি আসছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে। কাজেই, এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

REFERENCE PERIOD

যা হউক, এখন আমরা রেফারেন্স পিরিয়ডে যাচ্ছি। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট হতে উল্লেখ পর্বের একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী, সেটি উত্থাপন করবার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন তাঁর উল্লেখপর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তুপাঠকরেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার গরমছড়া গ্রামের শ্রীচন্দ্রমোহন সাহার কাছে টাকা চেয়ে এবং টাকা না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে টি, এন, ভি কর্তৃক চিঠি দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন, আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত উল্লেখপর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে বিবৃতি দিতে না পারেন, তবে পরবর্তী কোন সময়ে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন, আমাকে জানাতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৭শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭শে মার্চ তারিখে এই বিষয়টির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

এখন, গত ২০-৩-৮৭ ইং তারিখে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"দেবতামূড়া এস, বি, স্কুলটি গত মাসাধিক কাল থেকে বন্ধ হয়ে থাকা সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, দেবতামুড়া এস, বি, স্কুলটি মাসাধিক কাল বন্ধ ছিল না, তবে স্কুলটি গত ফেব্রুয়ারীর ১৬ তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ৬ দিন বন্ধ ছিল। এই সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে টি, এন, ভির নাম দিয়ে একটি চিঠি এলে শিক্ষকেরা নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষকেরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনিও স্থানীয় এলাকার প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করেন। এবং সেখানকার স্থানীয় প্রধান ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তিরা শিক্ষকদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিদ্যালয়ের কাজ যাতে সুষ্ঠভাবে চলতে পারে, সেজন্য আশ্বাসও দেন। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে সেই বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে এবং শিক্ষকেরাও

নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ২৩৮ জন, ১১ জন শিক্ষক ও দুইজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও কর্মেরত আছেন। বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র ও গৃহ আছে এবং বর্তমানে বিদ্যালয়ের কাজ নিয়মিত চলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। যে চিঠিটা শিক্ষকদের কাছে গিয়েছে, সেই চিঠি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি এবং আমার কাছে খবর আছে যে সেই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকই চিঠিটি অন্যান্য শিক্ষকদের দেন। ঐ শিক্ষক হলেন ঐ অঞ্চলের ব্রজকুমার জমাতিয়া বলে একজন কুখ্যাত লোক যিনি ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সময়তে সেখানকার দাঙ্গার ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, লক্ষীপতি এবং পিত্রা অঞ্চলে প্রথম যে আক্রমণ শুরু হয়, এই লোকটাই তার নেতৃত্বে ছিলেন এবং তিনিই ঐ বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের চিঠিটা বিলি করেন। তখন ঐ শিক্ষকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই চিঠিগুলি কিসের এবং কে এই চিঠি দিয়েছেন। তাই, জানতে চাইছি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং জানা থাকলে কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা জানাবেন কিনা? কারণ, আমার মনে হচ্ছে ঐ শিক্ষকই হচ্ছে টি, এন, ভির কলাবরেটার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে এই ঘটনা যখন সেখানে ঘটে তখন ঐ অঞ্চলের এ, ডি, সির জনপ্রতিনিধি প্রেম কুমার জমাতিয়া ঐ স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অনেকগুলি মিটিং করেছেন, এবং প্রত্যেকটি মিটিং এ ঐ শিক্ষক নিজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন, এই ধরনের কোন রিপোর্ট মাননীয় মন্ত্রী অথবা সরকারের কাছে এসেছে কিনা যে ঐ অঞ্চলের স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শিক্ষকেরা সেই স্কুলে যেতে পারছেন না?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এই ধরনের কোন রিপোর্ট সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই; তবে যে চিঠির কথা বলছেন, সেটা সম্পর্কে আমরা পুলিশ দপ্তরকে জানাতে পারি এবং পুলিশই এর সম্পর্কে যা করার, তাই করবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার ব্রজকুমার জমাতিয়া সম্পর্কে এখানে যেটা প্রচার করছেন, সেটা ডাহা অসত্য। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এমন তথ্য আছে কিনা যে ঐ অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ করে কিছু কুচক্রী গজিয়ে উঠেছে, যাদের বেশীর ভাগই হল আত্মসমর্পণকারী এবং তাদের জহরলাল মলসম এবং জওহরলাল জমাতিয়া চক্রান্ত করে টি, এন, ভির নাম দিয়ে এসব প্রচার করছে এবং শিক্ষকদের সেই ঐ চিঠিটা দিয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, মনে হয় মাননীয় সদস্য উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে অনেক খবরই রাখেন, তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এসব কথা এখান থেকে

জানার আগে, তিনি সেগুলি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছেন কিনা ? কারণ এটা তো আমার জানার কথা নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কিনা যে সেখানকার কেশব জমাতিয়া নামে একজন ট্রাইবেল টি, ইউ, জে, এসের লোকদের অত্যাচারে ২বছর ধরে বাড়ীতে থাকতে পারে নি, সেখানে কেশব জমাতিয়ার যে একটা লেইক ছিল এবং তার অন্যান্য জায়গা জমি ছিল সেগুলি গ্রহভানু জমাতিয়া ও সিদ্ধিকুমারের নেতৃত্বে টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা দখল করে নিয়েছে ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এই টি, ইউ, জে, এস এবং টি, এন, ভির অত্যাচারে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড় অঞ্চলে নিরীহ অনেক লোকই বাড়ীতে থাকতে পারেনা, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই।

CALLING ATTENTION

মি ডিপুটী স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"ছৈলেংটা নিবাসী শ্রীযদু মোহন ত্রিপুরা কর্তৃক ছাওমনু টি. ডি. ব্লক এলাকায় ঋণ মেলার আবেদনপত্র সংগ্রহের নামে হাজার হাজার লোক থেকে চাঁদা সংগ্রহ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১২/৩/৮৭ তারিখ বৈকাল বেলা ছৈলেংটায় স্থানীয় কংগ্রেস (আই) এবং টি.ইউ.জে.এস. সমর্থকবৃন্দ একটি শোভা যাত্রা বাহির করে কেন্দ্রিয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নের দাবী নিয়ে বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকে। পরবর্ত্তী সময়ে শোভাযাত্রীদের কয়েকজন ছাওমনু বি.ডি.ও. মহোদয়ের সাথে দেখা করে তাহাদের দাবীপত্র দাখিল করেন। ঐ দিনই শোভাযাত্রার পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত জনসাধারণের নিকট হইতে সাদা কাগজে ব্যাংক থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত গ্রহন করেন। জানা যায় মোট ১৯২৬টি দরখাস্ত গত ২০/৩/৮৭ তারিখ উত্তর ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস (আই) কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযদু মোহন ত্রিপুরার নেতৃত্বে শ্রীমনোরঞ্জন চাকমা, সভাপতি, ছাওমনু ব্লক কংগ্রেস (আই) কমিটি, শ্রীহেমন্ত দেওয়ান, শ্রীননী গোপাল রায়, শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীব্রজমোহন রিয়াং, শ্রীহরিধন সরকার, শ্রীবিজয় কারবারী এবং শ্রীনন্দ লাল ত্রিপুরা ছৈলেংটা, গ্রামীন ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট দাখিল করেন। তদন্তে প্রকাশ শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা দরখাস্তকারীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে মং ২টাকা করে আদায় করেন কিন্তু কাহাকেও এই বাবত রসিদ দেন নাই। দরখাস্তকারীদের বলা হয়

এক টাকা দরখাস্তের জন্য এবং বাকী এক টাকা কংগ্রেস (আই) তহবিলের জন্য। ঋণ মেলার আয়োজনের জন্য দরবার করতে কংগ্রেস (আই) নেতৃবৃন্দ দিল্লী আসা যাওয়ার ব্যয় ভার, এই তহবিল থেকে মেটান হবে।

প্রকাশ থাকে যে ছাওমনু টি. ডি. ব্লক এলাকার ১৫টি গাঁও সভার জাতি এবং উপজাতি দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকের নিকট থেকে দরখাস্ত এবং টাকা গ্রহণ করা হয়।

এই বিষয়ে পুলিশের নিকট কেহ অভিযোগ করেন নাই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১৯০০ টাকা। কিন্তু এর আগে যুব কংগ্রেস (আই) তরফ থেকে ছাওমনু ব্লকে সর্ব মোট ৭ হাজার অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়া হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে দুই টাকা নয়, দুই টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ভাবে বে-আইনী চাঁদা সংগ্রহ করা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন কি-না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলতে পারবেন কত হাজার টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন। আমি লক্ষ্য করছি এই চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে জোর করে অফিসে হামলা ইত্যাদি বাড়ছে। সম্প্রতি ডিরেকটার, ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্ট দপ্তর, তিনি জানিয়েছেন যে গত ২১-২-১৯৮৭ ইং তারিখ মহিলা কল্যাণ সমিতি নামে তারা তার অফিসে হানা দেন এবং বলেন যে তাদেরকে ঋণ দিতে হবে। আমি জানি না এই ধরণের উস্কানী দাতা কে। শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ, তিনি তার অফিসে এসে দরখাস্ত সাবমিট করেন এই লোনের জন্য এবং তিনি এস. সি. কর্পোরেশন থেকে এই লোনের টাকা দাবী করেন এবং জানতে চান কত দিনের মধ্যে লোনের টাকা দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কর্পোরেশন থেকে তো এই ভাবে টাকা দেওয়া হয় না। কর্পোরেশনের মেম্বার হতে হয় অথবা কোন সমবায় সমিতির মাধ্যমে আসতে হবে। শ্রীমতি নাগ একজন প্রাক্তন মন্ত্রী। সাধারণ ভদ্রমহিলা হলে আমি মেনে নিতে পারতাম যে এটা হতে পারে। তিনি কংগ্রেস আই)-এর প্রথম সারির নেত্রী। তিনি অফিসে ঢোকে শ্লোগান ইত্যাদি দিলেন। এটা ভাল লক্ষণ নয়। অন্যান্য কংগ্রেসী রাজ্যে অন্য রকম হত কিন্তু ডিরেকটার ভদ্র ব্যবহারই করেছেন। সুবিধা দিচ্ছি, এটার অপব্যবহার যেন না করেন। এখানে মাননীয় সদস্য ছাওমনুর কথা যেটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনে বলেছেন, এটা ঠিক, তারা অনেকগুলি পঞ্চায়েত থেকে টাকা সংগ্রহ করেছেন এবং সেটার পরিমাণ মাননীয় সদস্য যা দিয়েছেন তার বেশীও হতে পারে, পুলিশের কাছে এই রকম কোন তথ্য নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে কয়েকটা ঘটনার কথা

বলেছেন। একটা ঘটনা হল যুব কংগ্রেসীরা দরখাস্ত দিয়েছেন ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, কেন দরখাস্তগুলি সরকারের মাধ্যমে দেওয়া হল না। কিন্তু যারা দরখাস্ত দিয়েছে তারা জনগণের সেবা করতে চায়, অধিকাংশই ছেলে মানুষ। প্রত্যেকেই তার নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি চায়। এটাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। আমি বলে দেব দরখাস্তগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিতে। গণতন্ত্রে সকলেরই দাবী করার অধিকার আছে। তবে প্রসিডিউরে যদি কোন ভুল হয় সেটা আলাদা কথা। আরেকটা ঘটনার কথা. বলছেন যে মহিলা কল্যাণ সমিতি সম্পর্কে। এমন কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন নি যে, তারা কোন খারাপ কাজ করেছে। দাবী করার অধিকার সবারই আছে। তারা কর্পোরেশন অফিসে দরখাস্ত দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ওরা কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে কিনা? ওরা কোন রকম আইন বা নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গ করেছেন বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে কিছু বলেননি, কিংবা কোন তথ্যও দিতে পারেন নি। উনিও এক কালে বিরোধী দলে ছিলেন। উনিও শ্লোগান দিয়েছেন। কেহ যদি তাদের দাবীর জন্য শ্লোগান দেন তাহলে, তা বন্ধ করা যায় না। জোর করে বন্ধ করলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ তা মেনে নেবে না। টাকা পয়সা আদায় করার ব্যাপারে বলছি, এই রকম তথ্যতো পুলিশের কাছেও নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন। কোন তথ্য যদি পুলিশের কাছে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আইন অনুযায়ী প্রশাসন ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা মিছিল করে যদি সেক্রেটারীয়েটের ভেতর তিনটার সময় ঢুকে এবং তা যদি বিরোধী দলের নেতা বলেন. দাবীর জন্য, তাহলে আমাকে বলতে হয়, ছুটির আগে বা পরে নয় তিনটার সময় ঢুকে তারা কি শ্লোগান দিচ্ছিল? শ্লোগান দিচ্ছিল. রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ, কংগ্রেস (আই) জিন্দাবাদ, লেফট ফ্রণ্ট মুর্দাবাদ। স্যার, এটা তো রাজনৈতিক শ্লোগান। রাজনৈতিক শ্লোগান সেক্রেটারীয়েটের ভেতরে অফিস খোলার টাইমে দেওয়া যায় না। আমাদের পাহারাদাররা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। মাননীয় বিরোধী দলের এটা জানা থাকা উচিত, এই মিছিলে শুধু রসগোল্লা বা ফুলের মালাই দেওয়া হয় না। অনেক সময় লাঠি চার্জও করা হয়। কাজেই এই রকম মিছিলে ভদ্রমহিলাদের আসা উচিত নয়, এটা কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস. নেতাদের মনে রাখা উচিত।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, এটা তো মহা মুশকিল হয়ে গেল? মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বললেন, কংগ্রেস (আই) এটা করছে। এটা তো স্যার, দুই সতীনের ঝগড়া হয়ে গেল। স্যার, আমার উদয়পুরের গোকুলনগর গ্রামেও ওরা হল্লা করেছে। মাননীয়

বিরোধী নেতার শিশুরা উত্তেজিত হয়ে ভাঙচুর করেছে। উপজাতি যুব সমিতির লোকও ছিল। স্যার, গত ২৩ তারিখে মহারাণী গ্রামীণ ব্যাংকে এই ধরনের আরেকটি ঘটনা হয়েছে। প্রায় ৩ ঘন্টা গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারকে আটকে রাখা হয়। দেড়শতর মত লোক হবে। সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার শ্বশুর বেনীমাধব জমাতিয়াও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবার মহারাণী গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান। কে কাকে দোষ দেবেন? স্যার, অন্য দিকে যা হচ্ছে, তা খুবই বিপদ-জনক। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, ওদের শিশুরা নিষ্কলঙ্ক। ওরা মানুষের কাছে বক্তৃতা করছেন, তোমাদের ঋণ দেওয়ার জন্য রাজীব সরকার টাকা দিচ্ছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তা দিচ্ছে না। কাজেই এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হবে। এই খবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, এবং এটাও কি ঠিক, তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার এটা একটা দলীয় প্রোগ্রাম। কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এস. সারা রাজ্যে মিলিত ভাবে এটা করছে। এ তথ্য এখন আমার কাছে না থাকলেও তথ্যগুলি আমার কাছে আছে। তাঁরা এটা করছেন। কোন কোন জায়গায় শান্তিপূর্ণ ভাবেই হচ্ছে, আবার কোন কোন জায়গায় অশান্তিও হচ্ছে। আমি বিরোধী দলের নেতাদের কাছে অনুরোধ করব, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করুন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আমরা বাধা দিই না। সে দাবী রায়ট ভিকটিমের দাবীর মত শত শত কোটি টাকাও করতে পারেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, শান্তি বজায় রাখতে। দুর্নীতির আশ্রয় নিলে আইন ব্যবস্থা করবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, ঋণ মেলার নামে যে সমস্ত ফর্ম ছাপিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে তা যদি বে- আইনীই হবে, তাহলে ব্যাঙ্ক কেন তা গ্রহণ করছে? নাম্বার টু হচ্ছে, বে-আইনী ভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হলে সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন কিনা? যদুমোহন ত্রিপুরা এর আগে টি, ইউ. জে. এস. এ ছিল। সে সময়ে শ্রী ত্রিপুরা কংগ্রেসের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে টি. এন. ভি. এর নাম করে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করত। এই কারনে তাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এখনও তার সীল, চিঠি থানায় জমা আছে। বার বার একটা লোক জনসাধারণকে প্রতারণা করছে এটার বিরুদ্ধে কি সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না? নাম্বার থ্রি. হয়ত, কেহ কেহ মিসগাইড হচ্ছেন। এই রকম ভাবে হয়ত বেনীমাধব জমাতিয়াও গেছেন। তবে পার্টির লেভেলে আমাদের এ রকম কোন সিদ্ধান্ত নেই। কাজেই তার জন্য পার্টি দায়ী নয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তাই বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরার নাম্বার টু এর সঙ্গে একমত। শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা বার বারই টাকা আদায় করছে। টি. এন. ভি. সম্পর্কে শ্রী ত্রিপুরার স্টেটমেণ্টে আমি দেখেছি, টাকা পয়সা জমা দেননি। আর এই টাকা পয়সা জমা না দেওয়ার অভিযোগেই তিনি দল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তবে কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন সেই তথ্য ছিলনা, এবং তিনি টি. এন. ভি. করেছেন এই রকম তথ্যও শ্রী ত্রিপুরার স্টেটমেণ্টে ছিলনা। এইগুলি সত্য। স্যার, আমি এই হাউসে বলেছি যে তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। একবার তার বাড়ীতে পুলিশ রেইড করেছিল রিপোর্টের ভিত্তিতে যে তার বাড়ীতে টি. এন. ভি. আশ্রয় নিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত: সে রেইড সার্থক হয়নি এবং আরও দুর্ভাগ্য যে সে লোক কংগ্রেসের বড় নেতা। এটা রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রষ্টাচার এই জন্য যে একটা রাজনৈতিক দল দুর্নীতির জন্য তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দল তাকে মাথায় তুলে নেয় সেটা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার। এই ধরনের কাজ সাধারনত: কংগ্রেসীরা করে থাকে। গনতন্ত্রের প্রতি বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা থাকলে এই সব লোককে মাথায় না তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া দরকার। আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলব যে সি. পি. আই (এম) এই ধরনের একজন লোককে পার্টির মধ্যে নিয়েছে এমন একটা দৃষ্টান্তও তাঁরা দেখাতে পারবেন না। আর মাননীয় বিধায়ক অন্য যে সমস্ত কথা বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা সরকার নিশ্চয়ই দেখবেন। ব্যাংক কেন এই ধরনের দরখাস্তগুলি গ্রহন করে সেটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন। তারা আমাদের নির্দেশ মেনে চলেন না, তারা তাদের মতেই চলেন। তবুও মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন তাই এব্যাপারে আমরা ব্যাংককে লিখব। কারন, এই সমস্ত দরখাস্ত নিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। একটা ছাপানো কপি দিয়ে আমরা ব্যাংককে লিখব যে- বেআইনী দরখাস্ত আপনারা গ্রহন করছেন, এটা ঠিক না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা টাকা কালেকশান করে জমা দেয় নি, এই কারনে তাকে আমাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এটা ঠিক না। আমি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী, আমি দীর্ঘদিন ধরে প্রমান চাইছিলাম-আসলে টি. এন. ভির চিঠিপত্র কোথা থেকে এসেছে। দেখা গেছে সি .পি .আই (এম), কংগ্রেস (আই) এবং অন্যান্য অংশের মানুষের সাথে তার যোগাযোগ আছে। তবে সি. পি. আই (এম) বহিষ্কার করেনি। একমাত্র টি. ইউ. জি. এস. একমাত্র সংগঠন এবং আমরাই প্রমান করেছি যে টি. এন. ভির. সাথে কারোর যদি বিন্দুমাত্র যোগাযোগ থাকে তাহলে আমরা তাকে দল থেকে বহিষ্কার করি এবং যদুমোহন ত্রিপুরাই তার প্রমান। দ্বিতীয়ত,

মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এখানে আমার শ্বশুরের নামে যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা ঠিক না। মাননীয় সদস্য আমার শিক্ষক, আমি উনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি-আই. আর. ডি. পি. টাকা স্যাংশাম হলে ব্যাংক কালক্ষেপ করে, নানান ভাবে হয়রানি করে। এই কথা বিধানসভাতেও বহুবার বহু মন্ত্রী স্বীকার করেছেন। এটার জন্য আমার শ্বশুর মশাই একবার ব্যাংকে যান, তখন আমার মাষ্টার মহাশয় পুলিশকে খবর দেন যে, ওদের কে এরেষ্ট কর। দুইবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গিয়ে দেখছে যে, উনার কাছে কোন লাঠি নাই, কিছুই নাই, তখন তাকে আর এরেষ্ট করেন নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে গল্প বলছেন। এটা গল্প বলার জায়গা না। আই. আর. ডি. পি. সম্পর্কে এখানে একটি কথাও নাই। মাননীয় সদস্য কোথা থেকে পেলেন এসব ? বিধানসভা গল্প বলার জায়গা না, বিধানসভায় তথ্য ভিত্তিক বিবৃতি দিতে হবে। উনি বলেছেন, উনার পার্টির মধ্যে সব বিশুদ্ধ লোক, এ সমস্ত বলার জায়গা এটা না, এগুলি বিধানসভার বাইরে বলুন।

মি: স্পীকার :— তৃতীয় রেফারেন্সটি গত ২৪.৩.৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্ন উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো-

"এফ.সি. আই-এর চরম গাফিলতির জন্য চাউল, গম, চিনি, রেপসীড অয়েল, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনিয়মিত সরবরাহ জনিত সংকট সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ভারত সরকারের বরাদ্দের ভিত্তিতে চাউল, গম, চিনি ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া সরবরাহ করে। বর্তমানে ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া আমাদের মাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী কোন দ্রব্যই সরবরাহ করতে পারে নি। ফলে এখানে চাউল, গম ও চিনি সংকট দেখা দিয়েছে এবং এক মাসের প্রয়োজনীয় চাউলও আমাদের কাছে নেই। বর্তমানে সরকারের গুদামে প্রায় ৮, ০০০ টন চাউল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মজুত আছে। মাসিক প্রয়োজনের তুলনায় এই ষ্টকও স্বল্প। আমাদের কেন্দ্রীয় গোদামে যে ষ্টক রয়েছে সেটা আগরতলায় ৪/৫ দিনের চাহিদা মেটাতে পারে।

গত দুই মাস যাবত ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া গম সরবরাহ করতে পারে নি। আমাদের মাসিক বরাদ্দ ২, ৫০০ টনের স্থলে প্রতি মাসে গড়ে ৯৩০ টনের বেশী গম সরবরাহ করতে পারে নি। স্যার, ভারতবর্ষের গম বিদেশে রপ্তানি হয়, গো- ডাউনে রাখা হয় জলে

ভিজে যায়, অথচ ত্রিপুরার প্রতি ভারত সরকারের কতখানি তাচ্ছিল্যভাব। এটাই প্রমানিত হয় যে আমাদের মাসিক চাহিদা আড়াই হাজার টন গম ওরা পূরণ করতে পারছেন না। চিনির বরাদ্দ আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মাসিক বরাদ্দ ৯৮৮ টন থেকে বাড়িয়ে ১, ০৩১ টন করলেও এ মাসে এখন পর্যান্ত মাত্র ৯২ টন চিনি পাওয়া গিয়েছে।

এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকার জরুরী ভিত্তিতে স্পেশাল কনট্রাকটর নিযুক্ত করে গৌহাটি থেকে চাউল এবং চিনি আনার ব্যবস্থা করেছে। সিনিয়র রিজিওনেল ম্যানেজার, শিলং গতকালও আমাদের জানিয়েছেন যে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেবার মত গম না থাকায় ভারত সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে গম পাঠাবার জন্য ওরা অনুরোধ করেছেন।

এ বিষয়ে আমাদের সরকার বারংবার ভারত সরকার এবং এফ.সি.আইকে বেতার বার্তা পাঠিয়ে অতি জরুরী ভিত্তিতে ত্রিপুরার এই ভয়াবহ অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য চাউল, গম এবং চিনি পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। তাছাড়া মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এবং আমি নিজেও কেন্দ্রীয় খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীকে বেতার বার্তা মারফৎ কয়েকবার অনুরোধ করেছি।

ইদানিং কালে ডিজেলের যে ঘাটতি হয়েছে তা মেটাবার জন্য আমাদের সরকার টেলিফোন ও বেতার বার্তার মাধ্যমে আই. ও. সি (ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন) এবং এ.ও.ডি (আসাম অয়েল ডিভিশন্‌) কর্তৃপক্ষকে অতি সত্বর ডিজেল পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং আমিও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে বেতার বার্তা পাঠিয়ে জরুরী ভিত্তিতে ডিজেল পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছি। বর্ত্তমানে পেট্রোলের কোন ঘাটতি নেই।

গত বছরও এ সময়ে আমাদের মাসিক বরাদ্দ ১০, ০০০ টন চাউলের অতিরিক্ত আরও ১৬, ০০০ টন চাউল রাজ্য সরকার এবং এফ. সি. আই-এর কাছে মজুত ছিল। কিন্তু আজ সেই তুলনায় এফ.সি.আই-এর হেফাজতে কোন চাউল নেই বললেই চলে এবং আমাদের কাছে ৮, ০০০ টন চাউল আছে। এফ.সি.আই-এর কাছে বর্ত্তমানে কোন কমন বয়েল্ড রাইস নেই। প্রায় ২, ৫০০ টন ফাইন এবং সুপার ফাইন রাইস আছে। আর বাকী যা আছে তা খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত। এই মারাত্মক পরিস্থিতির কিছুটা সুরাহা হতো যদি রেলওয়ে চাউল, গম ইত্যাদি আনার জন্য ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় ওয়াগন দিতে পারতো কিন্তু রেলওয়ে কর্ত্তপক্ষও ত্রিপুরার জন্য নৈতিক মাত্র একখানা বা খুড় জোড় দুখানা ওয়াগন দিচ্ছেন। এই অবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে সড়ক পথে গৌহাটি থেকে চাউল আনার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করেও মাত্র ১, ০০০ টনের বেশী চাউল আনার অনুমতি পাওয়া যায় নি। আরও দুঃখের বিষয় এই যে এফ, সি, আই,

আমাদেরকে শিলচর থেকে প্রথমে ৫০০ টন ও পরে ১,০০০ টন চাউল আনবার অথরিটি দিলেও দু দুবারই সেখানে গিয়ে আমরা এক মুঠো চাউল পাই নি।

আমাদের মাসিক চাউলের বরাদ্দ ১২,৫০০ টন থাকা সত্বেও গত কয়েক মাস ধরে প্রতি মাসে গড়ে ৮,৫০০ টনের বেশী চাউল পাওয়া যায়নি।

ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া মাসে ২৩০ টন করে রেপসিড তেল বরাদ্দ করেছে। বিগত তিন মাসের বরাদ্দের মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় নি। একমাত্র ফেব্রুয়ারী মাসে ডিসেম্বরের বরাদ্দের মধ্যে মাত্র ৩৮ টন রেপসিড তেল পাওয়া গিয়েছে। এব্যাপারে বারংবার ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন, কলকাতা ও গোহাটিস্থিত অফিস এবং ভারত সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা সত্বেও এখন পর্যন্ত সুরাহা হয় নি।

ত্রিপুরা এই মারাত্মক অবস্থায় আমাদের সরকার অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত বর্তমানে মজুত চাউল, গম, চিনি, ডিজেল ইত্যাদি সরবরাহ করে যাচ্ছে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য / সেজন্য আমরা আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে জরুরী ভিত্তিতে অবস্থার মোকাবিলা করবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন বাস্তব অবস্থায় ঠিক অন্য রকম খবর আমাদের কাছে আছে যে এখানে এফ, সি, আই এবং ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া রীতিমতো দিচ্ছে না যে অভিযোগ তিনি এখানে এনেছেন, বরং অভিযোগ উল্টো যেসমস্ত কনট্রাকটারদের এই সমস্ত জিনিষ আনার জন্য দেওয়া হয়েছে যেমন রেপসীডের কথা, চিনির কথা এই সমস্ত কথা বলা হয়েছে, সেটা দেওয়া হয়েছিল এখানে কো-অপারিটিভের কনজিউমার ফেডারেশন তার কনট্রাকটার কেরি করছে, তার কনট্রাক্ট থাকা সত্বেও, কনডিশান থাকা সত্বেও তারা দাম বাড়ীয়ে দিতে হবে এই অজুহাতে তারা সেটা কেরি করেনি এই রকম সংকট দেখিয়ে দিয়েছে এবং এফ, সি, আই, চাউল দিতে চেয়েছিল কিন্তু রাজ্য সরকার যাদের কনট্রাকট্ একসেপট্ করেছিলেন তাদের সেই কনট্রাকট, তাদের ওর্য়াক অর্ডার দেওয়া হয়নি নানা তালবাহানা করে জানি না কি তার মধ্যে রহস্য ছিল এটা অভিযোগ আসছে, তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল অন্য ভাবে সে দিতে অস্বীকার করেছিল এবং সেই কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করে দেখা গেছে পরবর্তী সময়ে এখানে একটা ট্রাকের সংগঠন যারা লেফট পার্টি পরিচালিত সেটা হচ্ছে টি, টি, ও, এ, স্যার, এতে অনেক বেশী দাম দিয়ে, অনেক বেশী রেইট দিয়ে কেরিং করানো হয়েছে এবং যেটা মূল লক্ষ্য সেটা করা হয়েছিল এবং আমরা পরবর্তী সময়ে দেখলাম এই ফেডারেশনটি আরও প্রায় ১৫ টাকা বেশী রেইট নিয়ে, তাদের যে টেণ্ডার রেইট ছিল সেটা থেকে ১৫ টাকা বেশী

করে সেখানে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সময়ে বিধানসভায় একটা জরুরী সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, জন-স্বার্থে, এমন একটা সমস্যা মিত্যকার সমস্যা সেখানে মাননীয় সদস্যাকেন্দ্রীয় সরকারকে আড়াল করতে গিয়ে ডাহা মিছে কথা এইসব এখানে বলছেন এই জন্যই ওরা বঞ্চিত হয়েছেন, এই জন্যই পশ্চিম বাংলার নির্বাচনে এর আগে যে আসন পেয়েছেন এই আসনও এবার পাবে না এই ধরনের আবোল-তাবোল বলে জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। এই কথা বলছেন না কেন খাদ্য আছে কি নেই ? এই কথা বলছেন না কেন তেল আছে কি নেই ? এই কথা বলছেন না কেন সমস্ত দিল্লীতে জানানো হয়েছে কি হয়নি ? এই কথা বলছেন না কেন জানানো হলে কেন সেই সমস্ত পঠানো হচ্ছে না, কেন বলা হচ্ছে না আমাদের গম নেই, কেন বলা হচ্ছে না আমাদের চাউল নেই, কেন বলা হচ্ছে না আমাদের নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠাতে পারবে না ? কেন পাঠাতে পারবে না এই কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা না করে আমাদের আসামীর কাঠ-গড়ায় তুলতে চাচ্ছেন ? কোন মানুষ বিশ্বাস করবে না ত্রিপুরার মধ্যে এই সরকার ঘুষ নিয়ে এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা করছে। যান তো, বাইরে যান তো, বাইরে গিয়ে, জনসাধারনের কাছে বলুন তো যে এই সরকার ঘুষ খাচ্ছে এই সব গল্প বলে আসল আসামীকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন এটা দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেপসীডের যে কর্ম-কর্ত্তা আছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে কিছু শ্রমিক এই সরকারের পরিচালনাধীন শ্রমিক গোষ্ঠী ওকে তার জীবন নাশ করার চেষ্ঠা নিয়ে তার উপরে আক্রমন এনেছিল এবং যার ফলশ্রুতিতে এই ভদ্রলোক বি. এস. এফের সাহায্যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কোন রকমে আত্ম রক্ষা করে প্রাণটা বাচাতে সক্ষম হয়েছে এটা জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঐ ভদ্রলোক আসতে চাইলে মুস্কিল হবে এবং ওকেই আসামীর কাঠ গড়ায় তুলে দেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এবং জানাবেন কিনা যে, উত্তর ত্রিপুরায় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার কিছু অংশ বিশেষ করে অমরপুর, গণ্ডাছড়া এবং উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর এই সব জায়গাতে বর্ত্তমানে গো-ডাউনে চাল শূন্য এবং বর্ত্তমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে এফ, সি, আইয়ের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ করে চাল আসছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ইহাও জানাবেন কিনা যে,

বর্ত্তমানে এফ, সি, আইয়ের গো-ডাউনে কত চাউল আছে এবং কবে নাগাদ এফ, সি, আই, থেকে এখানে চাল পাঠাবার ব্যবস্থা করবে এবং বর্ত্তমানে যে চাউল আছে সেটাতে কতদিন পর্য্যন্ত চালানো সম্ভব হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই হাউসকে আমি বলেছি, এখনও বলছি কোন গো-ডাউনে চাল শূন্য নেই, বিশেষ করে অমরপুর গো-ডাউনে চাউল শুন্য নেই, চাল কম আছে এ কথা সত্য, এটা বাড়াবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য দেখেছেন চাউল যেমন যেমন এখানে আসছে তেমন তেমন আমরা পৌঁচাচ্ছি বিভিন্ন জায়গাতে এবং অমরপুরে সেখানেও চালের চাহিদা বাড়াবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন গো-ডাউন শুন্য নেই এ কথা আমি বলতে পারবো।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অফ্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, চাউলের সংকট দুর্ভাগ্যজনক, সত্যি যেটা এখানে জানানো হয়েছে, সত্যিকারের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এটা একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সন্দেহ নেই, তাতে কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চিনির যে একটা ক্রমবর্ধমান সংকট চলছে এটার কারন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি আমার বিবৃত্তিতে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— এটাও যদিও ঠিক রিপেটেড না তবু ও আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে জানতে চাই যে, ট্রাইবেল এরিয়াতে আতপ চাউল দেবার জন্য এফ, সি, আইকে অনুরোধ করা হবে কিনা, কারন আমাদের ট্রাইবেলরা আতপ চাউল একটু পছন্দ করে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, এইটা আমি ব্যক্তিগতভাবে ইউনিয়ন মিনিষ্টারকে বলেছি যে এই অঞ্চলে যারা আছেন তারা একমাত্র আতপ চাউল পছন্দ করেন, কিন্তু কি কারনে দিচ্ছেনা সেটা আমি জানিনা।

শ্রীনকুল দাস:—পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, আমাদের এই রাজ্যে বিশেষ করে এই যে কেরোসিন তেলের সংকট বিভিন্ন সময়ে ছিল, আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি যেমন আমাদের বিলোনিয়া বড়পাথারী থেকে মুহুরীমুখ দিক থেকে আমরা সরকারের কাছে কিছু কিছু প্রস্তাব পাঠাই যাতে আই. ও, সির কাছে পাঠানো হয় যে এইসমস্ত জায়গাতে নতুন করে আরও কিছু তেলের, ডিজেলের ডিলার দেওয়ার জন্য। আমার জানা মতে রাজ্য সরকার থেকে সেটা আই, ওসির কাছে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে। কাজেই সেই সম্পর্কে আই. ও, সির বক্তব্য কি ? নতুন করে আরো ডিলারশিপ দেওয়া, নতুন করে আরো এ, ও, সি, খোলা

যাতে কেরোসিন বা ডিজেলের সংকট না হয়, এই সম্পর্কে আই, ও, সির বক্তব্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কিনা এবং জানা না থাকলে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কি না

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। ইস্যু করার যে দায়িত্ব সেটা ওদের, অ্যাজেন্ট করা ইত্যাদি। পুরানো অ্যাজেন্টকে তারা বাতিল করতে চাইছেননা। বিশেষ করে উত্তরে একটা অ্যাজেন্টের কথা আমরা বলেছি। যার পারফরমেন্স খুবই খারাপ। দ্বিতীয়তঃ কেরোসিনের ক্ষেত্রেতে আমরা বলেছি প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে একটি করে দোকান আপনারা রাখুন, যেটা ওপেন, যারা কেরোসিন কার্ড দেখিয়ে অন্য জায়গায় পেলনা সেখান থেকে তারা যাতে নিতে পারেন। সেই বিষয়ে আমরা কতবার বলেছি, করবে বলেছে, কিভাবে করবে আমি জানিনা। এইটা করলে কিছু সুবিধা হয় ছাত্রদের কার্ড অথরাইজ করে দিন, তারা সেইসমস্ত জায়গা থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেরোসিন পেতে পারেন, তাতেও কিছু সুবিধা হতে পারে। ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকারও সমর্থন করেছে এম, এ, এবং জনপ্রতিনিধিরা তারা যাতে টেম্পোরারী কার্ড দেন যারা কেরোসিন পাচ্ছেনা সেই ভিত্তিতে যাতে কেরোসিন সরবরাহ করা হয়। তাতে কিছু সমস্যা মেটানো যেতে পারে। এইসমস্ত বিষয়গুলি আমরা এ, ও, সি, এবং আই, ও, সির দৃষ্টিতে আনব।

CALLING ATTENTION

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :—

আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল মহাশয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—গত ১৯। ৩। ৭৭ইং যাত্রাপুর থানাধীন বাঁসপুকুর গাঁওসভার ভি, এল, ডব্লিউ-এর অফিস হইতে বীজের ধান চুরি হওয়ার সম্পর্কে।

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামীকাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আগামী ২৭শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য গোপাল দাস উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : আগামী ৩০ ও ৩১শে মার্চ গ্রামীন ব্যাংক কর্মচারী-

দেয় ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া সম্পর্কে

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৭শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ—স্পীকার:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৭শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:—

"গত ১৬/৩/৮৭ইং তারিখে সিধাই থানার অন্তর্গত সুবল সিং গ্রামের শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, বিগত ১৮/৩/৮৭ইং রাত্রি ৮ ঘটিকায় সিধাই থানাধীন বড়গাথা গ্রামের শ্রীচন্দ্র কুমার দেববর্মার পুত্র শ্রীসুবোধ দেববর্মা সিধাই থানাতে উপস্থিত হইয়া জানান যে, তাহার শ্বশুর শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা বিগত ১৬/৩/৮৭ইং মধ্য রাত্রি হইতে নিখোঁজ। সে আরও জানান যে বড়গাথা গ্রামের শ্রীকার্ত্তিক দেববর্মার বাড়ীতে শেষবারের মত তাহাকে দেখা গিয়াছিল। উক্ত সংবাদ সিধাই থানার ৫৯০নং দৈনিক লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারায় তদন্ত শুরু করেন।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে উপরে বর্নিত শ্রীকার্ত্তিক দেববর্মা বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা একজন স্থানীয় ওঝা। গত ১৬/৩/৮৭ইং রাত্রিবেলা শ্রীকাত্তিক দেববর্মার ছেলেরা পিতার চিকিৎসা ওরোগ মুক্তির জন্য শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মাকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়া নেন। উক্ত শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা তাহাদের ধর্ম্মীয় বিধানমতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই রাত্রিতেই শ্রীকার্ত্তিক দেববর্ম্মা মারা যান এবং এর পরে শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মাকে শ্রীকার্ত্তিক দেববর্মার বাড়ী হইতে কেহ দেখেন নাই।

পুলিশ তদন্তকালে মৃত কার্ত্তিক দেববর্মার বাড়ীর কাছাকাছি লোঙ্গাতে প্রচুর পরিমান রক্ত এবং শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মার সাইকেলটি আবিষ্কার করেন। পুলিশ কুকুরের সাহায্যে ৪৮ ঘটা তল্লাসি করিয়া মৃত কার্ত্তিক দেববর্মার বাড়ী হইতে অনুমান ২কি:মি: উত্তর পশ্চিম দিকে মোহনপুর চা বাগান এলাকায় পুলিশ গত ২৩/৩/৮৭ইং তারিখ সকালে

শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মার মৃতদেহ মাটির চাপা দেওয়া অবস্থায় পান। আইন মোতাবেক একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রী এম, আর, পাল মহোদয়ের উপস্থিতিতে শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্ম্মার মৃতদেহ উঠানো হইলে মৃতের গলায় ধারালো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় যাহা দা বা টাকালের আঘাত বলিয়া মনে হয়।

তদন্তকালে পুলিশ মৃত কার্ত্তিক দেববর্মার ছেলে শ্রীসুকুমার দেববর্মা ও শ্রীকুমার দেববর্মা এবং জামাতা শ্রীসুবোধ দেববর্ম্মাকে এই ঘটনার জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করার জন্য তাহাদের বাড়ীতে তল্লাশী করেন, কিন্তু তাহারা গত ১৬/৩/৮৭ইং তারিখ হইতে পলাতক আছেন।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারতীয় দণ্ডবিধির বিধানমূল্যে মোকদ্দমা রুজু করা হইবে।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশী অভিযান অব্যাহত আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দান। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২০শে মার্চ বেলা প্রায় ১১টায় এন, এস, আই, ও কতিপয় বহিরাগত সমাজ-বিরোধী কর্ত্তৃক উদয়পুর কলেজের ২জন ছাত্র ও ছাত্র সংসদের সদস্যদের উপর চড়াও হয়ে শারীরিক নির্যাতন ও প্রান নাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, গত ২০/৩/৮৭ইং তারিখ দুপুর বেলা অনুমান ১২টার সময় উদয়পুর কলেজের ছাত্র শ্রীপান্নালাল বিশ্বাস ও আরও কয়েকজন ছাত্র (১) শ্রীনির্মল কান্তি সাহা (২) শ্রীমানিক মিঞা (৩) শ্রীতাপস সেন (৪) শ্রীসৌমিত্র বিশ্বাস (৫) শ্রীউত্তম নন্দী (৬) শ্রীদ্বৈপায়ন কর্ম্মকার (৭) শ্রীবিক্রম দেব (সবাই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র) একলেজের দ্বিতীয় বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব ও শ্রীসুনীল শীলকে কাঠ-এর ফাইল ছুরি ইত্যাদি নিয়ে কলেজের ভিতর আক্রমন ক'র ২জনকে আহত করে।

এই ঘটনায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবএর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৩০৪ ধারায় ২০(৩) ৮৭নং মোকদ্দমা রাধাকিশোরপুর থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্তে প্রকাশ পায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব এবং শ্রীসুনীল শীলের আঘাত সামান্য এবং দুইজনকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল হতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। দুষ্কৃতকারীগণ বর্ত্তমানে পলাতক।

তদন্তে আরও প্রকাশ পায় এই ঘটনাটি দুই দলের শ্লেষাত্মক উক্তি ও তর্কাতর্কির জন্যই ঘটিয়াছে।

আহত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব ও শ্রীসুনীল শীল এস, এফ আই-এর সমর্থক এবং শ্রীপান্না লাল বিশ্বাস ও তার সাথী অপর ৭জন এন, এস, ইউ, আই-এর সমর্থক বলে জানা যায়।

এই ঘটনায় কলেজের কোন ছাত্রী আহত হয়েছেন বলে পুলিশের নিকট সংবাদ নাই।

এই ঘটনার পর গত ২৪/৩/৮৭ ইং তারিখ শান্তি স্থাপনের জন্য কলেজের অধ্যক্ষ একটি শান্তি মিটিং করেন। এই মিটিং এ অ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, এবং এস, ডি, পি, ও, উদয়পুর, যোগদান করেন। কলেজের সামনে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে এই যে নির্মল কান্তি সাহা, পান্নালাল বিশ্বাস তারা এন এস ইউ (আই)-এর সদস্য এবং তারা এখানে কলেজ স্থানান্তরের পর থেকে এই কলেজে নানা রকম উৎপাত সৃষ্টি করছে, এমন কি তারা ক্লাসের মধ্যে মদ খেয়ে গিয়ে মেয়েদের রেগিং করে এবং অধ্যাপকদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করছে, এই ধরণের ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কলেজ স্থানান্তরের ঘটনার সঙ্গে এইটা জড়িত বলে আমার মনে হয় না, এই জন্য আজ হোক কাল হোক কলেজ স্থানান্তরিত করতে হোত, এইটা ছাত্রদের মধ্যে কালচারের প্রশ্ন, একটা ছোট ঘটনা থেকে যদি মারপিট শুরু হয়ে যায়, এইটা খুব ভাল সংস্কৃতির লক্ষণ না। সেখানে ছাত্র-সমাজকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, পুলিশ আমরা সাধারণত এই কাজে লাগাই না, যদি এইটা কোন গুরুত্বপূর্ণ মারামারিতে পরিনত না হয়। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি উদয়পুরের প্রতিনিধি তারা যেন এই সমস্যাটাকে পুলিশের বাহিরে রেখে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন, জনমত গঠন করেন এই এলাকায়, যে এলাকায় কলেজটি স্থাপিত সেই এলাকার গার্জিয়ানদের নিয়ে মিটিং করেন, তাদের ছেলেরা যদি এর সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকেন তাদের চিহ্নিত করুন এবং তাদের সামাজিক যে নিয়ম সেই নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করুন। এইটাকে আইন শৃংখলার সমস্যায় পরিণত যাতে তারা যা করেন সেই জন্য আমরা এখান থেকে তাদের অনুরোধ করব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— স্যার, এই এলাকার কুখ্যাত সমাজ-বিরোধী নামে চিহ্নিত যারা যুব কংগ্রেসের কর্মী সুখেন ভৌমিক, হরিধন কর্মকার ও দিলীপ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ এখানে যে প্রদেশ কংগ্রেস-এর অন্যতম নেতা কামিনী কুমার দাসের নেতৃত্বে এবং তার উস্কানীতে এই ধরনের সমাজ-বিরোধী কাজ তারা করছে এবং এই অঞ্চল দিয়ে কলেজের মেয়েরা গেলে তাদের উপর নানা রকম রেগিং করে এবং এই গুলি নিয়ে কলেজে গোলমালের সৃষ্টি হয়, এই ধরনের ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার যতটুকু মনে পড়ে ক্লাসে এই ধরনের ঘটনার ফলে একটা ছাত্রের জীবন নিঃশেষ হয়েছে, তার গার্জিয়ান আমার কাছে আসেন এবং তাকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য দিতে হয়। এই যে ছাত্রীদের উপর রেগিং এইটা অন্যান্য জায়গায় কিছু কমেছে, আগরতলায় ছিল, কিছুটা এখন কমেছে, উদয়পুরে যদি এইটা চলতে থাকে পুলিশকে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে হবে. এইটা আমরা বরদাস্ত করব না যে কোন সংগঠ-নের ছাত্রী হোক না কেন, এইটা আমরা কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেব বন্ধ করার জন্য। যাদের এরা বলছে কুখ্যাত, আমি দেখব পুলিশের খাতায় তাদের নামে কেইস আছে কি না. একাধিক বার যাদের বিরুদ্ধে কেইস আছে পুলিশের খাতায় তারাই আমাদের কাছে কুখ্যাত। এ ছাড়া কেউ বললেই কুখ্যাত আমরা তাকে বলি না, প্রমান দিতে হবে এবং সেই প্রমান পুলিশের খাতায় তাদের বিরুদ্ধে কয়টা অভিযোগ আছে, সেই অভিযোগ যদিও প্রমান হয় না, তাহলে পরেও কুখ্যাত বলে আমরা তাদের চিহ্নিত করি। ৪, ৫, ৬টা কেইস হয়েছে একই লোকের বিরুদ্ধে তাকে আমরা সাধারনত কুখ্যাত বলে চিহ্নিত করি, এই ক্ষেত্রে এই রকম কোন লোক আছে কিনা আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—: স্যার, যাদের নাম আমি বলেছি তারা এই অঞ্চলের ডি, ওয়াই, এফ-এর কর্মী আশুতোষ সরকারকে তারা নৃশংসভাবে খুন করেছিল এবং আরও অনেকগুলি খুনের ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি এই সম্পর্কে কোন তথ্য এখানে আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৩শে মার্চ উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২৩শে মার্চ, ১৯৮৭ইং বেলা আনুমানিক ২ ঘটিকায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকার উপর দিয়া একটি ঘুর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়।

প্রাথমিক তদন্তক্রমে ইহা প্রকাশ পায় যে ঐ ঘুর্নিঝড়ের ফলে রবীন্দ্রনগর, দাসপাড়া অহল্যাপুর নেতাজীনগর, শ্রীরামপুর, দোপাটা, জামারাইপাড়া এবং শান্তিপুর এলাকায়, ১২৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ ঝড়ের ফলে ৫৭টি বাড়ী সম্পূর্ণ আর ২৫টি বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন মানুষ বা গৃহ পালিত পশুর মৃত্যু ঘটে নাই। বাসগৃহ ভেঙ্গে পড়ার ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আহত হন। (১) শ্রীমতি পার্ব্বতী চন্দ, স্বামী—শ্রীসুশীল চন্দ। বয়স ২৮ বৎসর। (২) শ্রীগোপাল চন্দ, পিতা শ্রীসুশীল চন্দ, বয়স ৭ বছর। (৩) শ্রীমতি মিবা বড়ুয়া, স্বামী—শ্রীসূর্য চাকমা, বয়স ১৯ বৎসর। তাহাদিগকে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

ঝড়ের ফলে সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির পরিমান প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বলিয়া মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে প্রতি পরিবারকে ৫০ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ত্রিপুরায় অতিরিক্ত জেলা শাসক ও ধর্মনগরের মহকুমা শাসক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রান সাহায্য দেওয়ার কাজ তদারকি করিয়াছেন। ক্ষতির পরিমান সম্যক নিরুপিত হওয়া মাত্রই সরকারী নির্ধারিত হারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে ত্রাণ সাহায্য দেওয়া হইবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জানালেন ১২৯টা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা এই পরিবারগুলির মধ্যে কতগুলি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, আর কতগুলি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্পুর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের কত টাকা করে, আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের কত টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি আমার ষ্ট্যাটমেন্টে দিয়েছি। ২য় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বন্যায় জলে বা ঘুর্ণিঝড়ে যদি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ১ হাজার আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে ২০০ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সামনে কৃষি কাজের সময়, গ্রামাঞ্চলে বা জুমিয়া অঞ্চলে তাড়াতাড়ি যদি

সাহায্য না পায় তাহলে তারা ঘরবাড়ীতে বসবাস করতে পারবেনা তাতে কৃষি কাজেরও অসুবিধা হবে। তাই কত দিনের মধ্যে এই ১ হাজার ও তদুর্দ্ধে টাকা দেওয়া হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, তাড়াতাড়ি তদন্তকার্য্য শেষ করে টাকা দেওয়ার জন্য বলা হবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি যেসব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যারা আহত হয়েছে তাদের জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে স্কেইল আছে তাতে যদি গরু, হালের বলদ মারা যায় তাহলে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে এবং অন্যান্য যেসব ছোট জন্তু আছে তাদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা করে, মেক্সিমাম ১০০ টাকা দেওয়া হবে।

শ্রীলেন প্রসাদ মলসই :— পয়েন্ট অব্ কেরিফিকেশান স্যার, ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছে এবং যারা সম্পূর্ণভাবে ঘরবাড়ী হারিয়েছে অর্থাৎ ভেঙ্গে গেছে তারা বর্তমানে কোথায় থাকে এবং তাদের থাকার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়নি।

LAYING OF REPLY TO POSTPONED QUESTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান।

বিধান সভার ত্রয়োদশতম অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক শিক্ষা বিভাগের উপর আনীত পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি। (ANNEXURE—"B")।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করছি উক্ত পোষ্টপণ্ড

স্টার্ড কোয়েশ্চেনের উত্তরপত্র নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির পঁয়তাল্লিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন পাবলিক একাউন্টস্) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক একাউন্টস কমিটির পঁয়তাল্লিশতম প্রতিবেদন সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস কমিটির ৩য় প্রতিবেদন (থার্ড রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস-এর ৩য় প্রতিবেদন সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

PRIVATE MEMBER'S MOTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—প্রাইভেট মেম্বার্স মোশন। আজকের কার্যসূচীতে একটি প্রাইভেট মেম্বার্স মোশন আছে। মোশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়। মোশনটি সভায় উত্থাপিত হওয়ার পর উহার উপর আলোচনা আরম্ভ হবে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোশনটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

Shri Manik Sarkar:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার মোশনটি সভায় উত্থাপন করছি মোশনটি হল—"That this House resolves that a Branch of the Commenwealth Parliamentary Association be Formed For the Legislature of Tripura and the Secretary, Tripura Legislative Assembly be authorised to take necessary steps for organising and affiliating the Branch to the Commonwealth Parliamentary Association".

Mr. Speaker.—আমার মনে হয় সদস্যরা কেউ আলোচনা করবেন না। অতএব আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশনটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশনটি হল—"That this House resolves that a Branch of the Commonwealth Parliamentary Association be formed for the Legislature of **Tripura** and the Secretary, Tripura Legislative Assembly be authorised to take necessary steps for organising and affiliating the Branch to the Commonwealth Parliamentary Association ."

(মোশনটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

GOVERNMENT BILLS

মি: স্পিকার:—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি—" The Tripura University Bill, 1987 (**Tripura** Bill No . 7 of 1987)." এর উপর আলোচনা গতকালকে অসমাপ্ত ছিল। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

Shri Manik Sarkar.—মি: স্পীকার স্যার, এই বিধানসভার সামনে গত কালকে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা মন্ত্রী—"The Tripura University Bill, 1987 (Tripura Bill No . 7 of 1987)" পেশ করেছেন। আমি এই বিলকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করি। আমি মনে করি এই বিল ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য ত্রিপুরার যারা শিক্ষানুরাগী লোক, যারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন, এই বিল তার একটা নিদর্শন। এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুয়েকটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কালকে কয়েকটা ইতিহাসের কথা বলেছেন। আমি যে ইতিহাস জানি সে ইতিহাসের কথা বলছি। ১৯৭২ সালে ধর্মনগরে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সভা হয়েছিল। সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত।

ছিলেন আজকের মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব। সেদিন সেখানে ১৫ দফা দাবি পাশ হয়েছিল। সে ১৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল এই ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়। সেদিন আমি এম. বি. বি. কলেজের একজন ছাত্র ছিলাম। যখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলাম তখন অনেকে এই নিয়ে আমাকে কটাক্ষ করেছিল। আমি সেদিন হাসির বস্তু হয়েছিলাম। অনেক প্রফেসার কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়? যদি কোন দিন এখানে বিশ্ব বিদ্যালয় হয় তাহলে চাকুরী দেবার মত লোক পাবে কোথায়! আজকে আমি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত যে কলকাতার ইউনিভার্সিটির যে শাখাটা বর্তমানে এখানে আছে, আমরা এই দাবীর ভিত্তিতে সেদিন আন্দোলন শুরু করেছিলাম। আর এখানে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার বলছেন যে, কংগ্রেস (আই) নাকি অনেক দিন আগে থেকেই এই দাবী করে আসছেন। এইটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছ থেকে আশা করিনি। এটা একটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেস (আই) এর তো একটি ছাত্র সংগঠন রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তো এই দাবীর সমর্থন করে না বরং তারা তার বিরোধীতা করছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার : —বিধানসভার প্রসিডিংস্ দেখুন।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রসংগে বলতে চাইছি যে শুধু বিশ্ব বিদ্যালয়ের দাবী নয় অন্যান্য দাবী নিয়েও আমরা আন্দোলন করেছিলাম। এবং এই প্রসংগে আমাকে ১৯৬৮ সাল থেকে ইতিহাস বলতে হয়। তখন ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণাংগ বিধানসভা ছিল না। ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে ২৭ জনই ছিলেন কংগ্রেস দলের। সে সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়। আর উনারা তাদেরই উত্তর সূরী।

সেদিন ভারতবর্ষে ফেডারেশনের নাম ছিল না। তখন এই সংগঠনের নাম ছিল ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন। সর্ব ভারতীয় সংগঠন তখনো হয়নি। আগরতলা শহরের ছাত্রদের মধ্যে এই সংগঠনের প্রভাব তেমন একটা ছিল না। আশে পাশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই স্কুল যারা নাইন, টেন, বা এইটে পড়ে এই রকম ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিধানসভার সামনে শিক্ষার দাবীতে ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে শিক্ষার দাবীতে। আর সাক্ষী হিসেবে গিয়েছিলেন এই বিধানসভারই একজন বামফ্রন্ট সরকারের সমবায় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অভিরাম দেববর্মা এবং মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়। তাদের দুজনকে সাক্ষী রেখে কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমাদের দাবীগুলির মধ্যে মুখ্য দাবী দুটি ছিল। তখন অবশ্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী তুলিনি।

তখন আমরা বলেছিলাম যে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগকে রাজধানী আগরতলা শহরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখা ঠিক না। এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় সরকারী ব্যয়ে কলেজ স্থাপন করা হোক। এবং আমরা অবশ্য জানতাম যে, সব কয়টি সাব-ডিভিসনে একসঙ্গে কলেজ করা যায় না, কারণ আমাদের ত্রিপুরা গরীব, দুর্বল, কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে থাকতে হয়। কাজেই তিনটি সাবডিভিসনের নাম স্পেসিফিক্যালী আমরা বলেছিলাম যে, উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াইতে তিনটি কলেজ স্থাপন করা হোক। তখন শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় দুইজন সাক্ষীর সামনেই বলেছিলেন যে, ও আমার দ্বারা হবে না। তোমরা অন্য দাবী করতে পার।

কিন্তু আর কলেজ আমি দিতে পারব না, কারন যে মেয়েরা সার্টিফিকেট ধরে দাবী করবে আমাকে চাকুরী দাও তখন তারা আমার বিরোধীতা করবে। কাজেই আমি আর কলেজ দিতে পারব না। তোমরা অন্য দাবী চাইতে পার।

তারপর দ্বিতীয় দাবী ছিল এই ইতিহাস ১৯৬৮-৬৯ সালের, তখন সুধীর বাবুদের নামই শুনিনি। সেদিন আমাদের দাবী ছিল ককবরক্ ভাষাকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এবং তখন আমরা স্পেসিফিক্যালী সংবিধানের কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম যে, সংবিধানের নির্দ্দেশাত্মক নীতিতে বলা হয়েছে যে, যে স্কুলের মধ্যে মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৪০ জন অথবা একটা ক্লাসের মধ্যে ১০ জন ছাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে বা শিক্ষা নিতে চায়, সেই ভাষায় তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। তখন মাননীয় শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় বললেন যে, তুমি তো বাঙ্গালী, তোমরা ককবরক ভাষার জন্য এত আকুলী বিকুলী করছ কেন ? ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে, ট্রাইবেলরাও বাংলায় কথা বলে, এবং এই ভাষার মাধ্যমেই তারা জিনিসপত্র কেনা কাটা বাজার করছে। কাজেই এটা কোন দাবী হয় না। এই দাবী ছেড়ে দাও। এইটা কোন দাবী নয়। তখন এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এখনকার মাননীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী যুক্ত অভিরাম দেববর্মা এবং শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহাশয়। আমাদের অভিজ্ঞতা তখন খুবই কম। সবেমাত্র প্রথম বর্ষে কলেজে পড়ি। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, এই কি কথা আপনি বলছেন ? একটা জাতীর অস্তিত্বের নিদর্শন তার ভাষা, তার সঙ্গে তার কৃষ্টি সংস্কৃতি জড়িত, আত্ম নিয়ন্ত্রনের প্রশ্ন জড়িত, সেই জাতির ভাষা সম্পর্কে এই হচ্ছে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ? তাহলে এদেরকে আপনি কোথায় ফেলে দিচ্ছেন ? এই যে, দৃষ্টি-ভঙ্গি এর থেকেই টি, এন ভি'র জন্ম হয়েছে। তখন মাননীয় সুধীর বাবুর নাম আমরা শুনিনি। আমাদের সৌভাগ্য যে, এখন উনাকে আমরা বিরোধী দলের নেতা হিসেবে পেয়েছি। এই তো হচ্ছে কংগ্রেসের ইতিহাস। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার সম্প্রসারনই বলুন আর ধ্বংসই বলুন

এইটা হচ্ছে তাদের ইতিহাস। এতে আমি শচীবাবুকে দোষ দিচ্ছিনা এইটা হচ্ছে সারা দেশেই কংগ্রেসের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতবর্ষের কংগ্রেস দলের এবং বর্তমানে যারা কংগ্রেস (আই) করছেন তাদের সকলেরই শিক্ষা সম্পর্কে একই নীতি। শচীন বাবুর নিজস্ব মস্তিস্কের এটা করা হয়নি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে তার শিক্ষার অবস্থা কি? সারা পৃথিবীতে ৪০০ এর উপরে দেশ রয়েছে। ১৯৮৬ সালে ইউ, এন, ও যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, সমস্ত পৃথিবীতে ৮১ কোটি লোক নিরক্ষর। আর তারমধ্যে অর্ধেকেরও বেশী নিরক্ষর মানুষ বাস করেন এই ভারতবর্ষের মধ্যে। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর একটা জাতীর পক্ষে নিঃসন্দেহে এইটা গর্বের বিষয়বস্তু নয়। এরজন্যে তো কোন মেডেল নেই। অলিম্পিকে তো আমরা কোন মেডেল পাই না। কিন্তু এর জন্য যদি পুরস্কার থাকতো তাহলে আজকে রাজীব গান্ধী সেই পুরস্কারের মালা গলায় পরে আসতে পারতেন। দুর্ভাগ্য—স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও একটা দেশ শতকরা ৫০টি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলতে পারেনি। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় তখন ভারতবর্ষে শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল দশ জন। আর আজকে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে সেই সংখ্যা হচ্ছে ৪২-৪৩ জন। তাহলে এই দশ জন যদি বাদ দিই তাহলে এই জায়গায় ৩০ থেকে ৩৫ জন ধরলাম। তাহলে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বছরে একজন লোককেও শিক্ষিত করতে পারেনি কংগ্রেস? ১ জনও যদি শিক্ষিত করতো তাহলে ৪০ বছরে শতকরা ৫০ জন শিক্ষিত হতো। এই হচ্ছে শিক্ষা সম্প্রসারনের দৃষ্টিভঙ্গি। আজকে ভারতবর্ষের অবস্থা কি? ক্লাস—১ থেকে ক্লাস—৮ এই যে সময় এই সময়ের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৫ জনই ড্রপ আউট হয়। এর কারন কি? কারণ হচ্ছে—তাদের পয়সা নেই, বই কিনতে পারেনা, জামা নেই, কাপড় নেই, ঘরে খাবার নেই, বাবার সঙ্গে মাঠে বিচালী কাটতে যায় অথবা চায়ের দোকানে বয়ের করে। এই আমাদের বিধানসভায় যে ছেলেটি আমাদের চা দেয় তার বয়স এই রকম হবে। কে এর জন্যে দায়ী, কার নীতি এর জন্যে দায়ী? আমি জানি মাননীয় সুধীর বাবুর কাছ থেকে এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ অসত্যের উপর ভিত্তি করে দলের নেতাই চলছেন, তারজন্যে এদের ভরাডুবি হচ্ছে। এর থেকে উনাদের নিশ্চয়ই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

এই হচ্ছে একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধানে বলা হয়েছে ১৪ বছর যাদের বয়স তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আজকে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি? চেলেঞ্জ অব্ এডুকেশন-এ বলা হয়েছে যে, মুখরোচক ইংরেজী ব্যবহার করে

যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষানীতি তৈরী করা হয়েছে। তারমধ্যে তারা বলেছেন যে, এই ১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেদের মধ্যে শতকরা ৪০-৪২ জন তারা জানে না স্কুল কি জিনিষ। এরা কোন দিনই স্কুলের মুখ দেখে নি। স্কুলে ঢুকে মাষ্টার মহাশয়দের দিকে মুখ দিয়ে বসতে হয় না পিঠ দিয়ে বসতে হয়, দে ডু নট নো। সুধীরবাবু এটা জানেন না। দুর্ভাগ্য যে, তিনি একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার এটা জানা উচিত ছিল। কাজেই ইতিহাস-এর কথা বললে পুতি গন্ধ আরো বেরুবে। এই পাঁকে ঢুকতে ঢুকতে এমন যায়গায় চলে যাচ্ছেন খোঁজ আর পাওয়া যাবে না। কাজেই এই সমস্ত কথা বলে লাভ নেই।

কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে শুধু ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা এবং কেরেলা নয় গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। সকলের জন্য শিক্ষা চাই। প্রাথমিকস্তরে শিক্ষায় সুযোগ সবার কাছে পৌছে দিতে হবে। এই শ্লোগান 'এডুকেশন ফর অল, জব ফর অল,' সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের দাবী। সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষের দাবী। এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষের আজকে সংগঠিত হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আজ লক্ষ্য করছি শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাবার জন্যে আমাদের দেশের সরকার কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন। সম্পূর্ণ জন-বিরোধী, জনগণ যা চাইছেন যা হওয়া উচিত দেশের স্বার্থে, দেশের শতকর ৬০ ভাগ মানুষকে শিক্ষার অন্ধকারে রেখে জাতীর অগ্রগতি, একবিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আজকে শ্লোগান দিচ্ছেন রাজীব গান্ধী কাকে নিয়ে আপনি একবিংশ শতাব্দীতে যাবেন? দেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে? বিজ্ঞানের কথা বলছেন, স্পুটনিকের কথা বলছেন,—দেশ বিদেশ জয় করার কথা বলছেন, অশিক্ষিত মানুষকে নিয়ে তো এইটা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, অশিক্ষিত মানুষ, তাদের শ্রমের কোন মূল্য নেই এই কথা আমরা বলি না। তাদের শ্রমের মূল্য আছে। তাদের শ্রমকে বাদ দিয়ে এই বিশাল ইমারত গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মানুষকে শিক্ষিত করে তুললে তার শ্রম শক্তিকে আরও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। এই করে মানুষ বুঝতে পারে, শিখতে পারে বন্ধুকে শত্রুকে, মিত্রকে। এটা যদি বুঝতে পারে মানুষ তার চলার পথ নিজেই নির্ধারণ করতে পারে এবং এটা দেশের পক্ষে কল্যানের মঙ্গলের। নির্দিষ্ট কোন দল, জাতি গোষ্ঠী বর্ণ সম্প্রদায়ের প্রশ্ন নয়। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকে লক্ষ্য করছি সম্পূর্ণ উল্টো নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বাজেট কি? এক টাকার একটা কয়েন ছুঁড়ে দিয়েছেন রাজীব গান্ধী। স্বাধীনতার ৪০ বছরে ভারতবর্ষে যতগুলি বাজেট হয়েছে, সর্বাধিক বাজেট, আমি পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর কথা বলছি, ২.৪৭ টাকা ছিল শিক্ষার জন্য ১০০

টাকার বাজেটে বরাদ্দ। আজকে কত ? নয়া শিক্ষা নীতি। আকাশপাতাল সমস্ত মথিত করে তুলছেন শ্লোগানে শ্লোগানে। সেখানে কত ধরা হয়েছে এই যে বাজেট চলছে লোকসভা'র মধ্যে, নট ইয়েট পাসড্। এক টাকা। একশ' টাকার মধ্যে এক টাকা এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি ভারতবর্ষের শিক্ষার জন্য এই যে বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেন, তার সিংহভাগ চলে যায় উচ্চ শিক্ষার জন্য। আর এই ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ কত জন পান ? শতকরা তিন থেকে ৭ ভাগ যারা ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয় তারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান এবং তারা কারা ? তারা হচ্ছে এলিট সেকশান। গরীবের ছেলে মেয়েদের, দিন মজুর, রিক্সা শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, কৃষক, ছোট মাঝারী ব্যবসায়ী, শিক্ষক কর্মচারী, তাদের ছেলেমেয়েরা ঐ কলেজ ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করার সুযোগ কচিৎ কদাচিত পান। তাদের জন্য ঐ বাজেটের একটাকার, তার মধ্যে সিংহভাগ চলে যাচ্ছে তাদের জন্য। আমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না। কারণ সেখান থেকে যারা ডক্টরেট হবেন, রিচার্স স্কলার হবেন, তারা শুধু তাদের মা বাবার সম্পত্তি নয়, তারা আমাদের দেশের সম্পত্তিও, সভ্যতার অগ্রদূত। কিন্তু প্রাইমারী এডুকেশান, বেসিক লেভেলে যে এডুকেশান, সেই শিক্ষাকে সম্প্রসারিত না করে এটা কি করে সম্ভব ? এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নয়া যে শিক্ষা নীতি, সেই শিক্ষা নীতি সম্পর্কে গোটা ভারতবর্ষের বক্তব্য কি ? অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী এবং এটার মধ্যে ফ্যাসিজিমের পদধ্বনি দেখা যাচ্ছে, ঐ হিটলারী কায়দা। হিটলার তার দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক এবং জনজীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য ক্রমবর্ধিত সেই আন্দোলনকে পদ দলিত করবার জন্য এবং ধ্বংস করবার জন্য সেই দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি, জোতদার তাদের স্বার্থকে রক্ষার জন্য যখন তাকে ক্ষমতায় বসানো হয় সে প্রথম আক্রমণ করে শিক্ষার উপর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যে সমস্ত বইগুলো পুড়ানো হয়েছে। মার্কস্, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিনের সমস্ত বইগুলো পুড়ানো হয়েছে। আমাদের এখানে বই-পত্র পুড়ানোর প্রস্তুতি না হলেও সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই শিক্ষা নীতির ভিতর দিয়ে একটা প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। চড়িলামের উপ-নির্বাচনের সময়ে লেনিনের বই, পৃথিবীর সবচেয়ে যে বেশী বার অনুদিত হয়েছে, তার মধ্যে হচ্ছে লেনিনের কালেকটেড ওয়ার্কস্, কালমার্কস এর কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো। সেই বই জ্বালিয়ে দিয়েছে মাননীয় সুধীরবাবুর দলের সমর্থকেরা, কচি কাঁচারা। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সেটা একটা রূপ নিতে চলেছে ভারতবর্ষের বর্তমান নয়া শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে এবং তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করেছি। কালকে মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী তাঁর এই বিল উপস্থিত করতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা যা চেয়েছিলাম প্রতি পদক্ষেপে ইউ, জি, সি, তার প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে এবং ইউ, জি, সি, কার্যতঃ নয়া শিক্ষানীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিল তৈরী করার

ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

মাননীয় সদস্য এখানে নেই। নিজের বলার সময়ে থাকেন, অন্যরা যখন বলেন তখন তিনি থাকেন না। আমি এ বর্ষীয়ান নির্দল বহুরূপী সদস্যের কথাই বলছিলাম। তিনি একটা জিনিষ বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির কথা। আসলে তিনি ভুল তথ্য দিয়েছেন। এনথ্রপলোজির ছাত্র সমস্যা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সমস্যা নয়। বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক এই ত্রিপুরা সরকারের মতই একটা বিল তৈরী করেছিলেন। তার নীতি নিয়ম কি হবে। এটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন আটকে দিলেন না, এটা তোমাদের মত হবে না। এত গণতন্ত্র কি আবার শিক্ষায়। ঠিক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মত সরকারের অনিচ্ছা সত্বেও যা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই জিনিষগুলি সেখানে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। পশ্চিম বাংলা সরকার বলেছিলেন, তোমরা যদি টাকা না দাও ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন, আমরা টাকা দিয়ে ইউনিভার্সিটি চালু করব এবং তাঁরা তাঁদের মূল বাজেট থেকে টাকা বরাদ্দ করেছেন। পশ্চিম বাংলায় বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি চলছে। এনথ্রপলোজির ছাত্র সমস্যা নিয়ে সেখানকার সমস্যা নয়। মাননীয় সদস্য জানেন না। যেভাবে বিলোনীয়ার মানুষকে উল্টে পাল্টে বোঝাবার চেষ্টা করেন বিধানসভাতে সেইভাবে বিকৃত তথ্য উপস্থিত করে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

সুতরাং, এই যে বিল এই বিলের মধ্যে কি আছে ? সিনেট। আমি বিরোধী দলের নেতার বক্তব্যের রেশ টেনে নিয়ে বলতে চাইছি। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কথা তিনি বলেছেন। ইউনিভার্সিটির বিলের কথা তিনি বলেছেন। আমি দেখিয়েছিলাম বইটা। আমি জানিনা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বইটা পড়েছেন কিনা ? এখানে সিনেটের যে অধিকার দিয়েছে, আর এখানের সিনেটের অধিকার, দুটো কি এক ? ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সিনেট। এই সিনেটের নির্বাচিত সদস্য এর সংখ্যা ৭২ জন। ঐ ক্ষেত মজুরের প্রতিনিধি থেকে সুরু করে ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ শিক্ষায় যারা অধিকারী হয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্ব আছে। সিনেট ইজ দি হায়েষ্ট বডি ইন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। সব কিছু আলোচনা হয়, সিদ্ধান্ত হয়, নীতি নির্ধারণ করা হয়। সিনডিকেট ইজ অ্যানিসাবে টু সিনেট। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। সিনডিকেটের অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা নেই। সিনেট পলিসি তৈরী করে, সিনডিকেট ইম-প্লিমেন্ট করে। সিনেট সভার মাঝখানে যদি কোন জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হয় সিনডিকেট ফিকেশান। বাট দে হ্যাভ টু সেণ্ড অল দীজ থিংস টু দি সিনেট, আমার এখানে কোথায় আছে ? এটা কি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রীর ইচ্ছায় সব কিছু বাতিল হয়েছে ? আমাদের হাত পা বাধা। এরা সমস্ত জিনিষ আমাদের গলা টিপে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। উই আর আনডান।

কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তো বিরোধী দলের নেতা একবারও বিরোধীতা করলেন না যে এটা ঠিক হচ্ছে না। আমাদের এখানে সিনেটটা হল মাননীয় অ্যাডভাইসারী কমিটি। এরা কথা বলতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কিন্তু আমরা তা মানতে পারিনা। আপনারা যেমন মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার বলতে বুঝেন পাঁচ বছরে একবার ভোট, আমরা যারা বামপন্থী প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক আমরা পাঁচ বছরে একবার ভোট যেমন তার সংবিধানের গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তার ভোটের অধিকার একসারসাইজ করার পর যে নীতির পক্ষে তারা ভোট দেবেন সরকারের যে নীতি, তাকে রূপায়ন করার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাগুলিতে তাদের পার্টিসিপেশানের সুযোগ করে দাও এবং তার নিদর্শন হচ্ছে পঞ্চায়েত, পৌরসংস্থা, ল্যাম্পস্ প্যাক্স যেখানে জনসাধারণ আবার নির্বাচন করে লোক পাঠান গভর্ণমেন্টের পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যে হ্যাণ্ড দেয়ার সে। তাঁরা মডিফি-কেশান আনছেন, তাঁরা ডিসিশান তৈরী করছেন। এই হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরাও চেয়েছিলাম এই ধরনের একটা সিনেট তৈরী হোক। কিন্তু, না ইউ, জি, সি, বাধা দিল, না, এটা করা যাবেনা। প্রথম বলেছেন সিনেটই করা যাবেনা। হোয়াট ইজ সিনেট? দেয়ার ইজ নো নেসেসিটি অব সিনেট। প্রথম তারা এই কথা বলে লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যখন বিভিন্ন দিক থেকে বলা হল, ঠিক আছে, হতে পারে, এই এই লোকেরা থাকবে এবং এই হচ্ছে তার ক্ষমতা। কি ক্ষমতা? শুধু কথা বলে যাও, বক বক কর, আর কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

সেকেণ্ড ভি, সি,। ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ করার প্রশ্ন। কলকাতায় কিভাবে ইলে-কটেড হন ইউনিভার্সিটিতে। সিনেট দ্বারা। কিভাবে? মনোনয়ন নয়। নির্বাচিত। অ্যালফাবেটিক্যালী নির্বাচিত ৩ জনের নাম তারা দিয়ে দেন। তারপর সেটা চ্যান্সেলারের কাছে যায়। চ্যান্সেলার সেখান থেকে একটা নাম ঠিক করেন ইন কনসালটেসান উইথ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট, দ্যাট ইজ এডুকেশান মিনিস্টার হু রিপ্রেজেন্টস দি স্টেট গভর্ণমেন্ট।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শেষ তা হয়নি?

শ্রীমানিক সরকার :—না, স্যার। আর পাঁচ মিনিট সময় পেলেই শেষ করে দেব।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে রিসেসের পরে বলুন।

এই সভা আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী থাকল।

AFTER RECESS AT 2·00 P.M.

শ্রীমানিক সরকার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আমার অসম্পূর্ন বক্তব্যের শেষের

দিকে যে কথা বলছিলাম, সেটা ইউনিভার্সিটির নির্বাচন সম্পর্কে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে বিধি তাতে সিনেটকে মূল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই যে বিল আনা হয়েছে, তাতে দেখছি ইউ, জি, সির নির্দেশে কার্যতঃ সিনেটকে সেই ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং সেখানে চ্যানসেলার যে ৪ জনকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করবেন এবং সেই কমিটি অন্ততঃ তিন অথবা চার জনের একটা প্যানেল পাঠাবেন আর তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিগত যে সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা,। এটাই একটা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাকে আমরা কোন মতেই গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা বলে মেনে নিতে পারি না এবং এটা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত আড়াই বছর যাবত তীব্র বিরোধ চলছে এবং এটা নিয়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ কর্মে কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি, যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তিরা এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, সেখানে ভি, সি, নামে যে ভদ্র লোক আছেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে পরিবেশ বামপন্থি সরকার ফিরিয়ে এনেছিলেন, তার গতিবেগে বাধার সৃষ্টি এবং তার ক্ষমতার অপব্যবহার করবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁর নির্বাচনের পদ্ধতির মধ্য দিয়েই তিনি এসব ঘটনাগুলি করতে উৎসাহী হয়েছেন। আমরা সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় চাই, যেহেতু এই দিক থেকে আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের এখানে এই ভি, সি, নিয়োগের পদ্ধতিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই, যদিও আমাদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে তীব্র বিরোধ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। পরবর্তী যেটা, সেটা হচ্ছে সেণ্ডিকেট এই সেণ্ডিকেট সম্পর্কেও আমাদের একই প্রশ্ন, সেই সেণ্ডিকেটও তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন করবেন চ্যানসেলার ঐ ভি, সির মাধ্যমে এবং তার যে গঠন প্রনালী তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সেখানেও নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা খুবই কম, তুলনামূলক ভাবে খুবই কম, যেটা থাকলে ভাল হত, তা না করে মনোনীতের সংখ্যা সেখানে বাড়ানো হয়েছে এটা মূলতঃ ভি, সির মাধ্যমে চ্যানসেলার তার খুশীমত যাতে ব্যবহার করতে পারেন, সেই ধরনেরই একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এই বিলের মূল বিষয়গুলি, আসলে ইউ, জি, সি, আজকে শিক্ষা আঙ্গিনায় সম্পূর্ন একটা অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার দিকে ক্রমশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছেন, তার বহিঃপ্রকাশই এই বিলের মধ্যে ঘটল। এই বিল আমাদের বামপন্থি সরকারের ইচ্ছার প্রতি-ফলন নয়, অনিচ্ছা সত্বে যেহেতু তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সমস্ত বিষয়টাই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রন করছেন। এবং তাদেরই চিন্তাকে, তাদেরই ভাবনাকে আজকে একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তবু আমরা বলব যে, এটা মন্দের ভাল, কারণ দীর্ঘদিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা করে আসা হচ্ছে এবং যে-ভাবে ইউ, জি, সি, আমাদের দাবীকে বিভিন্ন ছুতোয় নস্যাত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাতে আমাদের

রাজ্যের নির্বাচিত লোকসভার সদস্যরা তো নিশ্চয়, এছাড়া অন্যান্য রাজ্য থেকে নির্বাচিত যারা শিক্ষার সম্প্রসারণের পক্ষে, সেই ধরনের সদস্যরা এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীর দাবী বার বার উপেক্ষিত হচ্ছে, কারণ তাঁরা বার বার ইউ. জি, সির যিনি চেয়ারম্যান তাঁকে এটা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন, শেষ পর্য্যন্ত তারা স্বীকৃত হয়েছেন এবং তাদেরই ইচ্ছা এখানে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তাই এই বিলকে সমর্থন করছি অবশ্য উইথ রিজার্ভেশান, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অগনতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী পদক্ষেপগুলি আজকে যে ভাবে ধীরে ধীরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এটাকে ভারতের কোন গণতান্ত্রিক মানুষই শেষ পর্য্যন্ত মেনে নেবে না। ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা প্রথমতঃ সেটা বলতে চাইছি আমাদের ইউনিভার্সিটি চাই, আর এই জায়গায় মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং মাননীয় বিরোধী গ্রুপের নেতা শ্যামাচরণ বাবু ও অন্যান্য সদস্যরা এই বিষয়টাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর যে কথা বলছেন, কারণ এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোন ফাঁক ফোঁকর থাকতে পারে, হাঁ, আমি এটা অস্বীকার করি না, কারণ এই বিধান সভা থেকেও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিলের বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছে, সেই নজীর আছে, আমি এটার বিরোধিতা করি না।

কিন্তু যে প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবটা এসেছে, তাকে আমরা সমর্থণ করতে পারছি না, কারণ তারা বহু জল ঘোলা ইতিমধ্যে করেছেন, হয়তো তারা ত্রিপুরাতে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হউক, এটা চান না, তাই আমাকে আবার অতীত ইতিহাসের কথা এখানে টেনে আনতে হচ্ছে, যে ত্রিপুরাতে যখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পোষ্ট গ্রেজুয়েড সেন্টার হওয়ার কথা, তখন তারাই প্রায় একটা দাসখত লেখা দিয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমাদের এই ত্রিপুরাতে একটা বিরাট আন্দোলন হয়েছিল এবং যখন সেই আন্দোলনকে কোনক্রমে দমন করা যাচ্ছে না, তখন তারাই বলেছিলেন যে আমরা ত্রিপুরাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী করব না, যেটা দেওয়া হচ্ছে, এটাই যথেষ্ট এধরনের একটা অলিখিত চুক্তি তখন এই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারও ইউ, জি, সির সঙ্গে একমত হয়েছিল। আমরা জানি না, এটা কতটা সত্য, তবে আমাদের কাছে এই রকম খবর আছে। কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বহু চেষ্টা চরিত্রের পর বামফ্রন্ট সরকার যখন এই ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, তখন এই জিনিষটাকে আবার সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানোর অর্থ হচ্ছে আবার ডিলে করা। যেখানে অলরেডী এর জন্য ফাউণ্ডেশান লেইড হয়ে গেছে, বাড়ী ঘর তৈরীর কাজও শুরু হয়ে গেছে, সেই জায়গাতে আমরা দেখছি যে বাইর থেকে এর বিরোধীতা করা হচ্ছে,—কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করে, শিক্ষা ফোরামের নাম করে। এটার তো কোন ভূমিকাই আমরা দেখিনি, ত্রিপুরা

রাজ্যের শিক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এই রাজ্যের মধ্যে যখন শিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে মানুষকে যখন সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে, এই রাজ্যে যখন বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা হস্তগত তখন একটা ফোরাম তৈরী করে শিক্ষার আন্দোলনের বেদীমূলে কষাঘাত করা হচ্ছে। কাজেই এরা কোন মতেই শিক্ষার দরদী নয়, শিক্ষার স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, এটা হলেন ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের দুষমন। আমার মনে হয় এই ধরণের ভূঁইফোঁড় সংগঠনের সৃষ্টির মাধ্যমে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রচেষ্টা সেটাতে কোন রকম বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না, তাই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই বিষয়টাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না এবং সেই সঙ্গে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এই হাউসের সামনে এনেছেন, এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এটার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য যে দীর্ঘ সংগ্রাম হয়ে গিয়েছে, তারই প্রতিফলন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনকে যত দ্রুততর করা যায়, ততই দুই হাত তুলে তারা এই রাজ্যের সরকারকে সমর্থন করবে এবং রাজ্য সরকার যে শিক্ষার সম্প্রসারনের গণতান্ত্রিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, এ টাকে সবাই সাধুবাদ জানাবেন এবং সেই সঙ্গে এর মধ্য দিয়ে যে অগণতান্ত্রিক এক পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, এই রাজ্যের সচেতন মানুষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। একথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে গতকাল মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারই শিক্ষার প্রসার করেছে এবং এর আগের যে সরকার ছিল তারা কিছুই করেনি। এখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র নয় বছর হয়েছে। তাদের ক্ষমতায় আসার সময়ে যে ছেলেটা ওখানে পড়তো সে এখন ক্লাশ নাইনে পড়ে। সে মেট্রিকও পাশ করেনি। কিন্তু এর আগে যদি ত্রিপুরার মহারাজা এম বি. বি. কলেজ না করতেন তাহলে মাননীয় ট্রেজারী বেনচের সদস্যরা কোথায় পড়াশুনা করতেন ? এটা ওরা ভুলে গেছে। এই সরকার মাত্র কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। এই সব বিলে যে-সব ধারা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ফোর পারসনস্ টু বি নমিনেটেড বাই দি ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট। কিন্তু আমরা দেখছি ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট কিরকম ব্যক্তিকে নমিনেট করছেন, যাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। বন্দুক যাদের সম্বল সেই খগেন জমাতিয়াকে ডিসট্রিকট কাউনসিলে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। ওদের মত লোকই হবে এই ইউনিভার্সিটির পরামর্শ দাতা। মাননীয় মন্ত্রী একবার এই হাউসে

বলেছিলেন যে বিলোনীয়া কলেজটি একটি গোলা বারুদের কারখানা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এইভাবে কলেজগুলি গোলা বারুদের কারখানাই হবে, সেখানে পড়াশুনা কিছু হবে না। মাননীয় সদস্য মানিকবাবু ককবরক ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার যতটুকু মনে হয় এই ট্রেজারী বেনচের একজন সদস্য সি. পি. আই (এম) দলের লোক এক জনসভায় বলেছিলেন যে, কোন গ্রামে একটা গরু মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে একটা শকুন নাকি "মুইচু" বলে নীচে নামল। এরপর কাক নাকি ডেকে বললো, খাও বাবা খাও। এই ইউনিভার্সিটির জন্য উপজাতি যুব সমিতি দাবী করে আসছে এবং এই উপজাতী যুব সমিতিকে সেই রকম পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, এটাতো পশুর ভাষা। পশু এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষার আর সম্প্রসারণ কি? এখন দেখছি তারাই এখানে উকালতি করছে। এখানে বলা হয়েছে টীচারকে নমিনেট করা হবে। যারা সমন্বয় করে তাদেরকে নমিনেট করা হবে। কু-পরামর্শ দিবে। কাজেই আমরা অনুরোধ করছি যে এই বিলটাকে তাড়াহুড়ো করে পাশ না করে আগে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হউক এটার ধারাগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—শ্রীকাশী রাম রিয়াং।

শ্রীকাশী রাম রিয়াংঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ইউনিভার্সিটি হলে, ত্রিপুরার মানুষ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। কাজেই এটার বিরোধিতা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আইনের ধারাগুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ট্রেজারী বেনচের মাননীয় সদস্যরা বলছেন যে, কংগ্রেস না কি শিক্ষা সম্প্রসারণের বিরোধী। সমস্ত জনসাধারণকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য নাকি কংগ্রেস শিক্ষাকে সম্প্রসারণ না করে মানুষকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজকে কয়টা ইউনিভার্সিটি আছে? প্রায় ৭০/৮০টা হবে। এগুলি কি উনারা করেছেন? এই ইউনিভার্সিটিগুলি যখন হয় তখন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন? তারা ভারতের সেনট্রাল এডুকেশন পলিসির সমালোচনা করেছেন। ভারতের এডুকেশন পলিসি ন্যাশনেল ইনটিগ্রিটির দিকে লক্ষ্য করেই সম্প্রসারণ করছেন। একই কোর্সে স্টাডি করবে। একই কোর্সে আই, পি. এস, আই, এ, এস, দেশের ছেলেমেয়েরা পাশ করবে। কম্পিটিশন একজামিনেশনে একই কোর্সে পরীক্ষা দেবে। উনারা প্রত্যেকটা জিনিসের উপর বুর্জোয়া গন্ধ পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মধ্যে ওরা বুর্জোয়া গন্ধ পাচ্ছেন। বক্তব্যের জন্য বক্তব্য এখানে রাখলে চলবে না। কিন্তু আজকে প্রশ্ন হল, আমরা দেখছি, এখানে কতগুলি ধারা আছে। এই ধারাগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। স্যার, খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার সন্দেহ হলো, এই পার্টি কি গণতন্ত্র বিশ্বাস করে? তাঁরা তো গণতন্ত্রকে নষ্ট করার জন্য গণতন্ত্রকে বিশ্বাস

করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথা আমাদের রবীন্দ্র বাবু বলেছেন, কোন্ ধরনের শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। স্যার, এটা তো জানা কথা, মাননীয় মন্তিবাবু, মাননীয় কেশব বাবু নিযুক্ত হবেন। আর প্রিন্সিপাল হবে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষাকে করাপ্ট করার জন্যই চেষ্টা চলছে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার পরিবেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ দুষিত করছেন। এই জন্যই এই বছরের পরীক্ষা তিন বছর পরে হয়, এবং তিন বছর পরের পরীক্ষা ৭ বছর পরে হয়। আমরা দেখেছি, কৈলাসহর কলেজে রাজনীতি ঢুকিয়ে সেখানকার বি, ডি, ও কে দিয়ে প্রিন্সিপালকে ইন- একটিভ করে রাখা হয়েছে। শুধু মাত্র রাজনৈতিক মুনাফা লাভের জন্যই এই বিল ব্যবহার করা হবে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কাজেই এটার বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিরোধী দল থেকে বিলটিকে সিলেকট কমিটিতে পাঠাবার জন্য যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় উপশিক্ষামন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব : - মি: স্পীকার স্যার, সর্ব্ব প্রথমে আমি হাউসকে অভিনন্দন জানাব এই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন আপত্তি নেই দেখে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। শুধু কেহ কেহ বলেছেন, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হলে ভাল হবে, কেহ কেহ বলেছেন, প্রথমে কেন্দ্রের হাতে দাও পরে আমাদের হাতে আন। যেমন শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন। তবে অন-প্রিন্সিপল সবাই সমর্থন করেছেন। আমি প্রথমে বলতে চাই যে, আমি একটু আশংকা প্রকাশ করেছিলাম, এই বিল আমরা যে ভাবে তৈরী করেছি তাতে, শিক্ষার আঙ্গিনায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে এই বিলটা সহায়ক হবে না। তবে গণতন্ত্রের জন্য যারা লড়াই করেন, সেই বিরোধী বেঞ্চের থেকে অন্তত এটাকে আরো কিছুটা গণতান্ত্রিক করা যায় কিনা এ ধরনের অ্যামেণ্ডমেন্ট আসবে আশা করেছিলাম।

অবশ্য আমি আগেই বলেছি, আমরা যে রকম চাই এ রকম পারিনি। কেন না, এইখানে আমাদের কেন্দ্রীয় সহায়কের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু এইখানে এই ধরনের কোন প্রস্তাব নেই। যদি বিভিন্ন ধারাগুলিতে দুর্বলতা দেখিয়ে তাঁরা অ্যামেণ্ডমেন্ট দিতেন, তাহলেও বুঝতে পারতাম, বিলটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ হত যে এই সব ক্ষেত্রে ট্রেজারী বেঞ্চের দুর্বলতা আছে। এ ব্যাপারে তাঁরা কলমও ধরেননি অ্যামেণ্ডমেন্ট করার জন্য। শুধু তাঁদের বক্তৃতায় রেফার করেছেন সিলেকট কমিটিতে যাওয়ার জন্য। মাননীয় সদস্যরা জানেন, সিলেকট কমিটিতে পাঠাতে গেলে তার একটা প্রপোজাল দরকার লাগে, আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব

লাগে। কিন্তু এই ধরনের কোন প্রস্তাব হাউসের কাছে নেই। কাজেই, সিলেক্ট কমিটিতে যাবে কি যাবে না এই প্রশ্ন উঠে না। সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর মত এমন কোন কন্ট্রোভার্সেল জিনিস আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরোধী সদস্যরা প্রকাশ করেন নি। যাতে সত্যি সত্যিই হাউস এটাকে সিলেকট কমিটিতে পাঠিয়ে পুনরায় বিবেচনা করার প্রয়োজন হতে পারে। যে কথা তাঁরা বলেছেন, যেমন ধরুন, মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার বলেছেন, এই বিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বিলের অনুরূপ তৈরী হয়েছে কাজেই এখানে যে সব রুল আছে সেটা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল না কেন। প্রথমত: আমি বলতে চাই, এটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বিলের অনুরূপ নয় মোটেই। কাজেই সে দিক থেকে এটার সংগে মিল থাকবে না। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইসচেন্সেলার ইলেকটেড হন সিনেটের ফাষ্ট প্রেপারেন্স ভোটে। আমরাও সেই রকমই চেয়েছিলাম। আমি কালকেও বিলে বলেছি, ইউ, জি, সি, এটি একেবারে মেনে নিচ্ছেন না বলে আমরা সেই ভাবে আনি নি। ইলেকটেড তিনজনের নাম পাঠান হয় ভাইস চেন্সেলরের কাছে। ষ্টেট গভর্ণমেন্টের মতামতও চাওয়া হয়। এই হচ্ছে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যাকট। এখন বিল না, এ্যাকট-আইন। আমাদের বিলে কি আছে? ইউ. জি. সি. এর নির্দেশে ৪ জনের একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে, এবং তারা এই চার জন নাম পাঠাবেন চেন্সেলরের কাছে তিনজনের। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সেনেটের হাতে অনেক ক্ষমতা। ইউ, জি, সি, এর নির্দেশে আমরা এই বিল তৈরী করেছি। এখানে সেনেট অ্যাডভাইসরি বডি মাত্র। কাজেই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এটার তুলনা চলে না। কারণ, আমি কালকেও আলোচনা করেছি, আমরা সবচাইতে আগ্রহী, বিশ্ববিদ্যালয় চাই। কেন্দ্রের নির্দেশ থেকে যদি আমরা একটু এদিক সেদিক করি, এবং আরো একটু গণতান্ত্রিক করতে চাই, তাহলে হয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করে দেবে। যেমন আজকে বিদ্যাসাগর কলেজের অবস্থা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের টাকা আছে বাজেট বড় তাবা চালাতে পারেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন, এনথোপলজিতে একটি বই মাত্র। কাজেই কি করে পডশুনা হবে। অবশ্য আমি জানি না কয়টি বই আছে। তবে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে খুব বেশী বই থাকে না। কারণ ছাত্র খুব বেশী থাকে না এই সব সাবজেকটে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এনথোপলিজি এবং ফিললজি ভাষাতত্ব এই দুটোতেই আমি ছাত্র ছিলাম। আমি যখন এনথোপলিজি পড়ি তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে মাত্র ১১ জন ছাত্র ছিল। আর ফিললজিতে পড়ার সময় আমরা ৩ জন ছাত্র ছিলাম। কাজেই এই সব বিষয়ে খুব বেশী ছাত্র হয় না। কাজেই, এটার জন্য বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। আজকে নাকি বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের জীর্ণ শীর্ণ দশা।

কেন্দ্রের নির্দেশ মত ঠিক সেই ভাবে আইন করেনি বলে এই শাস্তি পাচ্ছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। তাতে উপহাস করার কথা নয়। গণতান্ত্রিক মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র যাতে আরো সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য মনোরঞ্জন বাবুর লড়াই করা উচিত। ওরা পারেনি বলে ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় নেব না এটা হতে পারে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট নির্বাচিত হয় সিনেটের দ্বারা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিণ্ডিকেট নির্বাচিত করতে সিনেটের দরকার হয়। ইউ. জি. সির নির্দেশে এটা হয় না। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ইউনিভারসিটি গ্র্যাণ্টস কমিশনের নির্দেশে এই সিণ্ডিকেট নোমিনেটেড বডি হয়েছে। কাজেই গণতন্ত্র কার? তারপর মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু প্রো-ভাইস চ্যান্সেলারের কথা বলেছেন। বড় বড় ইউনিভার্সিটি গুলি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলারের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার নেই এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হয় একাডেমিক এবং ফিনান্সিয়াল বিষয় গুলি আলাদা আলাদা ভাবে দেখার জন্য। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ভাইস চ্যান্সেলারের পক্ষে এগুলি দেখা সম্ভব হয়ে উঠে না। ত্রিপুরায় যদি কখনও বড় বিশ্ববিদ্যালয় হয় তখন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের ব্যাপারটা দেখা যাবে, শুধু একটা এমেণ্ডমেণ্ট করেই এটা করা যায়। প্রাথমিক স্তরেই প্রো-ভাইস চ্যান্সেলারের প্রয়োজন নেই বলে আমরা বিলে এই প্রভিশানটা রাখি নি। তারপর জনৈক সদস্য এখানে বলেছেন ভাইস চ্যান্সেলার এবং রেজিষ্ট্রারের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব হবে আমি উনাকে আবার বলছি বিলটা আবার ভাল ভাবে পড়ে দেখতে। ভাইস চ্যান্সেলার এবং রেজিষ্ট্রারের মধ্যে বিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হবেন একটা কমিটির মাধ্যমে এবং সেই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলার স্বয়ং। সুতরাং যিনি নিয়োগ করে তার সঙ্গে রেজিষ্ট্রারের বিরোধ কোন দিনই হবে না, বিলে তা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে— The Registrar, shall be the Principal Administrative Officer of the University.

Provided that in their respective spheres of duties and subject to supervision, direction and control of the Vice Chancellor the Registrar and the Finance Officer shall, subject to the provisions of this Act, have the power of supervision and control over all officers and employees serving in departments under their charge and shall exercise such disciplinary power as may be conferred on them by or under this Act or by Statutes or Ordinances". বিলে সব কিছু ডিফাইন করা আছে। কাজেই

কমস্টিটিউশান এরাইজ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তারপর মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে বিরাট ব্যায় ভার বহন করা সম্ভব হবে না, এটা ঠিক মত চলতে পারবেনা। শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন এই সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিই সমস্যা সমাধাণের একমাত্র পথ নয়। তিনি নাকি খবর পেয়েছেন যে শিলং ইউনিভার্সিটি, এটা ছিল ইউনিভার্সিটি এবং এটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি। ঐ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ত্রিপুরাকে যুক্ত করতে চাওয়া হয়েছিল। যখন এই বিল পার্লামেণ্টে আলোচনা হয় ঐ বিলের প্রত্তিটি ধারায় আমি সংশোধনী দিয়েছিলাম, সেই বিল যখন পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। কারণ, একটা বিল যখন উপস্থিত করা হয়, আমি যদি মনে করি এতে দেশের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবে, একটি অক্ষরও বাদ দেইনা, প্রতিটি ক্ষেত্রে এমেণ্ডমেণ্ট মুভ করি। এটা হচ্ছে লেজিসলেচারদের দায়িত্ব, আমি পার্লামেণ্টে থাকতে সেই দায়িত্ব বরাবরই পালন করে এসেছি। তিনি আরও বলছেন কেন্দ্র এটাকে দেখাশুনা করতে পারছেন না বলে এখন নাকি চিন্তা করছেন রাজ্য সরকারকে দিয়ে দেবেন। এডুকেশান সাবজেক্টটা সবসময়ই রাজ্যের হাতে থাকা উচিৎ। ষ্টেট ইউনিভার্সিটি হলে পর যে অর্থের অভাব হবে, কিছুটা অর্থের অভাব হতে পারে, কিন্তু ইউ. জি. সির একটা দায়িত্ব আছে। আইনে যদি ইউ. জি সি মতামত দেয় তা হলে ষ্টেট ইউনিভার্সিটি হলেও ইনফ্রাষ্ট্রাকচার তৈরী করার ক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যয় ইউ. জি. সিকে বহন করতে হয়। এই টাকা আমরা পাই। আমরাতো ইউ. জি. সির নির্দেশের বাইরে একটা আইনও করি নি। তারপর বিল্ডিং তৈরী করা, ল্যাবরেটরী করা, লাইব্রেরী করা, শিক্ষক পোষ্ট তৈরী করা ইত্যাদি ব্যাপারে ইউ. জি. সি. নির্দেশের বাইরে এ্যাক্ট আমাদের না হয় তাহলে এই সব ক্ষেত্রে ইউ. জি. সি থেকে সাহায্য আসবে এবং তারা দিতে বাধ্য। সুতরাং ইউনিভার্সিটি করার ক্ষেত্রে এই দিক থেকে খুব বেশী বাধা প্রাথমিক স্তরে আসবে না। সূর্যমনি নগরে ত্রিপুরার যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস তৈরী হয়েছে সে ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কনষ্ট্রাকশান তৈরী বাবদ একটা ভাল অংক আমরা ইউ. জি. সি থেকে পেয়েছি। ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের শেয়ারও এখানে আছে। আমি জানি না মাননীয় সদস্য এটা কোথা থেকে পেলেন যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি না হলে ষ্টেট ইউনিভারসিটির জন্য কেন্দ্র টাকা দেবে না। সারা ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব কার ? কেন্দ্রকেই দিতে হবে। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হলে কেন্দ্র টাকা দেবে, ষ্টেট ইউনিভার্সিটি হলে কেন্দ্র টাকা দেবে না এই দৃষ্টি ভঙ্গী কোন গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন করা উচিৎ না। কেন্দ্রের যদি বিন্দু মাত্র সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ত্রিপুরার প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষের, ভারতবর্ষের প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষের। রাজীব গান্ধী বলেছিলেন রিমোট কণ্ট্রোল, পশ্চিমবঙ্গে আমার দলকে ক্ষমতায় বসাও, আমি দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গকে শাসন করব। রাজীব গান্ধীর দুর্ভাগ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সৌভাগ্য যে দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গকে শাসিত হতে হয় নি। আমরা শুধু চাইছি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাতে সরকার পারে, কেন্দ্রের দায়িত্ব কেন্দ্র পালন করুন, আমরা সহযোগিতা করব। নো রিমোট কনট্রোল। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে এডুকেশান ফোরাম, তারা সবাই পণ্ডিত লোক।

কিন্তু পণ্ডিতেরও ভুল হয়। কেন্দ্রের হাতে ত্রিপুরার শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য, আর ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য কেন্দ্র সাহায্য করবে না এ হতে পারে না। শ্যামাচরণবাবু আরও বলেছেন যে স্কুল কলেজে সবচেয়ে বেশী ছাত্র সংখ্যা, ইউনিভার্সিটিতে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশগুলিতে ছাত্র সংখ্যা সব সময়েই কম, ছাত্র প্রতিনিধিদের বেলায় কলেজ গুলি কম হয়ে গেল। এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা সরাসরি পড়াশুনা করেন, তাদের শিক্ষাগত দৈনন্দিন সমস্যা সরাসরি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা কলেজে পড়াশুনা না করেন, তাদের শিক্ষাগত দৈনন্দিন সমস্যার সংঙ্গে ইউনিভার্সিটি যুক্ত নয়। তাই সিনেটে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটে ছাত্রসংখ্যা ৩ জন, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটে ছাত্রসংখ্যা কম রাখা হয়েছে এবং এতে ইউনিভার্সিটি পরিচালনার ব্যাপারে কোন অসুবিধা দেখা দেবে না, এটাই আমরা আশা করি। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষা নীতি কি ভিত্তি য তা মাননীয় বিধায়কদের সামনে আমি একটু তুলে ধরতে চাই। "১৮৯৭ সনে ভারতবর্ষে ইংরাজের কড়া শাসন, বড় লাট হচ্ছেন ল্যান্সডাউন। তিনি বললেন স্কুল, কলেজ প্রচলিত হারে যুবকরা শিক্ষা পেতে থাকলে শিক্ষিতের সংখ্যা প্রতি বৎসর চাকুরীর সংখ্যাকে অতিক্রম করবে। অর্থাৎ এই হারে শিক্ষার প্রসার ঘটলে বেকারত্ব আসবে। ব্রিটিশ শাসক তাই ১৮৯৭ সালে মানুষের শিক্ষার অগ্রগতিতে ভয়ংকর ভীত সন্ত্রস্ত। তাই বক্তব্য রেখেছিলেন ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থানে সংকোচিত করার জন্য। পরবর্তীকালে বড় লাট কার্জন, সন ১৯০১, সিমলায় সম্মেলন শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছাড়াই ভারতবর্ষের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যদিও উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয়র অভাব ছিল না। ভারতবর্ষের শিক্ষার আলোচনা হয়ে গেল তখনও ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোক কিছু হয়েছে, তুলনা করুন। পরে আসছি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নয়া শিক্ষা নীতি কিভাবে তৈরী হলো। বৃটিশের সঙ্গে প্রথম মিলিয়ে দেখুন ইতিহাস কি বলে, কি বলছেন এই শিক্ষা কমিশন বন্ধ ঘরে সাহেবরা বসে কি নিরুপণ করলেন অভিজ্ঞ ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশঅধিকার পেয়েছে তাই সেখানে নিয়মবর্তিতার অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবাহিত হচ্ছে অনভিপ্রেত রাজনীতির হাওয়া কারন মানুষ শিক্ষিত হলে বৃটিশের শাসনকে বুঝতে পারতেন, স্বাধীনতার জন্য মানুষ উদবুদ্ধ কাজেই স্কুল কলেজে রাজনীতির হাওয়া দিচ্ছেন সাহেবরা বড় ভীত সন্ত্রস্ত আজকে কংগ্রেস ছাত্ররা কি বলেন ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারবেন এই বৃটিশ সাহেবের সঙ্গে সুধীর বাবু আপনাদের ব্যতিক্রম কোথায়। তারপর আসুন ১৯০২ সাল, কার্জন তৈরী করলেন বিশ্ব

বিদ্যালয় কমিশন ইউনিভারসিটি গ্র্যান্ট কমিশন ভারতীয় সদস্য স্যার গুরুদাসের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হলো কোন নূতন বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে না, আপনারা সেন্ট্রাল ইউনিভারসিটির নাম করে ত্রিপুরায় পূর্নাঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের কিছু মৃদু বিরোধীতা করতে চেয়েছিলেন কার্জন সাহেবের সেই কমিশন তাই বললেন। দ্বিতীয়তঃ কলেজগুলির অনুমোদনের সর্ত ছিল খুবই কড়া ছাত্রদের জীবন যাত্রা ও কাজ কর্মের উপর নজর রাখা হবে কারন তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষের লক্ষণ দেখা গেছে। তৃতীয়তঃ এনট্রান্স পরীক্ষায় খুব কড়াকড়ি কর অপর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ কর পাস হবে, কড়া প্রশ্ন কর, কড়া নাম্বার দাও কেউ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে না পারে, কলেজে ঢুকতে না পারে। ৪র্থ অনুমোদনের অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে লাঞ্চনা দিয়ে দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে হবে, কলেজের মাধ্যম ছাড়া পরীক্ষা নেওয়া চলবে না, কড়া নিয়ন্ত্রনের বিনিময়ে অনুমোদিত কলেজ প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে লালন করতে হবে এই হচ্ছে আপনাদের সেই লর্ড কার্জন আমলের, বৃটিশ আমলের শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্জন নীতির নিরজাস হলো মূল কথা কড়া নিয়ন্ত্রনের বিনিময়ে অর্থ সাহায্য এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য এনট্রান্স কলেজিয় শিক্ষা যখন এই কড়া নিয়ন্ত্রনের মধ্যে সব গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে আমরা এই ত্রিপুরায় ইউনিভারসিটি বিলের আইন তৈরী করতে হচ্ছে কারন তা না হলে ওদের টাকা পাওয়া যাবে না তার জন্যই কড়া নিয়ন্ত্রনের বিনিময়ে অর্থ সাহায্য কি বেশ কম আছে আপনাদের সঙ্গে কার্জন সাহেবের বৃটিশ আমলের কেবল মেধাবী ছাত্রদের জন্য এনট্রান্স এবং কলেজিয় শিক্ষা। শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া কার্জন সাহেব বলেছেন সেই কমিশন সরকারী দায়িত্ব, শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নেবেন না পুরাপুরি ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় গ্রেডের স্কুল, কলেজের বিলোপ সাধন, শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীকরন এনট্রান্স প্রশাসনিক বেড়াজাল রাজনীতির হাওয়া থেকে এই ছাত্রদের দূরে রাখা এই হচ্ছে সেই তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা এই ভাবে অনেকই উদাহরণ দেওয়া যায়, আমি আর সময় খুব বেশী নষ্ট করতে চাই না। ১৯৮৫ সাল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর শিক্ষা নীতি চালু হলো সেই শিক্ষা নীতি কি? এর আগেও শিক্ষা নীতি দেশে করতে গেলে একটা কমিশন বসে রাধাকৃষ্ণনান কমিশন, মুডালিয়ার কমিশন, কুঠারি কমিশন কারন শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে কমিশন সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি হতে পারে একটা মতামত চাওয়া হয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী সরকার কয়েকজন নির্বাচিত অফিসারকে নিয়ে সেই অফিস কক্ষে তৈরী হলো চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশান, কোন শিক্ষা বিদ কমিশনের দ্বারা চ্যালেঞ্জ অব কমিশন তৈরী হয় নি, ইট ইজ ম্যানুফ্যাকচার বাই সার্টেন গ্রুপ অব পিউপল, এমপ্লয়েড পিউপিল যারা রাজীব গান্ধীর কনফিডেন্স এনজয় করবে তারা কি দিলেন দেশের কাছে? সাম্রাজ্যবাদী কার্জনের সঙ্গে কি

আমরা এই রাজীব গান্ধীর শিক্ষা নীতি চালুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না। প্রথম ক্ষেত্রে এখানে গণতন্ত্রের কোন বালাই নেই, ৭৫ কোটি মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিদ তো আছে, ভারতবর্ষে তো তাদের কোন মতামত চাওয়া হলো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিশীল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন সেটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ইউ, জি, সির মনোভাব এবং আচরন এই প্রসঙ্গ স্মরন করা দরকার কাজেই মাননীয় মজুমদার সাহেবের উল্টা বদ-হজম হয়েছে, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর নেই, স্বৈরতন্ত্রের সমর্থন তার পূজা, রাজনৈতিক দলীয় ঘৃণা, চামসাগিরি কত দূর নীচে নামলে পর মানুষ নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার ভুলে যায়, স্মরন করে দেখতে বলছি আমার মেম্বারকে মেধাবী ছাত্র যারা উচ্চ শিক্ষা নেয় ভারতবর্ষে একসেলেন্ট কলেজ, স্বশাসিত কলেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আর থাকবে না একসেলেন্ট নো এপিলেশ্যান প্রাইভেট কলেজ হবে, বেতন নিবে যত খুসী বাড়াও একসেলেন্ট এডুকেশ্যান চাই সরকার কোন দায়িত্ব নেবে না এটা হচ্ছে রাজীব গান্ধীর নয়া শিক্ষা নীতি, শিক্ষা হবে নবোদয় আর অন্য কোন শিক্ষা হবে না সেটা হবে কতগুলি মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী। মাননীয় কোন সদস্য জানি বলেছেন আই এ.এস. আই, সি,এস, আই,এস, এস কি কি জানি এইগুলি তৈরী করার জন্য ভাল শিক্ষা চাই, ভাল শিক্ষার আমরা বিরোধীতা করি না কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু আই. সি. এস, আই. এস, সি তৈরী করা কিসের জন্য আমলাতন্ত্রকতাকে শক্তিশালী করে দেশের গণতান্ত্রিক মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই সমস্ত হচ্ছে এবং যে অভিযোগ পেশ করছিলেন তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন ঐ বিশ্ব শতাব্দীর শেষের দিক গণতন্ত্রের নামে যারা নিজেদের জাহির করে তাদের চিন্তাচেতনায় এটা কখনও ঢুকতে পারে না।

আপনাদের চিন্তা চেতনায় সেটা কখনও ঢুকবে না। সর্বোপরি শিক্ষাকে রাজনীতি মুক্ত করবার জীগির তুলে পলিটিকেলাইজেশানের নামে আজকে ভারতবর্ষে শিক্ষার নামে এইসব চলছে। এইগুলির সঙ্গে আমরা কোনদিন একমত হতে পারি না। তবু এইসব জানা সত্বেও আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলুক এবং আমাদের একটা নিজস্ব বিশ্ব বিদ্যালয় হোক। আমি আশা করব আপনারা সবাই একবাক্যে এই বিলটাকে সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হল। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— " The Tripura University Bill. 1987 (Tripura Bill No. 7 of 1987." বিবেচনা করা হউক।"

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৫৯নং-পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।"

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গন্য করা হউক।"

অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— The Tripura University Bill. 1987 (Tripura Bill No. 7 of 1987)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura University Bill, 1987 (Tripura Biil No. 7 of 1987). " be Passed "

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

That the Tripura University Bill, 1987 (Tripura Bill No. 7 of 1987). " be Passed."

(আলাচ্য বিলটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— That the salary, Allowarces and Pension of Members ofh te Legislative Assembly (Tripura) (Sixth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salary. Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura Sixth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987) be taken into Consideration.

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, এই বিলটা এখানে যেটা আনা হয়েছে একটা প্রকৃত জিনিসকে এইটাকে ঠিক স্বীকার না করে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই কারনে আমি বলছি যেহেতু ইট রিলেট্স টু দি অপোজিশান লিডার এবং দূর্ভাগ্যক্রমে আমি এখানে আছি, হয়ত আপনিও আসতে পারেন, আপনারা কেউ আসতে পারেন প্রশ্নটা সেই দিক দিয়ে চিন্তা করছি না। যেটা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী সিস্টেম হচ্ছে যে অপোজিশান লিডারের প্রশ্নটা স্টেটাসের। সেই স্টেটাসে যারা যে যে অ্যামিউনিটিসগুলি পাচ্ছে সেগুলি উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই সম্পর্কে উল্লেখ নেই। এই পার্লামেন্টে আছে। পশ্চিমবঙ্গে আছে। অপোজিশান লিডারের স্টেটাস হচ্ছে ইকুইভেলেন্ট টু দি কেবিনেট মিনিষ্টারস ষ্টেটাস। সেই সম্পর্কে উনারা নীরব। আর একটি প্রশ্ন হচেছ, সেই অ্যামিউনিটিসগুলির মধ্যে যেখানে যে কার ফেসিলিটিস সেটা নাই। অন্যান্য রাজ্যে আছে। এমনকি সেই কিছুদিন আগে মিজোরাম যেখানে সেখানেও আছে। সমস্ত রাজ্যেই আছে সেই সমস্ত অ্যামিউনিটিস। সেটা এখানে নাই। তার অর্থ হচ্ছে অপোজিশান লিডার তার নিশ্চয়ই ফাংশানের কতগুলি ফেসিলিটিস দরকার। তার অফিস থাকবে, তাও স্বীকার করেছেন শেষ দিকে, জানিনা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। ঘরে বসে বসে কি কাজ করবেন? বলা হচ্ছে যে ৫০০ টাকা তার কার অ্যালাউন্স। ৫০০ টাকা কার অ্যালাউন্স একদিনের খরচও হয়না। সেটা করতে চাননা। (ট্রেজারী বেঞ্চের উদ্দেশ্য) আমি এখানে ঘোষনা করছি আমি কার অ্যালাউন্স নেবনা। স্যার, এই যে প্রশ্নটা এইটা গণতন্ত্রের যে স্বীকৃতি সেটাকে অস্বীকার করেছেন এবং কার ফেসিলিটিস কেন দিতে চান না? এইটা যদি দেওয়া হয় তাহলে হয়ত অপোজিশান লিডারের অনেক কিছু বুঝতে হবে, অনেক কিছু জানতে হবে, দেখতে হবে, সেই সুযোগ আর থাকছেনা। সেইটা থেকে বঞ্চিত করা। এই হল আমার বক্তব্য। আর একটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি এবং টি, ইউ, জে, এসের লিডার আমরা জয়েন্টলি সিগনেচার করে একটা দিয়েছিলাম কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য। যেগুলি ফাংশান্যাল ফেসিলিটিস মানে একজন বিধায়ক হিসাবে যা তার দরকার, অন্যান্য রাজ্যেও আছে, সেটা আমি জানিনা সেই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিলেন? কার ফেসিলিটিস অ্যাটলিষ্ট ফর ওয়ান উইক ইনটু হিজ কনসটিটিঅ্যান্সেস। তার রেলওয়ে কুপন, এম, এল, এ, হোষ্টেলে ক্ল্যারিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট, টেলিফোন ফেসিলিটিস।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও এইগুলি রয়েছে। এইগুলি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা লিখেছিলাম। সেটা আমরা দেখেছি কয়েকদিন পরে উনার দলের এক পত্রিকায় অত্যন্ত বিদ্রুপভাবে সেটাকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছে। সেটা অত্যন্ত ব্যথিত করেছে আমাদের এইজন্য যে এই ফেসিলিটিসটা পারটিকুলার শ্যামাচরনবাবু বা সুধীরবাবু ভোগ করবেনা। বিধায়করা তার ফাংশানাল যে ফেসিলিটস সেটা তার লেজিসলেচার পারফেক্টলি তার যে দায়িত্ব, সেটা পালন করতে গেলে যা দরকার, সেটা তার জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন, গণতন্ত্রকে আরও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এইটা দেখা হয়েছে। কিছু দিন আগে মাননীয় বিধায়ক শ্যামাচরনবাবু এম. এল, এদের ভাতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সেটাও আমরা দেখেছি। আজকে যে দ্রব্যমূল্য যে অবস্থা এখানে আমি মনে করি বিধায়কদের অনেক দায়িত্ব বেড়েছে, অনেক গুরুত্ব বেড়েছে, প্রতিদিন তাদের অনেক কর্তব্য পালন করতে হয় তাদের যে আর্থিক সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন আছে, সেটা উপেক্ষিত হচ্ছে। এই বিলে আমরা আশা করেছিলাম এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি থাকবে, তাদের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন, যদিও সেটা আমা-দের এই ডিমাণ্ডে ছিল, সেটা উপেক্ষিত হয়েছে। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা যে বিলটা এনেছি, এই বিলের মধ্যে যে-সব সুযোগ সুবিধা বিরোধী দলের নেতাকে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে অন্য রাজ্যের কোন তুলনা করা চলে না। বিশেষ করে কংগ্রেস (আই) রাজ্যগুলিতেতো নয়ই। আমরা মন্ত্রীরা শুরু থেকেই যখ সাচ্ছন্দ কম নিচ্ছি, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আছে? আমরা আমাদের সদ-স্যদের জন্য যদি নাগাল্যাণ্ডের মত প্রথম দিন থেকেই একটা গাড়ী দিতাম, গাড়ীর খরচ দিতাম, ড্রাইভার দিতাম আমাদের কেউ নিষেধ করত? সম্ভবত খুশী হত। কিন্তু আমরা নেইনি, কেন? নিইনি এই জন্য যে এই রাজ্যটাতে মাননীয় বিরোধী সদস্যরাই বলেছেন যে, এক বেলা খায় কি খায় না এমন লোকও আছে, তাতে অপব্যয় করার মত টাকা আমাদের নাই, এই কথাটা আমাদের আচরনে, আমাদের প্রতি দিনের কাজে আমরা বুঝাবার চেষ্টা করছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতাতো জানেন যে মেম্বারদের যদি টাকা পয়সা এলাউন্স বাড়ানো হয় তাহলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হব আমরা। কারণ আমাদের এম এল, এরা তাদের বেতন নেন, বাকী টাকাটা সবটাই জন-সাধারনের সেবার জন্য আমাদের কাছে রেখে যান, এইটা নজীর বিহীন, ওদের কাছেতো এইটা কল্পনাতীত। আমরা করি, কাজেই আমাদের পদ্ধতি আমরা এখানে অনুসরন করছি এবং এই পদ্ধতি জ. সাধারনের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করে। আমরা নিজেদের আচার ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেতে সাধারন লোক থেকে আমরা এক ই,

আমরা মন্ত্রী এইটা দেখানোর চেষ্টা আমরা করিনি, আগামী দিনেও করব না। সেই জন্যই মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে আমি বলব একটু কষ্ট হবে ঠিক কথা, আমাদের কষ্ট হবেই এই জন্য যে কংগ্রেস (আই) রাজ্যগুলিতে শুধু রেলের টিকেট আমার সম্ভবত মনে হয় ৫২ লক্ষ টাকা না কত দিতে হয়েছে উত্তর প্রদেশ উড়িষ্যা প্রভৃতি সব জায়গাতে। আমরা এই ধরনের অপচয় করতে পারি না, এই কারণে আমি আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে বলব যে টাকা ও নাকে আমরা দিয়েছি এইটা সরকার হিসাবে দেইনি, ত্রিপুরার জনসাধারনের পক্ষ থেকে ওকে যে সুযোগ সুবিধা ও মর্য্যাদা আমরা দিয়েছি টাকার হিসাবে সেই মর্য্যাদাকে তিনি যেন তুলনা না করেন। মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, টাকার হিসাবে আমরা মর্য্যাদার মান ঠিক করিনা, সেই জন্যই আমি অনুরোধ করছি যে প্রস্তাবটা আমরা করেছি সংশোধনী বিলে সেই প্রস্তাবটা তিনি এবং বিরোধী দল মেনে নেবেন।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্যগণ কেউ কিছু বলবেন ?

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— মি: স্পীকার স্যার, এই মেম্বারস্‌দের সেলারী এলাউন্স ও পেনশন যেটা এনেছেন এবং এইটার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা বিভ্রান্তিমূলক। মাননীয় অপজিশান লিডার তিনি টাকার অংক বাড়ানোর জন্য বলেন নি, তিনি বলেছেন স্টেটাস, এখানে যে অপশ্যায় হবে অফিস, গাড়ী এই সব কথা লেখা আছে. এইগুলি না লিখে বিলে শুধু যে এঞ্জয় দ্যা রেংক অফ্ কেবিনেট মিনিষ্টার এইকথা লিখলে, টাকা কি দেওয়া হবে না হবে সেটা পরে ঠিক করা যায়, এই আইনের মধ্য দিয়ে সব কিছু কাভার করা যায়। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে যে সুধীরবাবু এখানে টাকার অংক কম হওয়াতে অসন্তুষ্ট. এইটাতো ব্যাপারটা তা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যে-কোন রাজ্যে কি দিল না দিল সেটা বড় কথা নয়, আপনি যদি দিতে পারেনতো দেবেন, না দিলে না করে দেবেন, কিন্তু আধামাদাকারে দেবেন আবার এইটাকে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য রাখবেন, এইটাতো হয়না। কাজেই এই বিলটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত, সুধীরবাবু দুই একবার এই ব্যাপারে চিঠিও লিখেছিলেন এবং দেখাও করেছিলেন, আর আপনাদের "ডেইলী দেশের কথায়" এইটা বিভ্রান্তিমূলক খবর ছাপানো হয়েছিল। এখানে এই বিলটা পাশ হওয়ার পর প্রচার করা হবে যে বিরোধী পার্টির নেতাকে আমরা সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছি, তবু ওনার বার বার অনুরোধের জন্য বাধ্য হয়ে আমাদেরকে এইটা করতে হয়েছে. এইটা একটা অপপ্রচার করার মত হবে। কাজেই এই বিলটা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রনোদিত, তাই কোন মতেই এইটাকে সমর্থন করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বিরোধী দলের নেতার সেলারী ও আদাবস্ এলাউন্স সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা পালন করার জন্য আমরা এইটা এনেছি আমাদের সাধ্যমত। কংগ্রেস আমলে বিরোধী দলের নেতার জন্য এই ধরনের বিশেষ ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল, এইটা গ্রহন করা না করা বিরোধী দলের নেতার ব্যাপার। আমরা মনে করি এই পরিস্থিতিতে তাকে তাঁর সেলারী এলাউন্স এই-গুলি বাড়ানো দরকার, আমরা সাধ্যমত যতটুকু করতে পারি ততটুকু করেছি। আমরা দেখেছি সেলারী এবং আদারস্ মিলে বিরোধী দলের নেতাকে মনিপুরে দিয়েছে ১৭৫০ টাকা, সেখানে গাড়ী আছে। আসামে ২৫০০ টাকা দিয়েছে, সেখানে গাড়ী নাই। মেঘালয়ে দেয় ২০০০ টাকা, সেখানে গাড়ী আছে। আর এখানে সেলারী ও বাসস্থানের ভাড়া সব মিলিয়ে মোট ২৯০০ টাকা দিয়েছি, আমরা টাকার মান দিয়ে হিসাব করছি না, দেখা যাচ্ছে আসামে যা দিচ্ছে আমরা তা থেকে বেশী দিচ্ছি। আমরা যা দিচ্ছি মনিপুর তার চেয়ে কম দিচ্ছে, কাজেই টাকা দিয়ে এইটাকে মূল্যায়ন করার প্রশ্ন আসে না। আমরা মনে করি এই অবস্থার মধ্যে তাকে এই টাকাটা দেওয়া দরকার। কাজেই আমরা আমাদের যেটুকু করার দরকার সেই-টুকু আমরা করেছি এবং আমরা আশা করব হাউস এই বিল গ্রহন করবেন।

মিঃ স্পীকার:—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো:—"That the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987) বিবেচনা করা হোক।" প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো — হয়)।

মিঃ স্পীকার:—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২, ও ৩ ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো:--"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হোক।" (বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"That the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly(Tripura) (Sixth Amendment Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উংথাপন। আমি মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উংথাপন করতে।

শ্রীঅনিল সরকার :—Mr. Speaker sir, I beg to move that"The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixth Amendment), Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987".) be passed."

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—

"The Salary Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixth Amendment), Bill, 1987 (Tripura Bill No. 8 of 1987. পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—

"The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill. 1987, (Tripura Bill No. 9 of 1987.")

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— Mr. Speaker sir, I beg to move that—"The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1987, (Tripura Bill No. 9 of 1987)" be taken into Consideration.

মিঃ স্পীকার :— কেউ আলোচনা করতে চান না মনে হচ্ছে।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—"

"The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1987, (Tripura Bill No. 9 of 1987). বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— (প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

এই বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ও ২ নং ধারা দুটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল — The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1987, (Tripura Bill No. 9 of 1987). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— Mr. Speaker sir, I beg to move that "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1987, (Tripura Bill No. 9 of 1987) be passed."

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল — "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1987, (Tripura Bill No. 9 of 1987) পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল — প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি উল্লেখ করতে চাই যে গত দ্বাদশতম অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়ের একটি অসমাপ্ত রিজলিউশন আছে, সেটি এবং ২য়টি হল গত ৬-৩-৮৭ইং তারিখের মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামলাল সাহা মহোদয়ের। এই ২টি সহ আরও ৩টি রিজলিউশন মোট ৫টি রিজলিউশন আছে। যদি আলোচনাটা সংক্ষেপে করা হয় তাহলে আমরা কিছু এগোতে পারব। আমি প্রথমে যে রিজলিউশনটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিচ্ছি সেটি হল মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়ের। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। ওনার রিজলিউশনটি হল—

"ত্রিপুরা বিধানসভা বিশেষ উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে আলাদা হাইকোর্ট না থাকার ফলে রাজ্যের মামলাকারী জনসাধারণ গৌহাটি হাইকোর্টে গিয়ে আর্থিক ও অন্যান্য দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং গৌহাটি হাইকোর্টে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক না থাকায় ত্রিপুরায় দীর্ঘ দিনের বহু পুরানো মামলা হাইকোর্টে বিচারের অপেক্ষায় বৎসরের পর বৎসর পড়ে আছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করছে যে এক বছর পূর্বে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, রাজ্য সমূহের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৬টি রাজ্যে আলাদা আলাদা হাইকোর্ট স্থাপনের যে সুপারিশ করেছিলেন এক বছরের মধ্যেও তা কার্যকরী করতে কোনরূপ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

ত্রিপুরা বিধানসভা তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরার জন্য আলাদা হাইকোর্ট স্থাপনের উদ্যোগ অতি সত্বর নেওয়া হউক এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন করা হউক।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার মহোদয়কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা বিধানসভার মধ্যে আমি যে প্রস্তাব উৎথাপন করেছিলাম তাতে আমাকে প্রথমে বলতে হয় যে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে পরিস্থিতি সে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে আছে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য বিচার পাবার অধিকার, সে হিসাবে ন্যায্য বিচার পেতে হলে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা আলাদা হাইকোর্ট থাকা দরকার। গত বিধান সভায় তাই আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম কিন্তু গতবার আলোচনা হয়নি বলে এবার আবার উৎথাপন করা হল। আমরা যে রাজ্যে বসবাস করি তার প্রায় ৪ দিকে সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। এই রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাই আমরা দাবি রাখতে পারি যে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি পালন করুন। আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় আইন এখানকার মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে বলেছিলেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আলাদা আলাদা হাইকোর্ট করবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বহু মামলা আজও আসাম হাইকোর্টের মধ্যে পড়ে আছে। বিশেষকরে সাধারন মানুষ যখন গৌহাটীতে যান তখন তারা নানা রকমের সমস্যায় পড়েন। তাদের থাকার জায়গা নেই, তারপর মামলা করার জন্য তারা আইনের সুযোগ সুবিধা নিতে

পারেন না। এই বিচার ব্যবস্থা কেবল মাত্র পুরাপুরি আর্থিক সংগতি সম্পন্ন যারা তারাই এর সুযোগ নিতে পারেন। সাধারন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখছি? সামান্যতম কারনে এখানকার জমিদার কোটি কোটি টাকার মালিক পুঁজিপতি তারা নামে বেনামে জমি নিজেদের নামে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মামলা করেও কোন লাভ হয়না, কারন অর্থের অভাবে সাধারন মানুষ জমিদারদের সঙ্গে পেরে উঠে না। আজকে কৈলাসহরে কি হয়েছে? জমিদার অখিল ঘোষ তিনি তুলসী মালাকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন। কিন্তু তুলসী মালাকার এই মামলা চালাবার জন্যে তার বাড়িঘর সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত আর সেটা চালাতে পারেননি। শেষে তাকে পথে পথে ঘুরে পাগলের মত অবস্থা হয়ে মৃত্যু বরন করতে হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর পরেও তার বিচার বা মিমাংসার সুযোগ সে পেল না। সেই দিক দিয়ে আজকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের দাবী যে, আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে এই দাবী করতে চাই যে, কেন্দ্রিয় সরকার যেন তার প্রতিশ্রুতি পালন করেন, এবং এই বিধানসভার মধ্যে এই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে এই দাবী করব। কারন আজকে সব থেকে পিছিয়ে পড়া এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ন্যায় বিচার যাতে সহজে পেতে পারেন সেই দিক থেকে এখানে একটি পূর্নাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপন করে আমাদের সাহায্য করবেন। আমি আশা করি সকলেই এই প্রস্তাবে একমত হবেন এবং এটাকে সমর্থন করবেন। এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন ত্রিপুরায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপন করা সম্পর্কে আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং এটা গণতন্ত্রের একটা অঙ্গও এবং গণতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেখানে বিচার বিভাগকে আমি বলব গার্ডিয়ান অব দ্যা কনস্টিটিউশন এবং প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত। তাছাড়া, কোন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের ও রাজ্যের, রাজ্যের ও রাজ্যের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে এই বিচার বিভাগই তার মিমাংসা করে দিতে পারেন। কাজেই ফেডারেল কনস্টিটিউসনে এটা একটা অপরিহার্য্য অঙ্গও হিসেবে আর সুপ্রিমেসি, এবং জুডিসিয়ারী সেটা স্বীকৃত। তবে এই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় বিধু বাবুকে বলতে চাই যে, এই বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে উনাদের দলের বা এখানে যে একটি সরকার পরিচালিত হচ্ছে সেই সরকারের মনোভাব কি? আমরা দেখছি যে, কোন

রায় যদি উনাদের পক্ষে যায় তাহলে কোর্ট খুব ভাল, বিচার খুব ভাল, কিন্তু কোন রায় যদি উনাদের বিপক্ষে যায় তাহলে সেই রায়ের প্রতি তারা কতটুকু শ্রদ্ধা সম্মান দেখান ? উনারা কি চেষ্টা করেন না যে, কোন আইনের ফাঁকে এই বিচারের রায়কে উপেক্ষা করতে ? আমাদের কাছে বহু অভিযোগ রয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট থেকে একটা ইনজাংকসন থেকে বলা হয়েছে যে, লস্কর সম্প্রদায়কে তাদের ষ্টেটাস যা আছে সেটা তাদের মেইনটেইন করতে দিতে হবে। তারা এস, টি, হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছেন সেটা তাদের দিতে হবে। কিন্তু সেই স্টেটাসের ব্যাখ্যা উনারা কি দিয়েছেন ? এই স্টেটাসের ব্যাখ্যা করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে ? এই ব্যাখ্যা করার অধিকার তাদের নেই। এই ব্যাখ্যা কেবলমাত্র কোর্ট করবেন। কাজেই আদালতের রায়ের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, কাজেই তারা গণতন্ত্রের প্রতি কতটুকু আস্থাশীল সেটা সন্দেহ রয়েছে। আগে ত্রিপুরা রাজ্যে বিচারের কি সুযোগ ছিল ? যখন এই রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পেল তখন উহা আস্তে আস্তে গোহাটী হাইকোর্টের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর এখানে একটি বেঞ্চ হলো। এরপর আস্তে আস্তে পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট হবে। কাজেই আমরা আরো বেশী খুশী হবো যদি এখানে পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও অনুরোধ করছি যে, কোর্টের রায়ের প্রতি তারা যেন শ্রদ্ধাশীল হন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মি: স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার যে, প্রস্তাব এনেছেন ত্রিপুরাতে একটি পূর্ণাঙ্গ হাই কোর্ট স্থাপন করবার জন্য সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, শুধু বেঞ্চের দাবীতে নয়, এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্টও স্থাপন করা হোক এই দাবীতেও আমরা কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে পারি। কারন মিজোরাম যেখানে ত্রিপুরার জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ লোক বাস করেন সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এইটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে এইখানে সরকারকে একটা অনুরোধ করতে চাই যে, এখানে কোর্টে বিচারের মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেগুলি পেন্ডিং পড়ে আছে। এর কারন কি ? কারন গ্রাম স্তরে বিচারের যে সুযোগ আগে ছিল নতুন পঞ্চায়েত আইন হবার পরে এই যে, সব

পঞ্চ, নায়পঞ্চ এই সমস্ত উঠে গেছে। অথচ আগে এরাই সরাসরি কোর্টের কাজ করতো। আমাদের ট্রাইবেলদের মধ্যে জুমিয়া এবং মিজো, এদের কোন কেসই কোর্টে পেণ্ডিং নেই। যায়ই না তারা। সবটাই তারা নিজেদের মধ্যে মিমাংসা করে ফেলে : যার প্রতিফলন এখন ঐ লোক আদালত বলে গঠিত হয়েছে। কাজেই আমি রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্টের জন্য যেমন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করব ঠিক তেমনি গ্রামাঞ্চলে বিচার ব্যবস্থা যাতে আগের মত দ্রুত করা যায় তার জন্য লোক আদালত বা পঞ্চায়েতের আগে যে পুরানো ব্যবস্থা ছিল সেটাই চালু করে গ্রামস্তরে এই বিচার ব্যবস্থাকে অতি সত্বর চালু করার দরকার। এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার আজকে এই হাউসে যে বেসরকারী প্রস্তাব আনা হয়েছে ত্রিপুরায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাই কোর্ট স্থাপন করা সম্পর্কে, এই প্রস্তাব দেরীতে হলেও আমি এইটাকে সমর্থন করছি। সরকারী তরফ থেকে এই যে, উদ্যোগ সেটাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

উর্দ্ধতন আদালতের বিচার সুযোগ পেতে হলে আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষকে গৌহাটীতে যেতে হয়। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাহিরে। পাশাপাশি এই বিচার ব্যবস্থার উপর রাজ্য সরকারের যে হস্তক্ষেপ সেটা সম্পর্কেও একটু আলোচনা করতে হয়। এখানে নিম্ন আদালত যে রায় দেন সেটাকে লঙ্ঘন করার যে মানসিকতা সেটা রাজ্য সরকারের মধ্যে দেখা যায়। এবং সেখানে প্রশাসনিক দিক থেকে হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রীম কোর্ট কিংবা নিম্ন আদালতগুলির রায়কে লঙ্ঘন করার যে মানসিকতা এই ব্যাপারে আমি আশা করব সরকার সচেতন হবেন এবং আমরা আশা করি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে হাইকোর্ট মঞ্জুর করবেন এবং এই ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখার্জী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রস্তাবটার উপর কোন বিতর্ক নেই। আমরা অপেক্ষা করছি কখন কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেন। কি অসুবিধা আছে এই হাউসে আগেও আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আমরা আগেও আকর্ষণ করেছি। আমাদের দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছি তা তো আম। আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের

সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। সুতরাং আমি আশা করব সকলেই এটাকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মুভার অব দি রিজলিউশান ইচ্ছে করলে রাইট অব রিপ্লাই-এর সুযোগ নিতে পারেন। তাহলে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার মহাশয়ের রিজলিউশানটি এখন ভোটে দিচ্ছি।

The Resolution moved by the Hon'ble Member Shri Bidhu Bhusan Malakar is that— "ত্রিপুরা বিধান সভা বিশেষ উদ্বেগের সংগে লক্ষ করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে আলাদা হাইকোর্ট না থাকার ফলে রাজ্যের মামলাকারী জনসাধারণ গৌহাটী হাইকোর্টে গিয়ে আর্থিক ও অন্যান্য দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং গৌহাটী হাই-কোর্টে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক না থাকায় ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের বহু পুরানো মামলা হাই-কোর্টে বিচারের অপেক্ষায় বৎসরের পর বৎসর পড়ে আছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করছে যে— এক বছর পূর্বে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টে বিচারপতি, রাজ্য সমূহের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ছয়টি রাজ্যে আলাদা আলাদা হাইকোর্ট স্থাপনের যে সুপারিশ করেছিলেন এক বছরের মধ্যেও তা কার্য্যকরী করতে কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

ত্রিপুরা বিধানসভা তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরার জন্য আলাদা হাইকোর্ট স্থাপনের উদ্যোগ অতি সত্বর নেওয়া হউক এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হউক।" (The Resolution was adopted by the House unaniuously).

মিঃ স্পীকার:— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহার একটি রিজলিউশান। শ্রীসাহা সেদিন তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন। এখন যে কোন মাননীয় সদস্য এর উপর আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, যে এই সভায় কিছু কিছু বক্তব্য এখানে এসেছিল, যেমন মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহাশয় সেটা উল্লেখ করেছিলেন। যে এটা একজন দেশপ্রেমী নাগরিক হিসাবে উল্লেখ করতে পারেন কিনা যে তিনি যেটা উল্লেখ করেছিলেন বা কোন কোন সদস্য প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, কোন এক বিদেশী পত্রিকায় সংবাদ যে এখান থেকে যারা বি, এস, এফ, তাদের সহযোগিতায়

শান্তিবাহিনী নামক কারা কারা নাকি বাংলাদেশে হামলা করেছে, সিনেমা হলে গোলমাল করেছে। আমি আবেদন রাখছি এই প্রশ্ন আমরা করতে পারি কিনা, কোন নাগরিক এই-ভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন কিনা। একটা বিদেশী সংবাদপত্রে কি সংবাদ বেরিয়েছে, এটা কি ভারতবর্ষের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ নয়?

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে বাংলাদেশের যে কথাটা বলা হয়েছে, যারা শরণার্থী এখানে এসেছেন, তারা সেখানে থাকতে পারছেন না, সেখানে বি, ডি, আর, তাদের উপর অত্যাচার করছে। এই যে অবস্থাটা, এটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকা-রের ব্যাপার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এখানকার সরকার এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সর-কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আমিও এটা চাইছি, আমার দলও সেটা চায় যে এরা বাংলা-দেশের নাগরিক, বাংলাদেশে তারা ফিরে যাক এবং বাংলাদেশে তারা যাতে নিরাপদ থাকতে পারে ভারত সরকার এই সম্পর্কে উদ্যোগ নেবেন। আমি এই আবেদন রাখছি। সঙ্গে সঙ্গে এই আবেদন রাখছি যে এই ধরণের বক্তব্য যেন আমরা অন্তত: না করি।

স্যার, টি, এন, ভি, সম্পর্কে এখনে বলা হয়েছে যে তারা দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে আসে, তারা বাংলাদেশ থেকে, এখানে ঘটনা ঘটিয়ে চলে যায়। নিশ্চয়ই আমি আপ-নার মাধ্যমে, এই হাউসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি আবেদন করছি যে, এই বিষয়টা নিয়েও বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে যেন আলোচনা করা হয় এবং এটা বন্ধ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই, এখানে টি, এন, ভি, —এর যতগুলি আক্রমন সংগঠিত হয়েছে তাতে কি প্রমানিত হয়েছে? কি পরিস্থিতিতে আক্রমন হয়েছে? স্যার, সে সমস্ত বহু আলোচনা আমরা করেছি এবং যেখানে প্রয়োজন ছিল রাজ্য সরকারের আরক্ষা বাহিনীর সক্রিয় হওয়া এবং এটা আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আরক্ষা বাহিনীর যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তাকে আমরা মনে করতে পারি না। কারণ বর্ডার পেরিয়ে এসে তারা কি করে আক্রমন করতে পারল? হয়ত বলতে পারেন বহু জায়গায় বর্ডার খোলা রয়েছে। কিন্তু তারা কাজটা করে চলে গেল, আমার আরক্ষা বাহিনী সেটা দেখল না, ধরতে পারল না। আমরা কি বলতে পারি না যে আমার আরক্ষা বাহিনীর যথেষ্ট গাফিলতি ছিল? যাই হোক, যাতে বর্ডার পেরিয়ে না আসতে পারে সেজন্য যে সমস্ত সুরক্ষার প্রয়োজন সেটা আমরা চাই, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করবেন, আরও করুন, যেটা আমরা চাই। কিন্তু আভ্যন্তরীণ যেসমস্ত ঘটনা ঘটছে, যারা এইসমস্ত কার্য্যকলাপ করছে তারা নিশ্চয় এখানে একটা আশ্রয় পাচ্ছে।

এই যে যেমন খুশী কার্যকলাপ করছে, তারা নিশ্চয় এখানে একটা আশ্রয় পাচ্ছে,

যার জন্য দেখা যায় যে কোন ঘটনা করার সঙ্গে সঙ্গে তারা পালিয়ে যাচ্ছে না, তারা আশেপাশেই থাকছে। তাই আমার মনে হয় যদি সত্যি আমাদের আরক্ষা বাহিনী সক্রিয় হয় তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। তারপর সীমান্ত এলাকায় অপরাধমূলক কাজ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে যেমন পশু হরণ, ডাকাতি, খুন, আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য যে সমস্ত বাহিনীর দরকার, তারা সেখানেই থাকবে, কারণ অভ্যন্তরে যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে, তাদের প্রায় সকলেই ভারতীয় নাগরিক, ওরা সীমান্তের ঐ পারের লোক নয়। সুতরাং আরক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব রয়েছে সেই সমস্ত লোকগুলিকে চিহ্নিত করার এবং সেই সঙ্গে সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে সেই সমস্ত লোককে খুঁজে বের করার এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার, যাতে এই ধরনের ঘটনা, আর না ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। কিছুদিন পরে আমরা নিশ্চয় দেখতে পারব যখন ভোটার লিষ্ট বের হবে, যেখানে সীমান্তের ঐ পারের বহু লোকের নাম এই পারের ভোটার লিষ্টে উঠে গেছে, এই সম্পর্কে সরকার আদৌ সতর্ক হবেন না। আমাদের খবর আছে যে শাসকদল ইচ্ছাকৃত ভাবে ভোটে কারচুপি করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের কাজ করে চলেছে। অবশ্য আমরা এই ব্যাপারে শুধু এই হাউসেই অভিযোগ করেনি, ইলেক্টরেল অফিসারের কাছেও অভিযোগ করেছি, কিন্তু কোন প্রতিকারই আমরা পাই নি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছি যে ভোটার লিষ্ট তৈরী করার ব্যাপারে এই সীমান্ত রাজ্য ত্রিপুরাতে অনেক কারচুপি হচ্ছে। তা সত্বেও আমি সরকারের কাছে আবেদন করব যে আপনারা এসব বন্ধ করুন, নচেৎ ত্রিপুরা রাজ্যেরই সমূহ ক্ষতি হবে, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুবাবু এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাইছি। প্রথমেই আমি বলতে চাইছি ত্রিপুরাতে বাংলাদেশী শরনার্থীদের অবস্থান সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে ত্রিপুরাতে বাংলাদেশ থেকে শরনার্থীরা এসেছে এবং তাদের এখানে আশ্রয় নেওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং এদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারেরই দায়িত্ব রয়েছে। রাজ্য সরকার হিসাবে অথবা শাসক দল হিসাবে এই সম্পর্কে তাদের সুষ্ঠ নীতি কি, সেটা আমরা অনেকবার জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্তও তা আমাদের জানানো হল না। অন্য দিকে আমরা স্পষ্ট ভাবে আমাদের দলীয় নীতি কি,

তা আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আমরা বলেছি যে, এর একটা রাজনৈতিক সমাধান হওয়ার দরকার, কারণ আমাদের এই রাজ্যে এমনিতেই লোকসংখ্যার ভারে জর্জরিত, তার উপর আমাদের জন সংখ্যার কি লঘিষ্ট অংশ, বা গরিষ্ঠ অংশ, তাদের মধ্যেও অনেক ল্যাণ্ডলেস রয়ে গেছে, যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। আবার, এটাও ঠিক যে এসব শরনার্থীরা যে দেশ থেকে এসেছে, সেই দেশে কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই, সেখানকার সংখ্যালগুরা সেই দেশের নাগরিক হয়েও সেই দেশে বেঁচে থাকার মতো যে সামান্য সুযোগ, তাও তারা পাচ্ছে না। কাজেই, এটাও একটা দুর্ভাগ্য-জনক বিষয়। আর সেই কারনেই এই সমস্যাটার সমাধান আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বহুবার অনুরোধ করেছি যাতে এই সমস্যার একটা সুরাহা শীঘ্রই করা হয়। আবার রাজ্য সরকারও এই বিধানসভায় অথবা তার বাইরে এই সমস্যা সম্পর্কে তার কি দৃষ্টিভঙ্গী তা আমাদের জানাচ্ছেন না। তাই আমরা আশা করব যে আজকে এই হাউসে সরকার এটার সম্পর্কে একটা আলোকপাত করবেন। আর টি, এন, ভির সম্পর্কে আমাদের যে ধারনা সেটা হয়তো সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, কিন্তু টি, এন, ভি, এখন অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তাদের আক্রমণ কিছুদিন আগে কিছুটা ব্যাপক হয়ে থাকলেও, সেটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে উঠেছে। আমরা বলেছি তাদের সংখ্যা যদি এতই কম হয়ে থাকে, রাজ্য সরকার যখন তাদের পুলিশ দিয়ে মোকাবিলা করতে পারছেন না এবং এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের দুই অংশের লোকদের মধ্যে সম্পর্ক যখন খারাপ হচ্ছে, অথবা এবজন্য যাতে কোন রকম দাঙ্গার পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য প্রয়োজন হলে মিলিটারী নামিয়ে তাদের দমন করুন, কারণ এটা আগে বন্ধ হওয়ার দরকার। আর তা নাহলে উপজাতি অংশের মানুষই বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই দিক থেকে কোন রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না, ফলে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা এও বলেছি যে এই টি, এন, ভির সমস্যা যাতে অচিরেই সমাধান হয়, তার ব্যবস্থা করুন, সেখানে পুলিশ দিয়ে না পারলে আর্মি দিয়ে মোকা-বিলা করুন, অথবা তাদের যে দাবী সেই সম্পর্কে তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, নতুবা অহেতুক একটা সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিতে দেওয়া ঠিক হবে না। কাজেই আমরা দাবী করছি, এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে টি, এন, ভি, সম্পর্কে সরকারের স্পষ্ট নীতি কি তা আমাদের জানান। আর তা নাহলে আমরা বলব যে, সমস্ত রাজ্য জুড়ে ডিস্টার্বড এলাকা ঘোষণা করুন, কিন্তু সেটাও আপনারা করতে রাজি নন, কারণ আপনারা বলছেন যে এতে ট্রাইবেলদের বিদ্রোহী করে তোলা হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে এটা ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। এদিকে এই পরিস্থিতির জন্য ট্রাইবেলরা পিছিয়ে যাচ্ছে। এটা কি ট্রাইবেলদের জন্য মঙ্গলজনক হবে? এদিকে টি. এন. ভির নাম করে উপজাতীদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমাদের দলের যদি কেউ টি. এন. ভিকে সাহায্য করে, সহযোগীতা করে তাহলে আমরাই তাদেরকে বের করে দেব। পুলিশের দরকার হবে না। যেমন আমরা দেবব্রত কলই, বিজয় রাংখল, হিনন্দ জমাতিয়া, এবং যদু মোহন জমাতিয়াকে বহিষ্কার করে দিয়েছি। কিন্তু দেখছি আমাদের কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত নীতি যেটা বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন সেটা ক্ষতিকারক। পুলিশকে আমরা বেতন দিব, পুলিশের বাজেট পাশ করব অথচ সেই পুলিশ আমাদের কর্মীর উপর অত্যাচার করবে এটা ঠিক নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, অবৈধ অনুপ্রবেশ। আমরা কিছু বললে সেটা সাম্প্রদায়িক হয়ে যায়। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমস্ত বন্ধ করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভানু লাল সাহা যে প্রস্তাব এই হাউসে গত ৬/৩/৮৭ ইং তারিখে উত্থাপন করেছেন, সেখানে কতকগুলি সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন যেমন টি. এন. ভি. অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং গবাদি পশু অপহরণ সম্পর্কে টি. এন. ভি. সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এইটাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি এই ফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতা আছে এই টি. এন. ভি সম্পর্কে। যার ফলে রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ বাড়ছে। এক শ্রেণীর যুবক বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে টাকা পাবে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে এই আশায় এই সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ চালাচ্ছে। গরু পাচার সম্পর্কে আমরা দেখছি যে সীমান্ত অঞ্চলে এই বামফ্রন্ট সরকার কিছু লোককে আইন-গতভাবে পার্মিট দিচ্ছে। সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে গরু যাতায়াত, আনা নেওয়ার জন্য। এইভাবে আমাদের রাজ্যের একটা সম্পদ বাহিরে যাওয়ার জন্য এই সরকার সাহায্য করছে। বহিরাগত কিছু কিছু চাকমা শরণার্থী, আমরা দেখছি অমরপুরে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। ভোটার তালিকায় তাদের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগীতায়ই এটা হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দলের কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তির মন্তব্য আমাদের মনে আরও সন্দেহের উদ্রেক করে। কিছু দিন আগে মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বাংলাদেশের শান্তি বাহিনীর পাল্টা হিসাবে এখানে টি. এন. ভি গঠিত হচ্ছে। এটা যদি সত্য হয় তাহলে সেটা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। কিছুদিন

আগে মাননীয় ট্রেজারী বেনচের চীফ হুইপ মানিক সরকার একটা মন্তব্য করেছেন যেটা বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে মদত দেবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬২ সালে আমাদের অমরপুরে শিলপুয়া রাস্তাটির সোলিং করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা আজকে মেইনটেইনেন্সের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তাটা একটা বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। বর্ডার পর্যন্ত চলে গেছে। কাজেই আমি আশা করব যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে এই রাস্তার মেরামতের জন্য চেষ্টা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন সে প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। এখানে তিনটি বিষয়ে বলা হয়েছে। ১ম হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে চাকমা এবং অন্যান্য উপজাতি শরণার্থীদের সম্পর্কে। এটা ঠিক যে, সাংঘাতিকভাবে ঠিক, বাংলাদেশ সরকার এই শরনার্থীদের পাঠানোর ক্ষেত্রেতে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করছে। আমাদের সীমান্তবর্ত্তী এলাকার দিকে যে জায়গায় শত শত বৎসর ধরে বসবাস করে আসছিলেন সেখানে মুসলমানদের এনে বসান এবং তার জন্য উপজাতি সংখ্যালঘুদের যে ধরনের নির্যাতিত করতে হয় সব রকম নির্যাতনই তারা শুরু করেছেন। মেয়েদের উপর বলাৎকার, ছেলেদের উপর মারপিট, সব চেয়ে বেশী অগ্নি সংযোগ তারা করছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যে কোন সভ্য দেশে যারা সংখ্যালঘু সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের রক্ষা করা। সে ক্ষেত্রেতে বাংলাদেশ সরকার সেই গণতান্ত্রিক যে নিয়ম নীতি সেগুলি তারা মানছেন না। কি কারণ তার আছে আমরা জানি না। ত্রিপুরার সীমান্তবর্ত্তী—এলাকাকে তারা মুসলিম প্রধান এলাকা হিসাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন সেখানকার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার যে জানেন না তা নয়। এর আগে তিন বার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তখন এত ব্যাপক ভাবে, নির্মমভাবে এই এলাকার উপজাতি সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করে বাঙালী মুসলমানদের বসানোর চেষ্টা হয়নি। যেহেতু বিষয়টি আন্তর্জাতিক সেই জন্য রাজ্য সরকার এই বিষয়ে প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেন। কিন্তু সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এটা তাঁদের এক্তিয়ারের বাইরে। তাঁরা বলেছেন, বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা, তবে এটা একটা ভ্রান্ত ধারনার বশবর্ত্তী হয়ে বলছেন। আমরা হাউসে বরাবরই বলছি, আমরা আশ্রয় দাতার কাজ করছি, নীতি নির্ধারণের কোন অধিকার নেই আমাদের। নীতি নির্ধারনের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের। আমাদের যে অধিকার

আছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করা, দ্রুত নিরশনের জন্য দাবী করা। এর বাইরে আমরা বলতে পারি না। ২য়তঃ বিধায়ক বিরোধী দলের নেতা শ্রীমজুমদার তিনি হঠাৎ করে বিধায়ক মানিক সরকারের বক্তব্যের বিরোধীতা করে বলেছেন এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি, এটা জাতীয়তা বিরোধী বক্তব্য। তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ বিরোধী মত পোষণ করি। এইখানে বিধায়ক মানিক সরকার কিংবা টি. ইউ. জে. এস. কিংবা কংগ্রেসের সকল সদস্যেরই অধিকার আছে প্রশ্ন করার। এক মত হতে হবে এই প্রশ্নে নয়। প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক মানিক সরকার, এই যে ঘটনা ঘটেছে তার সত্যনিষ্ঠ তথ্য জানতে চাই, বানানো তথা নয়। যে-ভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে তাতে পরিস্কার, বিধায়ক মানিক সরকারের মনে এই সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, "দৈনিক সংবাদে" গালভরা ভাষণ বেড়িয়েছে। যা বরাবরই তারা বের করেন। কোন সময়ই "দৈনিক সংবাদ" এই বিধানসভার বক্তব্য সঠিক ভাবে রিপোর্ট করেন নি। আমার দৃষ্টিতে তা পড়েনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি রুলিং দিয়েছেন রুলিং ছাপা হল কিন্তু যে অসত্যের উপর এই রুলিং ছাপান হল 'দৈনিক সংবাদ' তার নাম দিতে পারবেন? দিতে পারবেন না? স্যার, আপনি "দৈনিক সংবাদের" সম্পাদককে শাস্তি দিতে পারবেন না আপনি তাকে ধরতেও পারবেন না। আমেরিকায় চলে যাবে, ওয়াশিংটনে চলে যাবে। শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন এইখানে নয়। দৈহিক শাস্তি নয়, আইনের শাস্তি নয়, জনসাধারণ চিন্তা করুক, এই সংবাদ পত্র কাদের স্বার্থে কাজ করছে। আগরতলার কাগজেও এই সব খবর বার হচ্ছে, শান্তি বাহিনী এই করছে, সেই করছে। কেহ অস্বীকার করতে পারেন? ঘটনাটা কে ঘটাচ্ছে? এই সব খবর এন্টি-ন্যাশনেল। শান্তি বাহিনী বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে, এটা স্যার, লজ্জার কথা। এ সব খবর তো আমাদের পত্রিকায় বের হয় না। কোন দিনই বের হয় নি, শান্তিবাহিনী বাংলাদেশে গিয়ে এই করছে, সেই করছে। এটাও সংবাদ পত্র। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের নেতা ভুল করছেন, তিনি যা করছেন তা ঠিক নয়। অবশ্য মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নিজে করেন নি। স্যার, রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি এত জঘণ্য, ঘৃণ্য এক চিঠি লিখেছেন আমার কাছে, আমি লজ্জায় কিছু চিন্তা করতে পারছি না। আমি মনে করছি, এই পত্রের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অপমান। "দৈনিক সংবাদ" তাকেও পরামর্শ দিচ্ছে। যদি তাই হয়ে থাকে, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব, আমি জবাব দেব না, তিনি একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাম্রপত্র না কি যন পেয়েছেন, তাম্রপত্রকে আমি ছোট করব না, স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আমি ছোট করব না, এই সব লোক কংগ্রেসের মাথায় সবে আছেন, কংগ্রেসকে আমি ছোট করব না।

মাননীয় সদস্যদের আমি পরিস্কার ভাবে জানাতে চাই যে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করবেন না, যদি করতে চান তাহলে আমাদের কাছে লিখতে পারেন, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেব। করবেন না বলছি এই জন্য যে, বিধায়ক মানিক সরকার একটা প্রশ্ন করেছেন এবং অন্য সদস্যরা প্রশ্ন করতে পারতেন। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করলে আমি বে-কায়দায় পড়ে যেতাম। স্যার আমার পরিস্কার মনে আছে যে এটাই সম্ভবত: আমার লাস্ট ষ্টেটমেন্ট ছিল এবং এক মিনিটও সময় ছিল না। যার জন্য আমি অন্যান্য প্রশ্নের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমি চাইনা কেউ এ সব প্রশ্ন তুলে রাজ্যে সরকারকে বিব্রত করুন। যদি কেউ তুলেতে চায়, পার্লামেন্টের মেম্বার আছে সেখানে তুলুন যদি পার্লামেন্টের অনারেবল স্পীকার এলাউ করেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বক্তব্য সেখানে রাখতে পারেন। ২য় হচ্ছে টি. এন. ভি.। চোরকে বলেন চুরি করতে, আর পুলিশকে বলেন পাহারা দিতে। দুটো করছেন কেন, একটা করুন। চোরকে চুরি করতে বলবেন, আর মালপত্র পাহারা দেবেন, চোরকে পাহারা দেবেন আর থানায় গিয়ে বলবেন-এত অপদার্থ যে একটা চোরকে ধরতে পারছেন না, এই হচ্ছে টি. ইউ. জে. এস নেতাদের ভূমিকা। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এটা সমর্থন করবেন আমি এটা আশা করি না। ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিয়েছি যে সহায়ক শক্তি আছে। বিরোধী দলের নেতাও বলেছেন যে সহায়ক শক্তি ছাড়া এটা হতে পারে না। কিন্তু সহায়ক কারা এটা খুঁজে বের করতে পারছেন না ? এত অন্ধ, এত কালো চশমা লাগিয়েছেন কয়েকটা ভোটের জন্য ? কালো চশমা ফেলে দিলে সব দেখতে পারবেন ওদের ভূমিকা কি ? স্যার, ওদের টি. এস, এফ বিদেশী বিতাড়ন শ্লোগান সামনে রেখে তৈরী হচ্ছে। একটা নিন্দা করেছেন, আপনারা বলেছেন এটা আমাদের শ্লোগান নয় ? টাংগ টাইট, কোন কথাই এখন বেরুচ্ছে না।

(শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমরা পত্রিকায় বলেছি, পত্রিকা পড়ে দেখুন)

পত্রিকা না, এখানে বলুন যে, আমরা ওদের নিন্দা করছি, আমরা ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি তো পত্রিকার কাছে বলছি না, আমি বিধায়কদের কাছে বলছি। কালকেও সুযোগ আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, বলুন কালকে একটা ষ্টেটমেন্ট দিতে যে ওদের ওবা লাউডলী কনডেম করছে আমাদের সময় বাঁচিয়ে ওদের আধ ঘন্টা ওদের দিন। ওরা লাউডলী কনডেম করুন যে—টি. এস, এফ এর সংঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, ওদের সংঙ্গে আমরা এক মত নই, ১৯৪৯ ইং সালের পর যারা এসেছে তারা সবাই বিদেশী, এ শ্লোগান আমরা মানিনা। যারা করছে তারা সবাই এন্টি ন্যাশনালিষ্ট। ওরা যদি রাজী থাকে তাহলে আমি আমার সময় দিয়ে দেব। "দৈনিক সংবাদ" আমি পড়ি না।

বিধানসভায় দায়িত্ব নিয়ে যদি বক্তব্য রাখেন, তাহলে ওদের আমি সম্মান করব। স্যার, অন্য যে-সমস্ত বক্তব্য বলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-ইনফিলট্রেশান, যারা বাংলাদেশ থেকে ঢুকছে। এ সম্পর্কে যতখানি সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার তা আমরা করছি এবং টাস্ক ফোর্সকে আরও শক্তিশালী করছি এবং যদি কেউ ধরা পড়ে তাদের বের করে দিচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে, ভোটার লিষ্টে সবার নাম তোলা হচ্ছে না। আমরা চীফ ইলেকটরেল অফিসারের কাছে আপত্তি জানিয়েছি। এ সম্পর্কে আমি চীফ ইলেকট্রেল অফিসারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছি, তিনি বলেছেন ২টা আপত্তি এসেছে এবং দুটোরই তদন্ত করা হয়েছে এবং দুটোই অসত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। আর ৩টা কমপ্লেন উনার কাছে যায় নি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যদি লিখিত ভাবে আগামীকালও অভিযোগ উপস্থাপিত করেন স্পেসিফিকেলী যে অমুক পাড়ায়, অমুক লোক বাংলা দেশের নাগরিক, তার নাম ভোটার লিষ্টে উঠেছে এবং তদন্ত হয়নি, তাহলে সেটা সত্য কি অসত্য আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করব। স্যার, সীমান্তে কেন্দ্রীয় সরকার ২টা রাস্তা তৈরী করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। একটা হচ্ছে— সোনামুড়া-আগরতলা এবং অপরটি হচ্ছে— সাব্রুম-শিলাছড়ি রাস্তা। আমরা এই কাজে হাত দিয়েছি এবং গুরুত্ব দিয়ে এই রাস্তাটি তৈরী করব। কিন্তু মূল যে এলাকা, সে এলাকায় যতক্ষন পর্য্যন্ত না আমরা আমাদের এই বর্ডার প্রজেক্টকে কার্য্যকরী করতে না পারি ততক্ষন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ ঐ এলাকায় পুরাপুরি সীমানা সীল করার মত রাস্তা আমরা তৈরী করতে পারব না। লাস্টলী টি, এন, ভি সম্পর্কে পি, ইউ, জে, এস বলেছেন যে আমাদের সংগে ওরা আলাপ আলোচনা করতে চান। তা উনারা করুন না, উনারা যোগাযোগ করুন। আমাদের সঙ্গে তো ওদের যোগাযোগ নেই। ওরা যদি যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে আমি আলোচনায় বসতে পারি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। আপনারা যদি যোগাযোগ করে ওদের নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আপনাদের ধন্যবাদ জানাব, আমি যে-কোন জায়গায় ওদের সংঙ্গে বসতে পারি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব দেওয়া যাবে না, রাজ্য সরকারকে এ সমস্যার মুকাবিলা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :—

"ত্রিপুরা বিধানসভা বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সীমান্তবর্ত্তী এলাকাগুলিতে অপরাধমূলক ঘটনার ক্রমবৃদ্ধির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছেন। এই ঘটনাগুলির মধ্যে আছে :

১) প্রায় ৪৫,০০০ বাংলাদেশী শরনার্থীর ত্রিপুরায় প্রবেশ ও ত্রান শিবিরে অবস্থিত।

২) চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে টি, এন, ভি—সন্ত্রাসবাদীদের অনবরত ত্রিপুরায় প্রবেশ ও খুন ডাকাতিতে অংশগ্রহন।

৩) সীমান্তবর্ত্তী এলাকাগুলিতে গবাদি পশু অপহরণ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বে-আইনীভাবে অপহরণ।

৪) ত্রিপুরা রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ।

ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছে যে সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় বিশেষ ভাবে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম সীমান্তে জীপ চলাচলের উপযোগী কোন রাস্তা তৈরী হয় নাই। সীমান্ত পাহাড়ার জন্য যত সংখ্যক বি. এস. এফ. প্রয়োজন, তার অর্দ্ধেক সংখ্যক বি. এস. এফ, ও ত্রিপুরায় মোতায়েন করা হয় নাই। বর্ডারের খুব কম অংশেই টাওয়ার নির্মানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করছেন. তারা যেন অনতিবিলম্বে উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি রিজলিউশান উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করছি। রিজিউলিউশানটি হলো :—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক ত্রিপুরার বর্ত্তমান প্রচলিত পঞ্চায়েত বিধি যথাবিহিত সংশোধন করে পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য মাসিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের জন্যও মাসিক ১০০ (একশত) টাকা হারে পেনশন দানের ব্যবস্থা করা হউক।"

শ্রীরসিক লাল রায় :— এটা আমি এনেছি মিঃ স্পীকার স্যার, এই কারনে যে, সরকার জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং জনসাধারনের স্বার্থে প্রধানরা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন, তারজন্য তাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা

করছেন, যেমন এম. এল. এ, এপ. পি, মিনিষ্টার সবাই যারা প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তাদের ভাতার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রধানদের ভাতা নির্ধারন করা আছে শুধু মাত্র কিন্তু তাদের পেনশনটা নির্ধারন করা হয়নি তার জন্য এই বিধানসভায় দাবী রাখছি। তার কারন তারাও প্রতিনিধি। তাছাড়া পঞ্চায়েত সদস্যদেরও প্রতিনিধিত্বের কাজ করতে হয় কম এবং বেশী ছোট বড় হতে পারে, তাদের ভাতা ধার্য্য করার অনুরোধ রাখা হয়েছিল, কারন আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র সীমার নীচে। কাজেই ভাতাবিহীনভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করা দুষ্কর যদি আমরা উক্ত ভাতা দিতে পারি তাহলে আমরা উপকৃত হবো। ১নং অর্থনৈতিক করাপশ্যান থেকে মুক্ত হবার রাস্তা প্রসার হবে। আমি আজকেও আপত্তি করছি না আমাদের এম. এল. এ থেকে মন্ত্রী, মন্ত্রী থেকে আবার মন্ত্রীদের আবার এলাউন্স বাড়িয়েছেন, আমরা সমর্থন করি, কারন করাপশ্যান কমাতে হবে কারন যদি মন্ত্রীদের ভাতা না বাড়ে, বেতন না বাড়ে তাহলে কালকে আর এক ভদ্রলোককে বলে দেবেন যে, তুমি ১০ লক্ষ টাকার কাজ করাও, আমাকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দাও। সব যাতে না হয় সে জন্য আমরা সমর্থন করি। কারন প্রতিনিধিত্বের নাম নিয়ে সরকারকে বাহবা দেখালাম, জনসাধারণকে বাহবা দেখালাম যে আমি কিছু নিই না, কিন্তু করাপশ্যান কি কম হচ্ছে ? আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়রা অস্বীকার করেন পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে বা নানান দপ্তরে করাপশ্যান হচ্ছে। আমরা রোধ করার চেষ্টা করছি ভাল কথা, কিন্তু করাপশ্যান যে হচ্ছে কেন হচ্ছে এটা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। অতএব আপনারা জিইয়ে রাখবেন না, আমি অনুরোধ করবো এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য। ২নং উপকৃত হবো এলাকার কাজের এবং উন্নয়ন-মূলক কাজের চিন্তা-ধারা প্রসার হবে পঞ্চায়েত সদস্যদের যদি আমরা ভাতা দিতে পারি। ৩নং পঞ্চায়েত মেম্বাররা জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে সরকারী দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা ও সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হবে, এইটুকু আমি উপলব্ধি করতে পারি।

এই জন্য এই বিধানসভা মনে করেন যে সরকারের পঞ্চায়েত বিধি সংশোধন করে উক্ত বিধি এক্তিয়ারে রেখে তাদের এই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখার জন্য আমি এই হাউসকে অনুরোধ করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, যদিও আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের তারা এটাকে স্বীকার করবেননা, মানে নাও পারেন, এই কারনে আমি অনুরোধ করছি কারন উনাদের পক্ষীয় পঞ্চায়েত সদস্যরাই ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী এটা অস্বীকার করার কিছু নেই, কিন্তু উনাদের দুচিন্তারও কোন কারন নেই, কারন ক্ষমতা উনাদের হাতে। যে করাপশ্যান করছে কি এস. আর.ই. পি, এন. আর. ই. পির কাজে, টাকা কেন্দ্রীয় সরকার তো ঢালাও করে দিচ্ছে আপনারা কাজ করাচ্ছেন মেম্বারদের কুপন দিয়ে, কারচুপি করে কাজ না করিয়ে

মেম্বারদের টোকেন দিচ্ছেন। তাই এই করাপশ্যান না করে ডাইরেক্ট ভাতা দিতে আপনাদের সাহস হচ্ছে না কেন? আমি সে জন্য বলছি এই টাকাটা কোপনের মারফতে ওদেরকে ইনডাইরেকটলি না পাইয়ে দিয়ে সরাসর তাদের ভাতার মাধ্যমে, তারা যেন রাজনৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে, জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে তাদের সময় ব্যয় করতে পারে এবং অর্থনৈতিক দুঃচিন্তা থেকে যাতে রেহাই পেতে পারে সেই ব্যবস্থার জন্য আমি এই হাউসকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি সময় নষ্ট করবো না, আমি সবার সমর্থন চাই যাতে এই প্রস্তাবটা সবাই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পাশ করিয়ে নেন, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার এই প্রস্তাবটার আমি বিরোধীতা করছি এই জন্য না যে ২/১ কোটি টাকা বেশী খরচ হবে, তা না। প্রথম কথা হচ্ছে যে, ওদের এপ্রোচ আর আমাদের এপ্রোচ হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের এপ্রোচ হচ্ছে এরা গ্রামাঞ্চলের কর্মী ভল্যানটিয়ার্স নিস্বার্থ ভাবে কাজ করবেন, জনসাধারনের কাজ করবেন সে জন্যই পঞ্চায়েত মেম্বার হয়েছেন। আমরা পঞ্চায়েত প্রধানদের যা দিয়েছি সেটা এলাউন্সের মধ্যে সামান্য, তার কারন হচ্ছে পঞ্চায়েতের হাতে এত কাজ দেওয়া হচ্ছে, লাখ লাখ টাকার কাজ দেওয়া হচ্ছে, সারা দিন একজন সর্বক্ষণ কর্মীর মতো তাঁকে কাজ করতে হয়। সে যদি গৃহস্থ হয় তার স্ত্রীর গালাগালি খেতে হয় যে পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে আমার সংসারটা শেষ করে দিয়েছেন। এটা স্বার্থ ত্যাগ। এই স্বার্থ ত্যাগের জন্যই পশ্চিম বাংলায় এই চেহারা দেখলেন। প্রধান মন্ত্রী বলে আসছেন যে যা কিছু টাকা কেডারদের দিয়ে ফেলছে, পশ্চিম বাংলার মানুষ এই বক্তব্য রাখার জন্য চরম শাস্তি দিয়েছেন প্রধান মন্ত্রীকে তথা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে ৩৮টি আসন পেতে পারে এটা সত্যি? আমরা দেশের জন্য কাজ করছি, বামফ্রন্ট কিছুই করছেন না সব কেডারদের পকেট দিয়ে দিচ্ছে, আমি দিল্লী থেকে টাকা আনছি, একটা টাকাও খরচ করছি না,—এই সব কথা বলে পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষকে ভুলাতে পারলেন না এটাই প্রমাণ। আমি মনে করেছিলাম যে মাননীয় সদস্য শ্রীশাহ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবেন, এখন এত বয়স হয়েছে শিক্ষা গ্রহন করার বয়স চলে গেছে, আপনার পরবর্ত্তী বংশধর যারা তাদের কাছে এই প্রচার করবেন না যে প্রচার আপনি আরম্ভ করছেন। এখন আমরা ঘর ভাড়া বাড়িয়েছি। আপনাদের বিরোধী দলের বিধায়ক একটা ঘর ভাড়া করবেন। আমি চিন্তা করে দেখেছি একটা, দুইটা ঘর যদি ভাড়া করতে হয় তাহলেও ঐ টাকায় ঘর ভাড়া করা যায় না। আমরা তাই নিচ্ছি না। আমরা নিচ্ছি না দুইটা ঘরের ভাড়া। এটা বললেন না কেন এত কম টাকায় আপনারা কি

করে চালাচ্ছেন ? আমরা সবাই গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টারে আছি, সব গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টারে নেই, এই কথা বললেন না তো যে, আপনারা কি রকম ভাবে স্বার্থ ত্যাগ করেছেন ? এটা বললেন না অথচ হাতে তালি দিলেন, আপনারা খুসী হলেন যে মন্ত্রীদের আয় বাড়ানো হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা কি বলতে পারবেন যে ঐ টাকায় ঘর ভাড়া করতে পারেন ? এটা বুঝাবার একটু মগজ রাখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। মগজ কোন কাজ করবে না একটা বিধায়ক এটা তো আমরা আশা করি না বলেই আমি বলছি। আপনারা পঞ্চায়েতরাজ চাচ্ছেন, ভলেনটিয়ার তৈরী করুন, নিস্বার্থ ভাবে কাজ করবেন।

যদি প্রধানদের কথা আপনারা বলেন যে এই টাকায় চলেনা সেইক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করে দেখতে রাজী আছি। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। পেনশন না। প্রধানদের যে ভাতা আমরা দিচ্ছি সেই ভাতা খুবই কম, সেটা দেখতে পারি। মেম্বারদের না, পেনশন না। গ্রামাঞ্চলের মেম্বাররা এই বাড়ী থেকে ঐ বাড়ী যান তাতে ট্রেন ফেয়ার লাগেনা, বাস ফেয়ার লাগেনা, রিক্সা ভাড়া লাগেনা। এইটা তাদের কল্লাপট করার একটা কায়দা। এই কায়দা আপনারা নেবেননা। রাজীববাবু যে বলেছেন আমাদের ক্যাডার নাই, ক্যাডার তৈরী করতে পারেননা। এইজন্য আপনি ক্যাডার তৈরী করতে পারেননা সবসময় লোভ দেখান। এই লোভ দেখিয়ে কাডার তৈরী করা যায়না। নিস্বার্থভাবে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দিকে নজর দেবেন। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছিনা।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এইটা আশা করেছিলাম যে, তিনি বলবেন যে, আপনি বিরোধী দলের থেকে প্রস্তাবটা না এনে প্রস্তাবটা তুলে নিন, আমরা সরকার থেকে বিবেচনা করছি। আমরা সেটা আশা করেছিলাম। সেটা যদি তিনি করতেন, তাহলে আমরা রসিকবাবুকে বলতাম, আপনি এই প্রস্তাবটা তুলে নিন এবং এইটাই নীতি। বিরোধী দলের প্রস্তাব অনেক সময় এইজন্যই আনা হয়। রসিকবাবু ভাল করেই জানেন, এই প্রস্তাবটা তার দলীয় সমর্থন যেহেতু তার তেটা নাই, সেটা পাশ করবেন না। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছেন বিধায়ক হিসাবে. তিনি ঘুরেছেন গ্রামে গ্রামে, যারা গাঁওসভার সদস্য তাদের দায়িত্ব দেখেছেন। আমি নিজেও দেখেছি, বর্তমানে গাঁওসভার যারা সদস্য তাদের নিজের সংসারের দিকে দেখার সময় থাকেনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, প্রধানদের সংসারের দিকে দেখার সময় থাকেনা এবং তার জন্য পরিবারের মধ্যে একটা অশান্তি থাকে। সেইরকম গাঁওসভার সদস্যদের

দায়িত্বও কারো কম নয়, একটা গাঁওসভার প্রধান যেসমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারছেননা সেগুলি উনাদেরই দেখতে হয় মাননীয় সদস্য রসিকবাবু যে কথা বলেছেন যে ১৫০ টাকা করে দেওয়ার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন, এখন ১ টাকা মূল্য এসে দাঁড়িয়েছে ১৩ পয়সায়। আমরা দেখেছি ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে একই প্রশ্ন এসেছে। প্রত্যেক মন্ত্রী মহাশয় যারা আছেন যে বেতন, তারা যে সময় দেন, আমরা স্বীকার করছি বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেটুকু করেন সেটা তাদের যে সার্ভিস, যেটা তিনি দেশের জন্য করছেন তার তুলনায় নগণ্য। সেটা কেন দেওয়া হচ্ছে ? তার একই কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন, যিনি প্রধান হবেন, মেম্বার হবেন, এম, এল, এ, হবেন তাদের এই মনোভাব নিয়ে আসা উচিত সেটা থাকবে সেক্রিফাইস। আমি উনার সংগে একমত। আমার সময় দিতে হবে দেশের জন্য, দেশের জন্য সেই মনোভাব নিয়ে আসবেন। তা সত্বেও প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে গেলে তার একটা আর্থিক দিক আছে। আমরা দেখেছি আমার কনসটিটিয়েন্সিতে প্রধানের সঙ্গে গাঁওসভার সদস্যও আসেন আমার কাছে, মন্ত্রীর কাছে আসেন ডেপুটেশান দিতে, তার জন্য তার রিক্সা ভারা দিতে হয়, বাসভাড়া দিতে হয়। এমনও হয় তার বাড়ীতে কিছু লোক দেখা করতে যায়, তার একটা সামাজিকতা আছে। তখন এক কাপ চা দিতে স্ত্রীর কাছে অনেক শুনতে হয়। এইটা বাস্তব অবস্থা। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লালায়িত করা নয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন, তাকে লোভ দেখিয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে নেবেননা। এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে আমি আবেদন রাখছি মাননীয় মন্ত্রী নিজেই, প্রস্তাবটা বা যিনি দপ্তরের মন্ত্রী তিনি আনবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রসিকবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাতা এইটা যুক্তি সংগত বলে আমি মনে করি। কারন বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজ যদি আমরা খতিয়ে দেখি তাহলে দেখা যায় বি, ডি, সির মিটিংএ অ্যাটেণ্ড করতে হয়না ঠিক, পঞ্চায়েতের বৈঠকে তাকে হাজির থাকতে হয়। পঞ্চায়েতে যেগুলি কাজ করার সেগুলি তাকে দেখতে হয়। আমি দেখেছি অনেক মেম্বার, যদি প্রধান দুর্বল থাকে আরও বেশী করে তাকেই করতে হয়। কাজেই প্রধান এবং মেম্বারের কাজের সময় প্রায় এক রকমই ব্যয় করতে হয়, এমন কিছু বেশী ডিফারেন্স থাকেনা। কাজেই সেখানে যদি প্রধানদের ৩০০ টাকা করে দেওয়া হয়, মেম্বারদের সেই অনুপাতে না দিলেও কম দেওয়া হলেও মাননীয় সদস্য রসিকবাবু যেটা বলেছেন তা দেওয়া দরকার এবং এইটা আমি যুক্তিসংগত মনে করি। দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে, পঞ্চায়েতের মধ্যে অস্থিরতা। এটা সি, পি, এমের মধ্যেও আছে আমাদের মধ্যেও আছে। সেটা হচ্ছে প্রধান হলে ৩০০ টাকা,

করে পান, মেম্বার হলে পায়না। কাজেই আমাদেরও প্রধান হতে হবে। আমনাদের টাকার-জলাতে খবর নিন পঞ্চায়েতগুলিতে ধ্বস নামল কেন? মান্দাইয়ে ধ্বস নামল কেন? সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান নিয়ে লড়াই হয়েছে। সি. পি, এমের মধ্যেও আছে, আমার দলের মধ্যেও আছে। এইটা খতিয়ে দেখতে হবে। কারন এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পঞ্চায়েতের এলাকার মানুষেরা। আর পরিবারের ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে. প্রধানদের না দিলে উনার বউ গালিগালাজ করেন। উনি জানেন না, উনার বউ নেই, মেম্বারদেরও গালিগালাজ খেতে হয়। এইটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। উান এইটা বুঝবেননা। যদি তাই হয় এইক্ষেত্রে দায়িত্ব হবে, বউয়ের গালিগালাজ বন্ধ করা। আপনি যদি বন্ধ করার পক্ষে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আমাদের রসিক বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায়, আমরা যখন এলাকায় এলাকায় ঘুরি দেখি প্রায় মেম্বারের ঝগড়া। কেন? কারন হচ্ছে অর্থ-নৈতিক দুর্বলতা। মেম্বারদেরও কাজ করতে হয়। এইটা অস্বীকার করছি না। কারন আজকে যে দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে অনেক প্রধানকে কেইসে ঝুলতে হচ্ছে কারনটা কি? মেম্বাররা প্রধানকে বলেন যে, আমাদের কাজের একটা লিষ্ট করে দিন। এখানে উন্নয়ন মূলক কাজের যে অগ্রগতি এবং আপনার এলাকায় যে কাজ হবে সেই দায়িত্ব মেম্বারদের কাছে দিন। তখন সরাসরি মেম্বাররা প্রধানের কাছে বলে যে, আমাদের কি স্বার্থ, আমরা কোথায় পাব অর্থ, আমাদের অর্থনৈতিক যে দুর্বলতা, বাধ্যতামূলক তখন প্রধানশীপ রাখতে গিয়ে তাকে এই যে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সেগুলি চুরি করতে হয়, আত্মসাৎ করে মেম্বারদের দিতে হয়, সেটা অস্বীকার করার কিছু নেই। আমরা দেখেছি প্রধান যারা এরেষ্ট হয়েছেন দুর্নীতির অভিযোগে তাদের অবস্থা, কেন? কারণ মেম্বারদের কাছে তার প্রধানশীপ রাখতে গেলে মেম্বারদের সঙ্গে তাকে সহযোগীতা করতে হয়। আমি দুঃখীত এই জন্য যে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য রসিক বাবুকে আর একটু লেখাপড়া শিখতে আমার মনে হয় রসিকবাবুর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তারই একটা চিত্র তিনি এখানে তুলে ধরেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি লেখাপড়া শিখার কথা বলিনি, এইটা ওরা ভুল বলছে। আমি বলেছি বুদ্ধিটা এপ্লাই করতে, বুদ্ধি তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী রাখেন—এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই, সেই বুদ্ধিটাকে ঠিকভাবে লাগানো, এইটার সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, কাজেই আমি এই হাউসে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন এবং যারা সদস্য আছেন সবার কাছে অনুরোধ রাখব আমাদের মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়ের একটু রাইট অফ্ রিপ্লাই আছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখীত এই জন্য যে, এই প্রস্তাবটি আমি ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতির, ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের যে ভৌগলিক চিত্র এবং আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েত মেম্বারদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক যে দুর্বলতা সেই কারণে জনসাধারনের উন্নয়নকল্পে জনসাধারনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন তারা যাতে সঠিকভাবে তাদের এই প্রতিনিধিত্বের কাজ ও জনসাধারনের সমস্যার কাজটা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব নিয়ে সুরাহা করতে পারেন সেই দিকে তাদের এটেনশানটাকে রাখার জনাই একটা অর্থনৈতিক সমাধান আমি এই হাউসে চেয়েছি। এর তুলনামূলক একটা কথা পেয়েছি যে, এইভাবে দাবী করে নাকি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের রাজীব গান্ধীর পতন ঘটেছে। তবু একটা কথা আমি আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, যদি এই কথার বিনিময়ে আমাকেও প্রতিনিধিত্ব ছাড়তে হয়, আপনি দয়া করে তাদেরকে এই ভাতাটা দিয়ে দিন, যদি নিজ সরকারী তহবিলের অর্থ দিয়ে যদি আমার ত্রিপুরার জন সাধারনের কল্যানের জন্য এই প্রতিনিধিত্বে থেকে যদি আমি অর্থ দিয়ে যেতে পারি তার পরে আর আমার প্রতিনিধিত্বের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কি চাই, শুধু কি প্রতিনিধিত্ব? জনসাধারনের কল্যানও করতে হবে, এই তুলনা করা ঠিক নয় যে রাজীব গান্ধী অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তবু ভোট পায় না, সবদিক চিন্তা করতে হবে, যেখানে আপনাদের একটা দল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি একটা বলিষ্ট ক্ষমতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বসে আছেন, সেখানে আপনাদের ভোটের পেসিওটাও হিসাব করে দেখুন। আমি এই কথা বলতে চাই না। আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব যে জনসাধারনের কথা চিন্তা করে এই পঞ্চায়েত মেম্বারদের ও পঞ্চায়েতের প্রধানদের এই ভাতা প্রদান এবং পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা যাতে হাউস একসেপ্ট করেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি রিজিউলিশানটি হলো :—এই বিধানসভা প্রস্তাব

করিতেছে যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক ত্রিপুরার বর্তমান প্রচলিত পঞ্চায়েত বিধি যথা বিহিত সংশোধন করে পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য মাসিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের জন্যও মাসিক ১০০ (একশত) টাকা হারে পেনশন দানের ব্যবস্থা করা হোক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক বাতিল হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান"। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি হচ্ছে, "এই বিধানসভা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত 'গ্রীফ' কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিতে আসাম-আগরতলা ৪৪ নং জাতীয় সড়কের চরম অবনতি ঘটছে। ইহাও দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এই সড়কের বড় বড় ব্রীজগুলি পুনর্নির্মানের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

বর্ষার পূর্ব মুহূর্তে আসাম-আগরতলা লাইফ লাইনের অবনতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি ত্রিপুরার বাইরে থেকে ত্রিপুরায় আনা খুবই কঠিন হবে।

তাই এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে, যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে এই রাস্তাটার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহন করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, এই প্রস্তাবটি এনে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে, একটা বর্ষার পূর্ব মুহূর্তে আসাম-আগরতলা রাস্তাটার যে দুরাবস্থা, খুব তাড়াতাড়ি এই দুরাবস্থা দূর করার জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়, ত্রিপুরা একটা সীমান্তবর্তী রাজ্য, তার তিন দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগের আর একটা মাত্র পথ হচ্ছে স্থলপথ, আসাম-আগরতলা পথটি, সেই পথে ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য, ও বিভিন্ন ভারী যন্ত্রপাতি। কাজেই এ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ ত্রিপুরার সঙ্গে বাহিরের যোগাযোগের জন্য নাই, একমাত্র যেটা বিমান আছে সেটাও মুষ্টিমেয় কিছু যাত্রী শুধু তাতে যাতায়াত করতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রি এইভাবে আনাটা ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। ত্রিপুরাতে যদি আগরতলা পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারিত হত তাহলে একটা বিকল্প ব্যবস্থা থাকত,

সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে এই প্রস্তাবটা এনেছি স্যার, এই রাস্তাটা যাদের দায়িত্বে দেখা-শুনা করার কথা তারা হচ্ছে বর্ডার রোড ডেভলাপমেন্ট বোর্ড, যে বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং এবং তারা গ্রীফকে এইটা পুন নির্মানের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্থানের যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল যে এই রাস্তাটার গুরুত্ব কতখানি। তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে চেয়েছিলেন যে তারা রাস্তাটার উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ন নেবেন এবং সেই অনুসারে রাজ্য সরকার এই রাস্তাটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর করেন। তখন উদ্দেশ্য ছিল যে, রাস্তাটার মান উন্নয়ন করে সেই ন্যাশানাল হাইওয়ের যে স্তর সেই স্তরে সেটাকে উন্নিত করা হবে এবং যে ব্রীজগুলি আছে সেগুলিকে পুন নির্মান করার পর যাতে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রপাতি অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে, সেই রকম উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু সেই ১৯৭১ সালের পর আজ ১৯৮৭ সালে আমরা দেখলাম যে এই রাস্তাটা হস্তান্তরের সময় যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাটাও এখন নাই, তার অনেক অবনতি ঘটেছে।

খোয়াই, মনু, দেও প্রভৃতি নদীগুলির উপর যে-সব ব্রীজগুলি আছে সেগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই ব্রীজগুলির উপর দিয়ে ও. এন. জি. সির মত ভারি ভারি যন্ত্রপাতি আনা নেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরায় পানীয় জলের জন্য যে মার্ক-২ বা ডীপ টিউবওয়েল প্রভৃতির মত ভারি ভারি মেশিন, পাইপ, সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের ভারি ভারি পাইপ, গ্যাস, থার্মাল প্রজেক্ট প্রভৃতির হেভি হেভি ট্রেন্সফরমার এসব রাস্তা দিয়ে আসছে। কিন্তু এই ব্রীজগুলি দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনার মত অবস্থাও নাই। এখন বর্ষাকাল আসছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত। মাঝে মাঝে রাস্তায় ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই রাস্তা জঙ্গল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। এখন এই রাস্তার কথা জনগনের দিকে চিন্তা করে খুব দ্রুততার সঙ্গে সারাই করা দরকার। এখানে এই রাস্তায় যে গ্রীফ কোম্পানী কাজ করছে তারা দুর্নীতি করছে। রাজ্য সরকার এখানকার কনট্রাকটারদের যে রেইট দেন তার চাইতে ৪ গুণ বেশী রেইট তারা পাচ্ছে অথচ তারা চীপস্ পারচেইজের সময় ৩নং কিনে ১নং বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এই কাজের জন্য এমন কিছু কনট্রাকটর নিযুক্ত হন যাদেরকে কিছু বলা যায়না। আমাদের রাজ্যে যে টি. এস. আই. সি. নামে সংস্থা আছে তারাও কাজ পায়না। যারা পায় তারা যেমন ডি. কে. স্টোর্স, সুরেশ পাল, পঙ্কজ পাল, শিলচর আর ত্রিপুরার মধ্যে বি. এল. রায়। সেখানে নির্দিষ্ট কিছু পেটোয়াকে কাজ দেওয়া হয়। এসবগুলিতে শ্রমিকদের রেগুলার করা হয়না। ৪ মাস কাজ করার পরও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্যার, আমি আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন, কারণ এই

রাজ্যে আর বিকল্প কোন রাস্তা নাই, এটাই আমাদের লাইফ লাইন। কাজেই এটাকে যুদ্ধকালীন অবস্থা মনে করে, জরুরী গুরুত্ব দিয়ে বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই রাস্তা পুনর-নির্মাণ, ব্রীজগুলি পুনরনির্মাণ ও তার কারিগরী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। আমি আরও আশা রাখছি যে, সমস্ত সদস্যগণ এটাকে সমর্থন করবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বিরোধিতা করছি। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বুঝানো যে এই রাস্তার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। কাজেই এটাকে আমি সমর্থ করতে পারিনা। আমি নিজে আমবাসায় গিয়েছি। আমি নিজে আলোচনা করেছি। আমি এইটুকু সন্তুষ্ট যে এই রাস্তাটাকে ন্যাশনাল হাই-ওয়েজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আগে এই রাস্তাটাতে ৪০০ গাড়ী চলবে বলে অনুমান করা হয়েছিল এবং সেগুলি ৩/৪টনের ট্রাক হবে। আজকে ১৩/১৪ টন থেকে শুরু করে ২৬/২৭ টনের গাড়ী আসছে। আর এখন ডেইলি ১২০০ গাড়ী কম করে চলাচল করছে। বর্তমানে সেটাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, খয়েরপুরে রাস্তার পুনরনির্মাণের কাজ চলছে। এটা ঠিক যে কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। কাজেই সেখানে এই প্রস্তাবের দরকার আছে বলে আমি মনে করিনা। এটা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আনা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই আসাম-আগরতলা রোডের বিরাট ইতিহাস আছে। প্রথম এখানে এই রাস্তার যখন কাজ হয় তখন লোক ক্লাকের জন্য কাজ করতে পারা যায়নি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাস্তা সম্পর্কে সম্পুর্নরূপে অবহিত আছেন। এই কথা বলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— এই রিজলিউশনের উপর বক্তব্য অসমাপ্ত রইল। আগামী কালকে আবার আলোচনা হবে।

এই সভা আগামীকাল ২৭শে মার্চ, ১৯৮৭ইং বেলা ১১টা পর্যান্ত মুলতবি রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Unstarred Question No 55

Name of Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch. Caste Welfare Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। তপসিলী জাতির কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১৯৮৩-৮৪ সালে এবং ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্লকে কত জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ;

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ সমবায় সনে ব্লক ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়নি। তবে রাজ্যে ঐ সময়ের মধ্যে ২৭৮৬টি পরিবারকে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সমবায় সনে তপসিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের মার্জিন মানি লোন প্রকল্পে ব্লক ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ছিল :—

ব্লক/সাব-ব্লক/মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার নাম	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৬-৮৭ সমবায় সন
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	১২০টি পরিবার	১৫০টি পরিবার
২। বিশালগড় ব্লক	২৫০ ,,	২৫০ ,,
৩। জম্পুইজলা/টাকারজলা সাব ব্লক	১৫০ ,,	১৫০ ,,
৪। মোহনপুর ব্লক	২৫০ ,,	২৫০ ,,
৫। জিরানিয়া ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
৬। মেলাঘর ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
৭। তেলিয়ামুড়া ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
৮। খোয়াই ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
৯। মাতার বাড়ী ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
১০। বগাফা ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,

ব্লক/সাব ব্লক/মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার নাম	লক্ষ্য মাত্রা ১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন	লক্ষ্য মাত্রা ১৯৮৬-৮৭ সমবায় সন
১১। রাজনগর ব্লক	২৫০টি পরিবার	২৫০টি পরিবার
১২। সাতচাঁন্দ ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
১৩। অমরপুর ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
১৪। ডুম্বুরনগর ,,	১৫০ ,,	১৫০ ,,
১৫। কমলপুর ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
১৬। ছামনু ,,	১৫০ ,,	১৫০ ,,
১৭। কুমারঘাট ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
১৮। কাঞ্চনপুর ,,	১৫০ ,,	১৫০ ,,
১৯। পানিসাগর ,,	২৫০ ,,	২৫০ ,,
মোট —	৪২৫০ ,,	৪২৫০

২। ১৯৮৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্লকে কতজনকে তফসিলী জাতির কর্পোরেশনের মাধ্যমে সাহার্য্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ?

২। শুরু থেকে (১-৩-৮২ইং) ১৯৮৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই প্রকল্প-এর অধীনে কত সংখ্যক তফসিলী জাতি ভুক্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে আর ব্লক ওয়ারী এবং সমবায় সন ওয়ারী হিসেব নিম্নরূপ :—

ব্লক/সাব/ব্লক/ মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার নাম	আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত তফসিলী জাতিভুক্ত পরিবারের সংখ্যা						
	১৯৮১-৮২ সমবায় সন	১৯৮২-৮৩ সমবায় সন	১৯৮৩-৮৪ সমবায় সন	১৯৮৪-৮৫ সমবায় সন	১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন	১৯৮৬-৮৭ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা		৭০	৩৭১	৪৬৩	৮১২	৬০০	২৩১৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২। বিশালগড় ব্লক	০	১১	১১৫	১৫৮	৩১৩	১২৩	৭২০
৩। জম্পুইজলা/ টাকারজলা সাব-ব্লক	০	৮৭	৫৪	১৩৭	৭১	০	৩৪৯
৪। মোহনপুর	০	০	০	২০৯	৯৩	১৪৫	৪৪৭
৫। জিরানীয়া ব্লক	০	০	০	৪৬	৯১	২৫৪	৩৯১
৬। মেলাঘর ,,	০	৩	৫৪	১১৪	২২৫	১৬১	৫৫৭
৭। তেলিয়ামুড়া ,,	০	০	৩০	১০৫	১২৪	২৯	২৮৮
৮। খোয়াই ,,	০	০	২৩	২৫৯	১৫২	৭	৪৪১
৯। মাতারবাড়ী ,,	০	০	১১২	২৫০	১৫০	১৬২	৬৭৪
১০। বগাফা ,,	০	০	০	০	১৫১	০	১৫১
১১। রাজনগর ,,	০	০	২০	২০	১৯৮	৯	২৪৭
১২। সাতচাঁন্দ ,,	০	০	১১৫	৪২	১৫	১৮	১৯০
১৩। অমরপুর ,,	০	০	১	১৫৩	০	১৪	১৬৮
১৪। ডম্বুরনগর ,,	০	০	০	০	০	০	০
১৫। কমলপুর ,,	০	২	৬	৩৮	২০৫	১৫৮	৪০৯
১৬। ছামনু ,,	০	০	০	০	০	২৮	২৮
১৭। কুমারঘাট ,,	০	১৪৮	৬	৫১	৬৩	১৩৬	৪০৪
১৮ কাঞ্চনপুর ,,	০	০	১	১১	০	৩	১৫
১৯। পানিসাগর ,,	০	০	২১	৪৫	২৪	৩৫	১২৫
মোট :—	০	৩২১	৯২৯	২১০১	২৬৮৭	১৮৮২	৭৯২০

ADMITTED UNSTAREED. NO. 70.

NAME OF M. L.A. : Shri Buddha Debbarma.

NAME OF MINISTER : Minister-in-charge of L.S.G.Departement.

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌরসভায় বর্ত্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা কত, এবং এর মধ্যে কোন পোষ্টে কত জন এস, টি ও এস সি কর্মচারী আছেন; (পোষ্ট ভিত্তিক হিসাব)

২। আগরতলা পৌরসভায় বর্ত্তমানে খালি পদের সংখ্যা কত তার মধ্যে কয়টি পদ এস, টি এবং কয়টি পদ এস, সির জন্য সংরক্ষিত;

৩। ইহা কি সত্য উক্ত দপ্তরে এস, সি এবং এস, টির কোটা এখনও পর্য্যন্ত পূরণ করা হয় নাই;

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উপর করেন ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌরসভায় বর্ত্তমানে মোট ৭০৭ জন কর্মচারী আছেন। আগরতলা পৌরসভায় কর্মচারীদের পোষ্ট ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

পোষ্টের নাম	মোট পোষ্টের সংখ্যা	এস, টি, কর্মচারীর সংখ্যা	এস, সি কর্মচারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। একজিকিউটিভ অফিসার	১	—	—
২। হেলথ অফিসার	১	—	—
৩। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	১	—	—
৪। এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	৩	—	—
৫। একাউন্টস্ অফিসার	১	—	—
৬। এসেসার	১	—	—
৭। অফিস সুপারিনটেন্টডেন্ট	১	—	—

১	২	৩	৪
৮। পি, এ, টু চেয়ারম্যান	১	—	—
৯। ষ্টেনোগ্রাফার	১	—	—
১০। হেড ক্লার্ক	●	—	—
১১। একাউনটেন্ট	১	—	—
১২। এসিষ্টেন্ট একাউনটেন্ট	২	—	—
১৩। ইউ. ডি, ক্লার্ক	১৯	৩	২
১৪। এল, ডি, ক্লার্ক	৪৩	৪	১
১৫। ক্যাশিয়ার	১	—	—
১৬। তৌজি নবীস	১	—	—
১৭। সিনিয়র এসিসটেন্ট ইন্সপেক্টর	১	—	—
১৮। এসিসটেন্ট ইন্সপেক্টর	১	—	—
১৯। ফিল্ড এসিষ্টেন্ট	৫	—	১
২০। টেক্স কালেকটিং সরকার	৯৬	২	১
২১। ব্রডমা অপারেটর	১	—	১
২২। সাব ওভার সীয়ার	৫	—	—
২৩। ওভার সীয়ার	৬	—	—
২৪। পাবলিক রিলেসান অফিসার	১	—	—
২৫। এষ্টিমেটর	১	১	—
২৬। ষ্টোর কীপার	১	—	—
২৭। টিউব ওয়েল মেকানিক	২	—	—

১	২	৩	৪
২৮। এসিষ্টেন্ট টিউবওয়েল মেকানিক	২	—	—
২৯। মেকানিক	১	১	—
৩০। এসিষ্টেন্ট মেকানিক	২	—	—
৩১। মিউনিসিপ্যাল কালেক্টর	১	—	—
৩২। স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	৩	১	—
৩৩। ফুড ইন্সপেক্টর	১	—	—
৩৪। ভেকসিনেটর	১৮	২	১
৩৫। ভেকসিনেটর কাম কম্পাউণ্ডার	১	—	—
৩৬। কম্পাউণ্ডার	১	—	—
৩৭। ড্রাইভার	২১	৩	—
৩৮। পাম্প ড্রাইভার	৪	—	—
৩৯। ওয়েলডার	১	—	১
৪০। হরটিকালচার সুপারভাইজার	১	—	—
৪১। এসিষ্টেন্ট ফোরম্যান	১	—	—
৪২। মেট	১৩	—	১
৪৩। ওয়ার্ক এসিষ্ট্যান্ট	১৭	২	৩
৪৪। এ. এস. ও	১	—	—
৪৫। সার্ভেয়ার	৩	—	৩
৪৬। আমিন	৪	—	—
৪৭। ট্রেসার	১	—	—

১	২	৩	৪
৪৮। ড্রাফটস্ম্যান	১	—	—
৪৯। গেসটেটনার অপারেটর	১	—	—
৫০। মিউনিসিপ্যাল সুপারভাইজার	—	১	—
৫১। টাউন সুপারভাইজার	২	—	—
৫২। হরিজন জমাদার	৫	—	৪
৫৩। ইলেকট্রিসিয়ান	১	—	—
৫৪। এস, ই, ডব্লিউ	১	—	—
৫৫। এনুমেরটর	১	—	—
৫৬। ওভারসীয়ার (মেকানিক্যাল	১	—	—
৫৬। সুইপার/লেবারার/পিয়ন/গার্ড	৪৭৫	৯	২০৯
	৭০৭	২৮	২২৮

২। আগরতলা পৌরসভায় বর্ত্তমানে ১৮টি পদ খালি আছে। উক্ত ১৮টি পদের মধ্যে ৪টি পদ এস, টি ও ১টি পদ এস, সির জন্য সংরক্ষিত।

৩। হ্যাঁ।

৪। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে এস, টি ও এস, সির জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 72.

Name of M. L. A :—Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

(১) বর্ত্তমানে সমগ্র রাজ্যে মোট কয়টি রুটে সরকারী ও বেসরকারী বাস চালানো হচ্ছে তার সংখ্যা ;

(২) কয়টি রুটে বাস চালানোর জন্য নূতন ভাবে পারমিট ইস্যু করা হয়েছে ;

(৩) তন্মধ্যে স্থায়ী পারমিট কতগুলি এবং অস্থায়ী পারমিট কতগুলি তার আলাদা হিসাব;

(৪) যদি কাহাকেও স্থায়ী পারমিট না দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী ।

(১) বর্ত্তমানে সমগ্র রাজ্যে মোট ৪৮টি রুটে বাস চালানো হচ্ছে। তন্মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বাস চালু আছে ৪০টি রুটে এবং ৮টি রুটে শুধুমাত্র বেসরকারী বাস চালানো হচ্ছে ।

(২) ১৩টি রুটে বাস চালানোর জন্য নূতন ভাবে পারমিট ইস্যু করা হয়েছে।

(৩) কোন স্থায়ী পারমিট ইস্যু করা হয়নি, সবই অস্থায়ী পারমিট দেওয়া হয়েছে ।

(৪) ব্যক্তিগতভাবে অস্থায়ী-পারমিট প্রাপকদের ক্ষেত্রে স্থায়ী পারমিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গত ২৩/২/৮৭ইং তারিখে এস. টি. এ-এর মিটিং এ গৃহীত হয়েছে ।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 75.

Name of the Member :—Shri Jawhar Shaha,

Will the Hon' ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state.

(১) ইহা কি সত্য যে অগ্নিদগ্ধ হইয়া কাহারো বসত ঘর পোড়া গেলে তাহা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে গনা করা হইবে বলিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

(২) সত্য হইলে কবে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল এবং কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছিল ;

(৩) উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে কত টাকা করে ক্ষতিপূরন দেওয়া হয়েছে ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department. — Revenue minister.

(১) হাঁা, মহাশয়।

(২) গত ১ ৪/১৯৮৬ ইং হইতে।

(ক) আগুনে মানুষ মারা গেলে ৫০০০ টাকা এবং একই পরিবারের একের অধিক লোক মারা গেলে মোট ১০,০০০ টাকা।

(খ) বসত ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইলে ১০০০ টাকা এবং বসত ঘর আংশিক পোড়া গেলে ২০০ টাকা কোন অবস্থাতেই এক পরিবারকে ১০০০ টাকার বেশী দেওয়া হইবেনা।

(গ) আগুনে দোকান ঘর পোড়া গেলে ৩০০ টাকা।

(ঘ) আগুনে গরু মারা গেলে ৫০০ টাকা এবং এক পরিবারের একের অধিক গরু মারা গেলে সর্বাধিক ১০০০ টাকা।

(ঙ) আগুনে জুম এলাকা পোড়া গেলে ৩০০ টাকা।

(৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ANNEXURE-"B"

Admitted Starred Question No. 103 (postponed)

(Date of interim reply : 23/12/87)

Name of Member:—Shri Nakul Das.

Will the Hon' ble Minister-in Charge of the Education Department be pleased to state :—

(১) রাজ্যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তফশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২য় শ্রেনী থেকে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী বুক-গ্রান্ট এর টাকা পেয়েছে ও কতজন ছাত্র-ছাত্রী পাওয়ার বাকী আছে,

(২) যারা বুক-গ্র্যান্ট-এর টাকা এখনও পায়নি তারা করে নাগাদ পাবে বলে আশা করা যায়।

(৩) প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রথম দুই মাসের মধ্যে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বুক-গ্র্যান্ট এর টাকা পাইতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সরকার উদ্যোগী হবেন কি ?

MINISTER IN-CHARGE : ANSWER :

(১) বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৭৩, ৭৪৫ জন তফসিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বুক-গ্র্যান্ট বাবদ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন ত্রুটির জন্য ৮, ২৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বুক-গ্র্যাট বাবদ টাকা সময়মত দেওয়া যায় নাই। যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধন করিয়া এই বাবদ টাকা বরাদ্দ করার চেষ্টা হইতেছে।

(২) বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে।

(৩) বিবেচনাধীন আছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :—

বিধানমুযায়ী ২য় শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে এবং যে সকল সাধারন সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর পিতামাতার বার্ষিক আয় অনধিক ৭৫০.০০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা তাঁহাদের সকলকে নিম্নলিখিত হারে বুক-গ্র্যাট প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

২য় শ্রেণী	— বার্ষিক	৫·৫০ পঃ
৩য় শ্রেণী	— বার্ষিক	১২·১৫ পঃ
৪র্থ শ্রেণী	— বার্ষিক	২০·০০ পঃ
৫ম শ্রেণী	— বার্ষিক	২৮·০০ পঃ

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে উক্ত বিধানুযায়ী তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ৪১, ৮৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা অধিকার কর্তৃক এবং ৩১,৯০৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এ, ডি, সি, কর্তৃক বুক-গ্র্যাট-এর টাকা প্রদান করা হইয়াছে। বিভিন্ন ত্রুটির জন্য ৮, ২৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বুক-গ্র্যান্ট বাবদ টাকা ইতিমধ্যে বরাদ্দ করা যায় নাই। যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধন করিয়া এই টাকা বরাদ্দ করার চেষ্টা হইতেছে। যদি বর্তমানে আর্থিক বৎসরে একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি এই সাহায্যদান সম্ভবপর না হয় পরবর্তী আর্থিক বৎসরের শুরুতেই এই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

—:—:—:—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDDR THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 27th. March, 1987, Tuesday, at 11. 00 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minster, The Deputy Chief Minester, 9 (Nine) Ministers, the Deputy Speaker, and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তরপ্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যেকোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৬৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৬৮।

প্রশ্ন-১। জলাবাসা হতে কাঞ্চনপুর ভায়া লালজুরী রোডে জলাবাসা গ্রামে, তৈলথৈ দামছড়া রোড হইতে জুরি ব্রিজ পর্য্যন্ত রাস্তার প্রয়োজনীয় অংশের ভূমি অধিগ্রহনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। উক্ত রাস্তার এই অংশটুকু বর্তমানে পূর্ত্ত দপ্তরের কোন ডিভিশন-এর আওতায় রয়েছে ?

উত্তর

১। আপাতত: কোন পরিকল্পনা নাই।

২। পূর্ত্ত দপ্তরের কাঞ্চনপুর ডিভিশনের আওতায় রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে, যেসব প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দপ্তরে লিখলেই পাওয়া যায় সেসব

প্রশ্নের উত্তরের জন্য যেন বিধানসভায় প্রশ্ন আনা না হয়। কারন মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং এতে সরকারের খরচও হয় অনেক। কাজেই এইসব প্রশ্ন দপ্তরকে জানালে সেখান থেকেই তারা জবাব পেতে পারেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রাস্তার যে অংশ জলাবাসা থেকে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত এই রাস্তার অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু এই অংশে কোন কাজ না হওয়ার ফলে এই রাস্তা দিয়ে কোন জীপ গাড়ি চলাচল করতে পারছেনা, কারন রাস্তার দুই পার্শে ঘন জনবসতি রয়েছে। এই নর্দান ডিভিসন এবং কাঞ্চনপুর ডিভিশন, কার অধীনে রয়েছে তা বহুবার চেষ্টা করেও জানতে পারিনি, তারা একে অপরকে দায়ী করছেন। তবে এখন জানা গেল যে, এই অংশ কাঞ্চনপুর ডিভিশনের আওতায় রয়েছে। যাইহোক, এই অংশে জমি অধিগ্রহন করে এই রাস্তার উন্নতি করে হবে কি না যাতে করে যানবাহন চলাচল করতে পারে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— বর্তমানে জলাবাসা থেকে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত গাড়ি চলাচলের কোন অসুবিধা হয় না। তবে রাস্তাটির ইম্প্রোভমেণ্ট করা মেটেলিং, কার্পেটিং ইত্যাদি করার দরকার রয়েছে। কাঞ্চনপুর থেকে জলেবাসা পর্য্যন্ত ফিক্সড মেনারে পর্যায়ক্রমে আমরা নিচ্ছি। বর্তমানে প্রথম হচ্ছে যে পোরশন কাঞ্চনপুর থেকে লালজুরি বাজার পর্য্যন্ত ১০ কি,মি, মেটেলিং কার্পেটিং করা হয়েছে। তারপর আরো ৩ কি,মি, এর মতন কমপ্লিট করার জন্য কাজ চলছে। দ্বিতীয় ফেজে লালজুরী বাজার থেকে কেউরি জয়শ্রীবাড়ি পর্য্যন্ত ১১ কি মি, এই পোরশনেরও মেটেলিং এবং কর্পেটিংএর কাজ প্রোগ্রেস করছে। তৃতীয় ফেজ—মেটেলিং, কাপেটিং, ইত্যাদির জন্য কেউরি টুওয়ার্ডস জুরি ব্রিজ ৮ কি,মি,। এই কাজের জন্য গত বৎসর ১৯৮৬-এর ডিসেম্বরে সেংকসান পেয়েছি, টেণ্ডার কল করা হয়েছে এই কাজও আমরা এই বছরে আরম্ভ করতে পারব।
ল্যাণ্ড একুইজিসন-এর কাজ আমরা ল্যাণ্ড একুইজিসন বিভাগকে নোটিশ দিয়েছি। আশা করা যায় শীঘ্রই এইটা সম্পন্ন করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৩।

QUESTIONS & ANSWERS,

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া হাসপাতালের নিকট থেকে ঠাকুরমুড়া ভায়া আড়ালিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তাটি মেরামত ও সলিং করার প্লেন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটি আড়ালিয়া থেকে ঠাকুরমুড়া পর্য্যন্ত অংশটি পূর্ত্ত দপ্তরের আওতাধীন নয়। এবং এইরূপ কাজের পরিকল্পনাও আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উক্ত হাসপাতাল থেকে আড়ালিয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি এই রাস্তার নাম হচ্ছে হসপিটাল থেকে ঠাকুরমুড়া ভায়া আড়ালিয়া। এবং সোনামুড়া টু আড়ালিয়া এই পোরশন পি, ডব্লিউ, ডি,-এর এক্তিয়ারে রয়েছে। এই হাসপাতাল থেকে আড়ালিয়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ১৯৮৫-৮৬ সালে এই রাস্তাটি পরিকল্পনাধীনে রেখেছেন এবং এই রাস্তার উন্নতির জন্য সেংকসানও দিয়েছেন এবং টেণ্ডারও কল করেছেন। সোনামুড়া গার্লস স্কুল টু হাসপাতাল পর্য্যন্ত মেটেলিং কার্পেটিং ও ড্রেনেজ ইত্যাদির জন্য টাকা খরচ করা হয়েছে লৌমেক্সোচারে উক্ত রাস্তার নামে খরচ দেখানো হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আড়ালিয়া পর্যন্ত সোনামুড়া থেকে রাস্তা এটা পূর্ত্ত দপ্তরের। কিন্তু এটা কাঁচা রাস্তা। আড়ালিয়া থেকে ঠাকুরমুড়া এই রাস্তাটা পূর্ত্ত দপ্তরের নয়। এটা উন্নয়নের কাজ ব্লক করতে পারে এবং ব্লক সম্ভবত ইতিমধ্যেই কিছু করেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—স্যার, এটার পোর্শনটা পি, ডব্লিও, ডি,-এর হেফাজতে। সোনামুড়া হাসপাতাল টু ঠাকুরমুড়া সম্পূর্ণ রাস্তা পি, ডব্লিউ, ডি,-এর হেফাজতে নয়। যে টুকু পি, ডব্লিউ, ডি,-এর হেফাজতে আছে আমি সেটাই উল্লেখ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি তো বলেছি কাঁচা রাস্তা পি, ডব্লিউ, ডি-এর হাতে আছে। মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন এটার ইমপ্রুভমেণ্ট দরকার তা হলে বলতে পারেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :—এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না যে এই রাস্তাটার টাকাটা অন্যত্র খরচ করা হয়েছে এবং যদি এটা সত্যি হয় তাহলে পুনরায় এ টাকাটা বরাদ্দ করে খরচ করবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই তথ্য আমার কাছে নেই বরাদ্দ টাকা অন্যত্র খরচ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীরসিকলাল রায় :—এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেনচক্রবর্তী :—এটা তদন্ত করা যাবে।

মিঃ স্পীকার : —মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ইং সন হইতে ১৯৮৭ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় কতটি বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ;

২। এই জন্য উক্ত বছরগুলিতে এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

৩। ১৯৮৭ ইং সনে আগরতলায় বিজ্ঞান মেলায় অংশ গ্রহণ কারীদের নগদ কত টাকা খাওয়া এবং টিফিনের বাবদ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৬ ইং সন হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত নিম্নলিখিত ৯টি মহকুমায় ৯ট বিদ্যালয়ে ১১টি গ্রামীণ মহকুমা ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১) সদর, ২) খোয়াই, ৩) সোনামুড়া, ৪) বিলোনীয়া, ৫) সাব্রুম, ৬) অমরপুর, ৭) ধর্মনগর, ৮) কমলপুর, ৯) কৈলাশহর।

২। ১৯৮৬ ইং সনের ৫টি বিজ্ঞান মেলায় খরচ নিম্নরূপ —

১) ধর্মনগর—১৩,৭৪০.০০ টাকা

২) সদর—১৩,৫৮৭ ০০ টাকা

৩) বিলোনীয়া—১৬,৯৪২.০০ টাকা

৪) অমরপুর—১২,৮২৫.০০ টাকা

৫) খোয়াই—১২ ৯০৩ টাকা

১৯৮৭ ইং সনের মেলায় পুরা হিসাব এখনো প্রস্তুত হয়নি। তবে এ পর্যন্ত ৯টি মহকুমার বিদ্যালয়গুলোকে ১৫,০০০ টাকা হিসাবে মোট ১৩৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

৩। ১৯৮৭ ইং সনে আগরতলা বিজ্ঞান মেলায় খাওয়া বাবদ টাকা শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রী-দের দেওয়া হয় (আগরতলার ছাত্র-ছাত্রী বাদে)। ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেককে প্রতিদিন খাওয়া এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ৩০ টাকা দেওয়া হয়। রাজ্য বিজ্ঞান মেলায় টিফিন বাবদ কোন নগদ টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

QUESTIONS & ANSWERS,

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রাজ্য মহকুমাগুলির মধ্যে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান মেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন তাদের খাওয়া এবং টিফিনের জন্য কোনরকম অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—আমরা বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত করার জন্য একটা লামসাম টাকা বরাদ্দ করে থাকি। স্থানীয়ভাবে একটা কমিটি গঠিত করা হয়। সেই কমিটি ঠিক করে কিভাবে তারা অংশ গ্রহন করবেন।

শ্রীজওহর সাহা :—অমরপুরে মালবাসা এবং আরও দূরবর্তী অঞ্চলে ছাত্র ছাত্রীরা যারা অংশ গ্রহন করেছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বেলা ১১টা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হল এবং তাদের অসুবিধার কথা সেখানকার মাস্টার মহাশয়দের জানানো হল, কিন্তু তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই ধরনের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নি। তাছাড় আমরা একটা লামসাম টাকা দিয়ে দিই। তাহাড়া কমিটি যদি চান তহলে আমরা দিই। সাব ডিভিশনে বিজ্ঞান মেলা করতে গিয়ে কোন অসুবিধায় তাঁরা পড়েছেন এই ধরনের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রীজওহর সাহা :—কোথায়ও কোথায়ও অসুবিধা দেখা গেলে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাতে আগামী দিনে এই সকল অসুবিধা দূর করা যায় সেজন্য সরকার গাইড লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী : এই ব্যাপারে গাইড লাইন দেওয়া থাকে। তাহাড়া কোন অসুবিধায় তারা পড়েছে বলে আমার কাছে কোন তথ্য নেই। তাছাড়া সব অংশের মানুষই এ' কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁরা অসুবিধাগুলির কথা বলতে পারেন।

শ্রীনগীর দেব সরকার :—বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী আমরা নিয়েছি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনাচক্র করা, সেমিনার করা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান দেওয়া, ক্লাবগুলিকে সাহায্য দেওয়া, আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষ করে বাংলা এবং ককবরক ভাষায় বিজ্ঞানকে প্রচারের জন্য অনুদান দেওয়া এবং আগরতলা শহরে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুকান্ত একাডেমি করার ব্যবস্থা নিয়েছি। তাছাড়া এই বছরে ৪ঠা এবং ৫ই এপ্রিল দেশের যারা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, যেমন ডঃ অসীমা চ্যাটার্জী, মনি ছেত্রী, তাদের নিয়ে একটা আলোচনা চক্র গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ —এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৬।

শ্রীঅনিল সরকারঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৬।

প্রশ্ন

ক) রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিড়ি শ্রমিকের (রেজিষ্ট্রিকৃত) সংখ্যা কত ;

খ) ঐ সকল বিড়ি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্য্য হইয়াছে কি ;

গ) ধার্য্য হইলে কত টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে ;

ঘ) উক্ত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির কোন-পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

ক) বিড়ি শ্রমিক সংখ্যা রেজিষ্ট্রি করার বিধান সংশ্লিষ্ট আইনে নেই। তবে শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা আনুমানিক ৩,০০০ (তিন হাজার) ;

খ) হ্যাঁ।

গ) প্রতি হাজার বিড়ি তৈরীর জন্য ৯ (নয় টাকা) হারে মজুরী ধার্য্য করা আছে ;

ঘ) হ্যাঁ।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—এই যে তিন হাজারের উপর বিড়ি শ্রমিক আছে তার মধ্যে দক্ষিন ত্রিপুরায় সোনামুড়া, উদয়পুর ইত্যাদি জায়গায় এই ছোট শিল্পগুলি আছে যেখানে বেশী সংখ্যায় বাস করছে। কিন্তু প্রতি হাজার ৯ টাকা করে ধার্য্য করা হয়েছে। এক হাজার বিড়ি তৈরী করতে একা একদিনে পারে না। একটা পরিবার এক সাথে কাজ করতে হয়। এই রকম প্রতি পরিবারের ৩।৪ জন লোক কাজ করে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে একটা লোক এক দিনে কি পরিমাণ টাকা রোজগার করতে পারে এই বিড়ি তৈরী থেকে ?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এটা তো সাপ্লিমেণ্টারী হয় না। একটা পরিবার কত রোজগার করে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ—আমার প্রশ্ন হলো একটা লোক দিনে কত বিড়ি তৈরী করতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ এটা তো কণ্ট্রাক্ট বেসিসে কাজ করে। কেউ ৫০০ করে, কেউ ২'০০০ এর উপর করে ফেলতে পারে। এটা নির্ভর করছে স্কিলের উপর। কাজেই এটা এইভাবে জবাব দেওয়া যায় না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ—আমি জানি একটা পরিবার ৩ জনে মিলে কাজ করে ১৩

QUESTIONS & ANSWERS,

উপর রোজগার করতে পারে না। সেজন্য কারখানার মালিক এবং সরকার পক্ষে সব এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং যদি করেন তবে এটা কবে পর্যন্ত আশা করা যায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে বিড়ি ইণ্ডাস্ট্রিটা এখন ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে চলছে। বিড়ি ইণ্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে মূলতঃ কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি এবং সব কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজেই আইডল্ লেবার নিয়োগ করে বলে কিছু কম খরচে জিনিষটা বাজারে ছাড়তে পারে। আমাদের এই ইণ্ডাস্ট্রির মূল সমস্যা হচ্ছে বাইরের বিড়ি এখানে ফ্লপ করে দিচ্ছে। এখানকার স্থানীয় শিল্পীরা কমপীট করে করে উঠতে পারছে না। আগে এখানে ত বিড়ি তৈরী হত। শুখা পাতা বাইরে থেকে আসত। এখন তৈরী বিড়ি বাইরে থেকে আসে এবং এখানকার বিড়ি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উঠতে পারছে না।

বিড়ি শ্রমিকেরা এই দিক থেকে যখন ছাঁটাইর সম্মুক্ষীন হলেন, তখন তারা কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে নিজেরাই নিজেদের বিড়ি কারখানা তৈরী করলেন এবং সেখানে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন এবং বাজারে যাতে তারা কমপিট করতে পারেন, সেই উদ্যোগও নিয়েছেন। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নীতি হল ব্যক্তিগত মালিকানায় বিড়ি শিল্পকে যে ধ্বংসের পথ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এই শিল্পকে নিয়ে আসা। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে তারা এত কম পয়সায় কি করে কাজ করেন, সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, এই ধরনের শিল্প কম পয়সায় করলেও পুষিয়ে যায়, আমাদের সোনামুড়াতে অধিকাংশ পরিবারেই বাঁশ বেতের কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যে কাজ করে তাতে দৈনিক দুই টাকাও থাকে না, তবু তারা কাজ করে, কারণ তারা একা কেউ কাজ করে না, পরিবারের সবাই সেই কাজ করেন বলে তাদের পুষিয়ে যায়। তাই, আমরা বলে থাকি যে, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির কখনও মৃত্যু হয় না, যেমন এত বড় সামাজতান্ত্রিক দেশ যে চীন, সেখানে এই ধরনের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি ব্যাপক হারে চালু আছে, সেখানেও এর মৃত্যু হয় নি, তেমনি আমাদের এখানে যে হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রি আছে, তারও মৃত্যু নেই। তাই বিড়ি শিল্পটাও হচ্ছে এক ধরনের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি, এই শিল্পকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাচিয়ে রাখার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নজর দিয়েছেন, এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন তামাক, পাতা এমন কি এই শিল্পের জন্য যে কাঠ কয়লার

প্রয়োজন হয়, তা যাতে তারা কম খরচে পেতে পারেন, তার জন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য যে সমবায় সমিতির কথা বলা হয়েছে, তার সংখ্যা কত এবং সেই সব সমবায় সমিতিগুলির যে আর্থিক অসচ্ছলতা ও অন্যান্য অসুবিধা আছে সেগুলি কাটিয়ে উঠার জন্য রাজ্য সরকার তাদের কি ধরনের সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরাকার :—এই রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত শিল্প দপ্তরেব সহযোগীতায় বিড়ি শ্রমিকদের একটি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে এবং সদস্য সংখ্যা হল ২৬০ জন, তাদের শেয়র মানি এবং মূলধনের পরিমান হল ৭৫.২০০ টাকা। এছারা কারখানা তৈরী করতে তাদের ৫০ হাজার টাকা এবং ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি হিসাবে ১২ হাজার শিল্প দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে। যোগেন্দ্র নগরে তাদের জমিও দেওয়া হয়েছে এবং এখন সেখানে ৪৭ জন শ্রমিক কাজ করছেন। ১৯৮৬ সনের জুন থেকে ৮৭ সনেব জানুয়ারী পর্য্যন্ত তারা ২ লক্ষ ৪২ হ জার টাকা বিড়ি উৎপাদন করেছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বিড়ি উৎপাদন হচ্ছে এবং উৎপাদন করতে গিয়ে তাদের কোন টেক্স দিতে হচ্ছে কিনা ? হলে সেই টেক্সের পরিনাণ কত অথবা এই টেক্স দেওয়ার জন্য তাদের তৈরী বিড়ির রেইট ফেলতে কোন অসুবিধায় পড়ছে কিনা, এছাড়া কো-অপারেটিভের বাইরে যে সব বিড়ি শ্রমিক পরিবার আছে, তাদের আর্থিক অনুদানের জন্য ব্যংক থেকে ঋণ দেওয়া হয় কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যাল্স ট্যাক্সের ব্যাপারটা আমার দপ্তরের নয়, তবে শ্রম মন্ত্রী বলছেন যে তাদের কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। আর আর্থিক সহাযোর ব্যপারে বিড়ি শ্রমিকেরা নিজেরা যদি করতে চান, এমন কি তারা ব্যক্তিগত ভাবে করতে চাইলেও আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য পেতে পারেন। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে, সমবায় সমিতি গড়ে তুললে তাদের সাহায্য দেওয়া হবে যাতে করে তাদের সংগঠিত করে তাদের প্রডাক্শানটা এবং বাজারটা গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য চেষ্টা হবে।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে রাজ্যে একটি মাত্র বিড়ি শ্রমিক সমবায় সমিতি গড়ে উঠছে এবং সেটা গড়ে উঠছে আগরতলাতেই। কিন্তু এর বাইরেও বিভিন্ন মহকুমাতেও বেশ কিছু বিড়ি শ্রমিক আছে কোথাও সংগঠিত আকারে আর কোথাও বা অসংগঠিত আকারে। কাজেই

QUESTIONS & ANSWERS

এ' সব বিড়ি শ্রমিকদের আর্থিক দুর্বলতা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে সরকার এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা, যাতে তাদের আর্থিক পুনর্বাসন হতে পারে ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, কারখানা যেগুলি আছে, সেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং সেখানে শ্রমিকরা কাজ করছে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের যে কথা বলছেন, সেটা তো কো-অপারেটিভের মাধ্যমে হতে পারে, তারা নিজেরাই কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে পারে অথবা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কারখানা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিড়ি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা সব সময়ে পারমিট দিয়ে থাকি। যেমন, যোগেন্দ্রনগরে নজরুল কলোনী বলে যে একটা কলোনি গড়ে উঠেছে, সেখানে বিড়ি শ্রমিকদের আবাসিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পেতে হলে হয় তারা নিজেরা কো-অপারেটিভ গড়ে তুলবেন না হয় নিজেরাই ফাক্টরী করবেন।

মিঃ স্পিকার:—শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা।

শ্রী তরনীমোহন সিন্‌হা :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কোয়েশ্চান নম্বর ৪৩৯।

প্রশ্ন

১। ফটিকরায়-ধুমাছড়া ও কৈলাসহর-কমলপুর রাস্তা কবে নাগাদ বাস চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। ইহা কি সত্য ফটিকরায় ধুমাছড়া রাস্তাটির অধিকৃত জায়গা পূর্ত্ত বিভাগ কর্তৃক চিন্তা না করার ফলে কিছু সংখ্যক লোক উক্ত জায়গার অনেক অংশ বে-দখল করে ফেলেছেন ?

৩। সত্য হলে উক্ত অধিকৃত জায়গা চিন্‌নিত না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। ফটিকরায় ধুমাছড়া ও কৈলাসহর-কমলপুর এই দুটি রাস্তা হালকা যান চলাচলের উপযোগী। এই দুইটি রাস্তা ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বর্ষের মধ্যে মিনিবাস চলাচলের উপযোগী হবে।

২। এই রাস্তাটির ১৮ কিঃ মিঃ হতে ২০ কিঃ মিঃ এর মধ্যে এবং ২১ কিঃ মিঃ হতে ২২ কিঃ মিঃ এর মধ্যে কিছু জায়গা বে-দখল হয়েছে।

৩। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী তরনীমোহন সিন্‌হা :—সাপ্‌লিমেনটারী স্যার, কমলপুর কৈলাসহর এবং ধুমাছড়া নিয়ে একটা বিরাট পাহাড়ী অঞ্চল এই রাস্তা দুইটি কাভার করছে। এতদিন যাবত এই

রাস্তা দুইটি পড়ে থাকায় টি, এন ভি, অবাধে চলাফেরা করছে এবং ২০ হাজার টাকা লুঠতরাজ তারা করেছে। এই রাস্তা দুইটি দিয়ে হেড অফিসগুলিতে যাতায়াত করতে হয়। এই রাস্তাগুলিই একমাত্র যোগাযোগের পথ। সেই দিক থেকে চিন্তা করে সরকার অতি সত্তর ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তার গুরুত্ব মাননীয় সদস্য যা বললেন সেটা ঠিক এবং এই রাস্তাগুলি দিয়ে টি, এন, ভি, যাতায়াত করে সেই জন্য সম্প্রতি সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। এখন তাদের কাজ করতে কোন অসুবিধা হবে না। এই ব্যাপারে দপ্তরকে বলে দেওয়া হবে যাতে তারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজটা শেষ করেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ৪৪৪, ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৪৪।

প্রশ্ন

১। সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়সের সীমা পার হয়ে গেছে এমন সব বেকার যুবক-যুবতীদেরকে সেলফ এমপলয়মেন্ট স্কীমের আওতায় এনে স্বনির্ভর করে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে তবে এ বিষয়ে কোনরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমের আওতাভুক্ত বেকার প্রার্থীকে স্বনির্ভর করে তুলার জন্য রাজ্য প্রকল্পে তপশীলি জাতি এবং তপশিলী উপজাতী প্রার্থীর বয়সের উর্দ্ধ সীমা যথাক্রমে ৪০ ও ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিন করা হয়েছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেলফ্ এমপলয়মেন্ট স্কীমে এ পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবক যুবতীকে বয়স সীমা পার হওয়ার পর এই স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বছর সরকার থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বয়স সীমা পার হয়ে গেলে এই স্কীমের আওতায় আনা হবে। কাজেই এখনও এই তথ্য তৈরী হয় নি।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেন্ট্রাল স্কীমে বয়স সীমা পার হয়ে গেছে এমন বেকারদেরকে কোন ঋণ দেওয়া হয় কি না? যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি?

শ্রীঅনিল সরকার—:মাননীয় স্পীকার স্যার, সেন্ট্রাল স্কীমে দেওয়া হয় না তবে স্বনির্ভর প্রকল্পে রাজ্য স্তরে সেটা করা হচ্ছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার:—সাপ্লিমেনটারী স্যার, যে সমস্ত বেকারদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের স্বনির্ভর প্রকল্পের অধীনে ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা সরকার ঘোষণা করেছেন। সেখানে এই বছর যারা স্ব-নির্ভর প্রকল্পে টাকা পাবে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক থেকে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারটা আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। আমরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সংগে এই ব্যাপারে আলোচনা করব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :-সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৩০ বছর বয়স সীমা সেটা পার হয়ে গেলে আর চাকুরী পায় না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য শিল্প উন্নত নয় এবং সেখানে পাহাড় প্রমাণ বেকার, এই দিক থেকে চিন্তা করে বয়স আরও বাড়ানো যায় কি না যাতে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমের আওতায় আসতে পারে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট অথবা স্টেট গভার্ণমেন্ট তার ব্যাংকেবল স্কীমের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স সীমাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তারা বলছেন এই টাকা তো আদায় করতে হবে। এই টাকাটা যে সময়ের মধ্যে দেওয়ার কথা সেই সময়টা পেতে হবে। ৫০ বছর করা হলে টাকা আদায় করার জন্য আর মাত্র দশ বছর থাকে। আমরা কথাবার্তা বলেছি ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণটা যারা পাচ্ছেন তাদের বয়স সীমা আরও অন্তত: দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে এই দাবী রাখব।

শ্রীসুবোধ সাহা:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্যের যে সমস্ত বেকার যুবক যুবতী চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত করেছে তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে নেওয়া হবে কি না? অথবা নূতন কোন পরিকল্পনা করে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি, ওভার এজ যাদের হয়ে গেছে তাদের সেলফ আমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, জেনারেলের ক্ষেত্রে ৩৫ থেকে ৪০ বছর এবং এস, সি, ও এস, টি দের ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৪৫ বছর বয়স যাদের পার হয়ে

গেছে তাদের সেলফ্ অ্যামপ্লয়মেণ্ট স্কীমে ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক জেনারেল বেকার আছেন যাদের বয়স ৪৫এর উপর হয়ে গেছে, কিন্তু সরকারী চাকুরী পান নি. তাদেরকেও যাতে সেলফ্ অ্যামপ্লয়মেণ্টের আওতায় আনা যায় তার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, এটা ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করলে করতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং-২৪৪।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং-২৪৪।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং-২৪৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২। থাকিলে কোথায়ও কি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ১৯৮৭-৮৮ সালে রাজ্যে ক্লিনকার গ্রাইণ্ডিং (সিমেণ্ট ইউনিট) এবং একটি গ্রোথ সেণ্টার স্থাপন করার সরকারী পরিকল্পনা আছে

২। ক) নর্থ ইষ্টান কাউন্সিলের সহায়তায় উক্ত ক্লিনকার গ্রাইণ্ডিং (সিমেণ্ট ইউনিটটি) আগরতলায় স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে.

খ) গ্রোথ সেণ্টারটি আগরতলার সন্নিকটবর্তী সেকেরকোট অঞ্চলে স্থাপন করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণীমোহান সিন্‌হা ঃ—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৪৩৮।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৪৩৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৪৩৮।

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত জগন্নাথপুর গাঁও সভায় জগন্নাথপুর চা বাগান হইতে

QUESTIONS & ANSWEES

কৃষ্ণনগর ভায়া তেলিয়া একটি রাস্তা নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবে রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে কাজটি ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ঃ—স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৬৯।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৬৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৬৯।

প্রশ্ন

১। পানিসাগর পোষ্ট অফিস হইতে তিলথৈ দামছড়া রোড পানিসাগর পোলট্রি ফার্ম হইতে রেলষ্টেশন রোড এবং এ, এ, রোড পানিসাগর হতে পেচারথল ভায়া বি, এস, এফ, ক্যাম্প রোড, এই রাস্তাগুলি সোলিং মেটেলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে পানিসাগর-জলাবাসা রাস্তার সোলিং এর মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে এবং এ, এ, রোড পানিসাগর হতে পেচারথল ভায়া বি, এস, এফ ক্যাম্প রাস্তাটির ১৩,৫০ কিলোমিটার এর মধ্য ৬ কিলোমিটার রাস্তার সোলিং এর মঞ্জুরী এ, ডি, সি, হইতে পাওয়া গিয়াছে।

প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া না যাওয়ায় পানিসাগর পোলট্রি ফার্ম হইতে রেলষ্টেশন রোড এর ফরমেশনের কাজ এখনও শেষ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং আপাততঃ এই রাস্তাটি সোলিং করার কোন পরিকল্পনা নাই।

উপরোক্ত রাস্তাগুলি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সবগুলি সম্ভব হয়েছে। এখন তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নটির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURE-"A")।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ—স্যার, আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের হাউসের প্রসিডিংস সম্পর্কে। আমরা যদি হাউসের প্রসিডিংস পরদিন পেতে পারি, তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। এখন প্রসিডিংস পেতে আমাদের ২ | ৩ দিন দেরী হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ বিষয়টি এখন অনেক রেগুলার হয়েছে। তবে যাতে আরো রেগুলার হয় সেটি দেখব। REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রেফারেন্স পিরিয়ত। আজকের কার্য্যসূচীতে ২টি (দুইটি) রেফারেন্স আছে। গত ২৪,৩,৮৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো :—

> 'সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কুলাই বাজার ও সালেমা বাজার ভষ্মীভূত হয়ে যাওয়ার সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৩১,১২.৮৬ তারিখ হতে ২৫,৩,৮৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত কমলপুর মহকুমার কুলাই বাজারে দুইবার অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং সালেমা বাজারে একবার অগ্নিকাণ্ড ঘটে। নিম্নে ঘটনাগুলির বিবরণ দেওয়া গেল।

প্রথম ঘটনা

বিগত ৩১,১২,৮৬ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১২টার সময় কমলপুর মহকুমার কুলাই বাজারে এক বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডে ২৭টি দোকান সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত আগুনের বিস্তার রোধ করতে দুটি দোকান ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ক্ষতির পরিমান আনুমানিক তের লাখ টাকা।

উপরোক্ত ঘটনা কমলপুর মহকুমার কুলাই বাজারের শ্রীসাধনচন্দ্র দেবনাথের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় ১(১) ৮৭নং মোকদ্দমা আমবাসা থানায় নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত-কার্য্য শুরু করেন।

তদন্তকারে প্রকাশ পায় এই আগুনে ল্যাম্পস এর কোন ক্ষতি হয় নাই।

তদন্তে আরও জানা যায় যে আগুন প্রথমে শ্রীননীগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের চা-এর দোকান হইতে লাগে এবং এই ঘটনার পিছনে কোন নাশকতা আছে বলিয়া প্রমানিত হয় নাই। ঘটনাটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ঘটিয়াছে। এই ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

REFERENCE PERIOD

আগুন লাগার ফলে হত বা আহত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ নাই। পুলিশ ঘটনাটি দুর্ঘটনা জনিত কারনে হইয়াছে ৬ই মার্চ্চ ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘটনা

গত ১১.২.৮৭ ইং তারিখ অনুমান রাত্রি ১০টার সময় কমলপুর মহকুমাধীন কুলাই বাজারে আগুন লাগে যার ফলে ২টি মুদি দোকান মালামাল সহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

উপরোক্ত ঘটনা বিগত ১২.১.৮৭ তাং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৩০ নং ধারায় আমবাসা থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে আগুন প্রথমে শ্রীরমেশ পাল মহাশয়ের দোকান হইতে লাগে এবং ২টি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। যার ফলে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা হইবে। এই আগুনে ল্যাম্পস ভস্মীভূত হয় নাই। এই ব্যাপারে পুলিশ কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করেন নাই এবং নাশকতা মূলক কাজ বলেও প্রমানিত হয় নাই। ঘটনাটি আকস্মিক ভাবেই ঘটিয়াছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ৪টি পরিবারকে মং ৭৫ টাকা হিসাবে মোট ৩০০ টাকা এবং ২৪টি পরিবারকে ১৫০ হিসাবে মোট ৩৬০০ টাকা সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় ঘটনা

বিগত ১৭.৩.৮৭ তারিখ অনুমান সকাল ৪ টার সময় কমলপুর থানাধীন সালেমা বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডে ২৪টি দোকান ঘর এবং ২টি বসত ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনাটি সালেমা বাজারের শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় ৮ (৩) ৮৭ নং মোকদ্দমা কমলপুর থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্ত কালে জানা যায় যে প্রথমে আগুন সালেমা বাজারের শ্রীরমেশ দাসের দোকান হইতে বসত ঘরে ছড়াইয়া পড়ে এবং দোকান ও বসত ঘর মালামাল সহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। যাহার ফলে আনুমানিক ২লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় কেহ হত বা আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ নাই।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে এই বাজারের দোকানদার শ্রীরমেশ দাস তাহার নিজের দোকানের জন্য ৮০, ০০০ টাকার একটি ফায়ার ইনস্যুরেন্স করেছিলেন। তাহার দোকানেই প্রথম আগুন লাগে। গত ১৭.৩.৮৭ ইং তারিখ পুলিশ ঘটনায় জড়িত

সন্দেহে তাহাকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। তিনি বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছেন।

ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

ক্ষতিগ্রস্থ ২২টি পরিবারকে মং ৫০ টাকা হিসাবে মোট ১১০০ টাকা এবং ২টি পরিবারকে মং ২০০ টাকা করে ৪০০ টাকা সরকার হতে আর্থিক সাহজ্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কমলপুর মহকুমার অধীনস্থ সালেমায় ৪টি জায়গায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এইসব অগ্নিকাণ্ড উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে করা হচ্ছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের ধারনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা ফায়ার ইনস্যুরেন্স করেছেন সেই দোকানগুলিই পুড়ে যাচ্ছে এবং তাদের দোকানে খুব বেশী মাল থাকেনা। কাজেই ফায়ার ইনস্যুরেন্সের টাকা পাওয়ার জন্যই উদ্দেশ্য মূলকভাবে বাজারগুলিতে আগুন লাগানো হচ্ছে এবং গভীর রাত্রিতে এই অগ্নিকাণ্ডের কাজগুলি সংঘটিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা মাননী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, একটা ঘটনায় সন্দেহ করা হয়েছিল এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারও করেছে। পুলিশকে আমরা বলব যে এই বাজারগুলিতে কতটাকার মাল তারা রাখছে এবং কতটাকার ফায়ার ইনস্যুরেন্স করেছে সেটা তুলনামূলকভাবে সংগত কিনা সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট বাজারের দোকানদারদের যাদের ফায়ার ইনস্যুরেন্স আছে তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট সরকারের কাছে উপস্থিত করতে। স্যার, এটা খুবই স্বাভাবিক যে যদি ফায়ার ইনস্যুরেন্স যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। তার ফলে পার্শ্ববর্তী দোকানগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে, ফায়ার সার্ভিসের কাজ বাড়বে এবং জনসাধরেণের দুর্ভোগ বাড়বে। অতএব, ফায়ার ইনস্যুরেন্সের এ ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। পুলিশ এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে, এ সম্পর্কে পুলিশকে আমরা নির্দেশ দেব।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার রেফারেন্সে কংক্রীট উল্লেখ না থাকলেও আমি বলতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে গঙ্গানগর বাজারের ল্যাম্পস-এর দোকানটি অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হয়ে যায় এবং তার পার্শ্ববর্তী জনৈক ব্যবসায়ীর ফায়ার ইনস্যুরেন্স ছিল এবং তার দোকানে অল্প মাল ছিল। ল্যাম্পস-এ দোকানট পুড়লে তার দোকানটিও পুড়ে যাবে এবং ঐ ব্যবসায়ী ফায়ার ইনস্যুরেন্সের টাকাটা পেয়ে যাবেন, এই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ল্যাম্পস এর দোকানটিতে

REFERNCE PERIOD

আগুন লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সি, আর, পি, এফ-এর জোয়ানরা সেই আগুন নিবিয়ে ফেলে। এই ঘটনাটি তদন্ত করে দেখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, প্রশ্নটি গঙ্গানগর সম্পর্কে নয়, তাই এ সম্পর্কে আমার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটছে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সালেমা ব্লক হেড কোয়ার্টারে একটা ফায়ার ব্রিগেড এবং আমবাসায় মঞ্জুরীকৃত ফায়ার ব্রিগেডের কাজ তরান্বিত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমবাসাতে নিশ্চই ফায়ার ব্রিগেডের কাজ দ্রুত শেষ করার দিকে আমরা নজর দেব। কিন্তু আমবাসা ফায়ার ব্রিগেডের কাজ করার পর সালেমাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন ফায়ার ব্রিগেড করা হবে না। আরও গুরুত্বপুর্ণ জায়গাগুলিতে যেখানে কমিটমেন্ট আছে, সেগুলির কাজ এ বৎসর থেকে আরম্ভ করতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য উপলব্ধি করবেন আমবাসা থেকে সালেমা খুব বেশী দূর নয়, ওখান থেকে ফায়ার এটেণ্ড করতে পারবেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সালেমা থেকে আমবাসায় খবর দেওয়া কঠিন ব্যাপার। যদি ওখানে একটা টেলিফোন থাকত তাহলে পারপাসটা সার্ভ হয়ে যেত। সুতরাং ওখানে একটা টেলিফোন দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, টেলিফোনের সমস্যাটা একটা সমস্যা। আমি আশা করছি এ সমস্যা শীঘ্রই মিটে যাবে। তবে এটা কোন যুক্তি হতে পারে না সেখানে একটা ফায়ার সার্ভিসের কাজ শুরু করার।

মিঃ স্পীকার ঃ—দ্বিতীয় রেফারেন্সটি ২৬,৩,৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুট হলো :—

"পঃ ত্রিপুরা জেলার গরমছড়া গ্রামের শ্রীচন্দ্রমোহন সাহার কাছে টাকা চেয়ে এবং টাকা না দিলে প্রান নাশের হুমকি দিয়ে টি, এন, ভি, সম্প্রতি চিঠি দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, গত ১৬.২,৮৭ ইং সোমবার পূর্ব্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত আনন্দনগর গাঁও সভার গরমছড়া গ্রামের শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা বাংলায় লেখা একটি চিঠি পান। উক্ত চিঠিতে শ্রীচন্দ্রমোহন সাহাকে ১০, ০০০ টাকা যোগার করিয়া রাখিতে বলা হয়। পত্রে বলা হয় যে ঐ টাকা ২১-২-৮৭ ইং রাত্রি ৯টার সময় পত্র লেখক আসিয়া নিয়া যাইবে এবং যদি টাকা না রাখা হয় বা পুলিশকে এই সম্পর্কে জানানো হয় তবে শ্রীসাহার জীবন নাশ করা হবে উক্ত চিঠিতে একটি স্বাক্ষর ছিল এবং সাক্ষরের নীচে ১১-২-৮৭ তারিখ ছিল।

উক্ত শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা একজন দরীদ্র লোক। তিনি তাহার বাড়ীর সন্মুখে একটি সাধারণ চায়ের দোকানের আয়ের দ্বারাই পরিবার ভরন পোষন করিয়া থাকেন। তাহার পক্ষে ১০,০০০ টাকা যোগার করা কোন অবস্থাতে সম্ভব নয়। প্রকাশ থাকে যে, গত গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা কং (আই)-এর টিকিটে আনন্দ নগর গাঁও সভার সভ্য হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। এর পর হইতে তিনি স্থানীয় সি পি.আই (এম) কর্মীদের সাথে কাজ করেন।

গত ১৯৮৬ ইং সনের ২৪শে অক্টোবর তারিখে রাত্র অনুমান ৮ | ৯ টায় ১০ | ১২ জন অপরিচিত উপজাতী যুবক শ্রীচন্দ্রমোহন সাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপজাতী যুব সমিতির নামে চাঁদা দাবী করে। শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা চাঁদা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে উক্ত যুবকগন শ্রীসাহাকে মারধর করিয়া শ্রীসাহার হাত ঘড়ি, জুতা, সার্ট ইত্যাদি নিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে পুর্ব্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারায় ২৩(১০)৮৬ নং মামলা দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত মামলা এখনও তদন্তাধীন আছে।

এই চিঠি প্রাপ্তির ব্যাপারে শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি দরখাস্ত করিলে উক্ত অভিযোগ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার দিয়া তদন্ত করানো হয়। তদন্তকালে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই।

তদন্তকালে যতটুকু জানা যায় তাহাতে অনুমিত হয় যে উক্ত চিঠি স্থানীয় দুস্কৃতিকারী-দের দ্বারা লিখিত এবং নকল টি.এন.ভি, দ্বারা লিখিত, আসল টি.এন,ভি, দ্বারা লিখিত নয়।

চিঠিটি বাংলায় লেখা এবং চিঠির আগে হাতে আঁকা একটি ছবি আছে। চিঠিটি আমি পড়ছি।

REFERNCE PERIOD

হে

চন্দ্রমোহন সাহা তুমি জেনে রাখ যে আগামী ১৯ ২-৮৭ ইং রাত্র ৯টার সময় আমরা আসব, তুমি যেই ভাবেই হোক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা যোগাড় রাখবে। আর যদি না রাখ বা পুলিশকে জানাও তাহলে জীবনে একেবারে খতম করে দিব। আর আমরা যে আসব কেউ যাতে না শুনে।" ইতি

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

শ্রীকেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, চন্দ্রমোহন সাহার বাড়ীতে আগে যারা গিয়েছিল চাঁদা আদায় করবার জন্য সেই উপজাতি যুব সমিতির পক্ষে, চাঁদা না পেয়ে তারা তাকে মারধর করেছে, তার হাত ঘড়ি ইত্যাদি নিয়েছে এবং টি,এন, ভির নামে তারা এটা করছেন বলে স্থানীয় লোকজনদের ধারনা। আগে যারা চন্দ্রমোহন সাহার বাড়ীতে গেল, তাকে মারধর করলো, তার হাত ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে গেল এবং থানায় অভিযোগ করা হলো, এটা ধারনা করা খুবই স্বাভাবিক যে এই লোকগুলি এই ধরনের একটা চিঠি দিয়ে তাকে উত্তক্ত করার জন্য বা টাকা আদায় করার জন্য চেষ্টা করছে। সুতরাং এদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য এখানে দিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারবেন কি পরিস্থিতিতে এইসব ঘটনা ঘটছে। টি, ইউ, জে, এসের সমর্থকরা যদি কংগ্রেস (আই)কে সাহায্য করার জন্য এইসব কাজ করে থাকে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এসকে অনুরোধ করবো এইসব ভয়-ভীতি পরিত্যাগ করে গণতন্ত্রের রাস্তায় আপনারা আসুন। দল আপনাদের ছেড়ে অন্য দলে যেতে পারে, অন্য দল ছেড়ে আপনাদের দলে আসতে পারে। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এটা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সেই রাস্তায় যারা আছেন আপনাদের সমর্থক বা আপনাদের কর্মী তাদের আপনারা বুঝাবার চেষ্টা করুন যাতে স্বাভাবিক অবস্থা আমরা বজায় রাখতে পারি এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে যারা শাসক দলের মধ্যে টি, ইউ. জে. এস, অথবা কংগ্রেসের লোক তাদের টানতে চেষ্টা করে বার্থ হন, তারা সব সময় হুমকি দেন যে টি, এন, ভির নামে অন্য যেভাবে হোক ডাকাতির নাম করে হোক পুলিশে এরেষ্ট করাবো যদি না আসে, এই ধরনের হুমকি স্বভাবতই চলছে এবং সেখানেও চলছে। কাজেই যখন না জানা যায় তখন তাদের নামে এই টি, এন, ভি অথবা ডাকাত এইভাবে কেইস করে তাকে হয়রানি

করে এটা প্রিপ্ল্যাণ্ড। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটার পরিকল্পনাটা হয়েছে বলেই পুলিশের কাছে না গিয়ে বিধানসভায় আগে উপস্থিত করা হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মনে করেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আশ্চর্য্য, মাননীয় বিধায়ক পুরানো বিধায়ক তিনি বুঝতে পারলেন না যে, ওর বাড়ীতে আগে ডাকাতি হয়েছে, সমস্ত জিনিষপত্র লুণ্ঠন করা হয়েছে পুলিশের কাছে সেই সব ঘটনা ১৯৮৬ সালে ২৪শে অক্টোবর জানিয়েছেন। মাননীয় সদস্য কোথায় পেলেন ও পুলিশকে জানায় নি। অক্টোবর মাসে সে জানিয়েছেন যে, আমার হাত ঘড়ি, জুতা, সার্ট ইত্যাদি চলে যায় একটা গরীব চা দোকানের মালিক। মাননীয় সদস্যরাও ডিটেলস্ বলতে পারেন এই বিধান সভায়, কিন্তু বলছেন যে ওটা ভালই করেছে। আমি এই কথা জানাতে চাই যে, এই ঘটনাটি ঘটার পরে শ্রীসাহা আমার কাছে চিঠি লেখেন আমি গোয়েন্দা দপ্তরকে জানিয়েছিলাম, ঘটনাটি সত্য কিন্তু কে ঘটনা ঘটিয়েছে আসামীদের আইডেনটিফাই করা এখনও সম্ভব হয় নি, পুলিশকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে আসামীদের আইডেনটিফাই করে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৩ই মার্চ্চ ধর্মনগরের সাত সঙ্গম হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধাংশু রঞ্জন দেব অফিস কক্ষে কথিপয় কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্য কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব :—সাত সঙ্গম হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দেব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার থেকে অব্যাহতি চেয়ে এক পত্র দেয়। শ্রীদেবের আবেদনের ভিত্তিতে ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের এড,২, (২.১)-আই, এস-ডি, এম, এন। ৮৬। ১৪১৪৮-৫১ তারিখ ৯,৩,৮৭ আদেশ মূলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅতীন্দ্রকুমার দাসকে দায়িত্ব ভার বুঝিয়ে দেবার নির্দ্দেশ দেন। গত ১৩,৩ ৮৭ তারিখে শ্রীদেব বিদ্যালয়ের কার্য্যভার শ্রী অতীন্দ্রকুমার দাসকে বুঝিয়ে দেন। কার্যাভার বুঝিয়ে দেবার কিছু পরেই বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের সাথে শ্রীদেবের কথা কাটাকাটি হয়। তাহাকে অন্য প্রকার আক্রমন করা হয় নাই। এই খবর পাবার পর ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শন ১৯.৩,৮৭

CALLING ATTENTION

তারিখে ঐ বিদ্যালয়ে যান, বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম যাহাতে অনুকূল পরিবেশে চলতে পারে সেজন্য তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় বিদ্যালয়ের শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দেব সহ সমস্ত শিক্ষকই উপস্থিত ছিলেন, সকলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। বিষয়টি তদন্তের সময় বিদ্যালয় পরিদর্শক স্থানীয় প্রধান, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সহঃ সভাপতি এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের সাথে আলোচনা করেন। ঐ দিন শিক্ষক শ্রীদেবের আক্রান্ত হবার কোন সংবাদ তিনি বিদ্যালয়ে পান নাই।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস : পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে ১৩ই মার্চ্চ ধর্মনগর সাত সঙ্গম হাইস্কুলে ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দেবের উপর আক্রমন করা হয়েছে বলে এটা ধর্মনগর চোরাইবাড়ী বা কদমতলা থানায় শ্রীসুধাংশুরঞ্জন কোন অভিযোগ করেছেন কিনা? যদি করে থাকেন তাহলে কাদের বিরুদ্ধে এই আক্রমনের অভিযোগ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—থানায় অভিযোগ করেছেন কিনা আমার জানা নেই কারন রিপোর্ট আমি পাই নি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই কর্মচারী ফেডারেশনে কতিপয় শিক্ষক যারা ধর্মনগর এবং আগরতলায় নিয়মিত থাকেন এবং স্কুল ক্লাশ করেন না এই অভিযোগ ধর্মনগর স্কুলের পরিদর্শকের কাছে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক করার ফলে তাকে আক্রমন করা হয় এই ধরনের কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে এই ব্যাপারে কি করা হয়েছে।?

শ্রীদশরথ দেব :—কোন অভিযোগ আছে বলে তো আমার কাছে কিছু রিপোর্ট নেই।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৩,৩ ৮৭ইং বিশালগড় থানা অধীনে রামনগর গাঁও সভার শ্রীচিন্তামনি দেববর্মার গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৩,৩,৮৭ইং তারিখ বিশালগড় থানাধীন রামনগর টি, এ, পি; ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আদেশ মূলে এই

ক্যাম্পের হাবিলদার শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায় ৪ জন কনেষ্টবল সহ রাত্রি প্রায় ৯-৩০ মিঃ নৈশ প্রহরার জন্য রামপদ পাড়া এলাকায় রওয়ানা হন। রাত্রি ১০ টার পর পুলিশ ধনাচর পাড়ায় পৌঁছে দেখতে পান ৫ | ৬ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি রাস্তার পাশের জঙ্গল হইতে বাহির হইতেছে। তাহাদের গতিবিধি সন্দেহজনক দেখিয়া পুলিশ দলের কনেষ্টবল শ্রীশিবপদ দাস দুইবার তাহাদের পরিচয় জানার জন্য ডাক দেন কিন্তু উক্ত ব্যক্তিগন জবাব দেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে এক রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। তখন পুলিশ দল আত্ম রক্ষার্থে পজিশন নেন এবং কনেষ্টবল শ্রীশিবপদ দাস ঐ গুলির জবাবে তাহার রাইফেল হইতে এক রাউণ্ড গুলি ছুড়েন। পরে তল্লাসী কালে একজন ৪০ | ৪৫ বৎসর বয়সী উপজাতি ব্যক্তিকে আঘাত সহ মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

এই ঘটনাটি গত ২১ ৩,৮৭ইং রাত্রি ২-১৫মিঃ এর হাবিলদার শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায় বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে জানান। এই অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩২৯ | ৩০৭ ধারায় বিশালগড় থানায় মোকদ্দমা নং ১৫/৩/৮৭ নথিবুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে উক্ত ব্যক্তির নাম শ্রীচিন্তামনি দেববর্মা ওরফে সুরেন্দ্র, গ্রাম ভৈরব পাড়া থানা বিশালগড় বলিয়া প্রকাশ পায়।

তদন্তে আরও প্রকাশ যে, উক্ত মৃত চিন্তামনি দেববর্মা গত ২০,৩,৮৭ইং সকাল বেলা তাহার স্ত্রী শ্রীমতি রাধাকুঞ্জ দেববর্মা সহ রামনারায়ন পাড়াতে তাহার মেয়ের জামাতা শ্রীউপেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে আসিয়াছেন। বিকাল ৪টা নাগাদ সে জামাই-এর বাড়ী হইতে বাহির হয় এবং রামনগর বাজারে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তাহাকে শেষ বারের মত দেখা যায়। যে এলালায় উপরোক্ত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে এলাকাটি বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চল. ডাকাত অধ্যুষিত এবং পূর্বেও পুলিশের সঙ্গে ২ | ৩ বার ডাকাতের গুলি বিনিময় হইয়াছে। রাত্রি ৯-৩০মিঃ এর পর হইতে রাত্রি ১টার মধ্যে ডাকাতি সংঘটিত হয়। এই অঞ্চলের লোকেরা সাধারনতঃ বিশেষ প্রয়োজন না হলে রাত্রি ৯টার পর বাড়ী হইতে বাহির হন না।

ঘটনার পরবর্তীকালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক এইজন্য যে যিনি নিহত হয়েছেন তার সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন ডাকাতির অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই। মনে হয় একজন সাধারন নাগরিক গ্রামবাসী এবং কি পরিস্থিতিতে এই ধরনের গুলি চালনা করতে হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে আমরা তদন্ত করে দেখতে বলেছি।

CALLING ATTENTION

যদি এইজন্য পুলিশের কোন ত্রুটি থাকে সেটও আমরা বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেব।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, চিন্তামনি দেববর্মা একজন অ্যাক্স আরমি এবং পেনশন হোল্ডার্। ঐদিন বিকালে জামাই বাড়ী থেকে ফেরার পথে রামনগরে ৭-৮টার সময় এইসময় বাজারে সবাই দেখেছে অতিরিক্ত মদ্যপানে উনি বেহুঁশ ছিলেন। উনার বাড়ীটা হল বাজারের পূব দিকে। উনি পূব দিকে না গিয়ে পশ্চিমে চলতে থাকে, তারপরে আবার দক্ষিনে দেখা যায়। সেখানে প্রহরারত পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়। তার পড়নে ছিল সাদা পাঞ্জাবী, সাদা ধুতি এবং মাথায় সাদা পাগড়ী। সে যেহেতু বেহুঁশ অবস্থায় ছিল পিছন দিক থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এইটা খুবই দুঃখজনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন। গত মাঘ মাসে তার বাড়ীতে ডাকাতি হয়, তার ৪টি গরু চুরি যায়। এই কেইসটা এখনও বিশালগড় থানায় আছে। এই পরিস্থিতিতে এইটা শুধু দুঃখজনক নয়, এইটা সু-পরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং এইটাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং নিহত পরিবারের যাতে উপযুক্ত সাহায্য সহায়তা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমি বলেছি সবটাই জেলাশাসক পর্যায়ে তদন্ত করে তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি দেখা যায় যে তিনি পুলিশের গুলিতে অনর্থক নিহত হয়েছেন তার পরিবারকে এইসব ক্ষেত্রে যে-ধরনের আমরা সাহায্য দিই, সেই ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অপ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যখন চিন্তামনি দেববর্মাকে গুলি করা হয় তখন দুইজন কনষ্টেবল একজন ধারিয়াথল আর একজন বড়িয়ামুড়ার ২জন উপজাতি কনষ্টেবল এবং আর একজন অ-উপজাতি কনষ্টেবল ছিল। সেই ধারিয়াথলের কনষ্টেবল চিন্তামনির ভাগনে। তাকে গুলি করার পর হঠাৎ করে চিৎকার করে, সেই কনষ্টেবল তাকে বলে যে আরে মামা তুমি এইখানে, তোমাকে ঠিক এই সময়ে এখানে পাব এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারি নাই। গুলিটা তোমাকে উদ্দেশ্য করে ছিলনা। এই কথা বলার পরেই প্রান হারিয়ে ফেলে। পুলিশ তার আত্মীয় স্বজনের কাছে এই কথা স্বীকার করেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এইটা তদন্ত করার পর তার পরিবারকে, উনি একজন আ্যাক্স আরমি ছিলেন, উনার কেউ নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর জবাব দিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বললেন সেটা অসত্য। পুলিশের রিপোর্টে দেখেছি যখন তাকে খুঁজে বের করেছেন তখন হি ইজ অলরেডী ডেড। কাজেই পুলিশের সঙ্গে গল্প করে তারপর মারা গেলেন এইটা সত্যি না।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত করে যদি পুলিশের দোষ দেখা যায় তাহলে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এইটা আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ—গত ১৯।৩।৮৭ইং যাত্রাপুর থানাধীন বাঁশপুকুর গাঁওসভা ভি, এল, ডব্লিউ এর অফিস হইতে বীজের ধান চুরি হওয়া সম্পর্কে।”

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯,৩,৮৭ ইং যাত্রাপুর থানাধীন বাঁশপুকুর গাঁওসভার ভি, এল, ডব্লিউ অফিস হইতে বীজের ধান চুরির কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নাই।

তবে স্থানীয় তদন্তে যতটুকু জানা যায় তাহাতে দেখা যায় যে, বিগত ১৯।৩।৮৭ ইং পাহাড়পুর গাঁওসভার পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীনিত্যহরি দাস, ৩০ (ত্রিশ) কেজি বীজ ধান বড় খোলা গ্রামের নির্দ্ধারিত তিনজন মহিলা যথা শ্রীমতি রেনুবালা দাস, শ্রীমতি কিরন বালা দাস এবং শ্রীমতি তুলসী রানী দাসকে বিলি করিবার জন্য বাঁশপুকুর ভি, এল, ডব্লিউ অফিস হইতে রিকুইজিশান মূলে তুলিয়া নিয়া যাওয়ার সময় ঐ গাঁওসভার মাছিমা সাকিনের পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীজাহাঙ্গির হোসেন ও আরও কয়েকজন লোক বেলা অনুমান ১০ টার সময় উক্ত ধানগুলি সন্দেহমূলে আটক করিয়া রাখেন। যারা ধান আটক করেছেন তারা ঘটনাটি পুলিশের গোচরে আনেন নাই। ভি, এল, ডব্লিউ ঘটনাটি প্রধান শ্রীগোপাল দেবনাথকে জানান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঘটনাটা হচ্ছে এই রকম যে ওরা যখন ধানটা আটক করে তখন দেখা যায় যে এইটা বিলি বন্টনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই জন্য তারা পুলিশকে ঘটনাটা জানাননি, মাননীয় বিধায়ক কি করে এই ঘটনাটা এখানে নিয়ে

CALLING ATTENTION

এলেন আশ্চর্য্য, যারা ধরল ধান তারা ধানটাকে পুলিশের কাছে নিয়ে গেল না, ধানটা আটক করা হল না, ধানটা যাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্য বিলি বণ্টন করা হল. গরীব কয়েকটা মেয়ে, যারা স্টোরে গিয়ে ধান নিয়ে আসতে পারেননি, সেই ঘটনাটা বিধানসভায় নিয়ে এলেন এইটা খুবই দুঃখজনক এবং যাত্রাপুর থানায় মাননীয় সদস্যের নোটিশ দেওয়ার পর তারা জানতে পারলেন এই রকম একটা ঘটনা বিধানসভায় উঠবে, তাই ২৬-৩-৮৭ ইং তারিখ তারা এইটা নথিভুক্ত করে তদন্ত করে এই রিপোর্ট দিয়েছেন।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যাত্রাপুর থানায় জানানো হয়নি, এইটা যদি বলা হয় তাহলে পুলিশ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই, এইটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন। গত ১৯ তারিখ ভি. এল. ডব্লিউর অফিসে ভি, এল ডব্লিউ ছিলেননা, প্রক্তন ভি এল ডব্লিউ মহোদয়ের কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে ভি এল ডবলিও দ্বারা ভি এল ডবলিওর স্টোর থেকে নিত্যহরি দাস, পিতা গিরিশ চন্দ্র দাস বাড়ী পাহাড়পুর গাঁওসভার বড়খোলা. তিনি সি পি এম, ওনাকে এই মালটা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ পাচার করে বিক্রি করার জন্য দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাত্রাপুর থানাও যে প্রধান গোপাল দেবনাথের কথা উল্লেখ করেছেন, বহু চুরির ঘটনা এই ভি এল ডবলিওর অফিস থেকে ঘটেছে আমার কাছে তথ্য আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পিকারঃ—মাননীয় সদস্য আপনার পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানটা চাইছি।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—স্যার এই ধানের ঘটনাটির মত ঘটনা সব সময় এখানে ঘটছে, এই যে ধানটা এখানে চুরি হয়েছে এবং এইটা থানাতে জানানো হয়েছে, তারপর আজও এই ৩০ কেজি ধান গ্রামের মাতব্বরদের সামনে পুলিশ সহ হেপাজতে রাখা হয়েছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এইটা সম্পূর্ণ অসত্য, মাননীয় সদস্য আগাগোড়া হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমি বলেছি যারা আটক করেছিলেন তারা বে-আইনীভাবে আটক করেছিলেন সেই জন্য ভয়ে পুলিশের কাছে যাননি। মাননীয় সদস্য কি দেখতে পারেন পুলিশের কাছে এইটা রেকর্ড হয়েছে কোন থানায়? পারবেন না কাজেই এই সব গল্প বলে এখানে লাভ কি যে পুলিশ আটক করেছে, পুলিশ-এর হেপাজতে আছে এই সব অসত্য পরিবেশন করে মাননীয় সদস্য হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রীরসিকলাল রায় : –স্যার, যে ভি, এল, ডবলিওর কথা আমি বলেছি তিনি—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, সেই দিন মাননীয় স্পীকার একটা রুলিং দিয়েছেন যে একটা কর্মচারী বা একজন লোক যারা হাউসে নাই তাদের বিরুদ্ধে তারা বরাবর ব্লাক করে, চুরি করে, এই সব বলা ঠিক হচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—স্পেসিফিক কোন কিছু ছাড়া এইটা বলা ঠিক না।

শ্রীরসিকলাল রায় :—এই জন্যই স্যার, আমি ব্যক্তির নামটা এখানে বলিনি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে কয়েক মাস পুর্বে এই ভি, এল. ডবলিওকে দুর্নীতির দায়ে ভি, এল, ডবলিওর চার্জ থেকে ফিল্ড অফিসারের চার্জ পাঠানো হয়েছে, তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত না করে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এইটা কলিং এটেনশানের মধ্যে আসে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—
"গত ২০,৩,৮৭ইং টাকার জলা থানার অধীনে দক্ষিন গোলাঘাটি নিবাসী শ্রীমনীন্দ্র সরকারের স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২১,৩,৮৭ইং তারিখ সকাল ৮-৩০মিঃ সময় টাকার জলা থানায় খবর পৌছে যে গোলাঘাটি গ্রামের শ্রীমনীন্দ্র স্ত্রীকে দুস্কৃতকারীরা খুন করে তাহার বাড়ীর কাছাকাছি জঙ্গলে ফেলে রেখেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র টাকারজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পুলিশ দল সহ গোলাঘাটি অভিমুখে রওয়ানা হন। গোলাঘাটিতে শ্রীমনীন্দ্র সরকারের সহিত দেখা হলে তিনি জানান গত ২০,৩ ৮৭ইং তারিখ বেলা ১১টার সময় তিনি বিশালগড ব্লকে গিয়েছিলেন এবং কাজ সেরে রাত ৯টার সময় বাড়ী ফিরে আসেন। বাড়ী এসে স্ত্রী শ্রীমতি কুমুদবাসী সরকারকে (বয়স ২৬) না দেখে তাহার খোঁজ করেন। জানতে পারেন যে দুপুরে লাকড়ি কাটতে গিয়েছে কিন্তু ফিরে আসে নাই। তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্যে চারিদিকে খোঁজ করেন কিন্তু না পেয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। সকাল অনুমান ৫টার সময় প্রতিবেশী শ্রীমালন মিঞা এবং শ্রীহাসেম মিঞা তাহাকে ডেকে নিয়ে যান। গিয়ে দেখেন তাহার স্ত্রী অল্প ঝোপের ভিতর মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

শ্রীমনীন্দ্র সরকারের অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় টাকারজলা

CALLING ATTENTION

থানায় ৩(৩)৮৭নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে কোপের চিহ্ন দেখা যায়। মৃতের বাম উরুতে লাঠি জাতীয় কোন কিছুর আঘাতের চিহ্নও দেখা যায়। টাকারজলা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে মৃত দেহের ময়না তদন্ত করা হয়।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় গত ২০,৩,৮৭ইং দুপুরবেলা কুমুদবাসী সরকার লাকড়ী আনার জন্য বাড়ীর নিকটবর্তী জঙ্গলে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী ও ছোট তিনটি শিশু ছিল। কিছুক্ষন পর তাহার বড় মেয়ে শ্রীমতি খেলা সরকার (৯ বৎসর) যেদিকে তাহার মা লাকড়ী আনতে গিয়েছিল সেদিক হতে চিৎকার শুনে বাড়ীর নিকটবর্তী শ্রীজগৎ আলী ও শ্রীমতি আইকাউন্নিসা সহ ঐদিকে যায় এবং তাহার মাকে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে।

পুলিশ যে স্থানে মৃত দেহটি পায় সে স্থানের মালিক শ্রীসুষেন ভৌমিক এবং তাহার নাতি শ্রীনেপাল ভৌমিককে এই ঘটনার সংশ্রবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য ব্যাপক প্রয়াস চালান হচ্ছে। তদন্ত অব্যাহত আছে। টাকারজলা হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে মৃতার উপর কোন প্রকার বলাৎকার হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে বিশেষভাবে জানানোর জন্য। তদন্তকালে প্রকাশ শ্রীমনীন্দ্র সরকার সি, পি, আই, (এমের) সমর্থক এবং শ্রীসুষেন ভৌমিক ও তাহার নাতি নেপাল ভৌমিক কংগ্রেস ই) সমর্থক।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই মনীন্দ্র সরকার তিনি তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন করতেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—"আগামী ৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িত এসোসিয়েশান আগামী ৩০ ও ৩১শে মার্চ, ১৯৮৭ইং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক

দিয়েছেন। ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক-এর চেয়ারম্যানের নিকট ১০ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত নোটিশ নিম্নলিখিত দাবীগুলি পুরনের সাপেক্ষ দিয়েছিলেন কিন্তু চেয়ারম্যানের নিকট থেকে এসোসিয়েশন এখনও পর্য্যন্ত কোন সদুত্তর পাননি। দাবীগুলি হল—

১। সমান কাজের জন্য সমান বেতন।

২। ডি, আর, ডাবলিওদের নিয়মিত করন।

৩। রাজ্যস্তরে এবং জাতীয়স্তরে নিগোশিয়েটিং ফোরাম গঠন করা।

৪। আর, আর, বি, এস গুলোর পুর্ণগ্ঠন।

৫। সিনিয়র এরিয়া ম্যানাজারদের পৃথক বেতনক্রম। সিলেকশন ও সুপার সিলেকশন গ্রেইড চালু করা।

৬। ফিল্ড সুপারভাইজারদের পুর্বেকার বেতন চালু করন।

৭। ক্যাশ এলাউন্স বৃদ্ধি ও গোণ্ডি হ্যাণ্ডলিং ভাতা চালু করন।

৮। চিকিৎসা বাবত সম্পূর্ণ টাকা প্রদান এবং গৃহ নির্মাণ লোন বৃদ্ধি করন।

৯। পদোন্নতি সম্পর্কে নীতির সংশোধন করা।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কিনা যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কই হচ্ছে একমাত্র ব্যাঙ্ক যারা প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করছে। সেখানে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যেসব ব্যাঙ্ক কর্মচারী আছে তাদের বেতনে নানারকম বৈষম্য রয়েছে এবং তার জন্যই এই দাবি ও আন্দোলন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই বৈষম্যমূলক নীতির অবসান না ঘটিয়ে জিইয়ে রেখেছেন। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, গ্রামীণ ব্যাঙ্কই একমাত্র অত্যয়রত অঞ্চলে কাজ করছেন তা ঠিক না। তবে এটা সত্যি যে তাদের দুর্গম অঞ্চলে শাখা রয়েছে। সবচেয়ে বেশী শাখা তারাই খুলেছেন লেনদেনের ব্যাপারে। তারা বেশী লগ্নী দিচ্ছেন। ১০০ টাকা পর্যান্ত যদি জমা হয় তাহলে তারা ১২০ টাকা পর্য্যন্ত দিচ্ছেন। এটা ঠিকই দুঃখজনক যে কম শিয়েল ব্যাঙ্কে যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তারা তার ধারে কাছে নাই। যেহেতু তারা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সেহেতু তারা বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাদের দাবীর বাস্তব ভিত্তি আছে। কাজেই সেটা পুরণ করা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উচিত। আমরা যা করতে পারি তা হল চেয়ারম্যানকে লিখতে পারি যে ৩০ ও ৩১শে মার্চ্চ যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতীক ধর্মঘট হবে তা যদি হয় তাহলে সেটা দুঃখজনক হবে, কারণ অ্যাণ্ডিং এর বহু কাজ পড়ে থাকবে। কাজেই

CALLING ATTENTION

অবিলম্বে তিনি যাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং যে সকল দাবী যুক্তি সঙ্গত সেগুলি পুরণ করায় উদ্যোগ যাতে নেওয়া হয় সে দাবী আমরা রাখতে পারি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে যারা দৈনিক ওয়র্কার আছে তারা অনেকে ১০ / ১২ বছর কাজ করেও কিন্তু রেগুলার হয়না। ত্রিপুরার বিভিন্ন কর্মচারী চাপ সৃষ্টি করে এদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার স্বীকৃতি আদায় করেছিল। কিন্তু বিহারের যেসব ডেইলি রেটেড ওয়র্কার আছে তাদেরকে দৈনিক ১ বা দেড় টাকা করে দেন তাও ঠিকমত পাননা, কর্তৃপক্ষ খেয়াল খুশী মত ছাটাই করে দেন। কাজেই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিহারে কি দিচ্ছে না দিচ্ছে সেটার উপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবেনা, তবে ত্রিপুরায় যেসব অবিচার হচ্ছে সেগুলি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে আমরা অনুবোধ করতে পারি। চেয়ারম্যান যদি চান এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে তাহলে করতে পারেন, কারণ আমাদের এখানে যেসব কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে সেগুলিতে আমরা যেসব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি সেগুলির সঙ্গেলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে আমরা ব্যাংকের সাথে সহযোগীতা করব। কর্মচারীদের স্বার্থে এটুকু প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি।

শ্রীজওহর সাহা :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ২৩শে মার্চ রাজ্যের ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কর্মচারীদের ডি, এ. ও পে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে একটি নোটিশ আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটার কোন রেসপন্স আমি পাই নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই বিধান সভায় আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আর এ ব্যাপারে আলোচনার কোন দরকার আছে বলে মনে হয়না।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডি, এ, এবং পে কমিশনের ব্যাপারে কোন আলোচনা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সুধীর মজুমদার এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকর স্যার, এটার সুস্পষ্ট বক্তব্য আমার চাই। এ সম্পর্কে আমরা এখনও ক্লিয়ার না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এটা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সরকার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আর আপনি তাদেরকে সাহায্য করছেন।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সভার সামনে একটি বিবৃতি প্রদান। '

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনস্বার্থবাহী বিষয়-বিশালগড় বক্সনগর রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকা সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার গত ২৪-৩-৮৭ ইং বেলা প্রায় দেড়টার সময় একটি জীপ গাড়ী বিশালগড় হইতে বক্সনগর যাওয়ার পথে চেলীখলায় এক বৃদ্ধা মহিলাকে চাপা দেয়। ঘটনার সাথে সাথে ঐ বৃদ্ধা মহিলার মৃত্যু হয়। এই সংবাদ বিশালগড় থানায় পেঁছা মাত্রই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পুলিশ দল সহ ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে বেলা ৩-৩৫ মিঃ সময়ে পৌছার পর শ্রীনন্দ কুমার দেববর্মা গ্রাম চেলীখলা, অভিযোগ করেন যে, তাহার মাতা শ্রীমতি শিবেশ্বরী দেববর্মা বয়স ৬০-৭০ বৎসর চেলীখলা রাস্তার উপর গাড়ী এক্সিডেন্টে মারা যান। একটি জীপ গাড়ী যাহার নং-১৩২২ ও যাহার গাড়ীর চালকের নাম নারু ভৌমিক, বক্সনগগর যাওয়ার পথে তাহার মাকে গাড়ী চাপা দিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া যায়। উক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৭ | ৩০৪ (এ) ধারার বিধান মতে বিশালগড় থানার ২০'৩'৮৭ নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া তদন্ত-কার্য্য শুরু করা হয়।

তদন্তকালে গাড়ীর চালকের নাম শ্রী নারু ভৌমিক এবং গাড়ীর নং-টি, আর, টি-১৩২২ বলিয়া জানা যায়। ব্যাপক তল্লাসী চালাইয়া গাড়ীর চালক ও গাড়িটি পাওয়া যায় নাই। তবে এই ব্যাপারে আরো অনুমান চালানো হইতেছে।

এই ঘটনার পর চেলীখলার জনসাধারন উত্তেজিত হইয়া পরেন। তাহারা দোষী-ব্যক্তির শাস্তি দাবী করেন এবং অতি সত্বর দুর্গানগর রাস্তায় একটি ফাঁড়ি বসানোর জন্য দাবী জানাইতে থাকেন। তাহারা তাহাদের দাবী পূরনের গত ১৫,৩,৮৭ ইং সকাল বেলা বিশালগড় বক্সনগর রাস্তার চেলীখলায় রাস্তা রোখো আন্দোলন শুরু করেন।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

ও, সি, বিশালগড় থানা. এই ব্যাপারে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্য আলাপ আলোচনা করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রাস্তা রোখো আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের প্রভুত অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য ২৭,৩,৮৭ইং দুপুরে একটি সভায় মিলিত হইতে স্বীকৃত হন।

বর্তমানে রাস্তা রোখো আন্দোলন করিবার জন্য রাস্তায় কোন লোক না থাকিলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া সাপেক্ষে কোন গাড়ি চলাচল করিতেছে। এই অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ এই ঘটনার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, সন্দেহ করা হইতেছে যে গাড়ীর মিথ্যা নাম্বার প্লেট লাগানো ছিল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত গাড়িটিকে বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইটা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এইটা প্ল্যাকের কাজে নিযুক্ত। এবং প্ল্যাকের কার্য্যে নিযুক্ত গাড়িগুলির নাম্বার প্লেট আলাদা রাখেন পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে। এবং এই সব গাড়িগুলির অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়। ফলে এই সব দুর্ঘটনা ঘটছে। এই ক্ষেত্রে আমরা পুলিশকে বলব যে, তারা যেন এটা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। আর যে ভদ্র মহিলার মৃত্যু হয়েছে—সেজন্য আইন অনুযায়ী তার পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ—পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, টি, আর, টি, -১৩২২ নং জিপটি এই একসিডেন্ট ঘটায়, তবে এই নাম্বার মিথ্যা। কিন্তু টি, আর, টি, ১৩২২ নাম্বার গাড়িটিকে তো এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আর বের করতে পারছেনা। তাহলে কি এই জিপটি বাংলাদেশে পাচার হয়ে গেছে—সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না? তারপর এই রাস্তা দিয়ে জিপ গাড়িগুলি প্রচণ্ড বেগে চলে ফলে এই ধরনের আরো দু'এক জন মারাও গেছেন। কাজেই এই রাস্তার উপরে একটি ড্রপ গেইট এবং একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কি না, ? এবং এই রাস্তা দিয়ে যে চোরা চালান চলছে তার সঙ্গে অনেক পুলিশও নাকি জড়িত আছেন, তাদের সহযোগীতায় এইটা হচ্ছে, কাজেই দোষী পুলিশ কর্মীদের শাস্তি দেবার জন্য সরকার ব্যবস্থা করবেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রাস্তার উপর একটি পুলিশ ফাঁড়ি অতিসত্বর বসানো প্রয়োজন। এই পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে, যে এই রাস্তায় চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত অনেক গাড়ি অতি দ্রুত বেগে চলাচল করে। সেটাকে যাতে নিয়ন্ত্রন রাখা যায় তার জন্য আমি পুলিশকে বলব তদন্ত করে দেখবার জন্য। এবং যদি সেখানে প্রয়োজন দেখা যায় তবে পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর জন্য এবং ড্রপ গেইট বসানোর বিবেচনা করা হবে। তবে শুধু পুলিশ ফাঁড়ি বসালেই হবে না, সেখানকার জনগণ সেখানে অনেক ভাল লোক আছেন, মাননীয় বিধায়কের মতনও লোক সেখানে আছেন, তারা যদি পুলিশকে সাহায্য করেন তবে এই সকল চোরা চালান বন্ধ করা এবং চোরাচালান কারকারীদের গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে এক মিনিটও লাগবে না।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের রাস্তা রোখো আন্দোলন ঠিক নয়। কারন এর দ্বারা সরকারকে শাস্তি দেওয়া নয়, পুলিশকে শাস্তি দেওয়া নয়—এতে জনগণকে শাস্তি দেওয়া হয়। একজনের মা মারা গেছেন সেটা স্বভাবতঃই দুঃখজনক। কিন্তু তারজন্যে রাস্তা রোখো আন্দোলন করে জনগনকে শাস্তি দেওয়া হবে তা ঠিক নয়। আমি পুলিশকে বলব একসব ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবার জন্য।

LAYING OF RVEES ON THE TABLE

মীঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "Laying of the Tripura Agricultural Workers Rulcs, 1986, as required under Sub-Section-3 of section 38 of the Tripura Agricultural Workers Act, 1986."

আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to lay before the House a Copy of the Tripura Agricultural Workers Rules, 1986. as required under Sub-section (3) of Section 38 of the Tripura Agricultural Workers Act, 1986.

মিঃ স্পীকার :—আজকের সভায় পেশ করা রুলস্‌ এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিশ থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি।

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষনা দিচ্ছি, ১৯৮৭-৮৮ ইং সালের জন্য পাবলিক এ্যাকাউন্টস্‌, কমিটি, এ্যাস্টিমেট কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্‌

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

কমিটি, কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ড কাস্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে গত ১৯-৩-৮৭ ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষনা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১১টি করে মনোনয়ন পত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়ন পত্রই বৈধ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন নি। উপরোক্ত কমিটিগুলোর প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) জন। মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে ১১টি (এগারটি) করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচন প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটি-গুলির জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়ের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

—: নির্বাচিত সদস্যের নাম হলো :—

(১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি :

১।	শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার,	চেয়ারম্যান :
২।	শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা,	সদস্য,
৩।	শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য,	সদস্যা,
৪।	শ্রীজিতেন্দ্র সরকার,	সদস্য,
৫।	শ্রীভানুলাল সাহা	সদস্য,
৬।	শ্রীকেশব মজুমদার,	সদস্য,
৭।	শ্রীরসিরাম দেববর্মা,	সদস্য,
৮।	শ্রীকাশিরাম রিয়াং,	সদস্য,
৯।	শ্রীমতিলাল সহা,	সদস্য,
১০।	শ্রীফয়জুর রহমান,	সদস্য,
১১।	শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা,	সদস্য।

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(২) এ্যাস্টিমেট কমিটি :

১।	শ্রীমানিক সরকার,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,	সদস্য,
৩।	শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী,	সদস্য,
৪।	শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস,	সদস্য,
৫।	শ্রীবিধুভূষন মালাকার,	সদস্য,
৬।	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী,	সদস্য,
৭।	শ্রীরসিকলাল রায়,	সদস্য,
৮।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ,	সদস্য,
৯।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা,	সদস্য,
১০।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল,	সদস্য,
১১।	শ্রীনকুল দাস,	সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচলনন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে এ্যাস্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৩) পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি :

১।	শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীসমীর দেব সরকার,	সদস্য,
৩।	শ্রীহরিচরণ সরকার,	সদস্য,
৪।	শ্রীসমীর কুমার নাথ,	সদস্য,
৫।	শ্রীতরনী মোহন সিন্হা,	সদস্য,
৬।	শ্রীকালিকুমার দেববর্মা,	সদস্য,
৭।	শ্রীভানুলাল সাহা,	সদস্য,
৮।	শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার,	সদস্য,
৯।	শ্রীনারায়ন চন্দ্র দাস,	সদস্য,
১০।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ,	সদস্য,
১১।	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য,

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসুনীল কুমার চৌধূরী মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(৪) কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস্ :

১।	শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীকেশব মজুমদার,	সদস্য,
৩।	শ্রীসমীর দেব সরকার,	সদস্য,
৪।	শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই,	সদস্য,
৫।	শ্রীরসিরাম দেববর্মা,	সদস্য,
৬।	শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস,	সদস্য,
৭।	শ্রীকালিকুমার দেববর্মা,	সদস্য,
৮।	শ্রীমতিলাল সাহা,	সদস্য,
৯।	শ্রীকাশীরাম রিয়াং,	সদস্য,
১০।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	সদস্য,
১১।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ড ট্রাইবস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৫) কমিটি অন ওয়েল ফয়ার ফর সিডিউল্ড কাস্টস্

১।	শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীহরিচরণ সরকার,	সদস্য,
৩।	শ্রীনকুল দাস,	সদস্য,
৪।	শ্রীযাদব মজুমদার,	সদস্য,
৫।	শ্রীজিতেন্দ্র সরকার,	সদস্য,
৬।	শ্রীমতিলাল সরকার,	সদস্য

৭। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য,
৮। শ্রীজওহর সাহা, সদস্য,
৯। শ্রীনারায়ণ দাস, সদস্য,
১০। শ্রীরসিকলাল রায়, সদস্য,
১১। শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিওল্ড কাস্টস্ এর-চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০০ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৮৭-৮৮ইং সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটি-গুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং ঐসব কমিটিতে যে সকল সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদের নাম ঘোষনা করছি।

(৬) বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটি।

১। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীবিমল সিনহা, উপাধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, সদস্য।
৩। শ্রীযাদব চৌধুরী, মন্ত্রী, এক্স অফিসিও, সদস্য,
৪। শ্রীঅনিল সরকার, মন্ত্রী, এক্স অফিসিও, সদস্য,
৫। মানিক সরকার, সদস্য,
৬। শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য,
৭। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৮। শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৯। শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস, সদস্যা।

(৭) রুলস্ কমিটি।

১। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীবিমল সিনহা, উপাধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, সদস্য,

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEE

৩। শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য,
৪। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, সদস্য,
৫। শ্রীসমীর দেব সরকার, সদস্য,
৬। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, সদস্য,
৭। শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য,
৮। শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সদস্য,
৯। শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, সদস্য।

৮) কমিটি অন প্রিভিলেজস্ :

১। শ্রীকেশব মজুমদার, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, সদস্য
৩। শ্রীফয়জুর রহমান, সদস্য,
৪। শ্রীভানুলাল সাহা, সদস্য,
৫। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,
৬। শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস, সদস্য,
৭। শ্রীরসিকলাল রায়, সদস্য,
৮। শ্রীকাশীরাম রিয়াং, সদস্য,
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে অমি শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে কমিটি অন প্রিভিজেস্ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৯) লাইব্রেরী কমিটি :

১। শ্রীভানুলাল সাহা, চেয়ারম্যান
২। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য,
৩। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, সদস্য,

৪।	শ্রীফয়জুর রহমান,	সদস্য,
৫।	কালিকুমার দেববর্মা,	সদস্য,
৬।	কাশীরাম রিয়াং,	সদস্য,
৭।	শ্রীজওহর সাহা,	সদস্য,
৮।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল,	সদস্য,
৯।	শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

১০) কমিটি অন্ ডেলিগেটেড লেজিসলেশান।

১।	শ্রীনকুল দাস,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীজিতেন্দ্র সরকার,	সদস্য,
৩।	শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস,	সদস্য,
৪।	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী,	সদস্য,
৫।	শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই,	সদস্য,
৬।	শ্রীতরনীমোহন সিংহা,	সদস্য,
৭।	শ্রীমতিলাল সাহা,	সদস্য,
৮।	শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার,	সদস্য,
৯।	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ ডেলিগেটেড লেজিসলেশান-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

১১) কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট এ্যাস্যুরেন্স।

১।	শ্রীমতিলাল সরকার,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার,	সদস্য,

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

৩। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, সদস্য,
৪। শ্রীসমীর দেব সরকার, সদস্য,
৫। শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য,
৬। শ্রীক লিকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৭। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৮। শ্রীরসিকলাল রায়, সদস্য,
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে কমিটি অন্ গভর্ণমেন্ট এ্যাস্যুরেন্স-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

১২) কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব মেম্বার্স ফ্রম দি সিটিংস অবদি হাউস।

১। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীবদরুজ্জমান রহমান, সদস্য.
৩। শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য,
৪। শ্রীদা ... সরকার, সদস্য,
৫। সুনীলকুমার চৌধুরী, সদস্য'
৬। শ্রীকালিকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৭। শ্রীনারায়ণ দাস, সদস্য,
৮। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৯। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব মেম্বার্স ফ্রম সিটিংস্ অবদি হাউস-এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করছি।

১৩) প্রিটিশান কমিটিঃ

১।	শ্রীতরণীমোহন সিন্হা,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই,	সদস্য,
৩।	শ্রীসমীরকুমার নাথ,	সদস্য,
৪।	শ্রীবিধুভুষন মালাকার,	সদস্য,
৫।	শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য,	সদস্যা,
৬।	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস,	সদস্য,
৭।	শ্রীরসিকলাল রায়,	সদস্য,
৮।	শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া,	সদস্য,
৯।	শ্রীমতিলাল সাহা,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীতরনীমোহন সিনহা মহোদয়কে পিটিশান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

১৪) হাউস কমিটি :

১।	শ্রীরশিরাম দেববর্মা,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীসমীরকুমার নাথ,	সদস্য,
৩।	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস,	সদস্য,
৪।	শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী,	সদস্য,
৫।	শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য,	সদস্য,
৬।	শ্রীনারায়ণ দাস,	সদস্য,
৭।	অঞ্জু মগ,	সদস্যা,
৮।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা	সদস্য,
৯।	শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস,	সদস্যা।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীরশিরাম দেববর্মা মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS.

মিঃ স্পীকার ঃ—এবার আমাদের প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান। রিসিসের আর মাত্র ৫ মিনিট বাকী আছে। রিসেসের পরেই সুরু করা যাক।

এই সভা আজ বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন, সভার সামনে কার্য্যসূচী, হল, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানের উপর আলোচনা। গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় যে রিজলিউশানটি মুভ করেছিলেন, তার আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে কাজেই আজকে প্রথমে সেই অসম্পূর্ণ আলোচনা শুরু হবে। এছাড়া, আজকের কর্মসূচীতেও তিনটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান রয়েছে, রিজলিউশানের প্রায়রিটি অনুসারে প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস মহোদয়। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় যে প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে এনেছেন, তা উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং গ্রিফের মত একটা সংস্থার প্রশংসনীয় কাজকর্মকে ব্যহত করার, এটা একটা ষড়যন্ত্র। স্যার, আমাদের যে লিষ্ট অব বিজনেজের কপি দেওয়া হয়েছে, তাতে এটা টাইপ মিষ্টেট কিনা, অথবা স্বয়ং বিধায়ক মহোদয় এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন কিনা, আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় বিধায়ক মহোদয় নিজে একজন প্রধান শিক্ষক, তাই তাঁর এরকম ভুল হওয়া কথা নয় যা হউক, এই সম্পর্কে আমাদের যেহেতু কিছু জানানো হয় নি, তাই এটাও আমাদেব কাছে একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই গ্রিফ, সেটা হচ্ছে জেনারেল রোড ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্স, এটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার গটণ করেছিলেন, যাতে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক প্রয়োজনে তথা জনস্বার্থে রাস্তা তৈরী করা যায়। স্যার, এর অনেকগুলি অর্গানিজেশান আছে, যেমন মিজোরাম থেকে আমাদের ত্রিপুরা পর্য্যন্ত সেটা, এটাকে বলা হয় পুষ্পক, আর মেঘালয় থেকে নাগাল্যাণ্ড পর্য্যন্ত যেটা সেটাকে বলা হয় সেবক। আমরা জানি

যে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ মূহুর্তে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বাঁধলে দেখা গেল এই আসাম-আগরতলা রোড এর উপর দিয়ে ১০ টনের বেশী মালামাল নিয়ে গাড়ীগুলি চলাচল করতে পারত না, এমন কি রাস্তা যে পরিমান চওড়া ছিল, তাতে বড় বড় গাড়ী-গুলি যাতায়াত করতে পারত না। কিন্তু এখন গ্রিফের হাতে এই রাস্তা যাওয়াতে আমাদের যে বড়মুড়া আছে, সেটাকে এখন আর পাহাড় বলেই মনে হয় না; যদিও লংতরাই এলাকাতে কিছুটা কাজ বাকী আছে। এই সম্পর্কে আমাদের অপোজিশান লীডার গতকাল যে কথা বলে গিয়েছেন, তা অতীব সত্য। তিনি বলেছিলেন যে, এই রাস্তাটা যখন সংস্কার করা হয়, তখন তাঁর প্লেনিং এর মধ্যে কিছুটা গোলমাল ছিল, তখন মনে করা হয়েছিল যে দিনে ৪০০ গাড়ী এই রাস্তা দিয়ে প্লাই করবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাতে প্রতিদিন ১২০০ এর বেশী গাড়ী চলাচল করছে। বাজেই একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে এটার এই হাল হয়েছে, ফলে মেণ্টেইনান্সের দিক থেকে গ্রিফের যতটা করার ছিল, ততটা করতে পারেন নি। এই গ্রীফের কাজকে আমরা যে শুধু প্রশংসা করছি, তা নয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এই গ্রীফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যে জন্য আমাদের নিজস্ব পূর্ত্ত বিভাগ থাকা সত্বেও তাঁরই নির্দেশে বেশ কয়েকটি রাস্তা গ্রাপকে দিয়ে ছলেন, সেগুলি হল ছা-মনু-গোবিন্দবাড়ী রোড, রাঙ্গামাটি থেকে অম্পিনগর রোড এই ধরনের আরও কয়েকটি রাস্তা আমাদের এই রাজ্যে গ্রীফই করেছেন। এই সমস্ত রাস্তা করতে গিয়ে তাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমন কি উগ্রপন্থীদের হামলায় এই গ্রীফের কয়েকজন শ্রমিকও নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে রোড ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপার্টও রয়েছেন। এত সত্বেও তারা যে কাজ করেছেন, সেজন্য কোথায় তাদের কাজের প্রশংসা করবেন, তা না করে মাননীয় সদস্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, এটা আমাদের রাজ্যের উন্নতির জন্য যারা কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনারই সামিল। এছাড়া, এই গ্রীফের কাজে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ জন ট্রাইবেল শ্রমিক সারা বছর ধরে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। অন্যদিকে মিজোরাম এবং মেঘালয়ে রাস্তার কাজ করার মত লোক্যাল লোক পাওয়া যায় না বলে বাইরে থেকে গ্রীফকে লেবার আনতে হয়। এই সংস্থার কাজকর্ম সুশৃঙ্খল, আমাদের এখানকার পি, ডব্লিউ, ডির মত নয়। যার পরিচালনায় বর্তমানে এই সংস্থাটি চলছে, অর্থাৎ এই সংস্থার যিনি মুখ্য বাস্তুকার, তিনি যে শুধু এফিসিয়েণ্ট তা নয়, তিনি আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা গৌরবও। উত্তর পূর্বাঞ্চলে যতগুলি সরকার আছে, তাদের সকলের দ্বারা তিনি উচ্চ প্রশংসিত, এমন কি তিনি আমাদের মাননীয়

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বন্ধু ব্যক্তি। কাজেই এর বিরোধীতা করে এখানে যে ধরনের প্রস্তাব আনা হয়েছে, তা একটা অনাস্থতা আনারই সামিল এবং এতে আমাদের এই রাজ্যের উন্নতি ব্যহত হবে, আমাদের যাতায়াতের যে সমস্যা আছে, তাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। আগে আসাম থেকে বলডার বাস্টেন টিপ আনা হত. কারণ সেখানকার স্টোনের কোয়ালিটি ভাল, আর আমাদের এখানকার কোয়ালিটি ভাল নয়, আর আমাদের এখানে রাস্তার জন্য যে ইট ব্যবহার করা হয় তার কোয়ালিটিও ভাল নয়। আমি জানি আমার গ্রামে যে একটা সরকারী ইট ভাটা আছে. সেই ময়না-মাতে তার সমস্ত ইটই গ্রীফ কিনে নিয়েছে, তাদের আরও ইটের প্রয়োজন, কিন্তু সেই ইট তাদের সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কারণ ইটের প্রডাকশান প্রয়োজনের তুলনায় কম। কাজেই সব কিছু না জেনে শুনে তার বিরুদ্ধে এই ধরনের একটা অপবাদ দেওয়া ঠিক হবে না। আর টাকার সংস্থান নেই বলে রাস্তার কাজ ব্যহত হচ্ছে বলে যে কথাটা বলা হয়েছে, এটাও ঠিক নয়, কারণ কাজ যে ব্যহত হচ্ছে, তার জন্য দায়ী গ্রীফ নয়, দায়ী এই রুলিং পার্টি। আমরা জানি আগরতলা থেকে খয়রপুর পর্যন্ত আসাম-আগরতলা রোডের যে অংশটা আছে, লো-ল্যাণ্ড, এটাকে ভরাট করে উচ্চু করার জন্য তারা প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু আপনারা লোকজন নিয়ে ডেপুটেশান দিয়ে বলছেন যে এই অংশটা যদি উচ্চু করা হয়, তবে এই অঞ্চলে যে সমস্ত ঘরবাড়ী আছে, সেগুলি সাবমার্জড হয়ে যাবে। অবশ্য একথার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, কিন্তু নদীর ধার দিয়ে যদি উচ্চু করে বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে এই অংশের রাস্তাটার এই অবস্থা হয় না। অথচ সেই দিকে এই সরকারের কোন নজর নেই। কাজেই এই যে রিজলিউশানটা এসেছে, আমি সেটার বিরোধীতা করছি এবং সেই সঙ্গে এই সংস্থার কাজকর্ম ডিফেম না করে, তাকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ—

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহাশয় যে বেসরকারী প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটা নতুন কিছু নয়। বামফ্রন্ট সরকারের চিরাচরিত প্রথানুযায়ীই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের একটা অপকৌশল হিসাবে এটা এখানে আনা হয়েছে। রাস্তাটার গুরুত্ব অনসীকার্য্য। ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেটা বাহির থেকে আমদানী করতে হয় এই রাস্তা দিয়েই। বর্ষাকাল

উপস্থিত। এটা স্বাভাবিক থাকুক প্রত্যেকেই আমরা এটা চাই। এই রাস্তাটার আগে যে অবস্থা ছিল এবং এখন যে অবস্থা হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাই। এই কোম্পানী বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই রাস্তাটার বাঁক কমিয়ে মজবুত করার জন্য তারা চেষ্টা করেছে। এটা মজবুত হউক এটা তারা চায় না এটা ঠিক নয়। প্রসংগক্রমে বলতে চাই যে বিগত কয়েক বছরে এই রাস্তার উপর ডাকাতি, খুনখারাপি হয়েছে, তাদের কর্মীরা সেখানে কাজ করতে পারে নাই। সেই দিক দিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও তারা কাজ করে যাচ্ছে। কাজটা তাড়াতাড়ি হউক এটা আমরা বলতে পারি। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ হচ্ছে না এটাতো গ্রিফ বলেছে না, কোন পত্রপত্রিকায়ও দেখতে পাচ্ছি না। কি কারণে বিলম্ব হচ্ছে সেটা রাজ্য সরকারেরও দেখা উচিত। আমরা দেখছি, রাজ্য সরকার যে ইট দিচ্ছে সেই ইটের কোয়ালিটি ভাল নয়। আনকলাসিফাইড ইট। এই গ্রিফ ভারতবর্ষের দুর্গম অঞ্চলে আরও অনেক জায়গাতে কাজ করছে। এই সকল ম্যাটেরিয়েল যেগুলি অযোগ্য তারা সেগুলি ব্যবহার করতে চাইছে না। এগুলি ব্যবহার করা সমীচীনও নয়। এটা চেষ্টা করে লাভ দেই। গ্রিফের কাছে আমরা অনুরোধ করতে পারি যে এটার কাজ তড়ান্বিত করা হউক। তা না হলে ত্রিপুরাবাসীর অসুবিধা হবে। কিন্তু সেটা না করে এখানে প্রস্তাব আনা হয়েছে। এতে আমরা লক্ষ্য করছি, এইটা বামফ্রন্ট সরকারের কেন্দ্রের উপর দোষ চাপানোর প্রবণতা মাত্র। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মিঃ ডিপুটি স্পীকার।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এই হাউসে এটা এক ৷ অত্যন্ত জরুরী প্রস্তাব। এটাকে সমর্থন করি। ১৯৭৬ সালে যখন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় তখন অক্টোবর মাসে ত্রিপুরার তরানীনন্তন্ সরকার, মিনিসট্রি অব শিপিং অব ট্রেনসপোর্ট, সেনট্রাল. ডিপার্টমেন্টের কাছে আমাদের আসাম আগরতলা রোড হ্যাণ্ড অভার করা হয়েছিল। যখন হ্যাণ্ড অভার করা হয় তখন এই রাস্তার উপর ১৬টা পাকা ব্রীজ ছিল। তারমধ্যে একটা মনু ব্রীজ, খোয়াই নদীর ব্রীজ, দেও নদীর ব্রীজ ইত্যাদি। হ্যাণ্ড অভার করার সময় একটা কনডিশন রাখা হয়েছিল যে, এই রাস্তাটাকে ৭০ আর, সি, তে, স্টেজিক রোড, তার অর্থ হচ্ছে এক সাতে একটা ট্যাঙ্ক কনভয় ভাল মত যেতে পারে এরকম উপযোগী করে

তুলতে হবে। কেন্দ্র থেকে এই দপ্তরের কাজ দেখাশুনা করছেন বি, আর, ডি, পি, একটা কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এক্স প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী। আর এখন আছেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে আজ ১৯৮৭ সাল রাস্তাটার অবস্থা কি হয়েছে? আগের যে লোহার ব্রীজগুলি সেগুলিই আছে। ট্যাঙ্ক কনভয় যাওয়া তো দূরের কথা দুইটা জীপ এক সংগে যেতে পারে না। অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশন করতে হলে ট্রোলার, রিগ মেশিন আনতে হয়। এই ব্রীজগুলি দিয়ে এই সমস্ত ভারী যন্ত্রপাতি আনা যায় না। ব্রীজের কাছে এসে গাড়ীগুলিকে আনলোড করে তারপরে আবার লোড করে আনতে হয়। লোড নিয়ে আসলে ব্রীজ ভেঙ্গে যাবে। ও, এন, জি, সি, আঠার মুড়ায় কাজের জন্য বড় বড় পাইপ আনতে হয়, ভারী যন্ত্রপাতি আনতে হয়। সেগুলি আনতে ভীষণ অসুবিধা হয়। পাইপগুলিকে কেঁটে টুকরা টুকরা করে আনতে হয়। এই হল এই রাস্তার অবস্থা। এই কোম্পানীর বিভিন্ন শখা আছে যেমন আমাদের এখানে যেটা কাজ করছে সেটা হল গ্রিফ, আবার অন্যখানে আছে পুষ্পক, সেবক ইত্যাদি। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ৪০০ মে, টন, ১০০০ মে, টন নিয়ে গাড়ী চলছে।

না, ন্যাশনেল হাইওয়ে হলে ১২৫০ মডেলের টাটা গাড়ী ক ৭০ থেকে পে ১০০ টা এক সঙ্গে প্লাই করতে পারে এটাই নিয়ম। কাজেই ন্যাশনল হাইওয়ে দিয়ে দিনে ১ হাজার গাড়ী পাস করতে পারে, এটা কোন ব্যাপার না। কণ্ডিশনই আছে, কোন কোন গাড়ীর লোড ১২ টন থেকে ১৬ টন পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করে চলতে পারে। কিন্তু সেই কণ্ডিশন পুরোপুরি তারা লঙ্ঘন করেছে। এর ফলে আমাদের ও, এন, জি, সি, এর ড্রিলিং ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্যাস থারমাল প্রজেক্টের বড় বড় মেসিন আসতে পারছে না। সেন্ট্রাল আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড মাটির নীচে কোথায় জল আছে তা পরীক্ষা করবে। এদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলে একটাই অনুযোগ করে, আপনি তো বলেন এই খানে যান, ঐখানে যান, কিন্তু রিগ মেসিন কি করে পার করব? একটা একটা পার্টস্ খুলে নিয়ে যেতে হয়। আজকে মাননীয় শ্যামাচরণবাবু অম্পিতে ডেভলাপমেণ্টের কথা বলেন। কিন্তু, আজকেও তো অম্পির ব্রীজ হচ্ছে না। ব্যানিষ্টার ব্রীজ হবে। এটা একটা নুতন ধরনের ব্রীজ। কিন্তু তার পার্টস নেওয়ার মত রাস্তা নেই। একটি একটি পার্টস খুলে নিতে হয়। সেই রকম কুলাই ব্রীজেও দেখেছি, দুই দিনে সেই ব্রীজটি মিলিটারীরা কমপ্লিট করেছে। কিন্তু পার্টসগুলি

আর্মির বাহিনীকে আড়াই মাস লেগেছে একটা একটা পার্টস খুলে ট্রাকে করে আনতে হবে। এই ভাবে একটা ব্যানিষ্টার কনস্ট্রাকশন হয়। আপনারা শুনেছেন বিগ্রেডিয়ার গান্ধীর কথা, লেফটেনেন্ট জেনরল বি, এম, কাউল এরা একবার ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ যখন অরুণাচল বর্ডার পার হতে গিয়ে দেখলেন ব্রীজ নেই। কিন্তু ম্যাপে ব্রীজ আছে। এটা করার কথা রুরাল ডেভলাপমেন্ট বোর্ডের। এরা বলছে, আমরা ব্রীজ করেছি, রাস্তা আছে, আমাদের লোকেরা কাজ করেছে সেখানে। কিন্তু সৈন্য সামন্ত নিয়ে, সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে অরুনাচল বর্ডার পার হতে গিয়ে দেখলেন ব্রীজ নেই। তারপরে সেখানে তদন্ত করে দেখা গেল ভগৎ সিং নামে একটি লোকের কোম্পানী আছে যে বিরাট কংগ্রেস সমর্থক। প্রতিটি ইলেকশনে প্রচুর টাকা দিয়ে থাকেন। সেই ভগৎ সিং-এর একটি কোম্পানী আছে ওরা ত্রিপুরা রাজ্যে ব্রীজ তৈরী করে। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ভেদাগিরি। এই ভেদাগিরি সে সময় অরুনাচল প্রদেশ ভগৎ সিং-এর সাথে মিলে মিশে বাজেমাল, কনডাম মাল দিয়ে দিয়ে ব্রীজ করলেন। তারপর দেখা গেল সাঁজোয়া বাহিনী এই ব্রীজ দিয়ে আসার সময় চীনের সৈন্যের সাথে মোকাবিলা দূরের কথা, ঐ ব্রীজের ফাঁদে পড়ে। গাড়ী যায় ত ফাঁদে পড়ে। ১৯৭০ সালে তারা আবার ত্রিপুরায় কাজ করার চেষ্টা করে। আমাদের কমলপুরেও দুর্ভাগ্যই হউক আর সৌভাগ্যই হউক মোটামুটি একটি ব্রীজ ঠিক করা হল। এই বিধানসভায়ও কোয়েশ্চান উঠেছিল। গাড়ী যাওয়ার আগেই ধ্বসে পড়েছে। পরে তদন্ত করে দেখা গেছে, ভগৎ সিং ভেদাগিরি মিলে এটা করেছিলেন। যে ভেদাগিরিকে অরুনাচল প্রদেশ থেকে বিতাড়ণ করা হল সেই ভেদাগিরিকে সুখময় বাবু আদর করে ডেকে এনে ত্রিপুরা রাজ্যে বসালেন, ত্রিপুরার কংগ্রেস তাকে লুফে নিল। নেওয়ার পরে ঐ পঁচামাল দিয়ে ব্রীজ করলেন। যার ফল আজকে আমাদের বহন করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে, তাদের কন্ট্রাভোর্সি? তারপরে মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যা বলেছেন, বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ার উগ্রপন্থীর সাথে লড়াই করে কাজ করছেন, গভীর জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছেন, পানীয় জল নেই, কঠোর পরিশ্রম করে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ত্রিপুরার অগ্রগতির চেষ্টা করছেন তা সত্যি কথা। কিন্তু তারা করলে কি হবে, রাজীব গান্ধী তো ত্রিপুরার উন্নতি চান না। যখন কোন ইঞ্জিনীয়ার ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করতে আসেন, কিছুটা ডেভলাপমেণ্ট করলেই তাকে বদলী করার চেষ্টা করা হয়। কোন ইঞ্জিনীয়ারই কাজ করতে পারছেন না। একমাত্র ফেজিয়ার

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দীর্ঘ ৪ । ৫ বছর রইলেন। তারপরে দেখা যায় ঘন ঘন বদলী হচ্ছে। এক মাস আগে গিয়ে হয়ত দেখলাম মেজর টাইটাসকে, কিন্তু একমাস পরে গিয়েই দেখি, মেজর টাইটাস নেই, আছেন মেজর থোমাস, তারপর মেজর নামটা স্যার, আমার মনে নেই, তারপর মেজর ভেঙ্কটরমন। এত ঘন ঘন চেঞ্জ করা হচ্ছে। তারা হয়ত রাস্তাটার পরিকল্পনা করলেন, টাকা পয়সা কালেকশন করে কাজ করতে যাবেন সে সময়ই তাকে বদলী করা হচ্ছে। এর ফলে কাজ আটকে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, ডেভলাপমেন্টের নামে ত্রিপুরাকে ধ্বংস করতে চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার। এটা হচ্ছে এক দিক। অন্যদিক হচ্ছে, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের এরা কাজ দিচ্ছে। আমিও একমত। আজকে এখানে ১৭টি সেক্টরে কাজ হচ্ছে এই বর্ডার রোডের মধ্যে। জওহরনগর, লেচুবাগান প্রভৃতি জায়গায় তাদের অফিস আছে। তাছাড়া ১৭টি সেক্টরে সাড়ে পাঁচ হাজার এর মত লেবার কাজ করছে। তারমধ্যে ট্রাইবেল ৪০ পারসেন্ট, আদারস্ ৬০ পারসেন্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১২ বছর, ১৫ বছর কাজ করেও, ১৯৭০ সালে কাজে যোগ দিয়ে, ১৯৭১ সালে কাজে যোগ দিয়েও গত বছর হয়। তাদের রেগুলার করা হয় নি। তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই গ্রামের দীনেশ মেট ও নিরঞ্জন সিং ১৩ বছর কাজ করার পর ছাটাই হয়েছে। অপরাধ কি? শ্রমিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২। ১টি কথা বলেছিল। আজকে এরা ১৩ টাকা মজুরীতে কাজ করে। মাসের মাঝখানে মজুরী তাদের কিভাবে দেওয়া হয় জানেন? ১৫, ১৬, ১৭ কিংবা ১৮ তারিখও তাদের মজুরী দেওয়া হতে পারে। কোথায় যাবে? হঠাৎ হঠাৎ নোটিশ দিয়ে বলা হয়, অমুক দিন তোমরা ১৮ মুড়ার মাঝখানে মজুরী নিয়ে যেও। অনেক ঘটনা ঘটছে। ১৮ মুড়ার মাঝখানে রাত্র ২টায় পেমেন্ট দেওয়া হয়। রাত্র ২টার পরে আঠার মুড়া থেকে লোকগুলি কি করে আসবে বাড়ীতে। কি করে আমবাসায় যাবে? কি করে তুইসিন্দ্রাই যাবে? কি করে যাবে শনিছড়াতে কিংবা চম্পকনগর কিংবা আমবাসায়? এই ভাবে তাদের নির্যাতন করা হচ্ছে। স্যার, মিলিটারী রুলস হচ্ছে, ৬মাস কাজ করার পর তাদের রেগুলার করতে হবে। এটা স্যার, সামরিক আইন। কিন্তু কোন শ্রমিকই কাজ করতে পারেন না। ৫মাস ২৯দিন হলেই তাকে একটি ছাটাই-এর নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং আবার নূতন করে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। এইভাবে তারা কাজ করে। এটা হচ্ছে একদিন। অন্যদিকে বৃষ্টি বাদল ঝড়ের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। ১০০ ফুট উচুতে উঠে তাদের কাজ করতে হয়।

মিঃ স্পিকার ঃ—সংক্ষেপ করুন।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে তিন মিনিট সময় দিন। স্যার, এই সব কাজ করার সময় অ্যাকসিডেন্ট হলে তারা কোন কম্পানসেশান পায় না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩টা থেকে ১৫টা কেইস্ কোর্টে ঝুলছে। আমি বলি, আপনি জানেন আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন. মুঙ্গিয়া বাড়ীতে জমাতিয়া একজন আছেন তাকে সারা জীবনের জন্য উপর থেকে পড়ে দলামছা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে পঙ্গু হয়ে আছে। আজ পর্য্যন্ত একটি নয়া পয়সাও পায়নি কম্পেনসেশান। এটা হলো একটি ঘটনা। তেমনি ভাবে পেচারথলে ২জন মারা গেছে আজ পর্য্যন্ত কম্পেনসেশান পায় নি। কুমারঘাটে মারা গেছে আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সাও পায়নি। স্যার, তাদেরও তো সংসার আছে, তাদেরওতো খেয়ে পড়ে বাঁচতে হবে। তাদের সকাল ৭টায় গিয়ে পৌছুতে হবে। তার মানে, তাদের ৪টায় উঠতে হয়, ঘর থেকে বেরুতে হয়। ৭টায় হাজিরা না দিলে হাজিরা দিতে দেয় না। একদিন হাজির না হলে দু' দিনের বেতন কাটা যায়। এটা রুলস্। এইভাবে তারা দানবীয় কায়দায়, ফ্যাসিষ্ট কায়দায় তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। অথচ তাদের বোনাসও দেওয়া হয় না। সারাটা বছর কাজ করে একটি পয়সাও বোনাস পায় না। তাদের পেটোয়া ৪ | ৫ জন লোক আছে যাদের নামে বোনাস দেওয়া হয়। তাদের রুলস্ অ্যাণ্ড রেগুলেশনে আছে, ৭দিনের রেশন দিতে হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নি। আমি দাবী করছি, এইখানে বিরোধী সদস্যদের বলছি, একটি কমিটি করে এনকোয়ারী করতে যান। যদি দেখাতে পারেন; তারা যেকোন একজন শ্রমিকের কাছ থেকে যে একজন শ্রমিককেও রেশন দেওয়া হয়েছে সেটা প্রমান করুন এসে। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে বিরাট রকম দুর্নীতি হচ্ছে। গতকাল মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমি আর পুনরুক্তি করতে চাই না।

শুধু এই কথাই বলছি আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান করতে হলে বর্ডার রোডকে আরও মজবুত করতে হবে। বর্ডার রোডগুলিকে মজবুত করতে হলে যে সমস্ত শ্রমিক ভোর থেকে গহিন রাত পর্য্যন্ত কাজ করে ত্রিপুরার এই লাইফ লাইনকে সচল রেখেছে তাদের ওয়েলফেয়ারের জন্য সুযোগসুবিধা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সাথে সাথে ত্রিপুরার একমাত্র উন্নতির পথকে মজবুত করার জন্য আরও পদক্ষেপ নেন, এই দাবীর সাথে আমিও কণ্ঠ মিলিয়ে দাবী করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার অনেক খানি আমার বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। তবুও মাননীয় সদস্যদের মনে করা উচিৎ যে বর্ডার রোডের কোন অফিসারের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব না, এই প্রস্তাব মুলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন এই রাস্তাঘাট সম্পর্কে, বিশেষভাবে শ্রমজীবি মানুষ যারা তাদের বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করছেন তাদের সম্পর্কে, এবং সেটা জঘন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন, আসাম আগরতলা রোড দিয়ে যদি যান তাহলে দেখবেন ট্রাইবেল মায়েরা-বোনেরা সাতটা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছে। কাজ শেষ হওয়ার পর দেড় ঘন্টা, দু ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় কখন গাড়ী আসবে সেই গাড়ীতে তারা উঠবেন এবং সেই বড় রাস্তা থেকে তাদের ভিতরে যেতে হবে। কারো কারো ৬ | ৭ | ৮ মাইল ভিতরে যেতে হয়। অর্থাৎ রাত্রি ৪টার সময় উঠেন এবং রাত্রি ১০টার সময় বাড়ী যান। এদের জীবনের সঙ্গে টি, ইউ. জে, এস, সদস্য মহোদয়রা পরিচিত হবেন না। তাঁরা ধনিকে দালালী করছেন, শ্রমিকের জীবনের সাথে পরিচিত হবেন না। তাদের উপর যে আনুমানিক অত্যাচার হচ্ছে সেটা উনাদের চোখে পড়বে এটা কি আমরা আশা করতে পারি? ওরা দেখবেন যে ট্রাইবেলরা কাজ পাচ্ছে, আসলে ওরা ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করছে। সেইজন্য আমি বলছি যে একটা লেবার দপ্তর এখানে রাখা হয় না। আমি দিল্লীতে ওদের অফিসে গিয়েছি। আমাকে উনারা বলে যে আপনারা আপনাদের লেবারদেরকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেন আমরাও সেই সব সুযোগ সুবিধা লেবারদের দেব। এখানে এসে আমি বললাম আমাদের যারা শ্রমিক তাদের এই রেট দেওয়া হচ্ছে, বোনাস দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন কিছু দেওয়া হচ্ছে। আমাদের একটা সিদ্ধান্তও ওরা কার্য্যকরী করেন না। আমি বললাম, আপনাদের এত লেবার এখানে, কেন্দ্রীয় সরকার কেন তার লেবার দপ্তর এখানে এসে অফিস করছেন না, শ্রমিকরা কোথায় নালিশ করবে? শ্রম আইন বলেতো একটা জিনিষ আছে। নাকি যারা (কেন্দ্রীয় সরকার) আইন তৈরী করেছেন তাদের জন্য এই আইন না, হচ্ছে রাজ্য সরকারগুলির জন্যই আইন। কেন্দ্রীয় সরকার আইনকে পায়ের তলায় ফেলে গুড়িয়ে তারপর তাদের রাজত্ব চালাবেন। তারপর আমি বললাম ঠিক আছে আমাদের দপ্তর দেখবে, আপনাদের লোকদের বলুন যে কোন অভিযোগ যদি আমাদের দপ্তরে করে তাহলে ত্রিদলীয় বৈঠক

আমরা ডাকব, আপনারা উপস্থিত থাকবেন, তাও তারা করেন নি। টি, ইউ, জে, এস-এর মাননীয় নেতারা বলেছেন যে, তারা প্রচুর কাজ আমাদের দিচ্ছে। কিন্তু একদিন একটা আক্রমন করেছে রাস্তায়, তার জন্য তেলিয়ামুড়ার দু শত ট্রাইবেল মা-বোনদের ছাটাই করে দিন? একি রকম নীতি, কোন নিয়মে ছাটাই করতে পারেন? আমরা অনেকবার ওদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এই সব শ্রমিকদের জন্য জায়গা নিয়ে শেড তৈরী করার কথা. জলের ব্যবস্থা করার কথা, স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার রাখার কথা, কিন্তু একটাও উনারা পালন করেন না। আর করাপশানের কথা বলে লাভ কি এখানে? দিল্লী ওয়ালাবা ইট ভাটা করে দিলেন, আমি জানিনা এখনও তারা আছে কিনা। আমি পেচারথলে ওদের একটা ইটভাটা গেলাম, গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা শ্রমিকদেরকে যে পয়সা দেন, সে হিসাবের খাতাটা দেখান তো? শ্রমিকদের খোরাকীর জন্য দৈনিক ১|২ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন, এটা একটা ছোতায় লেখা হচ্ছে। আমি বললাম, এটাতো হতে পারে, না, পুরো হিসাব দেখান। কিন্তু তারা দেখাতে পারেন নি। এইসব শ্রমিকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ লোক টাউট দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। তারপর যাওয়ার সময় ১৫০|২০০ টাকা বকশিস দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওদেরকে বনডেড লেবার করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া আর কোন বনডেড লেবার আছে? সেখানে আমি বলেছিলাম, ওকে এরেষ্ট করার জন্য, কিন্তু পালিয়ে গেছে এইসব লোক ওদের মেটেরিয়েলস সাপ্লাই করে। আমি সেদিন চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীর কাছ দিয়ে আসতে আসতে ড্রাইভারকে বলি, থামো তো, এগুলি কি জড় করেছে? দেখি কতগুলি ইট যা কোন ক্লাসিফাইড ইটের মধ্যে পড়ে না। কতগুলি আধপোড়া মাটির ঢেলা নিয়ে আসা হয়েছে সৌভাগ্য বশতঃ, মাননীয় সদস্য যাকে বলেছেন আমার বন্ধু, সে বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করেন একখানা থান ইট তাদে দেখিয়ে বললাম, এই জিনিষ আপনারা দিয়েছেন? উনি আমাকে বললেন এটা তো ইটই না, এটা গাড়ীর তলায় পড়লে ভাল পাউডার হবে। উনাদের চোখের সামনে এগুলি পড়ছে না? মাননীয় সদস্য যেগুলি বলেছেন এগুলি সব বানানো কথা। উনারা বলছেন যে ঐ এলাকায় ওভার ব্রিজ হবে, কার কাছে শুনেছেন জানিনা। নীচে দিয়ে জল চলাচলের ব্যবস্থ্যা না থাকলে ফ্লাডে সমস্ত ডুবে যাবে। কাজেই লম্বা ফ্লাই ওভার তৈরী করতে হবে। কাজেই সময় লাগবে, কিছু টাকা লাগবে। সে অনুসারে বাজারও অন্য জায়গায় সরাতে হবে, তার জায়গা আমরা ঠিক করেছি। ওরা যা চেয়েছেন সমস্ত

কিছুই আমরা মেনটেন করেছি। সুতরাং আমরা বিরোধীতা করলাম কোথায়? কোন জায়গায় রাজ্য সরকার বিরোধীতা করেছেন? সমস্ত ব্রিজের এপ্রোচ্ রোডের জায়গায় আমরা ঠিক করে দিয়েছি, তারপরও ব্রিজ হয় নি। স্যার, দিল্লির অফিস থেকে বড় কর্ত্তারা এলেন এবং ষ্টেটমেন্ট দিলেন যে ২ বছরের মধ্যে টেম্পোরারী যে সমস্ত এস, পি, টি ব্রিজ আছে সেগুলিকে আর, সি, সি, ব্রিজে কনভার্ট করা হবে। কিন্তু আজকে ৭।৮ বৎসর হয়ে গেল সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় নি। কেন হয় নি, এটা মাননীয় সদস্য শ্রীত্রিপুরার জানার কথা নয়, আমার জানার কথা। আমাদের কাছে তারা বলেছেন যে, এই টাকা দিয়ে কাজ করা যায় না।

১৯৯০ ৯১ সালে এই রাস্তা আমরা চলাচলের উপযুক্ত করতে পারবো না আমার কাছে বলেছে, যে সব জায়গা ওদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা মাত্র ব্রীজ তারা করেছেন যেটা ছামনু ব্রীজ। কিন্তু ছামনুর পরের যে রাস্তাটার জন্যে ওদের অনুরোধ করেছিলাম সেটা বি এস, এফ কাভারিং করা দরকার আমার পুলিশ পিকেট বসবো, একটা ঘটনা এই এলাকায় ঘটেছে, ত্রিপুরা রাজ্যের বহু এলাকায় ঘটনা ঘটেছে কোন জায়গায় কাজ বন্ধ করে দিযেছেন পি, ডবলিউ, ডি? কোন জায়গাতে পি, ডবলি উ, ডি কাজ বন্ধ করে নি। বর্ডার রাড অরগানাইজেশ্যান তাদের যে কার্য্যকলাপ সাধারণ শ্রম আইনকে লংঘন করা করাপট্ অবলম্বন যারা করেছেন সেই জিনিযগুলি আমরা নিন্দনীয় বলছি। আর সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যের মধ্যে লাইফ লাইন বলছেন, যে রাজ্যের রেল লাইন আনতে অনিচ্ছুক সেই রাস্তাটার জন্য এটাকে দেখেন না। আমরা হাউসে সে কথা বললেই সব বিরোধী দলের নেতা এমন কি তাদের লেজুর তারাও ঝট করে উঠেন। আশ্চর্য্য কথা! আমি আশা করেছিলাম, এই ব্যাপারে উনাদের দ্বিমত থাকবে না এবং তাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝানো উচিত যে এই রাস্তাটা এই বোঝ রেখে করতে পারবেন না। আমরা এক বাক্যে বলবো যে, এই রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে হবে, ব্রীজগুলি অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সমস্ত শ্রমিক সম্পর্কিত যে আইন একটা আইনেরও আমরা লংঘন করতে দেব না। রাস্তা হোক আর না হোক শ্রমিকের উপর অত্যাচার এই সরকার বরদাস্ত করবেন না। ওরা যদি মনে করেন যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা করবেন বলে যে শ্রমিকের রক্তের উপর দিয়ে চলবে এটা এখানে চলবে না, অন্য রাজ্যে যান, অন্য রাজ্যে চলতে পারে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার, আপনার রাইট অব রিপ্লাই আছে, যদি বলতে চান তো সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাবটা এনেছি মাননীয় বিরোধী দলনেতা, উপজাতী যুব সমিতির পক্ষ থেকে এবং যে সমস্ত সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন, আমি আশা করেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে যেহেতু এটা লাইফ লাইন একটা দিনের জন্যও রাস্তা যদি অচল থাকে গোটা ত্রিপুরা রাজ্য তাহলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় রাস্তা জরুরী ভিত্তিতে করার প্রস্তাব এনেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন, তারপর আমি আশা করবো বিরোধী পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবকে যেভাবে তারা বুঝবার চেষ্টা করেছেন সেভাবে আপনারা নেবেন না, এটা এমন নয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব, এই ধরনের নয়। এই প্রস্তাবটা হচ্ছে এই লাইফ লাইন এটার গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্ষার পূর্বে যাতে রাজ্যের অন্ততঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে সরবরাহে বিঘ্নিত না হয় সেই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করে, শ্রমিকদের প্রতি এখানে যে অবিচার করা হচ্ছে সেই অবিচার যাতে অবিলম্বে বন্ধ হয় সেই দিকটা বিবেচনা করে আমি আশা রাখি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করা হবে এবং হাউসও একমত হয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আলোচনা শেষ হলো। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উথাপিত রিজলিউশ্যানটি ভোটে দিচ্ছি।

রিজলিউশ্যানটি হলো ঃ—

"এই বিধানসভা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত "গ্রীফ" কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিতে আসাম আগরতলা ৪৪নং জাতীয় সড়কের চরম অবনতি ঘটছে। ইহাও দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এই সড়কের বড় বড় ব্রীজগুলি পুনর্নির্মানের কাজ ব্যহত হচ্ছে।

বর্ষার পূর্ব মূহুর্তে আসাম আগরতলা লাইফ লাইনের অবনতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি ত্রিপুরার বাইরে থেকে ত্রিপুরায় আনা খুবই কঠিন হবে।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS.

তাই এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে, যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে এই রাস্তাটির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।"

(রিজলিউশ্যানটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশ্যান"। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশ্যান আছে। রিজলিউশ্যানের প্রায়রিটি অনুসারে প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশ্যানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশ্যানটি হলো :—

'এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, ত্রিপুরাকে স্পেশ্যাল ক্যাটাগরি অব ষ্ট্যাট হিসাবে বিবেচনা করে কমপক্ষে ২০ শতাংশ জমি জল সেচের আওতায় আনার জন্য, জন স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরন কর্মসূচীর প্রকল্পে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ এবং অসমাপ্ত বা অর্দ্ধসমাপ্ত বিদ্যুতায়িত গ্রামগুলিতে সার্বিক বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের জন্য সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা ত্রিপুরাকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা যখন দেওয়া হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই ত্রিপুরাকে স্পেশ্যাল কেটগরি অব ষ্টেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং তখন বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রয়োজনীয় যা কিছু সহায় সাহার্য্য সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করবেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি উনারা দিয়েছিলেন। এটা মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানি সবাই অবগত আছেন যে, ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, একটা অনুন্নত রাজ্য এবং সমস্ত দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। কারন এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরার জন্য যে ধরনের ইনফ্রাষ্ট্রাকচার গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের কর্মসূচী নেওয়া দরকার এটা বিগত

৪০ বছরে কংগ্রেস আমলে নেওয়া হয় নি। কাজেই এমন অবস্থায় আজকে ত্রিপুরা এই যে পশ্চাৎপদ রাজ্য হিসাবে এখানকার জন সংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং এখানকার মানুষের জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। কাজেই এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আজকে নির্যাতিত হচ্ছে এবং সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকার নজর দিচ্ছেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ২৬'৬১ লক্ষ,। আমরা লক্ষ্য করেছি এই যে লোক সংখ্যার অনুপাতে এখানকার জায়গার যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে সর্ব ভারতীয় জনগোষ্ঠী তার যে অর্থের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যের উপর জনবসতির চাপ যেটা অত্যন্ত বেশী, মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই যে, যেখানে ত্রিপুরাতে আমাদের জনবসতির নিবিড়তা সেটা হলো ২২৫ আর সেখানে সর্ব ভারতীয় যে রেকর্ড তাতে আমরা দেখছি গড় অনুপাতে ২২১ তাহলে এই যে হিসাব আমরা দেখছি যে, সর্ব ভারতীয় জনবসতির যে চাপ তার চেয়ে ত্রিপুরায় অনেক বেশী কাজেই সে দিক থেকে ত্রিপুরায় আজকে পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক উদ্বাস্তু এখানে এসেছে, কাজেই চাপ অনেক সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই ক্ষুদ্র এই রাজ্য সেখানে জমির পরিমান কম কিন্তু তার উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে সেই জায়গায় ত্রিপুরার মানুষের তার উন্নতি করার জন্য সার্বিক প্রকল্প নেওয়া উচিত, যে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া উচিত সে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন নি কাজেই সে দিক থেকে আমাদের রাজ্য যে বিশ্বের মধ্যে অনুন্নত রয়েছে এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

জনসংখ্যার সেখানে ১৫ পারসেন্ট তপশিলী জাতি গোষ্ঠী। কাজেই এই ধরনের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আমাদের কর্মসূচী নেওয়া দরকার। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন আয়ের ব্যবস্থা নাই। কোন একটা ইনফ্রসট্রাকচার যেটা গড়ে উঠেনি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদার হস্তে সাহায্য করা দরকার। সেটা এখনও হচ্ছে না। আমাদের এখানে জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ গ্রামে বাস করে এবং তার মধ্যে কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৪৩,২৯ পারসেন্ট, কৃষি শ্রমিক ২৪ পারসেন্ট কুটির শিল্পী আছে ১.৪৪ পারসেন্ট, অন্যান্য শ্রমিক আছে ৪১ ২৮ পারসেন্ট। এই হল গ্রামের চিত্র যেখানে সাধারণ মানুষ, দিনমজুর, যারা বাস করে। কাজেই আমাদের ত্রিপুরার যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি অর্থনীতি। ত্রিপুরার যে ২২ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে আমরা এই প্রস্তাব এনেছি। সেখানে আপনারা লক্ষ্য

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

করবেন ত্রিপুরার যে পার ক্যাপিটা ভারতবর্ষের পার ক্যাপিট্যার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমি এখানে একটা তথ্য দিচ্ছি। আমরা দেখেছি ১৯৭০-৭১ সনে যেখানে পার ক্যাপিট্যা ত্রিপুরার ৫০২ টাকা, সারা ভারতবর্ষের হচ্ছে ৬৩৩ টাকা। ৭৩-৭৪ এ পার ক্যাপিট্যাল ত্রিপুরায় ৫৫০ টাকা, সারা ভারতবর্ষে ৬২১ টাকা, ৭৪-৭৫ এত্রিপুরায় ৫১২ টাকা সারা ভারতবর্ষে ৬১৮ টাকা, ৭৭-৭৮ এ ত্রিপুরায় ৫৮০ টাকা, সারা ভারতবর্ষে ৬৯৩ টাকা, ৭৮-৭৯ তে ত্রিপুরায় ৫৯২ টাকা, সারা ভারতবর্ষে ৭১৬ টাকা, ৭৯-৮০ তে ত্রিপুরায় ৫৯০ টাকা, সারা ভারতবর্ষে ৬৬২ টাকা, ১৯৮০-৮১ তে ত্রিপুরায় ৬২৩ টাকা, সারা ভারতবর্ষে ৬৯৭ টাকা। কাজেই এই যে অবস্থা এইটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে বা দিল্লীর ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয় ত্রিপুরায় সেই অনুযায়ী দেওয়া হয় না। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ত্রিপুরার মোট জমির ৪০ শতাংশের মালিক শতকরা ১২টি পরিবার। যাদের ১২ কানির নীচে জমি রয়েছে শতকরা ৮৮টি পরিবার, ৬কানির নীচে জমি রয়েছে শতকরা ৬৯টি পরিবার এই তথ্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না আমাদের যে মোট অর্থনীতি তাতে বেশীরভাগ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী। তাদের উপর ত্রিপুরার কৃষি নির্ভর করে। কাজেই জলসেচের যে অবস্থা ত্রিপুরায়, তাবা ত্রিপুরা রাজ্যে খুবই দুর্বল। এটাকে যদি সফল না করা যায় তাহলে কৃষি অর্থনীতি সফল হতে পারেনা। আমাদের যে অবস্থা তাতে দেখা যায় সারা ত্রিপুরা পাহাড় পর্বত টিলা দিযে ঘেরা। আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে যে জমি আছে তাতে ২৫ ভাগ জমি চাষযোগ্য। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি এইযে জমি সেই জমি প্রয়োজনের তুলনায় কম। সেই জমিকে যদি আমরা ব্যবহার করতে না পারি তাহলে কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারেন। এই যে ২৫ ভাগ জমি আছে তার মধ্যে অ্যাসিউরড ইরিগেশান যেটা বলা হয় যেমন গভীর নলকূপ, নদী লিফ্‌ট ইরিগেশান এগুলি মাত্র ৬ ভাগ। বাকী ১০ ভাগ আন অ্যাসিউরড। যেমন সিজন্যাল বাঁধ ইত্যাদির মাধ্যমে যেগুলি সবসময় করা যায়না। অনেক সময় সেখানে নানা কারনে জলের সোর্স নাও থাকতে পারে। কাজেই অ্যাসিউরড এবং আন অ্যাসিউরড সব মিলিয়ে মাত্র ১৬ ভাগ জমি চাষের আওতায় এসেছে। কাজেই এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে জমি জল সেচের আওতায় এসেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আমরা সেখানে পাশাপাশি যদি তা ভারতবর্ষে চিত্র দেখ তাহলে দেখব ভারতবর্ষের পড় যে জমি চাষের আওতায় এসেছে তার পরিমান শতকরা ১৮ ভাগ। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বর্ত্তমানে যে, সোর্স

অফ ইরিগেশান আছে তার মধ্যে ১২৯টা লিফট ইরিগেশান স্কীম আছে, ৬০টি গভীর নলকূপ আছে, ৬টি ডাইভারশান স্কীম রয়েছে। যেগুলি থেকে জলসেচের সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু সেই সুযোগ এই সারা ত্রিপুরা চাষের আওতায় আনতে পারছেনা। রাজ্যে ৩টি মিডিয়াম ইরিগেশান প্রজেক্টের কাজ চলছে। তার মধ্যে গোমতী নদীর উপর মহারানী ব্যারেজের কাজ সেখানে শুরু হয়েছে। সেটা যদি অ্যাসিউরড হয়, তাহলে ৪ হাজার ৪৮৬ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় পড়বে। খোয়াই নদীর যে প্রজেক্ট তাতে ৪ হাজার ৫১৬ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আসবে মনু নদীতে যদি হয় তাহলে ৪ হাজার ১৯৮ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আসবে। এগুলি যদি হয় তাহলে ৩টা প্রজেক্টের মধ্যে ১৩ হাজার ১৯৯ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আসবে বলে অনুমিত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এগুলি ছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নদী, ছড়া ইত্যাদি আছে। যেগুলি কাজে লাগালে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিগুলি জলসেচের সুযোগ পেতে পারে। তার জন্য যে অর্থের দরকার সেই অর্থ ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের নেই। কাজেই সেইসমস্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যের দরকার। আমরা দেখেছি, পাঞ্জাবের মত জায়গায় বাকরা নংগাল প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে কৃষি অর্থনীতি পাল্টিয়ে গেছে। তামিলনাড়ুও এইরকম প্রজেক্টের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কাজেই এইখানে যেসমস্ত সোর্সগুলি আছে সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারলে ত্রিপুরাও সুনাম করতে পারত। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে আরো ডিপটিউবওয়েল করা যায়, স্যালো টিউব ওয়েল করা যায়, সেগুলি করতে গেলে প্রচুর টাকা দরকার। আজকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে অন্যান্য দেশগুলি আমেরিকার মত উন্নত দেশ ইরিগেশানের দিক দিয়ে গেছে সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া চীন ইরিগেশানের দিক দিয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। বিজ্ঞানের যেখানে আজকে অগ্রগতির যুগ আজকে এখনও এই দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এমনিতে এখানে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। খরা, অনাবৃষ্টি এগুলিতে রয়েই গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি অর্থনীতি যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। জলসেচের সঙ্গে পাশাপাশি বিদ্যুত জড়িত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা ৩০ মেগাওয়াটের মত। আমাদের প্রডাক্শান হচ্ছে বর্তমানে ডম্বুর প্রজেক্টে ৮৯ মেগাওয়াটের মত। বড়মুড়াতে যেখানে ১০ মেগাওয়াটের মত হওয়ার কথা, সেখানে একটা নষ্ট হয়ে আছে। সেখানে

মাত্র ৩,৫ মেগাওয়াটেরমত উৎপন্ন হচ্ছে। আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় শেষে আমাদের ত্রিপুরার বিদ্যুতের যে চাহিদা সেটা প্রায় ৫০ মেগাওয়াটের মত দাঁড়াবে।

সেখানে আজকে বিদ্যুতের এই চাহিদার কথা স্মরন করে আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২১৭১.০ লক্ষ টাকার ডিমাণ্ড করেছিল এবং কেন্দ্রের যারা ইলেকট্রিসিটি অথরিটি তারা ১৪৬৫ লক্ষ টাকা এপ্রোভেলও করেছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম যে এক অজ্ঞাত কারণে কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকাটাকে ছাঁটাই করে দিয়েছেন এবং মাত্র ১ লক্ষ টাকার বরাদ্ধ সেখানে রাখা হয়েছে। কাজেই এই টাকায় আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ নূতন করে গড়ার কথা, নূতন করে গ্যাস প্রকল্প গড়ার ডম্বুরে আর একটা নূতন প্রজেক্ট করার কথা, তৃতীয় ইউনিট গড়ে তোলার কথা, বড়মুড়ায় আর একটা ইউনিট গড়ে তোলার কথা, মানে এইগুলি গড়ে তোলার জন্য যে চাহিদা এবং এইটা যদি মেটাতে হয় তাহলে এই টাকা দিয়ে সেটা সম্ভব হবে না। সেই জন্যই আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রাখা হয়েছে যাতে আরও অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে পানীয় জলের সমস্যার কথাও উল্লেখ করছি। এখানে আমাদের পানীয় জলের যে সমস্যা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সমস্যা রয়েছে। সেখানে অনেক জায়গা আছে যেখানে পানীয় জলের উৎস নাই, অনেক জায়গা আছে যেখানে মার্কটু টিউব ওয়েল বা টিউব ওয়েলও কাজ করছে না, ফলে অনেক দূর থেকে আমাদের পাহাড়ী মা বোনদের প্রায় এক মাইল হেটে গিয়ে জল আনতে হয়। সেই সব কথা চিন্তা করেই আমার যে প্রস্তাব সেখানে রয়েছে যে আগামী ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনায় সারা ত্রিপুরায় যাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারি, সেই জল যাতে গ্রামাঞ্চল গিয়ে পৌঁছাতে পারে এবং সাধারণ মানুষ যাতে সেই সুযোগ নিতে পারেন সেই দিকে লক্ষ রেখে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দাবীর প্রতি নজর দেবেন এবং আমি আশা রাখছি যে আজকে আমার এই যে প্রস্তাব এইটাকে এখানকার সকল সদস্য এইটাকে সমর্থন জানাবেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করেন এই আশা রেখে এই প্রস্তাবকে সভার সমর্থনের আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— (শ্রীকেশব মজুমদার), আর কেউ আলোচনা করবেন।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যটা খুব ছোট রাজ্য এবং এখানে

কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নাই, ফলে এখানে কৃষির উপরই নির্ভরশীল, সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে জল সেচের ব্যবস্থা খুব প্রয়োজনীয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি উৎপাদনকে বাড়াতে হলে জল সেচের ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জল সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা উচিৎ। এখানে মাননীয় সদস্য ২০ শতাংশের জন্য অনুরোধ করেছেন, আমি বলব চাষের যোগ্য সেন্ট পারসেন্ট জমি হওয়া উচিৎ এবং হলে আরও বেশী উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি বিপ্লব হবে। এখানে বলা হয়েছে টাকার জন্য কেন্দ্রকে লিখলে হবে, জল সেচ-সহ এখানে যতগুলি আইটেমস আছে সবগুলিই ২০ দফা কর্মসূচীর আওতায় পরে এবং এই ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নের জন্য আলাদাভাবে টাকা দেওয়া আছে। তদুপরি এইসব স্কীমগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য একটা বাস্তব-সম্মত স্কীম হওয়া উচিত। যেমন একটা উদাহরন দেই, সেচু টিউব ওয়েল যেটা কোথায় বসালে সব চেয়ে বেশী উপকৃত হবে, বাস্তব সম্মত হবে যেটা চিন্তা করে করা উচিত, লক্ষীছড়া হাইস্কুলের সামনে যে শ্যালো টিউব ওয়েলটি আছে সেটাকে ৩৯ একর জমিতে ইরিগেশানের জন্য বসানো হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যান্ত এক ফোঁটা জলও সেখান থেকে বাহির হয়নি, এইটা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে এইটাতে নাকি পৌনে দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আমরা অনেক বারই প্রস্তাব দিয়েছিলাম বিগত ১৯৭৫ সালে এবং ১৯৭৮ সালের পর থেকেও আমরা দেখেছি যে বাইখোরা ছড়াতে যদি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচে ৩৫ একর জমিতে ভাল সেচের ব্যবস্থা হয়, সেটা না করে শ্যালো টিউব ওয়েল-এর জন্য এখানে পৌনে দুই লক্ষ টাকা খরচ কর হয়েছে এবং এই ভাবেই আমাদের স্কীমের ও পরিকল্পনার টাকা গুলি মিস-ইউজ করা হচ্ছে, এইগুলির দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। কারণ এই সেলু টিউব ওয়েলের পরিবর্তে যদি প্রতিটি ছড়াতে পাকা বাঁধ দেওয়া হত একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায়, যে উচ্চতার বাহিরে বর্ষাকালে জল যাবে এবং সব সময় এই উচ্চতায় জল থাকবে, এই ভাবে বাস্তব-সম্মত উপায়ে যদি ইরিগেশান সিষ্টেমটা করলে ভাল হবে। এখানে যেমন ডম্বুর প্রজেক্টে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সেখানে কোন জল সেচের ব্যবস্থা নাই ফলে যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা তাও হচ্ছে না শুধু মাত্র ফিসারীর কাজে তা ব্যবহার হচ্ছে। আর এই ভাবেই আমাদের স্কীমের টাকা গুলি বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমাদের যতটুকু উন্নতি হওয়ার কথা ততটুকু হচ্ছে না। তারপর আমাদের লক্ষীছড়াতে ইরিগেশানের জন্য যে শ্যালো টিউব ওয়েল করা হয়েছিল এইটা দিয়েও না কি

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

পানীয় জল সরবরাহ করা হবে, পাইপ লাইন বসানো হচ্ছে, জলই নাই তো পাইপ লাইন বসিয়ে কি করে জল সরবরাহ করা হবে জানি না। কাজেই এই সব দিক দিয়ে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে আমাদের এই স্কীমের টাকাগুলি দিয়েই আমরা আরও বেশী বাস্তব ফল পাব এবং জনসাধারণ আরও বেশী উপকৃত হবে। তার পর হহারনীতে গ্যারেজ হচ্ছে, গতবারও এই বিধানসভায় এইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে, যেখানে জল পাওয়ার কথা সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না, আর যেখানে জল না পাওয়ার কথা সেখানে করা হচ্ছে. আর এইভাবেই আমাদের স্কীমের টাকাগুলি অবাস্তবভাবে রূপায়িত হচ্ছে যার জন্য আমাদের যতটুকু উন্নতি হওয়ার কথা ততটুকু হচ্ছে না। কাজেই শুধু টাকা করলেইতো হয়না, আগে স্কীমগুলিকে কিভাবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের উচিত এবং ত হলেই আমরা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব, এই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— শ্রীকেশব মজুমদার) আর কেউ বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস যে প্রস্তাবটা এনেছে এইটা অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রনোদিত। আমরা দেখেছি, এই বাজেট অধিবেশনের সামনে একটা নির্বাচন এমতাবস্থায় কেন্দ্রকে দোষারূপ করে দীর্ঘ ৯ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতাকে ঢাকা দিয়ে আগামী নির্বাচনের বৈতরনী পার হওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এইটাতে কোন সন্দেহ নাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে জল সেচের ব্যবস্থা ২০ শতাংশ কেন, এক শত ভাগের ৮০ শতাংশ. পারলে ১০০ শতাংস করা দরকার, এইটা আমি স্বীকার করি। এখানে আপনারা চেয়েছেন যে ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনায় ত্রিপুরাকে প্রযোজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হোক ? এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, শুধু টাকা বাড়ালেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর কেন্দ্র শুধু টাকা দিলেই কি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ? আমার বিশ্বাস হয় না, কারণ যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটাকে সেই কাজে যদি না লাগানো হয় তাহলে কোনদিন সমস্যার সমাধান হয়না। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বুঝাতে চেয়েছেন যে কৃষি, ঠিকই ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল, ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মেহনতী মানুষের সংখ্যা কংগ্রেস আমলে ছিল ৬৫ পারসেন্ট, এই ৯ বছরে সেটা হয়েছে ৮৫ পারসেন্ট, এর মানে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীবের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে,

এইটা প্রমান হয় এবং এখনে যেটা আমরা দেখলাম, ত্রিপুরা রাজ্যের জল সেচের ব্যাপারে প্রতি বছরই বাজেটে কোটি কোটি টাকা ধরা হয়, কিন্তু আমরা কি দেখি সেই সব জল সেচের ব্যবস্থায় সাধা ন একটা সেশিন ম্যানের অভাবে, একটা পার্টসের অভাবে বছরের পর বছর সেগুলি অকেজো হয়ে থাকে।

সেই শিলাতলীতে দুর্বাসামুনি সেখানকার উপজাতিদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নিজের টাকা দিয়ে করেছেন। সেই বগাফাতেও পাইপ লাইন চুরমার হয়ে গেছে। সেই তৈদুতেও একই অবস্থা। কাজেই এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে টাকা দিয়ে কি হবে? যতটুকু টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে কিছু করা ত কর্তব্য। পানীয় জলের কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে যায়। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, এটা ভগবানও পারবেন না। তাহলে ভগবান যদি না পারেন মন্ত্রীসভা পারবেন কি করে? গণ্ডাছড়াতে ১৯৮৫-৮৬-তে ৩৫টি মার্ক ২ বসানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, টাকাও প্লেইস করা হয়েছিল কিন্তু মাত্র ১৬টা বসানো হয়েছে। বাকীগুলি কোথায় গেল, সেগুলির জন্য কি টাকা ধরা হয়নি? আর সেই অমরপুরে ৮৪-৮৫, ৮৫-৮৬ ও ৮৬-৮৭-তে যা করার কথা ছিল তা করা হয়নি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকটা ফেইলিউর হয়েছে। আমি বলতে চাই কেন্দ্রের রাজীব গান্ধী কি এখানে এসে টিউবওয়েল বসিয়ে দেবে? এখানে বিদ্যুতের কথা বলা হয়েছে। ঐ করবুকে করবুক বাজার থেকে যতিন্দ্রপাড়া মতাইপাড়া পর্য্যন্ত অর্ধেক হয়েছে বাকীটা হয়নি। এই টাকাও ত বাজেটে ধরা হয়েছিল। এই হাউজে সে টাকার কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু হচ্ছেনা কেন? নতুন বৈদ্যুতিক লাইনের কথা না হয় বাদই দিলাম। ঐ জগবন্ধু পাড়া থেকে ৪৫টি পোষ্ট চুরি হয়ে গেছে। এই পোষ্টগুলি কি একটা লোক চুরি করে নিতে পারে? ট্রাক দিয়ে সেগুলি নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি বলব, এই প্রস্তাবটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত-ভাবে এখানে আনা হয়েছে। আমি বলতে চাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটি গ্রাম পারেন কি? বিশেষ করে যে উপজাতিদের কথা বলে বলে ও নারা গলে পড়েন, সে উপজাতিদের এমন কি কোন একটি গ্রাম আছে যেখানে হাসপাতাল আছে 'বিদ্যুৎ আছে এবং সব কিছুতে গ্রামটি স্বয়ংসম্পূর্ণ? এটা ও নারা বলতে পারবেন না। বামফ্রন্ট সরকার যদি বৎসরে একটি গ্রাম করেও করত তাহলে ৯ বছরে ৯টি গ্রাম হয়ে যেত স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহলে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমর কি করে সমর্থন করব? কাজেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটার সমর্থন যদি বিরোধীদের থেকে

চাওয়া হয় বিরোধীদের পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীকেশব মজুমদার) :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই হাউজে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। জনস্বার্থে যদি কোন প্রস্তাব আসত তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা সমর্থন করতাম। কিন্তু এই প্রস্তাবটা একেবারে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে আনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য আর এই ব্যর্থতার দোষটা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কোন কোন জায়গাতে ডিপটিউবওয়েল ১। ২ বছর আগে বসানোর কথা ছিল কিন্তু ২ বছর পরেও সেখানে করা হয়নি।

কারন ইলেকট্রিক তারের যে সংযোজন সেটা গত দুই বৎসরের মধ্যেও সম্পূর্ণ হলো না। আবার কোথাও কোথাও একজন অপারেটারের কারনে পানীয় জলের সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না আবার কিছু কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু সেটা অর্ধেক পথে বন্ধ হয়ে গেল একজন অপারেটারের অভাবে। আবার দেখা গেছে যে এক জায়গায় লিফট ইরিগেসন রয়েছে সেখানে একজন অপারেটর বসে বসে বেতন পাচ্ছেন। কারন সেখানে পাইপও নাই এবং কারেণ্টও নাই। তাই সেখানে এই অপারেটর বসে বসে বেতন পাচ্ছেন গত এক বৎসর ধরে। তারপর সেই করবুকে সেখানে ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে, কিন্তু পাইপ লাইনের কাজ বন্ধ। কারন সেখানে কোন অপারেটর নাই। ফলে সেখানে জলের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। কাজেই এইটা এই যে, অপারেটরের অভাবে পাইপের কাজ হচ্ছে না সেটা কার গাফিলতীর জন্যে হয়েছে? সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষে হয়েছে? আবার বলা হচ্ছে যে, কোথাও কোথাও পাইপ লাইনের কাজ আরম্ভ হচ্ছে না উগ্রপন্থীদের জন্য। এটা ঠিক যে, উগ্রপন্থীদের একটা সমস্যা রয়েছে। কিন্তু যেখানে উগ্রপন্থীদের সমস্যা নাই, সেখানে কেন অপারেটরের অভাবে পাইপ লাইন বসা না হচ্ছে না? এর জন্যেও কি কেন্দ্রীয় সরকার দোষী? কাজেই আমরা উনাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে চাইনা। কিন্তু বর্তমানে যে বাস্তব সংকট চলছে সেই সংকটের মধ্যে এই ধরনের প্রস্তাব আনা হয়েছে হাউসকে বিভ্রান্ত করবার জন্য। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমরা কখনো সমর্থন করতে পারিনা। এই যে প্রস্তাব হাউসে আনা

হয়েছে তার পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। কজেই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :—(শ্রীকেশব মজুমদার): মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে মাননী বিরোধী দলের সদস্যরা যেন ধান ভাংতে শিবের গীত গাইছেন। এখানে যে প্রস্তাব উথাপন করা হয়েছে তার উপর আলোচনা না করে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। মাননীয় চেয়ার-ম্যান স্যার, আমরা বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাই। কিন্তু আমা-দের চাহিদামত টাকা আমরা পাইনা। যদি আমরা প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্র থেকে পেতাম তাহলে আমরা অনেক কাজকর্ম করতে পারতাম। কিন্তু ওদের বক্তৃতা শুনতে মনে হলো যে, টাকা ছাড়া ওরা কাজ করতে পারবে। কিন্তু আমরা টাকা ছাড়া কাজ করতে পারি না। কারন জিনিষপত্র কিনতে হয়। সেইজন্য ওদের কথা আলাদা। ওরা আকাশে বাড়িঘর নির্মান করে, আমরা করিনা। মাটির উপর বাড়িঘর নির্মান করলে ম্যাটেরিয়েলস লাগে, সেজন্য টাকা লাগে। কিন্তু ওরা যে আকাশে বাড়িঘর করে সে জন্য ওদের ম্যাটেরিয়েলস কিনতে হয়না, তাই ওদের টাকার ও প্রয়োজন নেই। সেজন্য তারা এই প্রস্তাবের বিরেধীতা করছেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি এখানে একটা হিসাব দিচ্ছি, ৭ম পরিকল্পনায় আমরা বরাদ্ধ চেয়েছিলাম ৩৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু বরাদ্ধ পেয়েছি মাত্র ১৫ কোটি টাক। এইটা হচ্ছে মাইনর ইরিগেসন প্রকল্প। আর মাইনর ইরিগেসন প্রকল্পে চেয়েছিলাম ৪৩ কোটি টাকা, পেয়েছি ২৭ কোটি টাকা। গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা চেয়েছিলাম ৪১ কোটি ৮৫ হাজার টাকা, আমরা পেয়েছি ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরনের জন্য আমরা চেয়েছিলাম ৫০ কোটি টাকা আর পেয়েছি ১৫ কোটি টাকা। এইটা একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমরা প্লেনিং কমিশনারের কাছে বার বার বলেছি যে, আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করা উচিত। কারণ অনেক ষ্টেট রয়েছে যারা তাদের বরাদ্ধকৃত টাকা তারা খরচ করতে পারেনা। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বলেন যে, তোমাদের টাকার বরাদ্ধ দিয়ে কি হবে তোমরা বরাদ্ধকৃত টাকা খরচ করতে পারনা কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সে রকম কোন অভিযোগ নেই। একটি পয়সাও আমরা কেন্দ্রকে ফেরত দিই না। বরং পাঁচ বছরের বরাদ্ধ আমরা

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

তিন বছরের মধ্যেই শেষ করেছি। কাজেই প্লেনিং কমিশনের বরাদ্ধ যেখানে আমাদের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা সেখানে এই অর্থ আরো বাড়ানো উচিত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের গ্রামের সংখ্যা ৪, ৭২৭ টি। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত ১৮৬৫ টি গ্রামে আংশিকভাবে বিদ্যোৎ পৌছে দিতে পেরেছি। ৩৯.৪৫ শতাংশ গ্রাম এলাকা বিদ্যুৎ লাইনের আওতায় এসেছে। ৭ম পরিকল্পনাকালে আমরা ১৫০০ গ্রামকে আমরা আংশিকভাবে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে পারব। আর এক হাজারটি গ্রামে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ পৌছবার চেষ্টা করব। সেই জন্য আমরা টাকা চেয়েছিলাম, অথচ সেই টাকা আমরা পাই নাই।

স্যার, এইটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই বিদ্যুৎ শুধু আলোর জন্য নয় গ্রামাঞ্চলে জল সেচের জন্যও উহা ব্যবহার করা হয়। কাজেই এই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যদি ব্যাহত হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই এই বিদ্যুতের অভাব থাকায় আমরা জল সেচের ক্ষেত্রে বা পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সামগ্রিক সাফল্য পাচ্ছি না। এই বৈদ্যুতিকরনের কাজ আমরা সম্পূর্ণভাবে করতে চাইছি। ৭ম পরিকল্পনায় ৭,৪০০ হেক্টার জমি জল সেচের আওতায় আনব। কিন্তু এখন যে টাকা আমরা পেয়েছি তাতে ৪,০০০ হেকটর জমি জল সেচের আওতায় আনতে পারব।

সারফেস ওয়াটার, আমরা আশা করেছিলাম ৯৬০০ হেকটাংকে সেচের আওতায় আনতে পারব। এখন দেখা যাচেছ ৬,০০০ হেকটরের বেশী সেচের আওতায় আনা যাচছে না।

পানীয় জল সম্পর্কে আমরা হাউসে তথ্য দিয়েছি, কত গ্রাম পানীয় জলের আওতায় আনার চেষ্টা করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই এই হাউসের সমনে বলেছি যে, জল যাতে বিশুদ্ধ হয় তার জন্য টিউবউয়েলগুলি পালটাতে হচছে এবং তার জায়গায় মার্ক-টু আমরা বসাতে চেষ্টা করছি। এই মার্ক-টু বসাবার জন্য রিগ কিনতে হচছে এবং সামগ্রিকতাভাবে একটা নতুন পদ্ধতিতে আমাদের যেতে হচছে। তারপরেও আমরা লক্ষ্য করছি যে, সব এলাকা আমরা মার্ক টু তে কাভার করতে পারব না। সেই কারনে যে মাষ্টার প্ল্যান আছে জল সরবরাহ করা সম্পর্কে সেটা হাতে নিয়ে আমরা অগ্রসর হচছি। সেজন্য আমরা চেয়েছি ৪১,৮৫ লক্ষ টাকা। আমাদের বরাদ্ধ হলো ২১, ৭৫ লক্ষ টাকা। এই টাকা আমাদের যথেষ্ট নয়।

মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছেন ২০ দফা কর্মসূচীর কথা। ওদের কাছে এটা মন্ত্র। আমাদের কাছে নয়। আমি বলেছি ২০ দফার বাইরে আরও ১৫ দফা আছে। তার জন্য এক পয়সাও বরাদ্ধ নেই। কোথা থেকে এঁরা পেলেন যে ২০ দফার জন্য অর্থ বরাদ্ধ আছে? তার মানে উনি কিছুই জানেন না। আমরা যে বরাদ্ধ চেয়েছি ২০ দফার জন্য সে বরাদ্ধ আমরা পাইনি। আমরা বলেছি অন্ততঃ এইসব সেকটারে যাতে বরাদ্ধ বাড়ানো হয়। জানিনা বিরোধী দলের সদস্যরা কেন এর বিরোধীতা করছেন। সম্ভবত তারা বলতে চাইছেন যে, টাকা দিলে ক্যাডাররা খেয়ে ফেলবে। বিগত ৩০ বছর ধরে দেখেছি যে, টাকা দিলে আগরতলার কনট্রাকটাররা খেয়ে ফেলেন। আমাদের ক্যাডার হচ্ছে কৃষক। সেজন্য উনারা বিরোধিতা করছেন।

মিঃ স্পিকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস। খুব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার পরে সকলেই এই প্রস্তাবটাকে সামর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো—"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে ত্রিপুরাকে স্পেশ্যাল কেটেগরী অব ষ্টেট বিবেচনা করে কমপক্ষে ২০ শতাংশ জমি জলসেচের আওতায় আনার জন্য, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচী প্রকল্পে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ এবং অসমাপ্ত বা অর্ধ সমাপ্ত বিদ্যুতায়িত গ্রামগুলিতে সার্বিক বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য সপ্তম বার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরাকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ হবে"।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ—অমি এখন মাননীয় সদস্য মানিক সরকারকে অনুরোধ করছি তাঁর রিজলিউশনটি উত্থাপন করতে।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাবটি হলো—

"ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নুতন নীতির ফলে জীবন দায়িনী ঔষধপত্রের দাম সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার যাইরে চলে যাচ্ছে।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে তাঁরা যেন জীবনদায়িনী ঔষধপত্র অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সস্তা দরে সরবরাহের জন্য অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন''।

মিঃ স্পীকার ঃ—স্যার, আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা পানীয় ৬৫ ভাগ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং এদের প্রায় সবটাই ব্যবসায়ী অপুষ্টিজনিত রোগে বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হন। কারণ, একটা ঔষধের যে পরিমান খাদ্য ক্যালোরি দরকার তাদের যে সীমাবদ্ধ আয়, সেই আয়ের দ্বারা সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হন। ইউনিসেফ-এর রিপোর্টে আছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চক্ষু রোগীর সংখ্যা বেশী এবং শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ ভারতবর্ষের মধ্যে সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। এর মূল কারণটাই হচ্ছে অর্ধাহার এবং অনাহার এবং নিম্নমুখী জীবন-ধারণ। এই অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের দেশের সরকারের অর্থনীতি, পরিকল্পনা নীতি এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এর হাত থেকে পরিত্রান লাভের জন্য একদিকে যেমন নীতি পরিবর্তন দরকার, সামগ্রিক নীতি পরিবর্তনের সাপক্ষে অন্ততঃ বিভিন্ন রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য কতগুলি ঔষধ, যার কোন বিকল্প নেই সেগুলি মানুষ যাতে সস্তা দামে পেতে পারেন তার একটা ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। এই প্রশ্নে ১৯৭৩ সালে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে প্রথম একটা বিতর্কের সুত্রপাত হয় এবং সেখানে জানতে চাওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোন ড্রাগ পলিসি আছে কিনা। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারন স্বাধীনতার পর থেকেই ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের কোন ড্রাগ পলিসি ছিলনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার দারুনভাবে যে এই প্রশ্নে সমালোচিত হয়েছিলেন এবং সভায় এই দাবী উত্থাপিত হয়েছিল যে, অবিলম্বে ভারত সরকার একটা ড্রাগ পলিসি এডপট করুন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬ জনকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরী হয় যারা চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন জয়সুখলাল হাতি এবং এই কমিটি শেষ পর্যন্ত হাতি কমিটি নামে পরিচিত হয় এবং মোটামুটিভাবে এই যে ড্রাগ শিল্প, তার সঙ্গে যারা যুক্ত এবং জনস্বার্থের প্রশ্নে ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে এদের কাছেও এই জয়সুখলাল হাতি কমিটি পরিচিত এবং পপুলার। জয়সুখলাল হাতির নেতৃত্বে যে, কমিটি, তারা ১৯৭৫ সালে এপ্রিল মাসে ১ বছরের মধ্যে একটা ড্রাগ পলিসি নির্ধারন করে পার্লামেন্টে সাবমিট করে। কিন্তু এরপরও কালো দিনগুলি

ভারতবর্ষের বুকে নেমে আসে, জরুরী অবস্থা এবং সেই জরুরী অবস্থার মধ্যে দেখা যায় যে, এই ড্রাগ পলিসি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা অ্যাডপ্ট করার প্রশ্ন আসে না। তার পরবর্তী সময়ে জরুরী অবস্থা উঠে যায়। জনতাপার্টির সরকার আসে এবং এই সংশ্লিষ্ট দপ্তরটার দায়িত্বে ছিলেন এইচ, এন, বহুগুণা এবং তিনি ১৯৭৮ সালে পার্লামেন্টের সামনে জয়সুখলাল্ হাতির সুপারিশের ভিত্তিতে একটা পলিসি ষ্টেটমেন্ট পার্লামেন্টে পেশ করেন, যদিও এই বহুগুণা উপস্থাপিত ড্রাগ পলিসির মধ্যে জয়সুখলাল হাতি কমিটির অনেকগুলি গৃহীত হয়নি বা কিছু কিছু বিষয়কে ড়াইওলেট করা হয়েছে এবং তার সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও ইট ওয়াজ ফাষ্ট টাইম যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা পলিসি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এটা মন্দের ভাল। সেই পলিসি বিভিন্ন দিকে সমালোচনা এবং তার সংশোধনের দাবী থাকা সত্বেও সেই পলিসির ভিত্তিতে কিছু কিছু কাজকর্ম হচ্ছিল এবং মাঝখানে দেখা গেল যে এর মধ্য দিয়ে আসল যে লক্ষ্য নিয়ে ড্রাগ পলিসি করার উদ্দেশ্য ছিল তার খুব বেশী পরিবর্তন হচ্ছে না। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৮৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বর্তমান এই দাবীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আর, কে, জয়চন্দ্র সিং একটা ষ্টেটমেন্ট করেন পার্লামেন্টে এবং পার্লামেন্টে এটা ডিসকাশন করার কোন সুযোগ ছিলনা। মেয়ার স্টেটমেন্ট অ্যাণ্ড ছাট হ্যাজ বীন অ্যাডপটেড অ্যাজ পলিসি অব দি সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট এবং পার্লামেন্টের ভিতর এবং পার্লামেন্টের বাইরে এই প্রশ্নের সমালোচনা হয়। একটা পলিসি অ্যাডপটেড করা হচ্ছে, একটা পলিসি ছিল, কি কারণে সেই পলিসিটা সংশোধিত হচ্ছে, আমরা কি করতে চাইছি, তার পারপাসটা কি, এটা আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু এরূপ আলোচনার কোন সুযোগ সেখানে থাকল না। পলিসি হ্যাজ বীন অ্যাডপটেড।

এখানে দেখা গেল যে ড্রাষ্টিক্যালি হাতি কমিশনের যে রিপোর্ট সেটাকে বে মালুম চেপে দেওয়া হল এবং এর মধ্যে পদ্ধতি বা পলিসি গ্রহণ করা হল, এটা সচরাচর ব্যাপার, যাও কিছু নিয়ন্ত্রন বিধি-নিষেধ তাতে ছিল এবং গরীব অংশের মানুষ যারা, তাদের কিছু ঔষধপত্র পাওয়ার সুযোগ ছিল, সেটাকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হল। হাতী কমিশনের যে রিপোর্ট, তার মূল বক্তব্য কি ছিল? তার মেজর রিকমেণ্ডেশান যেগুলি, তার অল্প কয়েকটা এখানে উল্লেখ করতে চাই। পৃথিবীর বুনিয়াদী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে-সব মালটি নেশান্যাল ড্রাগ কোম্পানিগুলি আছে, যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী,

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

ইটালি, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা ইত্যাদি দেশের এক চেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্পের মত এই ঔষধ শিল্পকেও কবজা করে সারা পৃথিবীর ঔষধের বাজার দখল করার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশের বাজার তো তাদের কাছে একটা মৃগয়াক্ষেত্রের মত। এই মাল্টি নেশানাল সংস্থাগুলি ভারতের ঔষধ বাজার করায়ত্ত করে ফেলেছে। এই হাতী কমিশনটা কেন্দ্রীয় সরকারই তৈরী করেছিলেন এবং কমিশন তার রিকমেণ্ডেশানে বলেছেন যে, এই মাল্টি নেশানাল ড্রাগ কোম্পানিগুলিকে নেশান্যালাইজড করতে হবে, এগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে নিতে হবে বা জাতীয়করণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের যিনি মন্ত্রী, সেই জয়চন্দ্র সিং-এর এই সম্পর্কে কোন কথাবার্তা নাই। বাইরে থেকে আমাদের জন্য যেসব জীবনদায়ী ঔষধ আমদানী করা হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৮০ ভাগ। কাজেই হাতী কমিশনের রিপোর্টে যে কথা বলা হয়েছে, যে এটা চলবে না, এটা বন্ধ করা কেন তার উদ্দেশ্য দুইটি, প্রথমটি হল মাল্টি নেশান্যাল করপোরেশনকে নেশানালাইজড করে বাইরে থেকে বাল্ক অব মেডিসিন ইমপোর্ট করার জন্য ভারতের ভিতরে যে ইণ্ডেজেনিয়াস ড্রাগ কোম্পানিগুলি আছে, সেগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে কিছু শিল্পের বিকাশ হবে, আর দ্বিতীয়তঃ, সেই সঙ্গে আমাদের দেশে যে সব বেকার আছে, তাতে তাদের জন্য কিছু কাজের সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা না করে যদি আমাদের দেশের মধ্যে বাইরে থেকে ঔষদের বাজার দখল করে ফেলে, তখন আমাদের যে, শিল্পের সম্ভাবনা, সেটা অংকুর-ঘরে মারা যাবে। কারণ যারা কাজ করছেন, তাদের কাজের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের কাজটা হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। আর সেজন্যই বলা হল যে সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। হাতী কমিশনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যে সুপারিশ ছিল, সেটা হল জীবনদায়ী যে ঔষধগুলি আছে, সেগুলির একটা তালিকা তৈরী করে দাম বেঁধে দেওয়া হউক এবং একই দামে ভারতের সর্বত্র সেই ঔষধ বিক্রির ব্যবস্থা করা হউক, কেন্দ্রীয় সরকারের সেখানে এই ধরনের একটা নিয়ন্ত্রন থাকার দরকার। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী জয়চন্দ্র সিং-এর যে পলিসি স্টেটমেন্ট, তার মধ্যে এসব কোন কথাই বলা হল না। স্যার, আমি যে প্রস্তাব এই সভার সামনে রাখলাম তাতে আমার বক্তব্যের মূল প্রতিবাদ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল এটা যে মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে রাখার জন্য কোন পরিকল্পনাই এই সরকার গ্রহণ করছেন না, এই দিক থেকে রাজীব গান্ধী আমাদের দেশটাকে আরও পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে, আমার মনে হয়। অন্ততঃ অর্ধাহার, অনাহার ক্লিষ্ট মানুষগুলি যেমন দিনমজুর, ক্ষেতমজুর

সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন ডাক্তার বাবু তাকে যে প্রেকক্রিপশান ধরিয়ে দেন, তখন সে নিজে খেতে না পারলেও অথবা তার ছেলের খাবার পয়সা বাঁচিয়ে হলেও তাকে সেই সব ঔষধ কিনতে বাজারে যেতে হয়, কাজেই এই হেন জীবনদায়ী ঔষধগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এই মাল্‌টি নেশান্যাল ড্রাগ কোম্পানীগুলির যে দৌরাত্ম গোটা ভারতের মধ্যে চলছে, তাতে যে সমস্ত রিপোর্ট' বেরিয়ে আসছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে এগুলি রোগীর ভাল না করে অপকারই করে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এগুলি নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি করে, কাজেই এগুলি ব্যবহার করা ঠিক নয়, অথচ আমাদের ভারতের বাজাবে এই সমস্ত ঔষধগুলি ঐসব মাল্‌টি নেশান্যাল সংস্থাগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিক্রি করে চলেছেন। কাজেই এর ফলে ভারতের মধ্যে ঔষধ শিল্পকে নতুন করে বিকশিত হতে বাধা দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে জীবনদায়ী দাম ন্যুনপক্ষে শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই আমি এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বলতে চাইছি যে, এটা করা চলবে না এবং সভার পক্ষ থেকে সবিনয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি যে অন্ততঃ অনাহাব, অর্ধাহার ক্লিষ্ট মানুষগুলি যাতে তাদের জীবনদায়ী ঔষধগুলি একই দামে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে এবং রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা নিয়ে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন এবং সেই মাল্‌টি নেশান্যাল ড্রাগ কোম্পানিগুলি দৌরাত্ব থেকে ভারতের ঔষধ শিল্পকে রেহাই দেন, ভারতের মধ্যে এসব ঔষধ তৈরীর যেসব শিল্প-কারখানাগুলি আছে এবং জীবনদদায়ী ঔষধগুলি যে-কোন রকম ফাটকাবাজী করার সুযোগ বন্ধ করুন। তাই আমি আশা করি যে এই সভা আমার এই প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন, করাণ এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজের প্রশ্ন নয়; এটা সারা ভারতের স্বার্থে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সবকার যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি। এখানে মাননীয় সদস্য তার প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, আমি তার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাস্তব চিত্র, তার একটা তুলনামূলক তথ্য এখানে দিচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যারও এখানে আমাদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা এবং তার যে সমস্যা আছে, তার সঙ্গে আমাদের তুলনামূলক বিচার করতে হবে। কারণ, আমরা দেখছি রাজ্য সরকার এই চিকিৎসা ব্যবসার যে সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলিকে শুধুমাত্র কতগুলি শহর ও কিছু সামারি ধরনের বাজারের মধ্যে

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এবং এই ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণের কোন প্রয়োজনীয়তাই এই সরকার অনুভব করছেন না। স্যার, আমরা যদি এটার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব না দেই বা অগ্রাধিকার না দেই, তাহলে, এই যে প্রস্তাব এসেছে, এটা আমাদের সামনে নিয়ে যাবে না বরং আমাদের আরও পিছিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের রাজ্যের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগই উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, তারা এখনও সেই সত্য, ত্রেতা, আর দাপর যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সেটা কি? সেটা হচ্ছে ওঝা এবং মন্ত্র। তার কারণটা কি? কারণ সত্য, ত্রেতা আর দাপর যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন ওঝা ও মন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত। স্যার, তার কারণটা কি? কারণ হচ্ছে যখনই কারো কোন রোগ ধরা পড়লো, কাছাকাছি কোন ডাক্তার খানা তো দূরে থাক, ডাক্তারকেও পাওয়া যায় না। ফলে তাদের বাধ্য হয়ে তখনকার মত ওঝাকে ডাকতে হয়, তারজন্য হয়তো চাউল, হাঁস মুরগী অথবা অন্য কিছু রোগ আরোগ্যের জন্য দিতে হয়, সেখানে যেসব ডাক্তারখানাগুলি আছে, সেগুলি এত দূর যে তাদের পক্ষে অনেক সময়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কি সম্প্রসারিত হয়েছে, না কি সংকোচিত হয়েছে? স্যার, আমি জানি নাগরাইতে আগে একটা ডিসপেন্সারী ছিল, সেটা কি এখনও সেখানে আছে? নেই। সেটাকে সরিয়ে আনা হয়েছে এবং অন্যত্র একটা সাব সেন্টার করা হয়েছে। কাজেই এর থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে এই রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আদৌ সম্প্রসারিত হচ্ছে না, বরং বলব যে সংকুচিত হচ্ছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। স্যার, এই চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকার এর পলিসিটা কি? তা, আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। আপনাদের পলিসি যেটা আছে সেটা বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে গেলে, এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা আদৌ টিকবে না। আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে কোন সৎ উত্তর দিতে পারবেন? (রুলিং বেঞ্চ -মানুষ কি চায়- আপনিই বলুন না) তা, আপনারাই মানুষের কাছে গিয়ে জেনে আসুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার' এখানের ঔষধ রাজ্যের বাহিরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দাম বাড়ছে। শুধু তা নয়। ঔষধ পাচার হচ্ছে বলেই দাম বাড়ছে। এই সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কোন উত্তর আছে? কাজেই বুঝতে হবে শুধু মাত্র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। জনগণের কল্যান করা যায়না। সব সময়েই

উনারা ট্রাইবেলদেরকে অন্ধকারে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। ট্রাইবেল এলাকায় চিকিৎসা আরও সংকুচিত হচ্ছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পার পাওয়া যাবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত প্রস্তাব। ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের কি নীতি সেটা বলছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যে ঔষধ দিচ্ছে সেটা দিয়ে এই সরকার জনগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছেনা। হাসপাতালগুলিতে বিনা পয়সায় ঔষধ দেবার কথা কিন্তু জনসাধারণ সেই ঔষধ পাচ্ছে না। বাজার থেকে তাদেরকে ঔষধ কিনতে হচ্ছে। এই দিকে এই বামফ্রন্ট সরকার দৃষ্টি দিচ্ছে না। এই বামফ্রন্ট সরকারের চরিত্র হল কেন্দ্রের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া। মানিকবাবু বলছেন যে ভারতবর্ষে শিশু রোগীদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই বামফ্রন্ট সরকার শিশু রোগীদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? ঔষধ ঠিক মত বিলি বণ্টন হচ্ছে কি? কেন্দ্রীয় সরকার যে বিনামূল্যে ঔষধ দিচ্ছে সেটা রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেনা। সেটা হাসপাতাল থেকে রোগীকে দেওয়া হচ্ছেনা। যে ঔষধ সদর উত্তরাঞ্চলে দুর্জনগরের জন্য স্যাংকশান হয় সেই ঔষধ বিক্রী হয় কামালঘাট বাজারে। সেই ঔষধ তাদের পেটোয়া কিছু কর্মচারীর যোগসাজসে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো এই দিকে যান। তিনি জানেন। অথচ এখানে কেন্দ্রের নীতি নিয়ে সমালোচনা করছেন। কাজেই এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার। সময় বেশী নাই, ছয় মিনিট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মানিকবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় ভাল। ত্রিপুরার জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ঔষধ কম দামে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা বিরোধীতা করিনা। এটা আমরাও চাই। এই প্রস্তাবের পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো দিল্লীতে প্রায়ই যান এবং বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তো আমরা শুনিনি যে এই

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

জীবন দায়িনী ঔষধ নিয়ে তিনি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন।

আমরা তো এখানে সেই আলোচনা শুনতে পাইনা যে, এটা জীবন দায়িনী ঔষধ, এই ঔষধপত্র মানুষ ব্যবহার করে, কাজেই এই ঔষধগুলির কম দামে দেওয়া হউক ত্রিপুরায়। এই রকম যদি প্রস্তাব রাখা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে সমর্থন করা হবে। কিন্তু, মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি কেহ করুক আমরা তা চাই না, এবং মানুষের ঔষধ নিয়ে কাউকে রাজনীতি করতে দিতে চাই না। স্যার, এটাতেই হচ্ছে আমাদের বিরোধীতা। বিরোধীতা এই নয়, সস্তা দরে আমরা ঔষধপত্র দিতে চাই না। স্যার, এখানে যে দামেই ঔষধ আসুক না কেন, তারপরে আবার ট্যাক্স বসান হয়। জীবন দায়িনী ঔষধের উপর সরকার সেলসট্যাক্স বন্ধ করুন এই আবেদন রাখছি। তাছাড়া, সাপ্লাই যা আসে তা আবার নন-ইউটিলাইজ করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট ২ | ১টা কোম্পানী ছাড়া অন্যারা ঔষধ আনতে পারছেন না। যার ফলে, তারা যে দাম ঠিক করে দেন সেই দামেই আনতে হচ্ছে। কাজেই, এদিকটি বিচার করলে দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। সরকার সেই নৈরাজ্যের উপরে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা তা জানতে চাই। স্যার, মালটি ন্যাশনেলের কথা বলা হচ্ছে তা তো কংগ্রেস আন্দোলনই করছে। আমরা ইমপোর্ট নিয়ন্ত্রন করতে চাই, অ্যাক্সপোর্ট বাড়াতে চাই। আজকে উনারা ন্যাশনেলকে আহ্বান করছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমেরিকা যাচ্ছেন, বলছেন, আস তোমরা, বিজনেস কর। স্যার, আজকে আমাদের মানুষকে রক্ষা করতে হবে, কনজাম্পশান মেইনটেইন করতে হবে। কিন্তু তা না করে, আপনারা হাউসকে গরম হতে বলছেন, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বণংদেহি মনোভাব পোষন করছেন, এটার জন্যই আমি বিরোধীতা করছি। স্যার, আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি, এ সব ব্যাপারে দিল্লীতে আলোচনা করুন, আমাদেরও নিয়ে যেতে পারেন, আমরা সেখানে প্রস্তাব রাখতে পারি। কিন্তু তা না করে রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাতে চাইছেন। দেখাতে চাইছেন, দেখ, এতদিন বিধানসভা করে আমরা কি করতে পেরেছি। কিন্তু কি পেয়েছি আমরা জানি না। তবে যে বঞ্চনা ছিল তাই আছে, তাই থাকবে। কাজেই যাওয়ার সময় কিছু বলতে হবে, তাই এই সমস্ত প্রস্তাব এনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলার প্রবনতার আমি বিরোধীতা করছি, নিন্দা কথাটা এখানে বলব না। এটা হয়ত শোভনীয় হবে না, কাজেই বিরোধীতা করেই আমি এই প্রস্তাবের উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় আপনি আলোচনা করতে চান ? কিন্তু আর তো সময় নেই। আজকে আর একটি রিজলিউশান আছে। ঠিক আছে, দু মিনিট বলুন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পাকার স্যার, প্রস্তাবটা আনা হয়েছে তা ভালই কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় মদের লাইসেন্স দেওয়ার পলিসিটা তাও কি জনস্বার্থেই করা হয়। এতে জনস্বার্থ কতটুকু রক্ষা হবে আর বামফ্রন্টের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা হবে জানি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, জীবন তো দায়ে ঠেকেছে তাই জীবনদায়িনী ঔষধ। আমরা এটার কোন বিরোধীতা করছি না। তবে বলছি, যেখানে আমরা মানুষকে পানীয় জল দিতে পারি না সেখানে ঔষধ কি করে দিতে পারব ? ওদের যা চিন্তাধারা, প্রশাসনিক চিন্তাধারা, গণমুখী চিন্তাধারা তাতে কি আর সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে ? এটা কি গণমুখী চিন্তাধারার সুযোগের প্রতিফলন ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই, এই ত্রিপুরা রাজ্যটা কত বড় ? সাড়া ভারতবর্ষে যা আমদানী করা হয় না তা ত্রিপুরায় আমদানী করা হয়। ঔষধের বাজারে পীঠস্থান তৈরী হয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্য। ভারতবর্ষের রেকর্ডের বা বাজার ম্লান হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের ঔষধের বাজার দেখে। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার হাতী কমিশনের কথা বলেছেন। এটা আমার বিশেষ জানা নেই। সত্যি কথা, অনেক ঔষধই আমরা জানি না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, ইদুর মারার ঔষধের কথা সবাই জানেনা যারা রাতের অন্ধকারে মানুষের অপচয় করে তা আপনারা বন্ধ করুন। এটা বন্ধ করলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বাচবে। আজকে হাসপাতালগুলির দিকে তাকালে আমরা কি দেখব ? একজন মাও কি স্বাভাবিক-ভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারছেন ? পেট কেটে সন্তানের জন্ম দিতে হচ্ছে। হাস-পাতালগুলি পেট কাটার যন্ত্রে পরিনত হয়েছে। এটাই তো হচ্ছে। কাজেই আগে ত্রিপুরাকে রক্ষা করুন। আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার যে জাতীয় ঔষধ নীতি গ্রহণ করেছেন সেই নুতন নীতিতে সব রকম ঔষধের দাম ১০ পারসেণ্ট থেকে ৩০০ শাতাংশ পর্য্যন্ত বাড়বে। এই রকম একটা বিপদের চিত্র সারা ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারন দেখতে পাচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষও তা দেখতে পাচ্ছে। জাতীয় নীতি বলে

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

কেন্দ্রীয় সরকার যা গ্রহণ করেছেন তা বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে, রাজ্য সরকারের কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নি, সাধারণভাবে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করেন কিনা একবারও তা জিজ্ঞেস করা হয় নি। স্যার, এই নীতির ফলাফল রাজ্যের মানুষকে বহু জাতীক সংস্থার এবং একচেটিয়া পুঁজিপতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং অবাধ শোষনের শিকার করে দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩ সাল থেকে ২৫ ধরণের প্রায় আড়াই হাজার ঔষধের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। ঔষধগুলি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছিলেন, এই ধরনের ঔষধ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক অথবা প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু তা ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্য্যন্ত প্রচার করা হয়নি। বেশীর ভাগ ডাক্তারই জানতেন না কোন কোন ঔষধ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ ঔষধগুলি বাজারে এখনও চলছে। বাজারে বিক্রয় বন্ধ করা হয়নি। এটা প্রচারের দায়িত্ব ছিল, ড্রাগ লাইসেন্স কন্ট্রোল বোর্ডের উপর। যার অফিস হচ্ছে, দিল্লীতে। এটা প্রচার করা হল না। আর এই ভাবেই বৃহৎ পুঁজিপতির স্বার্থে, ব্যবসায়ীর স্বার্থে নিষিদ্ধ ঔষধ বাজারে ছেড়ে রাখা হল। উৎপাদক ও বিক্রেতাদের কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করলেন তাদের মুনাফার জন্য মানুষের জীবন তাঁদের কাছে কোন মূল্য নেই। বে-সরকারী ঔষধ কোম্পানীর কাছে এইভাবে নতি স্বীকার করলেন।

স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ঔষধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রনের অধিকারী। আগে সরকার বিভিন্ন ধরনের ৩৮০টি ঔষধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, কিন্তু নুতন যে নীতি ঘোষণা করেছেন, সেই নীতিতে এখন হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ৯৫টি ঔষধ-এর উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, আর বাকী সব মুক্ত, যা খুশী ঔষধ তৈরী করতে পারবে এবং বিক্রি করতে পারবে। স্যার, ১৯৭৯ সালে ড্রাগ লাইসেন্স কন্ট্রোল অর্ডার বা ঔষধ মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করা হয়। এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশে দেশের সমস্ত ঔষধকে ৪টা শ্রেণীতে ভাগ করে মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১) জীবনদায়ী ঔষধ ৪০ পার্সেন্ট, ২) প্রয়োজনীয় ঔষধ ৫৫ পার্সেন্ট ৩) অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় ঔষধ ১০০ পার্সেন্ট ৪) অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বা সদ্য চালু হওয়া কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ কোন সীমা নেই এই ভাবে ড্রাগ লাইসেন্স কন্ট্রোল অর্ডার দিয়ে সারা ভারতবর্ষে ঔষধের প্রাইস সীমার নির্দেশ জারী করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। চতুর্থ স্তরে মুনাফার কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা না দিয়ে ঔষধ কোম্পানীগুলিকে পর্যাপ্ত মুনাফা লোঠার সুযোগ করে দেয়া হল। ফলে অপ্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরী বেড়ে গেল এবং সদ্য প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরী

বেড়ে গেল এবং সেই বাড়ীর মধ্যে দিয়ে জীবনদায়ী ঔষধের উৎপাদন কমে গেল এবং অপ্রয়োজনীয় ঔষধ ব্যাপকভাবে বাজারে ছেয়ে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় ৪৫ হাজারের মত ব্র্যাণ্ড সারা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রয়োজন ১১৭ থেকে ২০০ মত ঔষধ, সেখানে বাজারে চলছে ৪৫ হাজারের মত ঔষধ বাজারে চালু ঔষধের ৮০ শতাংশের কোন প্রয়োজন নেই। সারা ভারতবর্ষে ১ কোটি যক্ষারোগী এবং ৪০ লক্ষ কুষ্ঠ রোগী। তাদের জন্য যেটুকু ঔষধ প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের তুলনায় যথাক্রমে এক তৃতীয়াংশ এবং এক চতুর্থাংশ ঔষধ তৈরীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে বিদেশ থেকে বহুজাতিক করপোরেশনগুলি ইচ্ছামত ঔষধ এখানে বিক্রী করবে, সেই ঔষধ এখনকার জনগনকে কিনতে হবে। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ড্রাগ পুলিশ স্যার, হাতী কমিটির কথা এখানে উঠেছে। সেই কমিটির সুপারিশ করেছিলেন ঔষধ বিকাশ, ঔষধের গুনগত মানের নিশ্চয়তা, সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা, ঔষধের দাম প্রয়োজনীয় ঔষধের এসব ৮টি বিষয়ের জন্য কমিটিকে অনুসন্ধান এবং সুপারিশের জন্য বলা হয়। সেই কমিটির সুপারিশ করেছিলেন-আমাদের দেশে ধরনের অসুখ-বিসুখ হয় তাতে মাত্র ১১৭টি ঔষধের বেশীর ভাগ রোগের চিকিৎসা সম্ভব। তাই ১১৭টি ঔষধ এসেনশিয়েল ড্রাগ হিসাবে গণ্য করা উচিৎ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এই সংখ্যা ১১৭ থেকে একটু বেশী হবে, তবে ২০০-এর বেশী হবে না। ২০০ রকমের ঔষধ হলে পর সব রকম রোগের চিকিৎসা চলতে পারে। হাতী কমিটি আরও বলেছিলেন ড্রাগ কণ্ট্রোল অথরিটির প্রসার কর্মদক্ষতা ও মান উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া ঔষধের ক্ষেত্রে পাবলিক সেকটরে কোম্পানীগুলিকে সম্প্রসারণের পক্ষে তারা মত প্রকাশ করেন যাতে সরকারকে বেসরকারী ঔষধ কোম্পানীর কাছে নতি স্বীকার না করতে হয়। হাতী কমিটির চতুর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষনাটি ছিল ঔষধের ব্র্যাণ্ড নামের বদলে জেনেরিক নাম ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার একটি পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। স্যার, ইতিমধ্যে বহু জাতিক করপোরেশনগুলি আরও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ভারতবর্ষের একছেটিয়া ঔষধ কারবারী ঔষধ ব্যবসাটাকে তাদের কুক্ষিগত করে রেখেছে এখন প্রায় ৪০টি বহু জাতিক কোম্প্যানী ভারতের ঔষধ শিল্পের ৫০ শতাংশ দখল করে আছে। বর্তমানে কিছু বে-সরকারী কোম্পানী সরকারী পরিচালনাধীনে করছে। যেমন স্মিথ ষ্টানষ্ট্রিট, বেঙ্গল ইমিউনিটি, বেঙ্গল কেমিক্যালস্ সব মিলিয়ে এখন দেশে প্রায় ৯ হাজার ঔষধ কোম্পানী আছে। ১৯৩টি কোম্পানী মোট উৎপাদনের ৮২ শতাংশ দখল নিয়ন্ত্রণ

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

করে এবং এর মধ্যে সিংহভাগ দখল করে আছে বহু জাতিক কোম্পানীগুলি। এই বহু জাতিক কোম্পানীগুলি আমাদের দেশে যে সব ঔষধ বিক্রি করে তা পৃথিবীর বহু দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে নিষিদ্ধ। যেমন- ক্লাইওকুইনল (যা আমাদের দেশে এণ্টাবোকুইনল, এটাবো মেক্সাফর্ম প্রভৃতি নামে বিক্রি হয়)। এর ব্যবহারের ফলে স্নায়ুবিক দৌর্বল, দৃষ্টিহীনতা প্যারাফিসিস প্রভৃতি হতে পারে। এ ছাড়া প্রসারের বেগ চেপে রাখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে মানুষ এ জাতীয় ঔষধ খেয়ে জাপানে ১০ হাজারের বেশী লোক অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে যায় এবং জাপান সিবা ও গাইনি সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঔষধ কোম্পানীগুলির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিল এই নিষিদ্ধ ঔষধ বিক্রি করেছিল বলে। এগুলি তাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আমাদের দেশে এই জাতীয় ঔষধ তৈরী ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ ঘোষনায় বলা হয়েছে পেটের অসুখ ও চর্ম রোগে ক্লাইওকুইনলের ব্যবহার চলতে পারে, এই ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নয়। যেখানে জাপানে এই রকম ঔষধ বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো, পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার, মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন শোষিতের পক্ষে কেমনভাবে সমগ্র মানুষকে রক্ষা করার জন্য, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছেন এই হচ্ছে তার নমুনা। নির্দেশ দিলেন পেটের অসুক এবং চর্ম রোগের ক্ষেত্রে এই ঔষধের ব্যবহার চলতে পারে ও বাজারে বিক্রি হতে পারে। এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা কেন্দ্রীয় সরকার করে চলেছেন। জনমতের চাপে পরে সিবা ও গাইনি ১৯৮৫ সালের পর থেকে এই জাতীয় ঔষধ বিক্রি বন্ধ করে দেয়, কিন্তু বিস্ময়জনক যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বাজারে এই ঔষধ বিক্রি এখনও চলছে। এই বিক্রি বন্ধ সম্পর্কে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অ্যানাল জাতীয় ঔষধ নিষিদ্ধ, কিন্তু ভারতে চলছে। বেশী মাত্রায় এ জাতীয় ঔষধ যেমন নোভালজিন, ব্যারালগন ব্যবহার করলে রক্তের শ্বেত কনিকার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। মাংস পেশী ও গাঁটে ব্যাথা হয়। মানুষ ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর দিকে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ঔষধ নিয়ন্ত্রনের অধিকার, অথচ এগুলি ব্যবহার বন্ধ সম্পর্কে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

কেন্দ্রীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা চালু ঔষধগুলির গুনাগুন ও ক্ষতিকারক প্রভাব পর্য্যালোচনা করার পরে নির্দেশজারী করেন যে ঔষধ কোম্পানীগুলিকে মোড়কের ওপর লিখে

দিতে হবে ব্যবহার করলে কু ফলের কি কি সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৮০ সনে কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করেন ড্রাগ কনসালটেড কমিটি। এই কমিটি ৬৪ রকমের ঔষধের কার্য্যকারীতা পরীক্ষা করে পর্য্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে আসেন যে ২৩ জাতের ঔষধের ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই (থেরপিউটিক্য ইউজলেস) বা প্রচণ্ড ক্ষতিকর। কমিটি এই ২৩ জাতের ঔষধের মধ্যে ১৬ জাতের ঔষধের উৎপাদন ও বিক্রি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেবার সুপারিশ করেন, বাকী ৭ জাতের ঔষধ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে এগুলির ব্যবহারে খুব একটা ক্ষতি হয় না, যদিও লাভও নেই খুব একটা। এগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ করলে চলবে। এই সুপারিশের পর ড্রাগ টেকনিক্যাল এডভাইসরী বোর্ড খতিয়ে দেখে সেটাকে পরিবর্ত্তন করে বিস্ময়করভাবে ১৮ জাতের ঔষধ নিষিদ্ধ করেন। নুতন লিস্ট বের করা হলো। দেখা গেল তার মধ্যে ১৮টি শ্রেণীর ঔষধের নাম নেই। পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছিল, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন এগুলি একবার পরীক্ষা করে নিষিদ্ধ করা হলো, আবার সেগুলি গোপন হয়ে গেল কি করে? স্যার, এ সম্পর্কে কোন রকম দ্বিধার ব্যাপার নেই যে, এই বহুজাতিক করপোরেশন, একচেটিয়া কারবারীদের যে সেবা সে সেবা এই সমস্ত গোপন করতে সাহায্য করেছে। ওখানে টাকায় কাজ চলে, সমস্ত মন্ত্রীরা ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যান। জনগনের বিরুদ্ধে তারা এই ভাবে কাজ করে চলেছেন।

স্যার, ১৯৮২ সালে বিভিন্ন রাজ্যে ঔষধ বিক্রি করার তারিখের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় এবং রাজ্যগুলিকে তা কঠোরভাবে মেনে চলার আদেশ দেওয়া হয়। রাজ্যগুলি মানবে কি করে? কয়েকটি ঔষধের নাম বলছি। রাজ্যগুলিকে যে আদেশ দেওয়া হয় সেই আদেশগুলি যে কি রকম ফাঁকি, কি প্রচণ্ড ফাঁকি লক্ষ্য করুন অ্যামাইডোপাইরিন সংরক্ষিত ঔষধ উৎপাদন বন্ধের তারিখ কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হলো ১লা জুলাই ১৯৮২ এবং বিক্রির বন্ধের তারিখ ঘোষণা করা হলো ৩১শে অক্টোবর ১৯৮২, উৎপাদন বন্ধের যেদিন তারিখ করা হলো তার অর্থ হলো এই ঔষধ বাজারে ছড়িয়ে যাক, তোমরা যা উৎপাদন করেছে ভাল করে বিক্রি কর নিষিদ্ধ ঔষধ যে ঔষধ মানুষকে মেরে ফেলবে, যে ঔষধ মানুষের ক্ষতি করবে শুধু কি তাই? ফেনাসেটিন সংবলিত ঔষধ ৩০শে এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এই তারিখ থেকে বিক্রি বন্ধ অর্থ কি উৎপাদন বন্ধের যেদিন তারিখ ঘোষণা হলো তারপর থেকে বিক্রির জন্য প্রসস্ত সময় রেখে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, কেন? ব্যবসায়ীরা আরও নুতন নুতন ভাল করে মুনাফা লুট

নিক, নুতন নুতন নামাকরনে ব্র্যাণ্ড, নুতন নুতন ব্র্যাণ্ডে নুতন নুতন নামাকরনে এই কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। এই নিষিদ্ধ ঔষধগুলি আবার বেড়িয়ে যাচ্ছে বাজারে। সবগুলির নাম পড়ছি না, এই রকম ১৫টি শ্রেণীর আরও ঔষধ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তে উৎপাদন বন্ধের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে, আর ১৯৮৩ ৩১শে মার্চ বিক্রির বন্ধের তারিখ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যগুলিকে, একই নোটিশে, একই সারকুলারে, একই অর্ডারে এই সমস্ত এই ভাবে করা হয়। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট তাদের সুযোগ করে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকরে যাতে যেকোন নিষিদ্ধ ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গিয়ে হাইকোর্টে ইনজ্যাংশ্যান জারী করতে পারেন। স্যার, বিস্ময়জনক ১৯৮৩ ইংরাজীতে যে ঔষধের নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্টভাবে সার্কুলার দিয়ে সাড়া ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো কিন্তু আজকেও সেগুলি নিষিদ্ধ হয় নি, এইগুলি এখনও চলছে। এই ইনজ্যাংশ্যান-জারীর সুযোগ কে করে দিলেন. কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কি কায়দায় আমি একটু আগেই আপনাকে বলেছি যে কোন তারিখে উৎপাদন বন্ধের তারিখ করা হয় তারপর আবার কোন তারিখে তাঁরা আবার ঐ কায়দায় ছেড়ে দেন। এই সমস্ত কারচুপি, এই যে সমস্ত কৌশল, মানুষ মারা কৌশল এইগুলি সমস্ত সৃষ্টি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু সামান্য দুই একটা কথা তুলতে আরম্ভ করে-ছিলেন যেটা এই আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নর, তা সত্বেও বলি শুধু একটা উদাহরন দিলেই চলবে। ভারত সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে ২,০০০ সালে নাকি সকলের জন্য স্বাস্থ্য করে দেবেন, চিরদিন মানুষের জন্য কাঁদতে কাঁদতে একেবারে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শেষ হয়ে গেল। ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ বাজেটে কত অংশ বরাদ্দ ছিল? বাজেটের ৩৩০ শতাংশ, তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকীতে তা কমে গেল ২,৭ শতাংশ চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে ২,১০ শতাংশ কমছে স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। ৫ম পঞ্চ বার্ষিকীতে ১,৪০ শতাংশ, ৬ষ্ঠ বার্ষিকীতে এক শতাংশ মাত্র। স্যার, আমি আর আলোচনা করতে চাই না, শুধু এই টুকু বলি এই নীতি থেকে সরে না আসা পর্য্যন্ত সমস্ত একচেটিয়া কারবারী ব্যবসায়ী তাদের হাতে সম্পূর্ণ ঔষধ নিয়ন্ত্রন ঔষধের বাজার সব ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে কাণ্ড কারখানা করেছেন তার চেয়েও ঔষধের দাম বাড়ানো নয় আমাদের বিষ খাওয়াচ্ছেন, এমন ধরনের ঔষধ তৈরী করেছেন মুনাফার জন্য যে ঔষধ শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া তা নয় মানুষকে খুব দ্রুত, মানুষের স্বাস্থ্যকে সর্বনাশ করে দিচ্ছে। শিশুকে মারছে অন্ধ করে দিচ্ছে। সমস্ত যুবকদের পঙ্গু

করে দিচ্ছে। ঠিক এইভাবে ঔষধের নীতি চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো দরকার, সমগ্র জনগনকে সংকৃত হওয়া দরকার এবং আমি বিশ্বাস করি সমস্ত মানুষ এই সম্পর্কে সংগঠিত হবেন। আগামী দিনে আরও সংগঠিত হবেন, বিধানসভার এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয় এই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবেন এবং এই থেকে সরে আসবেন, এটাই একমাত্র কাম্য, এটাই আকাংখা করতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ – আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশ্যানটি ভোটে দিচ্ছি।

রিজলিউশ্যানটি হলো ঃ—

"ত্রিপুরা বিধান সভা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন নীতির ফলে জীবন দায়িনী ঔষধ পত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে তারা যেন জীবন দায়িনী ঔষধপত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সস্তা দরে সরবরাহের জন্য অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন"।

(রিজলিউশ্যানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর রিজলিউশ্যানটি মুভ করতে। কেবল আপনি মুভ করুন কারন একটা অ্যামেণ্টমেণ্ট আছে, আলোচনা শুরু করবেন না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—মিঃ স্পিকার স্যার, আমার রিজলিউশ্যানটি হচ্ছে ঃ—

"ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে ত্রিপুরার শ্রমজীবি জনগণের একাংশ যারা অধিকাংশই তফসিলী উপজাতি, তফসিলী জাতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর অংশের মানুষ তারা উপর্যুপরি বন্যা, খরা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর ফলে ব্যাঙ্ক পরিশোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সাথে ইহাও লক্ষ্য করছেন যে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তারা দ্বিতীয়বার ঋণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন তারা যেন ঋণ শোধে অক্ষম দুর্বল অংশের জনগণের ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেন"।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি একটু বসুন ।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশ্যানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন ।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে উত্থাপিত রিজলিউশ্যান-টির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি। আপনি আপনার প্রস্তাবটি মুভ করুন ।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটা হচ্ছে, In the last paragraph after the word "কেন্দ্রীয়" the words "ও রাজ্য" be added and the words "মঞ্জুর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেন" be substsituted by the words "মঞ্জুর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন" ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি একটু বসুন ।

এবার মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস আলোচনা শুরু করুন ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার এই রিজলিউশ্যানের পক্ষে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। এখানে প্রায় ৬ লক্ষ উপজাতি এবং সোয়া তিন লক্ষ তফশিলী জাতির মানুষ আছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনীতির দিক দিয়ে অনগ্রসর এক বিরাট অংশের মানুষ বাস করছেন। আমরা লক্ষ্য করছি এই রাজ্যে খরা বন্যা গত ৪০ বৎসর ধরে একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এর জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকার থেকে করা হয়নি। রাজ্য সরকার বার বার এইসব খরা বন্যা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেননি। আমরা লক্ষ্য করছি এর ফলে এখন প্রতি বৎসরই ফসল ধ্বংস হচ্ছে এবং কৃষকের শুধু ফসল নয় তার সম্পদ, জমি সমস্ত নষ্ট হচ্ছে, উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। হাজার হাজার জুমিয়া যারা রয়েছেন তাদের প্রতি বৎসরই জুমের ফসল নষ্ট হচ্ছে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির ফলে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮২ সন থেকে ১৯৮৫ সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে অতি বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির ফলে

জুমের ফসল ব্যাপকভাবে নষ্ট। ১৯৮৬ সনে বড় অংশের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। যেসব জুমিয়া এবং কৃষক ব্যাঙ্কের ঋন গ্রহন করেছিলেন তাদের এই অবস্থায় ঋন পরিশোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন এবং আমরা লক্ষ্য করেছি ঢাকঢোল পিটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ককে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, রাষ্ট্রিয় ব্যাঙ্কের কথা ঘোষনা করা হয়েছিল। সেই ব্যাঙ্কের শতকরা কত টাকা গরীব মানুষের কাছে গিয়েছে? এখনও সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকা বড়লোকরা এবং পুঁজিপতিরা ভোগ করছেন। গ্রামে ব্যাঙ্কে গিয়ে থাকলেও এইটা গ্রামীণ গরীব মানুষের কাজে এইগুনি লাগেনি। আমরা এও শুনেছিলাম ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষনা করেছিলেন একটা ১০ বৎসর মেয়াদী ঘোষনাও দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে আজকে এস, টি, এবং এস, সি, তাদের অর্থনীতি উন্নতি করবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম ১০ বৎসর পর পর ৪ বার তাদের সেই অর্থনীতির মেয়াদ বৃদ্ধি করলেন, কিন্তু দুর্বল অংশের মানুষের উন্নতি হলনা। তাদের অবস্থা আরো খারাপ হল। আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে এই অংশের মানুষ অর্থাৎ এস, টি, বা এস, সি যারা তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ এর উপরে দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। আমাদের রাজ্যে ৮০ ভাগের উপরে দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। এইযে অবস্থা তাদের অবস্থা দিনের পর দিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেইসব মানুষের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চয়ই দায়িত্ব রয়েছে। আমরা এই জন্যই এই বিধানসভা থেকে দাবী তুলছি যে, এখানে যদি বড়লোক, পুঁজিপতিদের শত শত কোটি কোটি টাকা ভর্তুকী দেওয়া যায়, তাহলে কেন গরীব কৃষক, জুমিয়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তারা কেন সেই অর্থ, সেই ঋণ পাবেননা। এবং যে ঋন দেওয়া হয় সেই ঋন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। কি কাজে সেই ব্যাঙ্কের ঋন লাগবে তার জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নিতে গিয়ে মানুষ কিভাবে হয়রানি হচ্ছে ঋণ দানের যে পদ্ধতি, নীতি। এই নীতির ফলে সরাসরি ঋণ গরীব মানুষের কাছে না গিয়ে এলাকার মধ্য স্বার্থভোগী বাটপার তাদের কাছে ঋণের টাকা চলে যাচ্ছে। এই ঋন পরিশোধ করবার দায়িত্ব যাদের নামে ঋণ মঞ্জুর হয়েছে সেইসব গরীব মানুষকে দিতে হয়। এই কথা বদলাতে হবে এবং আমরা দাবী করছি, এই যে মূল্য বৃদ্ধি এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ দায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ভারতবর্ষের অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তাদের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রনের ফলে দুর্বল অংশের মানুষ আরো

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

দুর্বল হচ্ছেন, তাদের নিয়ন্ত্রনের ফলে সাধারন মানুষ জমি হারাচ্ছেন, সম্পদ হারা হচ্ছেন। কাজেই এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কোন অবস্থাতেই এর দায় গরীব মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। তার জন্য আমরা দাবী করছি তাদের প্রয়োজন হলে গরীব মানুষের স্বার্থে, বড়লোকদের পোষন করার নীতি বদলাতে হবে। গরীব মানুষের স্বার্থে ঋনদান এবং যারা গ্রহন করেছেন, পরিশোধ করতে পারছেন না তাদের পুনরায় ঋন দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের পুরানো ঋন মুকুবের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা দাবী করছি এখানে জুম চাষের জন্য, মৎস চাষের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জন্য, ছোট ছোট উৎপাদনকারীদের জন্য, ফল চাষীদের, পান চাষীদের, ছোট কারিগরী যাদের এই ঋন দেওয়া হয় এবং তারা এই ঋন পরিশোধ করতে পারছেন না, যাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তাদের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য এইটা দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে কোন বড় শিল্প নাই। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে এখানে ছোট ছোট শিল্প, কারীগরী, যারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে চান তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং হতাশ হচ্ছেন। তাদের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। আমরা যখন এই ধরনের প্রস্তাব হাউসে নিয়ে এসেছি তখন আমরা লক্ষ্য করছি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা রাজ্য সরকারের উপর এই বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা ত যে-কোন বিধানসভার সদস্য কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন মানুষ এইটা জানেন যে, ব্যাঙ্কের ঋন মুকুব করা কিংবা ঋন দান এইটাত রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বের মধ্যে আসেনা, এইটা রাজ্য সরকারের দায়িত্বের মধ্যে আসেনা। তাহলে তারা এই হাউসে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন কেন? কারন তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তোষামোদ করা, তাদের খুশী করা এইটা আমাদের উপজাতি যুবসমিতির বন্ধুদের একটা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। শুধু তাই নয় মাননীয় স্পীকার স্যার, যখনই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই হাউসে কোন প্রস্তাব বা দাবী উপস্থিত করা হয় তখন সব ক্ষেত্রেই কংগ্রেস (আই) এর সদস্যরা অবশ্য তারাতো এর বিরোধীতা করবেনই, কারণ সারা ভারতবর্ষের মানুষের দুর্দশার জন্য আজকে তারা আসামীর কাঠগড়ায়, আজ তারা ভারতবর্ষের প্রায় অর্ধেক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং তাদের জন্য ভারতবর্ষে আগামী দিনে অমবস্যার রাত্রি অপেক্ষা করছে, এমতাবস্থায় তাদের সঙ্গে কেন যে আমাদের উপজাতি যুব সমিতির মাননীয়

সদস্যরা সুর মিলান এইটা বুঝা বড় মুশকিল, এরা তাদের সঙ্গে সহমরনে যেতে চান। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ব্যাঙ্ক মেলার নামে এই কংগ্রেস (আই) এর যুব শাখার লোকেরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান, আমরা এই বিভ্রান্তকারীদের কাছে অনুরোধ রাখব যে, এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। এখানে যে প্রস্তাব এসেছে তাতে ত্রিপুরার শতকরা ৮০ ভাগ গরীব মানুষের স্বার্থ নিহিত হয়েছে এবং যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না, ঋণ গ্রহন করতে পারছেন না তাদের স্বার্থের কথাই এই প্রস্তাবের মধ্যে এসেছে, কাজেই এই প্রস্তাবের সঙ্গে আপনারা সুর মিলাবেন এবং যদি সুর মিলাতে অস্বীকার করেন তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে আপনারা গরীব মানুষের পক্ষে নন। অবশ্য ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছেন আপনাদের চরিত্র। কাজেই এখন আপনাদের সময় আছে যদি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনারা যাঁওয়ার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে গরীব মানুষের স্বার্থের বিরোধীতা করবেন না। মাননীয় সদস্যরা জানেন আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি করে ঋণ পরিশোধ করবে। কৈলাশহর সাব ডিভিশনে প্রতি বছর বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে বন্যার কবলে পরে কি পরিমান ফসল নষ্ট হচ্ছে। ধর্মনগর, বিলোনীয়া, উদয়পুর সদর সাব ডিভিশনের এক বিস্তির্ণ এলাকা প্রতি বছর বন্যার জলে প্লাবিত হচ্ছে। আমরাতো বার বার দাবী করছি, এই হাউস থেকেও আমরা বলেছি যে, ত্রিপুরাতে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হোক ত্রিপুরায় বন্যার ফলে গরীব মানুষ ও কৃষকদের সর্বনাশ হচ্ছে, ঘরবাড়ী ও ফসল নষ্ট হচ্ছে, ফলে ত্রিপুরার অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই প্রস্তাব ক্ষতিগ্রস্ত, কৃষকদের স্বার্থে ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব এবং যারা ঋণ গ্রহন করে পরিশোধ কবতে অক্ষম তাদের সেই ঋণ মুকুবের জন্য, কাজেই কেন আপনারা এইটাকে সমর্থন করবেন না। আমি আশা করব যে, আপনারা এর বিরোধীতা করবেন না। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যখনই কৃষকদের স্বার্থে কোন প্রস্তাব আসে তখনই আপনারা কোন না কোন অজুহাতে তার বিরোধীতা করছেন। আর কংগ্রেস (আই) তো তার ৪০ বছরের রাজত্বকালে ত্রিপুরার জন্য কিছুই করেন নি, তখন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল, কাজেই আজকে যখন বামফ্রন্ট সরকার সেই গরীব মানুষদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়েছেন, তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক যখন গরীব মানুষের স্বার্থে তার বিভিন্ন ধরনের স্কীম তৈরী করে ঋণ বণ্টন করতে পারে এবং যাদের জমি নাই, যারা এখনও ভূমিহীন তাদের জন্য বিভিন্ন স্কীমে ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়া যায়, তার জন্য রাজ্য সরকার যখনই কোন প্রস্তাব আনেন তখনই

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

বিরোধী সদস্যরা তার বিরোধীতা করেন কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশী করার জন্য এবং তার জন্যই ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ তাদের উপর আস্তা হারাচ্ছেন, ফলে দিনের পর দিন তারা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যখনই এই সরকার বা ট্রেজারী ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্যের স্বার্থে কোন প্রস্তাব আনেন তখন তারা বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারুপ করে এবং কেন্দ্রকে টারগেট করে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র এই কাজ করতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ঋণ বণ্টনের কোন নীতি এখনও গ্রহন করেনি, সেখানে যারা ধনী লোক তাদের পকেটে সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছে, গরীব মানুষের স্বার্থে এই অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কোন নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছেন না, কাজেই আমরাতো কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবার দাবী করব। আজকের এই রিজলিউশানে তাই ত্রিপুরা বিধান-সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন তারা যেন ঋণ শোধে অক্ষম দুর্বল অংশের জনগনের ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেন, এই প্রস্তাবকে আমি আবার সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা যে সংশোধনী এনেছেন তার তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে আমার সংশোধনী সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি না জানিনা যে, শুধু এমেণ্ড-মেন্টই পড়তে হয়, সমস্তটা পড়তে হয় না। আমি প্রথমে আমার সংশোধনীর আকারে পড়ে দিচ্ছি, ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে ত্রিপুরার শ্রমজীবি জনগনের এক অংশ যা অধিকাংশই তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর অংশের মানুষ তারা অপুর্য্যপরি বন্যা, খরা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর ফলে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সাথে ইহাও লক্ষ্য করছেন যে, ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তারা দ্বিতীয়বার ঋণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন তারা যেন ঋণ শোধে অক্ষম দুর্বল অংশের জনগনের ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। এইটাই হচ্ছে আমার সংশোধনী প্রস্তাব, কাজেই আমি মূল প্রস্তাবকে এখানে মাননীয় সদস্য সুবোধ বাবু যেটা এনেছেন এইটাকে বিরোধীতা করে আমার সংশোধিত

আকারে যেটা এনেছি সেটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, বন্ধু সরকারের মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু অন্ততঃ পক্ষে এই প্রস্তাবটাকে মানে এই সংশোধিত আকারে যেটা এসেছে সেটাকে সমর্থন করবেন এইটা আমার আশা ছিল। তবে সাবোমধ্যে তিনি তা করেছেন আবার স্মরন করিয়ে দেওয়া হলে বিরোধীতা করেছেন।

এটা আমরা লক্ষ্য করছি। মাননীয় সদস্য এটা স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যায় ও খরায় জুমিয়াদের ফসল নষ্ট হয়েছে। সে দিক থেকে উনি একটা জিনিষ স্পষ্ট করে বলেন নাই যে কোন কোন ব্যাঙ্কে রাজ্য সরকারের যে শেয়ার আছে সেটা মুকুব করা হবে কিনা। যেমন গ্রামীন ব্যাঙ্কে রাজ্য সরকারের ৫০ পার্সেন্ট শেয়ার আছে। তেমনি ইউ, কো ব্যাঙ্কে, ইউ. বি আই, প্রভৃতিতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে শেয়ার ভাগাভাগি আকে। তাই মাননীয় সদস্য যদি এটা উল্লেখ করতেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা আছে সেটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং রাজ্য সরকারের যেটা আছে সেটার জন্য রাজ্য সরকারকে চাপ দেওয়া হবে বললে ভাল হত। উনি জানেন ওনার এই প্রস্তাব পত্র-পত্রিকায় ছাপান হবে। তাই তিনি এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন। আমরা জানি যেমন গ্রামীন ব্যাঙ্কে রাজ্য সরকারের ৫০ পার্সেন্ট শেয়ার আছে সেটা আগে মুকুব করা হচ্ছেনা কেন ? কথা প্রসঙ্গে এখন পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে হয়, সেখানেও ত বামফ্রন্ট সরকার, সে বামফ্রন্ট সরকার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বন্যার জন্য যেসব খয়ক্ষতি হয়েছে সেসব খয়ক্ষতির কারনে যেসব ঋণ ছিল সে সব ঋণ মুকুব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছিল এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ৯৩ কোটি টাকা মুকুব করেছেন। আর রাজ্য সরকারও তার সমস্ত ঋণ মূকুব করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের সরকার খরার সময়ে রাজ্যের ৭৫ কোটি টাকা মুকুব করে দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার-কেও মুকুব করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। আর আমাদের এখানে সব সময়ে একটা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দোষারোপ করা হচ্ছে। আমরা জানতে চাই, এখানকার রাজ্য সরকার কি করছেন ? ১০ পয়সার মূল্য কেনে ২০ পয়সায় বিক্রীর করছেন। রাজ্য সরকারেরও ত দায়িত্ব আছে কিন্তু সে দায়িত্ব তারা পালন করছেননা কেন ? মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বলতে হয় গত বছরে গণ্ডাছড়া এলাকায় ৮৫-৮৬-তে ছামনু, দশদা, কাঞ্চনপুর, খেদাছড়া প্রভৃতি জায়গায় জুম ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জুমিয়ারা খুব অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তারা যারা ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ টাকা

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

ঋণ নিয়েছিল সে ১০০ টাকা ঋণ পর্য্যন্ত পরিশোধ করতে পারছিলনা। সেখানে রাজ্য সরকারের যে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স আছে সেখান থেকে বার বার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পত্তি ক্রোকের ভয়ে তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রী করে কয়েক হাজার পরিবার চলে গেছে। এবারও আমরা ঠিক একই অবস্থা দেখছি। ঐসব অঞ্চলে এখনও চালের ৬ টাকা হতে আমরা দেখি নাই। যখন সেখানে ৩ টাকা থেকে ৩.৫০ টাকা হয়েছিল তখন সেখানে ফ্রী রেশনিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু এখন সেখানে ৬ টাকা হওয়া সত্বেও ফ্রী রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছেনা। যতনবাড়ীতে ৬০ পরিবার, সেটা ত আবার সি, পি, এমের গাঁও সভা, রামভদ্র গাঁওসভা থেকে ৪০ পরিবার আসামে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এই তথ্য আছে। তারা চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ করার ভয়ে। কারন তাদের কাছে বার বার নোটিশ যাচ্ছে। সমস্ত দিক দিয়ে কেন্দ্রের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজের দোষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে এবং সে ধরনের কোন প্রস্তাব আসলে সে প্রস্তাব সমর্থন করা যায়না। আগামী দিনে জনসাধারনের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন তার জন্য আগে থেকে এই ধরনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। আপনারা বলেছিলেন যে, আপনারা যদি ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করা হবে কিন্তু আজকে যারা আপনাদের ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স থেকে ১০০/২০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋন নিয়েছেন তাদের সে ঋন মুকুব করা হচ্ছেনা কেন ? কাজেই মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবের উপর আমি যে সংশোধনি এনেছি সে সংশোধনী গ্রহণ করা হবে বলে আশা করি। সে সঙ্গে এই সংশোধনী সহ প্রস্তাবটা গৃহীত হবে বলে আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ আর মাত্র দেড় মিনিট সময় আছে। কাজেই এই দেড় মিনিটে আলোচনা সমাপ্ত হবে না। সুতরাং এই রিজলিউশনটি আগামী সেসনে কেরিড ওভার হল।

সভা পরিচালনা করার জন্য আপনারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তারজন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

এই সভা অনিদিষ্টকালের জন্য আমি মুলতবি ঘোষণা করছি

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন কোন ব্লকে পাকা টিনের ছাউনী এবং মাডওয়াল যুক্ত টিনের ছাউনী দ্বারা পঞ্চায়েত অফিস ঘর নির্মান করা হইয়াছে তার সংখ্যা ?

উত্তর

১। রাজ্যে যে যে ব্লকে পাকাওয়াল যুক্ত টিনের ছাউনী এবং মাডওয়াল যুক্ত টিনের ছাউনী দ্বারা পঞ্চায়েত অফিস ঘর নির্মান করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা মোট ৩১০।

ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্লকের নাম	পাকাওয়াল যুক্ত টিনের ছাউনী দ্বারা তৈয়ারী পঞ্চায়েত ঘরের সংখ্যা।	মাডওয়াল যুক্ত টিনের ছাউনী বিশিষ্ট। দ্বারা তৈরী পঞ্চায়েত ঘরের সংখ্যা।	মোট ঘরের সংখ্যা।
১। পানিসাগর	৪	৬	১০
২। কাঞ্চনপুর	—	১৪	১৪
৩। কৈলাশহর	১	১	২
৪। ছাওমনু	—	২	২
৫। কমলপুর	২	৪	৬
৬। খোয়াই	১৬	১৬	৩২
৭। তেলিয়ামুড়া	৬	৬	১২
৮। মোহনপুর	১	১২	১৩
৯। জিরানীয়া	৫	২০	২৫
১০। জম্পুইজলা টাকারজলা	৪	—	৪
১১। বিশালগড়	৫	৪১	৪৬
১২। মেলাঘর	১	৩৮	৩৯
১৩। উদয়পুর	২	৪০	৪২
১৪। অমরপুর	৩	৬	৯
১৫। ডুম্বুরনগর	—	৩	৩
১৬। বগাফা	—	২০	২০
১৭। রাজনগর	১	১০	১১
১৮। সাতচান্দ	২	১৮	২০
	৫৩	২৫৭	৩১০

ANNEXURE-"A"

Admitted Unstarred Question :—74

Will the Hon'ble Minster-in-charge of the Panchay at Department be pleased to state—

Name of Member :—Shri Tarani Mohan Sinha

প্রশ্ন

২। যে যে পঞ্চায়েতে ঐরূপ অফিস ঘর নির্মান করা এখনো সম্ভব হয়নি সেই সকল পঞ্চায়েত গুলিতে ঐ ধরনের ঘর তৈরী করে দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। হ্যাঁ মহাশয়, পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

৩। থাকিলে আগামী আর্থিক বৎসরে ঐ ধরনের কয়টি অফিস গৃহ নির্মান করা হইবে ? (ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা)

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে ঐ ধরনের যে কয়টি গৃহ নির্মান করার প্রস্তাব আছে তাহার ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	মোট সংখ্যা
১। তেলিয়ামুড়া	৫টি
২। মোহনপুর	৬টি
৩। জিরানীয়া	৪টি
৪। জম্পুইজলা-টাকারজলা	২টি
৫। মেলাঘর	৮টি
৬। উদয়পুর	৪টি
৭। ডুম্বুরনগর	৫টি
৮। রাজনগর	৩টি
৯। বগাফা	৪টি
১০। সাতচান্দ	১৫টি